যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি

এবং

শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক
ও হোমিওপাথিক চিকিৎসা।

আর, বিশ্বাস, প্রণীত

চিকিৎসক-চিকিৎসাশিক্ষার্থী, আইনজীবি-আইনশিক্ষার্থী,
উচ্চশিক্ষিত ও সমাজসেবী ভিন্ন অন্যের
পাঠ নিষেধ।

দুই টাকা আট আনা মাত্র

কৃতজ্ঞতা

এই পুস্তক প্রণয়নে আমি ন্যূনপক্ষে ৩০ জন বিশেষজ্ঞর মতামত ও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। একে একে নাম করিলে, শেষ করা দায় হইবে। পুস্তকের মধ্যে যথাস্থানে তাঁদের নাম উল্লেখ করিয়াছি এবং অনেকক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব সুন্দর ভাষাটীও কৌতূহলী পাঠকগণকে জানাবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। তাঁদের নিকট আমি যে কত ঋণী তা বলে বুঝাতে পারব না।

আরও কয়েকজন আমাকে এই বহিটীর জন্য অশেষরূপে সাহায্য করেছেন। বাঁকুড়ার স্বনামধন্য ও জনপ্রিয় সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটার বাবু কুমুদরঞ্জন ব্যানার্জ্জি মহাশয় তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরি হইতে Sex Psychology সম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠ করিতে দিয়া, এবং সোদর-প্রতিম-বন্ধু বাবু বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল, বাবু রমেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ এম, এস-সি, বি-এল, বাবু বিমলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী বি-এল, এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বাবু অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ, মহাশয় তাঁহাদের লাইব্রেরী হইতে পুস্তকাদি সাহায্য করিয়া এবং প্রুফ্ সংশোধনাদি করিয়া আমায় বিশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ দিবার ভাষা নাই।

আর তাঁদিকেও আমার অসংখ্য ধন্যবাদ দি, যাঁরা তাঁদের মনের গোপন রহস্যজাল আমার নিকট উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন; তাঁহারা যৌনসমস্যার সমাধানজন্য বা যৌনব্যাধির চিকিৎসার জন্য আমায় আমূল মনের গোপন খবরাখবর জানাইলেও তদ্দ্বারা তাঁহারা যৌনবিজ্ঞানেরই স্বাস্থ্য দান করেছেন; তাঁরা আমার নমস্য ও নমস্যা।

বিনীত—গ্রন্থকার

দুটী কথা

যৌনবিজ্ঞানের নাম শুনিলে অনেকেই হয়ত নাক-সিট্‌কাইবেন ও ও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিবেন। কিন্তু আমার নিবেদন, বিদ্বৎসমাজে এবং এমন কি ইউনিভারসিটির 'এমে' ক্লাসে Experimental Psychology, Text Subject ও পাঠ্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। যাঁরা ইংরাজীতে পণ্ডিত তাঁরা ভাগ্যবান; যেহেতু তাঁরা মহামহিম পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হেবলক-এলিস, মহামতি ফ্রয়েড, লেপমান, হির্চ্চফিল্ড, মার্শাল, কস্‌মান, মেরি-ষ্টোপস, ক্যাথারিন, মোল, নিকল্‌স্, ক্রাফ্‌ট্‌-এবিং ইত্যাদির অমর লেখনির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পেয়েছেন; কিন্তু যাঁরা ইংরাজী ভাল জানেন না তাঁদের পক্ষে Sex-Psychologyর রসাস্বাদন হওয়া অসম্ভব। বাংলা ভাষায় অধুনা ২।৪ জন লেখক এই অভাব দূরীকরণে চেষ্টিত হয়েছেন; আমিও তাঁদের মধ্যেই একজন। তবে **আমি এই বিষয়টীকে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের ও যৌনবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করেছি।** যাঁরা experimental Psychology ও Sex-Psychology সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে চান ও ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতের সহিত পরিচিত হইতে চান, আমার বহিটী তাঁদের পক্ষেই বিশেষ সাহায্যকরী হইবে। হাল্কা ধরণের উপন্যাস পাঠের মত পাঠ করিলে ইহার ফললাভ হইবে না। ইহার প্রত্যেক লাইনটী পাঠ করিয়া ভাবিবার বিষয়। যেথানেই কোনও সন্দেহ, সমস্যা বা অসুবিধা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমায় পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে সংশয়

অপনোদন করিতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। আমার নিকট নিয়তই নানাপ্রকার যৌনসমস্যার সমাধান জন্য ও বিভিন্ন যৌনব্যাধির চিকিৎসার জন্য বহু স্থান হইতে পত্রাদি আসে। তাহার নামধাম প্রকাশ কখনও হইবে না। ঐ ধরণের বিভিন্ন সমস্যামূলক পত্রাদি আমি বিশেষ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করি যেহেতু সেই সব সমস্যা ও তাহার প্রতিকার দ্বারা আমি যৌনতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও তদ্দ্বারা নরনারীর যৌনকার্য্যে সাহায্যদানে অধিকতর সমর্থ হইতেছি। সেই সব রোগীতত্ত্বগুলি যে কত অদ্ভুত ও রহস্যজনক তাহা ইহার মধ্যেই ২।৩টী জানান হইল। ইতি—

বাঁকুড়া। আর, বিশ্বাস।

সূচীপত্র

যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি

—•—।—※—।—•—

ভূমিকা ঃ—

আজ এই সাগরাম্বরা ধরিত্রীর অপরূপ সৃষ্টি মাধুরি, প্রতি বৃক্ষপত্রে, প্রতি লতাগুল্মে, প্রতি ফলপুষ্পে, প্রতি অণুপরমাণুতে সতত প্রকাশমান। সেই অবাক্‌মনসগোচর শ্রীনারায়ণের কলা-চাতুর্য্য দিকে দিকে নিয়ত দেদীপ্যমান। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ভরা অনন্ত নীলাকাশ, কোকিলকূজিত, ভ্রমরগুঞ্জিত, লতায় পাতায় নৃত্যশীল অসীম শ্যামবনানী, লক্ষকোটী ঊর্ম্মিমালাসেবিত, সীমাহারা—দিশাহারা অনন্ত নীল সমুদ্র—সবই সেই পরমস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু এই অসীম সৃষ্টি রাজত্বের অপূর্ব্ব লীলানৈপুণ্যের মাঝে, তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, প্রাণমনময়, জ্ঞান বিবেকশীল, মানবকুল। এই যে সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে নরনারীর অপূর্ব্ব আবির্ভাব, তাদের মনোরাজ্যের অলৌকিক উন্মাদনা, তাদের পরস্পরের প্রতি প্রেমপ্রীতি ভালবাসা, তাদের রূপ রস গন্ধে উভয়ের যে অপূর্ব্ব হৃদয়াবেগ, তাদের উভয়ের অপূর্ব্ব উন্মাদনা ও ব্যাকুলতার মাঝে যে যৌনমিলন, বিজ্ঞানের চক্ষে আজ সে সকলেরই একটা বিশিষ্ট ধারা নির্ণীত হয়েছে।

কল্পনার নেত্রে একবার দেখা যাক সেই বহুজনলেখিত মানবসৃষ্টির আদিম প্রভাতের চিত্র—জনগণ হারা আকাশ ভুবনের মাঝে, অপূর্ব্ব নিঃসঙ্গতার মধ্যে, মুখোমুখী—চোখাচোখী, দুটী অসাধারণ মহামানব-মানবী,—আমাদের সেই আদি জনকজননী,

যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি

আদম্ ও ইভ্। মানবসৃষ্টির কোনও উন্মেষ তখন দেখা যায় নাই, নরনারীর যৌনরহস্যের কোনও খবরাখবর তখন থাকে নাই। তারা শুধু দুজন, সেই বাধাবন্ধহারা, অপূর্ব্ব ও অসীম জগতের মধ্যে কেবল একটী নর ও অপরটী নারী। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ চিত্রের মধ্যেও, তাদের পরস্পরের ভাব ভালবাসা, তাদের নিবিড় আকর্ষণ ও প্রেম, তাদের সৌহার্দ্দ ও মিলন কল্পনার চক্ষে অলৌকিক, অভূতপূর্ব্ব ও রোমাঞ্চকর। কিন্তু তখনও জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন হয় নাই, অজ্ঞতার ঘনান্ধকারের মাঝেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই তাদের পরস্পরের যৌনলীলা। তার পরেই প্রবঞ্চিত সেই দুটী অজ্ঞান নরনারীর নিষিদ্ধ ফল সেবন আজ এই কোটী কোটী মানবের সৃষ্টির আদি কারণ হ'য়ে আকাশে-বাতাসে, সূর্য্যালোকে-জ্যোৎস্নাধারায়, বিহগ কলতানে, মৃগকেকানৃত্যে, সর্ব্বত্রই এই বিরাট যৌনতন্ত্রের অপূর্ব্ব রহস্যজাল বিস্তার করে, দিকে দিকে পুলক শিহরণ সঞ্চার করে রেখেছে।

সুতরাং এই যৌনতত্ত্ব সেই সৃষ্টির আদিম প্রভাতে, প্রথম আলোক সম্পাতের সঙ্গেই সুজড়িত। নরনারীর পরবর্ত্তী জীবনের উন্মেষের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই এবং শুধু নরনারীর জীবনে কেন, লতাগুল্ম উদ্ভিদাদির জীবনে এবং অপর বিভিন্ন প্রাণীজগতের মধ্যেও, এই একই যৌনতত্ত্ব দৃঢ়ভাবে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। সুউচ্চ ও বিরাটকায় শাল তমালের চারিদিকে নধর-শ্যামল পল্লবিনী লতার আবেগময় আবেষ্টন, প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির দিকভোলান রূপ ও হাসির তীব্র ইঙ্গিতে, ফল ধারণের অপূর্ব্ব মোহে মধুপ আকর্ষণ, গভীর ঘন অরণ্যানী মধ্যে পশুরাজ সিংহের লীলাশায়িতা সিংহীনির পদলেহন, মন্দাকিনীবিধৌত

দেবদারুবছায়াতলে কুসুমস্তনাচ্ছন্নভূমিতে হরিণ-হরিণীর পরস্পর অনুধাবন, ঘনপল্লবাচ্ছন্ন পাদপশাখায় কপোত কপোতীর লীলাকূজন এসমস্তই শুধু যৌনতত্ত্বের বিকাশ নয়,—আজ ইহাদেরই অপূর্ব্ব মহিমাময় রহস্যদীপ্তিতে, এজগতের সমস্ত কাব্য, সমস্ত সাহিত্য, সমগ্র নৃত্যগীত কলাচাতুর্য্য সুধাময় ও মধুময় হয়ে আছে এরই নাম যৌন আকর্ষণ ও যৌনমোহ। আর এরই সুমীমাংসায় বিজ্ঞানের যে শাখা আজ আপ্রাণ চেষ্টায় অনুপ্রাণিত, এর সহস্ররহস্যজাল উদ্ঘাটনে যে জ্ঞানদীপ লক্ষকোটী দীপালোকের রশ্মি ও তেজে সমুদ্ভাষিত হ'য়ে আজ সারা বিশ্বের রোমাঞ্চ শিহরণ এনে দিয়েছে, তারই নাম যৌনতত্ত্ব বা যৌনবিজ্ঞান।

আজ যে যৌনতত্ত্বের আলোচনায় আমি অক্লেশে প্রবৃত্ত হয়েছি, শতাব্দি পূর্ব্বে ইহার আলোচনা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আজ যৌনতত্ত্বের যে কথাটা যুবক যুবতীরা অবলীলাক্রমে আয়ত্ত্ব করছে অথবা আয়ত্ত্ব করবার জন্য উদ্দাম স্পৃহায় আকাঙ্ক্ষিত রয়েছে, তাদের বৃদ্ধা দিদিমায়ের কাছে এই কথাগুলোই হোত সব চাইতে ঘৃণা ও লজ্জার বিষয়। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত যৌনতত্ত্বের আলোচনা অশ্লীলতার বিষয়ীভূত ছিল, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ও নরনারীর জ্ঞানালোচনার উদ্দাম প্রবৃত্তির সঙ্গে আজ যৌনতত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা সমাজসেবীদের হাতে এবং যৌনস্বাস্থ্য প্রয়াসীদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান রত্নরূপে দেখা দিয়াছে।

যৌনতত্ত্বের আলোচনা ডাক্তারদের কাছে যে কত মূল্যবান তার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কতই আশ্চর্য্যের বিষয় যে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ডাক্তারি পুস্তকসকলের মধ্যে যৌন বিজ্ঞানের

স্থান আদৌ ছিল না। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার এতই হাস্যজনক সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট ছিল যে তৎকালে ছাত্রদিগকে উদ্ভিদ বিদ্যা বা Botanyর আলোচনাতেও ক্ষান্ত থাকতে হোত। যৌনতত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ অশ্লীলতার ছাপযুক্ত ক'রে তৎকালীন শিক্ষকরা ইহার আলোচনায় বিরত হলেন। কিন্তু **চিকিৎসক জীবনে যৌনতত্ত্বের জ্ঞান শুধু আবশ্যক নয়—অত্যাবশ্যক।** ইহার অভাবে নরনারীর যৌনব্যাধি চিকিৎসাকে শুধু হাস্যকর 'দেহের ব্যাধি' বলে চিকিৎসা করতে যাওয়া মূর্খামির রূপান্তর নয় কি? যৌনব্যাধি চিকিৎসায় যৌনতত্ত্বের জ্ঞানের অভাব অতীব শোচনীয় কথা। আজ অবিসংবাদিতভাবে সর্ব্বজন সমক্ষে ইহা ঘোষিত হয়েছে যে **নরনারীর যৌনব্যাধির বোল আনাই হোল তাদের মনস্তত্ত্বের গূঢ় ও জটীল ব্যাধি বিশেষ।** নরনারীর মধ্যে পশু-রমণের দুর্ণিবার আকাঙ্ক্ষা, অপ্সরানিন্দিত স্বাস্থ্যরূপসম্পন্না যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগানন্তর যুবক স্বামীর পুংমৈথুনের অপূর্ব্ব রহস্য, বাহ্যপ্রস্রাবাদির কালে অভূতপূর্ব্ব রতিসুখানুভবতা (urolagnia and coprolagnia), নরনারীর গুপ্তস্থান প্রদর্শন করার (exhibitionism) অদ্ভুত স্পৃহা, অন্যের গাত্রে গাত্রঘর্ষণে সহবাস সুখানুবোধ, চৌর্য্যবৃত্তির সঙ্গে কামোত্তেজনার রহস্যজনক সংমিশ্রণ (kleptalagnia), আঘাত প্রাপ্তিতে রতিসুখ প্রাপ্তি (Masochism) ইত্যাদি অভূতপূর্ব্ব ও অলৌকিক যৌনব্যাধিগুলিকে কি আমরা শুধুই 'দেহের রোগ' নামে অভিহিত ও চিকিৎসা করলেই বিদূরিত করতে সক্ষম হ'ব? ঐখানেই Sex Psychologyর বা যৌনমনস্তত্ত্বের জ্ঞানের সার্থকতা। এইখানে এই ব্যাপারটী জানান অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে একটী

শিক্ষাদীক্ষাযুক্তা ভদ্র যুবতীর Nymphomania রোগকে অনেক বৃদ্ধ চিকিৎসক শুধু 'যোনী কণ্ডুয়ন' বলে কেবলমাত্র স্থানীয় মলম প্রয়োগে বিফল হওয়ায় তাঁকে 'ভূতগ্রস্থা' স্থির করেন এবং তাঁর উপর বর্ণনাতীত দুর্ব্যবহার ও প্রহারাদির ফলে তাঁকে প্রায় পরলোকের যাত্রী করে তুলেছিলেন ; কিন্তু ঐ অবস্থাতেও, আমার যৌন মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ও ২।১ দাগ হোমিওপ্যাথি ঔষধ তাঁকে পুনরায় ব্যাধিমুক্ত ক'রে তাঁর সোনার সংসারের স্বর্ণ সিংহাসনে রাজলক্ষীরূপে পুনঃস্থাপিতা করেছিল। মানসিক স্বাস্থ্য ও দৈহিক স্বাস্থ্যের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা নাই। সুতরাং নরনারীর মনের গোপন খবরাখবর ঠিকমত জানা না থাকলে 'অস্বাভাবিকতা'কে 'স্বাভাবিক অবস্থাতে' রূপান্তর করা প্রায় অসম্ভব। এলিস বলেন "In order to ascertain what precisely in the norm for any given individual in this matter, we must know exactly what is his innate psycho-sexual constitution, for otherwise we may be putting him on a path which, though normal for others is really abnormal for him."

এই যৌনতত্ত্বের সবিশেষ জ্ঞান আমাদের না থাকা হেতু প্রতি পদে আমরা শুধু নিজেরাই যে লজ্জিত হই ও বিফলতা লাভ করি তা নয়, অনেকস্থলে আমাদের অজ্ঞতায় উপদেশ লাভের পর কত রোগীই না কত সর্ব্বনাশকর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে থাকে। যৌনব্যাধিযুক্ত কত নরনারীর রোগারোগ্যকল্পে তাদিকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে অনেকের আত্মহত্যা ও অকালমৃত্যুর কারণ আমরা হয়েছি তা লোকে না জানলেও আমরা নিজেরা তা জীবনে ভুলব

না। "A man is what his sex is" এই সর্ব্বজনবিদিত সত্য বাণীটী সর্ব্বদাই আমাদিগকে স্মরণ রেখে যৌনতত্ত্ব ও যৌনব্যাধির আলোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হ'তে হবে।

যৌনচিন্তার আদি বিকাশ :—

কিন্তু এই রহস্যময় যৌনস্ফুরণের আদি সময় কখন, কোন সময় ইহা প্রথম বালক বালিকার হৃদয়ে উদয় হয়, তার সম্যক নিরূপণ অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই এবং কখন হবেও কিনা সন্দেহ। ইতিপূর্ব্বে ইহাই নিশ্চিতরূপে জানা ছিল যে শিশুজীবনে যৌন বিকাশ মোটেই সম্ভবপর নহে ; কিন্তু ঐ তথ্য যে প্রকৃত সত্যতাযুক্ত নহে বিশেষ প্রণিধান করলেই তা বুঝা যায়। অনেক শিশুর অতি অল্প বয়সে হঠাৎ লিঙ্গোদ্রেগ দেখা যায়, যে ঘটনাকে আমরা স্থানিক উত্তেজনা হেতু বা কৃমি হেতু বলে বুঝবার চেষ্টা করি। এই ধরণের সাময়িক উত্তেজনাতে কোনও সুখানুভব হয় কিনা, তা বিস্মৃতি হেতু, পরবর্ত্তী জীবনে অনেকে সঠিক প্রকাশ করতে না পারলেও অপর অনেক নরনারী তাদের স্ব স্ব শিশুজীবনে উপরোক্ত লিঙ্গোদ্রেক যে যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার করেছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ দেয়।

ভূয়োদর্শনের ফলে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করে জানিয়েছেন যে শিশুজীবনেও যৌন উত্তেজনা প্রায়শঃই প্রকাশ পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্ক, ফন্‌সাগরিভস্, পেরেজ্ (Marc, Fenssagrives, Pereg) প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে ৩।৪ বৎসর বয়সেরও অনেক বালক বালিকা হস্তমৈথুন করে থাকে। পণ্ডিত রোবি (Robie)

পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে বালকদের এবং ৮ হইতে ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে বালিকাদের, যৌন ক্ষুধার আবির্ভাব হয়। **হ্যামিল্টন** ভূয়ো ভূয়ো পরীক্ষা দ্বারা দেখেছিলেন যে শতকরা কুড়ি জন বালক ও চৌদ্দ জন বালিকা তাদের ৬ বৎসর বয়ঃক্রমের আগেই যৌন ইন্দ্রিয়ে সুখানুভব করে। অবশ্য সকল শিশুই যৌন উত্তেজনা বা যৌনসুখ অনুভব করে না বা সবাইয়েরই তাহা অনুভব করার শক্তি থাকে না। সুতরাং যৌন উদ্রেক সম্বন্ধে শিশুদের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তবে এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই যে **যৌনস্ফুরণ যাহাদের বেশী বয়সে দেখা দেয়—বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখের তারাই তত বেশী অধিকারী হয়।**

যৌন সুখোন্মেষ, প্রথম বালক বালিকাদের জীবনে দেখা দেয়, তাদের মাতৃস্তন্য পান কালে মাইয়ের বোঁটা ও ওষ্ঠের পরস্পর সান্নিধ্য, স্পর্শ এবং ঘর্ষণ হইতে। নরনারীর ঠোঁট দুটী যে যৌন উত্তেজনা আনয়নে এক অতি প্রধান সহকারী ইন্দ্রিয়, তাহা নিঃসন্দেহেই প্রকাশ করা যেতে পারে।

অসীম যৌনসুখ হেতুই চুম্বনের ব্যাকুলতা, তার জন্যই ওষ্ঠস্পর্শাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ওষ্ঠস্পর্শ হতে যৌনসুখ উন্মেষ হয়, শিশুজীবনে মাতৃস্তন্যপানকালে মাইএর বোঁটায় ও শিশুর ওষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে। অনেক সময় শিশুরা বুড়ো আঙুল চুষতে থাকে। এত ভীষণ ব্যাকুলতার সঙ্গে অনেক শিশু বৃদ্ধ অঙ্গুলি চুষে যে তাদিকে তাহতে নিবৃত্ত করা যায় না এবং করিলেও সেই শিশুর পক্ষে তাহা পরম ক্লেশদায়ক হয়। এই

বৃদ্ধ অঙ্গুলী চুষবার প্রবৃত্তিই পরবর্ত্তী জীবনে হস্তমৈথুনের রূপান্তর মাত্র।

মুখ ও ওষ্ঠের পর, গুহ্যদেশ, শিশুর যৌনসুখ অনুভবের সহায়ক হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে শিশুর বাহ্যে ও প্রস্রাব করার সময়ে তার যৌনসুখানুভূতি জন্মে। **হ্যামিল্টন** বলেন, যে শতকরা ২১ জন নর ও ১৬ জন নারী তাদের শিশুকালে, বাহ্যে প্রস্রাব সময়ে যৌন আনন্দ অনুভব করেছিল। যাই হোক, পণ্ডিতপ্রবর **ফ্রয়েড্** ও **অস্কার** ফিস্টার (Oskar Pfitster) ইহা বার বার পরীক্ষান্তর প্রকাশ করেছেন যে শিশুদের মধ্যেও প্রেম উন্মেষের সুস্পষ্টলক্ষণাবলী দেখা যায়।

অপর আর এক রকম বিধানে শিশুর মধ্যে যৌন আনন্দ দেখা দেয়—ইংরাজীতে তার নাম Algolagnia. ইহার বাংলাতে এই অর্থ হয় যে **'যন্ত্রণার মধ্যে সুখানুভূতি'**—সে যন্ত্রণা নিজেই ভোগ করুক, বা অন্যের হ'তে দেখুক, বা স্বহস্তে অন্যের যন্ত্রণা বিধান করুক, সেই যন্ত্রণার দৃশ্যে বা অনুভূতিতে তার মধ্যে যৌনসুখ আসে। শিশুরা যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রীড়া ভালবাসে; নিজেদের উপর নানা অত্যাচার ক'রে এক অভিনব সুখ বোধ করে; বালিকাদের পরস্পর সজোরে চুল টানাটানি খেলায় অতি মধুর সুখাবেশ জন্মে; দিবাভাগে মারধোরপূর্ণ স্বপ্ন দর্শনে তার মনে এক অব্যক্ত সুখানুভূতি আসে; জীবনান্তকর ঘটনা শ্রবণে তাহার পরম পরিতৃপ্তি লাভ হয়; বালক তার জননেন্দ্রিয়ের উপর বারংবার আঘাত ক'রে অতৃপ্ত সুখবোধ করে; কখনও দড়ি দ্বারা দৃঢ়ভাবে সেটাকে বেঁধে রাখতে চায়; এই সকল অতি সত্য ব্যাপারগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা স্থির নিশ্চয় হয়েছে যে শিশুকালেই

বালক বালিকার যৌনসুখ উন্মেষ হয়ে থাকে। এই স্থানে একটা ঘটনা জানান অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে একটী ৯ বৎসরের বালিকা তার clitorisটীকে দড়ি দ্বারা এত শক্ত করে বেঁধেছিল যে অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু তাহলেও ঐ বয়সে যৌন উদ্রেকের উহাও একটী প্রমাণ। **হ্যামিল্টন্** বলেন যে তাঁর পরীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৪৯ জন পুরুষ ও ৬৮ জন রমণী, 'অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়ার মধ্যে' কোনও সুখ অনুভব করেন নাই, কিন্তু শতকরা ৩০ জন নরনারী 'নিজেরা কষ্ট অনুভবের মধ্যে' সুখের স্পর্শ পান। যৌন বিজ্ঞানের মধ্যে এম্নি শত শত অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য তথ্যাদি আমরা জানতে পারি, যাহা স্বাভাবিক জ্ঞানের কাছে অতি হাস্যজনক ও অবিশ্বাস্য বলে প্রতীয়মান হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলির সত্যতায় সন্ধিহান হইবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই।

কিন্তু শিশুদের যৌনপ্রীতি প্রথমেই কাহার কাহার প্রতি দেখা দেয় ইহা স্থির করাও এক বিষম সমস্যার বিষয়। মহামতি **ফ্রয়েড্** এইখানে Œdipus Complex নীতির আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে, শিশুর অত্যল্প বয়স হতেই নিকটাত্মীয়ের উপরই তার গভীর যৌনপ্রেম উদ্ভব হয় এবং তাহা কেবলমাত্র অতি কঠোর আইন দ্বারা বা অতি কঠিনভাবে দমন করা যেতে পারে। **ওয়েষ্টার মার্ক** পূর্ব্বে কিন্তু এই মতটার বিপক্ষেই মত দিয়েছিলেন—তাঁর মতে মানবের মনে এই ভাবের ভালবাসার প্রতি সাধারণ ঘৃণাই জন্মে থাকে কিন্তু বিখ্যাত **ফ্রয়েড্** তাঁর মতটা দৃঢ়ভাবে প্রচার করলেন 'There is from infancy a strong natural instinct to incest.' **হেবলক**

ইলিস, এই উভয় প্রকার বিরোধী মতের সামঞ্জস্য আনয়ন করেছিলেন; তাঁর মতে—আত্মীয়দের উপরেই (এবং তাঁরা সর্ব্বদা একত্রে থাকলে), যৌনক্ষুধার প্রথম বিকাশ হয় ইহা সত্য; **হ্যামিল্টন** দেখিয়াছেন শতকরা ১৪ জনের এইরূপ আত্মীয়ের প্রতি যৌন ইচ্ছা জেগেছিল, শতকরা ১০ জন মাতার উপরই এই ইচ্ছা অনুভব করেছিল, শতকরা ২৮ জন তাদের ভগ্নীর উপর কামবাসনানল প্রজ্জ্বলিত হওয়া বুঝতে পেরেছিল; ৭ জন স্ত্রীলোক তাদের পিতার উপর এবং ৫ জন তাদের ভ্রাতার উপর যৌন আকর্ষণ অনুভব করেছিল; কিন্তু এই যৌনক্ষুধার উন্মেষ মোটেই খুব দৃঢ় নয় এবং যখনই আকর্ষণের কোনও নূতন ব্যক্তিকে তার পরে তারা সামে পায় তখনই এই যৌনক্ষুধা তাদের দিকেই অগ্রসর হয়।

বালক বালিকাদের মধ্যে **হস্তমৈথুনের প্রবৃত্তি** দ্বারাও তাদের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তির উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়। হস্তদ্বারা বা যে কোনও জিনিষের দ্বারা নরনারীর মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা আনয়নের নামই হচ্চে 'হস্তমৈথুন'। তা ছাড়া খেলাধূলার মাঝে, এবং এমন কি জননেন্দ্রিয়ের উপর হঠাৎ বস্ত্রাদির চাপ পড়লেও ঐ ভাবের উত্তেজনা আসে। হস্ত বা আঙ্গুল দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বালকরা যত বেশী আনে, বালিকারা তত বেশী নহে। বালিকাদের যোনিদেশ হঠাৎ স্পৃষ্ট হওয়ায় তারা একপ্রকার সুখাবেশ অনুভব করে; তার পরে ঐ সুখ অনুভবের জন্য তারা অন্য দ্রব্যের সাহায্যে যোনিদেশ ঘর্ষণ করতে চায় এবং এমন কি কোনও দ্রব্য পাওয়া না গেলে, তাদের জঙ্ঘা দুটীর দৃঢ়ভাবে চাপনেও তারা ঐ ভাবের উত্তেজনা অনুভব করে থাকে।

কিন্তু যারা শিশু অবস্থায় উক্ত কোনও প্রকারের যৌন উত্তেজনা অনুভব করে না, তারাও পরবর্ত্তী বয়সে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ যৌন উত্তেজনা অনুভব করে থাকে ; এই উত্তেজনা কখনও বা **ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দর্শনে** কখনও বা বিনা স্বপ্নেও ঘটে থাকে। বালকরা যৌন উত্তেজনা হলে ঘুম থেকে আপনা হতেই জাগরিত হযে পড়ে, কিন্তু বালিকাদিকে ঐ অবস্থায় জাগিয়ে না দিলে হয় না। বালক বালিকাদের মধ্যে নিদ্রার মধ্যে যৌন উত্তেজনার এই তারতম্য লক্ষ্য ক'রেই মহাপণ্ডিত **ইলিস,** বলেন যে 'The greater sexual activity of the male, the greater sexual quiescene of the female' কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে পুরুষদের যৌনাকাঙ্ক্ষা বেশী ও স্ত্রীলোকদের কম।

আমেরিকার **রোবি** (Robie) বহু গবেষণার পর দেখেছিলেন যে এমন নর বা নারী পাওয়া যায় না, যারা তাদের ৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হস্তমৈথুনের দ্বারা যৌন উত্তেজনা বা এমন কি আপনা হতেই যৌন উত্তেজনা কিছু না কিছু অনুভব করেছিলেন। ডাঃ **কাথারিন ডেভিস,** একহাজার আমেরিকার কলেজ রমণীর মধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন প্রকৃতভাবে হস্তমৈথুন করেছিল। অবিবাহিতা কলেজ রমণীদের মধ্যে পরীক্ষায় দেখা যায় যে শতকরা ৪৩'৬ জন তাঁদের ৩ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে হস্তমৈথুন করেছিল ; শতকরা ২০'২ জন তাদের ১১ বৎসর হতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে, শতকরা ১৩'৯ জন তাদের ১৬ হইতে ২২ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং শতকরা ১৫'৫ জন তাদের ২৩ হইতে ২৯ বৎসরের মধ্যে হস্তমৈথুনে রত হয়েছিল।

নানাবিধ পরীক্ষায় ইহাও স্থিরীকৃত হয়েছে যে বালিকারা বালকদের চাইতেও অতি শিশু বয়সে এই কার্য্যে রত হয় কিন্তু বেশী বয়সের সময় বালকরাই বালিকাদের চাইতে বেশী এই কাজ করে, কিন্তু আবার পরিণত বয়সে বালিকাদেরই এই কার্য্যে সংখ্যাধীক্য ঘটে থাকে। ডাঃ **হ্যামিল্টনও** একশত জন উচ্চবংশ জাত পুরুষ এবং একশত জন উচ্চবংশীয় নারীর মধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে তাদের মধ্যে ৯৭ জন পুরুষ ও ৭৪ জন স্ত্রীলোক এক সময়ে যখন হোক হস্তমৈথুন করেছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষে এই ভাবের উচ্চাঙ্গের যৌনবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও অনুশীলনের একান্ত অভাব বশতঃ এইস্থানে ভারতীয় নরনারীর তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। হস্তমৈথুন সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তৃত বর্ণনা করিব।

নরনারীর মধ্যে প্রথম যৌনউন্মেষের ইতিহাস অবগত হইবার আগে, বিভিন্ন জনপদের মধ্যে, বিভিন্ন রীতিনীতি ও জীবন যাত্রার প্রণালী, এবং বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার মাঝে, উহার বিভিন্নতাও লক্ষ্য করা উচিত। নিউ গিনা (New Guinea) প্রদেশে ট্রব্রিয়াণ্ডা দ্বীপের বালকবালিকাদের মধ্যে যৌন স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে প্রদত্ত হয়। সেই দেশের শিশুদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধীয় প্রচুর গবেষণা আমরা **মালিনোস্কির** 'বন্যজীবনে যৌনতত্ত্ব' নামক পুস্তকে (Malinowske's—Sexual life of Savages) দেখতে পাব। সে দেশে শিশুদের সমক্ষেই পিতামাতা সহবাস ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে; শিশুদের সমক্ষেই রতিবিষয়ক চর্চ্চা ও কথাবার্ত্তা চালাইবার কোনও বাধা তথায় নাই—কেবল এইটাই তথাকার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় যে শিশুরা যাহা দেখিল বা যাহা শুনিল কদাপি তাহার সম্বন্ধে তাহারা যেন কোথাও কিছু না বলে।

তাহাদের মৎস্যশীকারে যাবার কালে তাহাদের কন্যা বা অপরাপর বালিকারাও তাদের সঙ্গে থাকে। তথায় গিয়া বালিকাদের সমক্ষেই পুরুষ সাথীরা উলঙ্গ হয়ে মৎস্যশীকারে রত হয়—এবং তাই তথাকার বালিকাদের কাছে পুংজননেন্দ্রিয়ের দৃশ্যটা অতি স্বাভাবিক হয়ে থাকে। অতি অল্প বয়স হতেই তারা যৌন সম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করে এবং অতি শিশুকাল হতেই তারা যৌনসম্পর্কীয় ক্রীড়াতে রত হয়; এই সব যৌনক্রীড়ায় তাদের হাত ও মুখ সাধারণতঃ যৌনসুখ আনয়নের সহায় হ'য়ে থাকে। সেদেশের বালিকারা সাধারণতঃ ৪।৫ বৎসর বয়স থেকে যৌনক্রীড়ায় রত হয় এবং ৬ হইতে ৮ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাদের প্রকৃত যৌনজীবন আরম্ভ হয়; কিন্তু সেদেশের বালকরা যৌনজীবন লাভ করে তাদের ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে। বালকবালিকারা একত্রে মিলে নানাপ্রকার যৌন ধরণের খেলায় মত্ত হয়—তাতে সে দেশে কেউ কোনও বাধা দেয় না বা কোনও কুফলও ফলে না।

কিন্তু সেই দেশেরই উত্তরে অল্পদূরে অবস্থিত Admiralty islands বাসীদের জীবন যাত্রার মধ্যে এই যৌনশিক্ষা ও যৌন উন্মেষের কতই না বিভিন্নতা! **মার্গারেট মিড্** বলেন (See Growing up in New Guinea) যে সে দেশে যৌনধর্ম্মটাকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়, এবং ঐ সমস্ত বিষয়কে অতি তীব্র ভাবে দমন করার প্রবল চেষ্টা লক্ষিত হয়। তথায় হস্ত-মৈথুন ইত্যাদি প্রায়শঃই দেখা যায় না এবং বিবাহিতা নারীরাও সহবাস সুখ অনুবোধ না করায় পুরুষ সঙ্গকে পরিহার করে।

আবার 'সামোয়া' দেশে আর একরকম যৌন উন্মেষ দেখা যায়।

তথায় ছেলেমেয়েরা অল্প বয়স হতেই পরস্পরের সান্নিধ্য হতে দূরে থাকে কিন্তু যৌন সম্বন্ধে সে দেশে কারো নিকট গোপন কিছুই থাকে না ; ফলে বালক বালিকারা অতি শিশুকাল হতেই যৌন ব্যাপারগুলি হৃদয়ঙ্গম করে ফেলে। সে দেশে প্রায় প্রত্যেক বালিকাই ৬।৭ বৎসর বয়সের সময় হস্তমৈথুন করে, এবং বালকগণ সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে ঐ কার্য্যে রত হয় এবং তারা পুংমৈথুনের ও বশীভূত হয়ে পড়ে। (See coming of Age in Samoa by Margaret Mead).

সুতরাং কখন হতে যে মানব জীবনে আদি যৌন বীজ প্রোথিত হয় তা বলা খুবই শক্ত। গ্রীকদের ইতিহাসে দেখা যায় যে তারা সাহিত্যে দেবতাদের মধ্যেও হস্তমৈথুনের আরোপ করেছে। নির্জ্জনে যৌনক্ষুধার অবসান করা তৎকালীন পণ্ডিত দার্শনিকদের মধ্যেও গর্ব্বের বিষয় ছিল। রোমে যৌন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান খুব তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলে গণ্য হোত এবং তৎকালীন খ্রীষ্টান পাদরিদের মধ্যে সহস্র রকম যৌন বিকাশ ও যৌন ক্রিয়া অহরহ প্রকাশমান থাকত।

আমাদের দেশে অনেক সময় শিশুদের মধ্যে যৌন সুখ বোধ হবার কয়েকটী কারণ দেখা যায়। অনেক সময় শিশু সন্তানকে আদরের কালে স্নেহময়ী মাতা অতি আদর সোহাগের সঙ্গে শিশুদের জননেন্দ্রিয়ে হস্তার্পন করে। এই স্পর্শ হতেই উক্ত শিশুরা একটা সুখ শিহরণের অনুভূতি প্রথম বুঝতে পারে। তারপরে অকারণে অনেক সময়, জ্ঞানে অজ্ঞানে তারা নিজেরাই নিজেদের স্ব স্ব জননেন্দ্রিয়ে হস্তার্পণ দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করার চেষ্টা করে। ঐ ভাবেই তাদের শিশুজীবন হতেই একটা যৌন অনুভূতির সঞ্চার

ক্রমশঃ দেখা দেয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে তাহাই হস্তমৈথুন ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

আবার ঝি, চাকর, দাই ইত্যাদির সহযোগীতায় শিশুদের মধ্যে প্রায়শঃই যৌন বোধের প্রথম উন্মেষ হয়ে থাকে। ক্রুদ্ধ ও ক্রন্দনশীল শিশুকে শান্ত করতে অপারক হয়ে অন্যান্য বহু চেষ্টার পর তারা এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করে। শিশুদের জননেন্দ্রিয়ে হস্তস্পর্শন বা ঘর্ষণ দ্বারা তাদিকে এমন একটা সুখ শিহরণের আস্বাদন দেওয়া হয় যে তারা অবিলম্বে শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করে। এইরূপ করতে করতেই তাদের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ে হস্তার্পণ করবার দুর্ণিবার অভ্যাস দৃঢ়ীভুত হয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে ইহাই আবার তাদিকে হস্ত-মৈথুনের পথে চালিত করে।

যুবক যুবতীদের যৌন উন্মেষ ঃ—

যৌন চিন্তার প্রথম উন্মেষ ও প্রথম যৌন শিহরণ শিশুদের মধ্যে কখন প্রবেশ করে ও কি ভাবে প্রবেশ করে তাহার একটা ধারাবাহিক বর্ণনা আমি পূর্ব্বে দিবার চেষ্টা করেছি; এইবারে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, যুবক যুবতীদের মধ্যে কিভাবে ও কি প্রকারে যৌন চিন্তার প্রথম উন্মেষ হয়? **'হেবলক্ ইলিস্'** প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে **দিবাস্বপ্ন, স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন** ইত্যাদি দ্বারাই যুবক যুবতীরা সর্ব্বপ্রথম যৌন সুখ স্পর্শ পায়।

গল্প, উপন্যাস, নভেলাদির পাঠ এবং বায়োস্কোপ সিনেমাদির দর্শন দ্বারা যুবক যুবতীদের মনে যৌন জীবন ও যৌন আনন্দের ইঙ্গিত প্রকাশ করে। এই ভাবে তারা ক্রমে ক্রমে দিবাস্বপ্ন

বা অলীক কল্পনাদির দ্বারা মনে মনে এক অপরূপ যৌনরাজ্যের সৃষ্টি করে। সুস্থকায় যুবকগণ, ১৫ বৎসরের পূর্ব্বেই খেলা ধুলা, বা দুঃসাহিকসতাপূর্ণ কাজ, শীকার ইত্যাদির কল্পনাভরা দিবাস্বপ্ন দর্শনে যৌন আনন্দ লাভ করে। বালিকারা তাদের নভেলে পড়া রাণীদের আসনে নিজেদিকে বসিয়ে ঐ আনন্দ পায়। সতেরো বৎসরের পরে, বালক বালিকারা প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে দিবাস্বপ্ন নিরীক্ষণ করে যৌন সুখের অধিকারী হয়। **'হ্যামিল্টন'** পরীক্ষার দ্বারা ইহা অবগত হয়েছিলেন, যে শতকরা ২৭ জন পুরুষ ও ২৫ জন স্ত্রীলোক যৌন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই দিবাস্বপ্ন দ্বারা যৌন আনন্দ উপভোগ করেছিল। বিবাহের পূর্ব্বে যুবকযুবতীদের মনে এই ভাবের অলীক কল্পনাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বিবাহের পরেও শতকরা ২৬ জন পুরুষ ও ১৯ জন স্ত্রীলোক এই দিবা স্বপ্নের অধীন থাকে।

তারপরে, ক্রমে এই জাগ্রত স্বপ্ন বা অলীক চিন্তাদির প্রভাবে যুবক যুবতীদের স্বপ্নের মধ্যেও এই যৌনচিত্র, যৌনকর্ম্ম বা যৌন আনন্দের বীজ প্রোথিত হয়; ইহারই সাধারণ নাম **স্বপ্নদোষ** এবং **'হেবলিক ইলিস'** ইহারই নাম দিয়েছেন Erotic dreams in sleep. স্বপ্ন জিনিষটার প্রভাব যে মানব জীবনে খুবই প্রবল তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই 'স্বপ্ন' জিনিষটার সঙ্গে মানবজাতির ধর্ম্মতত্ত্ব, ম্যাজিকতত্ত্ব বা ভবিষ্যদ্বাণীর তত্ত্ব নানাভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। স্বপ্নের হাত থেকে জীবকুলও উদ্ধার পায় না; অনেক সময় দেখা যায় কুকুর ঘুমের মধ্যে দৌড়াইবার মত পা ছুড়িতেছে; সুতরাং 'স্বপ্ন দর্শন' যে প্রাণিরাজ্যের অতি স্বাভাবিক কর্ম্মের মধ্যে ধর্ত্তব্য তাতে আর সন্দেহ নাই।

এই স্বপ্নের মাঝে যৌন ক্রিয়ার আস্বাদন লাভ মানবজীবনেও এক স্বাভাবিক কার্য্যের মধ্যে পরিণত হয়েছে ; এমন কি স্বপ্নের মধ্যে শুধু যৌন কার্য্যের চিত্র দর্শন নহে, ঐ সময়ে সহবাস সুখ সহ শুক্রস্রাবও ঘটে থাকে। নানাদেশে ঐ ব্যাপারটিকে দৈত্য দানবের প্রভাব বলে ধরা হয়। 'ক্যাথলিক চার্চ্চ' ঐ ব্যাপারটিকে Pallutio নাম দিয়েছেন এবং 'লুথার' 'স্বপ্নদোষ'টাকে 'রোগ' বলে ধরে তৎক্ষণাৎ তাকে বিবাহ দ্বারা আরোগ্য করবার উপদেশ দিয়াছেন।

যে নরনারীরা সহবাস সুখ হতে সামাজিক বা অন্যান্য কারণে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে স্বপ্নদোষটার প্রাধান্য বেশী দেখা যাবে ; স্ত্রী বিহীন নর ও স্বামী বিহীনা নারীবিধবাদের মধ্যে, অর্থাভাবে বা পাত্রী অভাবে, যে স্বাস্থ্যবান পুরুষরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অপারক হয়েছে তাদের মধ্যে, এবং সামাজিক বা নৈতিক কারণে যে যুবতীরা এতাবৎ পরিণীতা নহেন তাঁদের মধ্যে স্বপ্নদ্বারা যৌন সুখানুভব প্রায় প্রতি রাত্রের সহচর হয়ে গেছে।

আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা দেখেছি যে স্বাস্থ্যবান নরনারীর মধ্যে, যাঁরা সামাজিক কারণে, চাকরি হেতু বিদেশে একাবাস জন্য, নৈতিক কারণে, অর্থাভাবে বা অন্যান্য নানাকারণে একা একা থাকতে বাধ্য হন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন স্বপ্নের মধ্যেই যৌন-মিলন লাভ করেন ও প্রকৃত সহবাস সুখ পান। এই স্বপ্নদোষটা নরনারীর মধ্যে কত ঘন ঘন হয় তার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। পেগেট (Paget) বলেন সপ্তাহে একবার বা দুইবার, ব্রাণ্টন (Branton) বলেন পক্ষান্তে একবার বা দুইবার, রোলেডার (Rohleder) বলেন উপর্য্যুপরি প্রতি

রাত্রে একবার, **হ্যামণ্ড** (Hammond) বলেন পক্ষান্তে একবার, **লোবেন্‌ফেল্ড** (Lowenfeld) বলেন সপ্তাহে একবার এইভাবে বিভিন্ন মতামত দ্বারা যৌনস্বপ্নশাস্ত্র পূর্ণ হয়ে আছে। তবে এই সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এই করতে পারা যায় যে সপ্তাহে একবার মাত্র স্বপ্নে যৌন-সুখানুভব হওয়াই সুস্থ নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ইহার সম্বন্ধেও অনেক অস্বাভাবিকতা আছে। আমি নিজে অনেকগুলি সুস্থ যুবক যুবতীর ইতিহাস নিয়ে দেখেছি যে তাদের মধ্যে ২।৪ জনের জীবনে স্বপ্নদোষ আদৌ দেখা যায় নাই। আবার কয়েকটী এমন ব্যক্তির ঘটনা দেখেছি যে তারা প্রতি রাত্রে উপর্য্যুপরি ২।৩ বার স্বপ্ন দোষের অধীন হন ও প্রতি বারেই শুক্রস্খলন হয়ে থাকে। সেগুলি অবশ্য আমার 'রোগী' সংখ্যার মধ্যে এবং তাদিকে রীতিমত চিকিৎসাদির পর তাদের আরোগ্য বিধান করতে হয়েছে।

প্রত্যেক স্বপ্নদোষেই যে শুক্রক্ষরণ হয় তা নহে তবে অধিকাংশ সময় যখনই স্বপ্নদোষের মধ্যে শুক্রক্ষরণ হবে তৎপূর্ব্বেই দ্রষ্টার ঘুমটা ভেঙ্গে যায়, অথবা শুক্রক্ষরণ হবার মধ্যে বা শুক্রক্ষরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। কার কত বয়স হতে যে স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয় তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। বিখ্যাত ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক **গুয়ালিনো** (Gualino) বলেন যে তাঁর পরীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭ বৎসর বয়সে স্বপ্নে যৌনসঙ্গম বোধ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। **মারো** (Marrow) বলেন যে যৌন ইন্দ্রিয়ের উদ্রেক ১৩ বৎসর বয়সে আরম্ভ হয় এবং 'স্বপ্নদোষ' ১২ বৎসর বয়সে আরম্ভ হওয়ার ঘটনাও দেখা যায়; ইহাদের এই স্বপ্নদোষ দেখা দেবার পূর্ব্বে প্রথম প্রথম কয়েক মাস

লিঙ্গ উদ্রেক হবার প্রবণতা থাকে; ঐ সময় তারা কখনও বা হস্তমৈথুন, কখনও বা সঙ্গমক্রিয়াও সমাধা করে, তবে তারা তখন ঐ ঐ কার্য্যের দ্বারা প্রকৃত যৌন সুখ বা সঙ্গম সুখ পায় না।

এই স্বপ্নদোষে দৃষ্টমূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত তথ্য দেখা যায়। যে যাকে প্রাণদিয়ে ভালবাসে বা যে যার সঙ্গমসুখ মনে প্রাণে চায়, স্বপ্নে কিন্তু তাহার দেখা প্রায়ই মিলে না। স্বপ্নে প্রায়ই দেখা দেয় অজানা অদেখা কোনও নর বা নারী; কচিৎ কখনও হঠাৎ-দেখা কোনও মূর্ত্তি স্বপ্নে উদয় হয় বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম স্বপ্নদোষের মাঝে অতি কুৎসিৎ মূর্ত্তি দেখা দেয় ও পরে সেই মূর্ত্তিটীই দ্রষ্টার কাছে ক্রমে ক্রমে সুন্দর ও লোভনীয় হয়ে পড়ে। অতি লোভনীয় সুন্দরী প্রেয়সীর সঙ্গে কচিৎ স্বপ্নদোষ ঘটে থাকে। আবার স্বপ্নের মধ্যে কোনও মূর্ত্তির দেখা না হয়েও শুক্রক্ষরণ হয়। এবং এই ধরণের 'স্বপ্নদোষ' দ্বারা অতি অবসন্নতা আসে। বিলাতে এবং আমাদের দেশের পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণপ্রিয় সমাজেও দেখা যায় যে বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যখন তার নির্দ্দিষ্ট যুবতীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়, প্রেম নিবেদন, চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি করে থাকে অর্থাৎ তাদের কোর্টশিপ কালে, যুবকের প্রতি রাত্রে ৩ বার পর্য্যন্ত স্বপ্নদোষ দেখা যায়, কিন্তু বিবাহের পর তাহা আর দেখা যায় না। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেও ইহা প্রায়শঃই দেখা যায় না যে স্বপ্নে সেই প্রেয়সী বা যে কোনও ভালবাসার পাত্রী আবির্ভূতা হয়েছেন। আমার একটী রোগী, জনৈক অবিবাহিত যুবক প্রফেসর, আমার নিকট বড়ই খেদ করে প্রকাশ করেছিলেন যে প্রতি রাত্রেই তার স্বপ্নদোষ হয় বটে, তবে তাঁর কত ব্যাকুল ইচ্ছা যে স্বপ্নে একরাত্রি

তাঁর প্রেয়সার আবির্ভাব হোক, এই উদ্দেশ্যে তিনি রাত্রে শয়নের আগে সেই মানসী প্রিয়ার ধ্যান করেন, তথাপি কথনও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না—স্বপ্নে অজানিত রমণীদের আগমন হয়ে থাকে, কচিৎ কথনও ২।১ জন চেনা রমণীর দেখা মিলে। আবার অনেকে বলেন যে তাঁদের স্বপ্নে কোনও রমণীর দেখা হবামাত্রই বা তার হঠাৎ একটু স্পর্শ পাবামাত্রই শুক্রক্ষয় হয়ে যায়—শুক্রক্ষয়ের জন্ম স্বপ্নদৃষ্ট রমণীর সঙ্গে সঙ্গমক্রিয়া মোটেই আবশ্যকীয় ব্যাপার নহে, একজন রোগী আমায় জানিয়েছিলেন যে স্বপ্নের মাঝে কোনও নারী তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে বা তাকে পাথা নিয়ে ব্যজন করছে বা এমনকি তার মাথার বালিসটী সরাবার উপক্রম করছে, এমন সময়ও তার শুক্রক্ষরণ হয়ে যায়।

স্বপ্নে যৌন সঙ্গম বা শুক্রক্ষয়ের বিশেষ কোনও ক্ষতিকর ফল নাই যদিই না ইহা অতি পুনঃ পুনঃ ও অতি বেশী মাত্রায় ঘটে থাকে। নানাকারণে 'স্বপ্নদোষের' আবির্ভাব বেশী হতে পারে। দৈহিক ও মানসিক হৃদয়োচ্ছাস, রাত্রে শয়নের আগে সুরাপান, চিৎ হয়ে শয়ন, নূতন শয্যায় শয়ন, অতিবেশী নাটক নভেল পাঠ, অশ্লীল চিত্রাদি দর্শন ইত্যাদি কারণে ইহার আবির্ভাব অতি মাত্রায় দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থায় ইহার বিশেষ কুফল জানা যায় না, কেবলমাত্র কচিৎ কথনও ক্লান্তি বা মাথা ব্যথা আসে। স্ত্রীলোকদের 'স্বপ্নদোষ' সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম থাকে না বরং অনেকাংশে পুরুষদের বিপরীত দেখা যায়। অত্যন্ত বেশী যৌনাকাঙ্ক্ষাযুক্ত রমণী, পুরুষ সহবাস হতে বঞ্চিতা হলেও প্রায় তারা বেশী স্বপ্নদোষের অধীনা হন না। পুরুষ সহবাসে অভ্যস্ত নারীর বরং বেশী স্বপ্নদোষ দেখা দেয়, এবং ঐ সকল স্বপ্ন মধ্যে তাদের যৌন সহবাস ও

শুক্রক্ষয় হয়ে থাকে এবং তদ্বারা তাদের শান্তি আসে; আবার পুরুষ সহবাসে অভ্যস্তা অনেক নারী বলেন যে স্বপ্নদোষে তাদের শুক্রস্রাব হলেও তাঁরা কিন্তু তাতে শান্তি পান না। অনেকস্থলে অনেক নারীর কাছে তাহা বরং বিরক্তির কারণ হয়ে থাকে।

তারপরে যুবক যুবতীদের মধ্যে **অস্বাভাবিক উপায়ে যৌন ইচ্ছা পূর্ণ করার অবস্থা আসে।** শিশুকালে জননেন্দ্রিয়ের হস্তার্পণ করার অনুভূতি এইখানে তাদের কাজে লাগে এবং নিভৃতে তাহারা উক্ত উপায়ে যৌন সুখ উপভোগ করে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির নর নারীর মধ্যেই 'হস্তমৈথুন' একটা চিরন্তন অভ্যস্ত কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়ে গেছে। কিন্তু হস্তমৈথুন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আমি যথাস্থানেই করব।

যুবক যুবতীদের মধ্যে অতি অল্প বয়স হতে যৌন ইচ্ছার উদ্ভব হবার অপর কারণ হচ্ছে **'পশুমৈথুন' ইত্যাদি ব্যাপার নিরীক্ষণ করা।** বৃক্ষশাখায় বানর বানরীর যৌনসঙ্গম, প্রাচীরের পরে কপোতকপোতীর সহবাস, পথিপার্শ্বে কুকুর কুকুরীর যৌনমিলন, গৃহপালিত জন্তু যথা গো, ছাগাদি প্রাণীর সঙ্গম—এই সকল দৃশ্যে, অনভিজ্ঞ বালক বালিকার মন, স্বতঃই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তৎপরে যুবাবয়সে তাদের মনে প্রাণে যৌন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই তারা এই দৃশ্যটা নিজেদের জীবনেও পূর্ণ করতে চায়। ফলে বালক বালিকারা তাদের নিভৃত খেলাঘরে, বা নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আম্রকুঞ্জের ছায়াশীতল ঝোপের মধ্যে, যৌনকার্য্যে রত দেখা যায়; এবং বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ কার্য্য তাদের অভ্যাসে পরিণত হবার উপক্রম হয়। আমি নিজে ১০০ জন যুবক যুবতীর জীবনের ইতিহাস গ্রহণ করে জেনেছি যে তাদের মধ্যে শতকরা

৬০ জন যুবা তাদের ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ১৭ বৎসর বয়সের মধ্যে, পশুমৈথুন দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ সহচরীদের সঙ্গে গোপনে সহবাস করেছে। আর শতকরা ৩০ জন বালিকা ঐ দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে তাদের সাথী বালকদের সঙ্গে যৌনক্রিয়াতে রত হয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই বালকরাই ঐ দৃশ্যে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে বালিকাদিকে যৌনকার্য্যে প্ররোচিত করেছে, কেবল শতকরা ১০ জন বালিকা নিজেরাই পশুমৈথুন দৃশ্যে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে তাহারাই বালকদিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেছে।

যুবক যুবতীদের মধ্যে অতি অল্পবয়সে, আর একটা কারণের জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় ও তারা যৌন কার্য্যে রত হবার জন্য চেষ্টা পায়। ইহা হচ্চে তাদের **সখিদের সঙ্গে পরস্পর যৌনকার্য্য ও যৌনইচ্ছা সম্পর্কীত কথাবার্ত্তা কহা।** তরুণী ও অনভিজ্ঞা বালিকা তার বন্ধু অপর নববিবাহিতা তরুণীর নিকট প্রথম শুনে যে কেমন করে বাসর শয্যায় ঐ তরুণী স্বামীর দ্বারা চুম্বন, আলিঙ্গন বা যৌন-মিলন লাভ করেছে—তার পূর্ব্বরাগ কি, তার পরের সুখ বা কষ্ট কতটুকু, তারপর হতে ক্রমশঃ তার মনে যৌনক্ষুধার আবির্ভাব, স্বামীর বিরহে যৌন ইচ্ছার অপূর্ণতা হেতু তাহার অব্যক্ত বেদন, সবই ঐ সরলা বালিকা ক্রমে ক্রমে জানতে পারে এবং এইরূপে তার মনে যৌনইচ্ছা ও যৌনক্ষুধা জাগরিত হয়। ঐ যৌনক্ষুধা মিটাবার জন্য তখন তার হাতে থাকে, বিবাহিতা হইলে স্বামীসঙ্গ, নচেৎ তরুণ খেলাঘরের সাথীর সাহায্য অথবা হস্তমৈথুন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়। ঐ অবস্থায় ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে স্বপ্ন দোষের যোগ হয়, এবং ফলে সে শুধু

যৌনসুখ নহে রতিক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অর্থাৎ শুক্রস্রাব পর্য্যন্ত অনুভব করতে পারে। একটী নিম্ফোমানিয়া রোগিণীর জীবনের ইতিহাস নিয়ে আমি জানতে পারি যে তাহার ১২ বৎসর বয়সে তাহাদের নিজেদের বাটীর মধ্যে পোষা কুকুর কুকুরীর যৌন-মিলন ও তাহাদের সংলগ্ন অবস্থা দেখে তার এত বেশী যৌনক্ষুধা জাগে যে সেই দিনই তিনি তার এক খেলার সাথী ১৪ বৎসরের বালকের সঙ্গে নিভৃতে যৌন ক্রীড়ায় মত্ত হন। তিনি তারপর হতে, পশু-জীবনের যৌন ক্রীড়া দর্শনে এতই উত্তেজিত হতেন যে ঐ কার্য্য তাকে যেমন করিয়াই হোক মিটাইতে হইত, সদসৎ বিচার করিতেন না—শেষে তিনি নিম্ফোমানিয়ার রোগীতে পরিণত হন।

যৌনযন্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য ঃ—

নরনারীর যৌনক্ষুধা মিটাইবার প্রধান যন্ত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য অনেক আছে। যৌন সমস্যা ও যৌনব্যধি চিকিৎসার জ্ঞান লাভের সঙ্গে তৎসংক্রান্ত যন্ত্রাদির সম্যক পরিচয় লাভ করা উচিত। পুরুষের যৌনইন্দ্রিয় মধ্যে জননেন্দ্রিয়টীই প্রধান ইংরাজীতে তার নাম 'পেনিস' (Penis), এবং অপরটীর নাম টেষ্টিকেল। স্বাভাবিক ও অনুত্তেজিত অবস্থায় ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা থাকে এবং এক ইঞ্চি মোটা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা লম্বালম্বি ভাবে টেষ্টিকেলের উপরে শায়িত থাকে কিন্তু উহার উত্তেজিত অবস্থায় ইহা প্রায় ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা ১½ ইঞ্চি মোটা হয় এবং তৎকালে ইহা শক্তদেহ নিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে। ইহা গোড়ার দিকটার কিছু বেশী মোটা হয় এবং শেষের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়। পুংজননেন্দ্রিয়ের সর্ব্বশেষে যে সুপারির মত অংশটী থাকে

ইংরাজীতে তাকে বলে 'গ্লানস্-পেনিস্' (Glans-penis)। বাল্যকালে গ্লানস্পেনিসটী চর্ম্মাবৃত থাকে; ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি বৃদ্ধি হতে থাকে এবং সেই জন্য গ্লানসপেনিসটী উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে যে থলির মত ২টী জিনিষ দুই জঙ্ঘার মাঝে ঝুলতে থাকে তারই নাম অণ্ডকোষ বা টেষ্টিকেল। সুস্থ মানবের ঐ টেষ্টিকেলের প্রত্যেকটী ২।৩ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং ১½ ইঞ্চি মোটা থাকে। যে স্থানটাতে জননেন্দ্রিয়ের উদ্গম হয়েছে সে স্থানটার নাম 'পিউবিক রিজান' (Pubic region) ঐ স্থানটাতে যৌবন আগমনের সময় হতেই লোম উদ্গত হতে থাকে এবং সেখানটা পূর্ণ যৌবনকালে সম্পূর্ণ রোমাবৃত হয়ে যায়।

স্ত্রীলোকদের যোনীদেশ লইয়াই যৌনইন্দ্রিয় গঠিত হয়েছে। তাহাদের এই জননযন্ত্রটীকে প্রধাণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায় (১) বাহ্যজননযন্ত্র বা বাহ্যযোনী, এবং (২) অন্তর জননযন্ত্র বা অন্তর্যোনী। বহির্যোনীদেশে মনসভেনেরিস, লেবিয়া-মেজোরা, লেবিয়া-মাইনরা, ক্লিটোরিস ও ভ্যাজাইনা অবস্থিত। অন্তর্যোনীদেশ—জরায়ু, ডিম্বাশয় কালন নলদ্বয় ও ডিম্বাশয়দ্বয়ের বন্ধনী সমূহ দ্বারা (ligaments) গঠিত। স্ত্রী অঙ্গের উপরে যে স্থানটা রোমে আবৃত থাকে তার নাম মন্স্ ভেনেরিস বা উপস্থ। বাল্যকালে তথায় লোম থাকে না তবে তারুণ্য ও যৌবনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্থানে লোম উদ্গত হতে থাকে। প্রকৃত কোন বয়স হতে তথায় লোম দেখা দেয় তা ঠিক বলা যায় না। বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার উপর ইহা কম বেশী নির্ভর করে; তবে সাধারণতঃ আমাদের দেশে, বালিকাদের ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইতেই যোনিদেশে লোম দেখা দেয়। বাহ্য স্ত্রী অঙ্গ হইতে জরায়ু দ্বার পর্য্যন্ত স্থানটীকে প্রসব দ্বার

বলে। যোনী ওষ্ঠে ৪টী ভাঁজ আছে। বড় দুইটার নাম 'বৃহৎ যোনী কপাটদ্বয়' (Labia majora) এবং ছোট দুইটাকে 'ক্ষুদ্র যোনী কপাটদ্বয়' (Labia minora) বলে। ক্ষুদ্র লিঙ্গের আকারে ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ, বা ক্ষুদ্র যোনী কপাটদ্বয়ের সংযোগ স্থলে মূত্রদ্বারে অবস্থিত ক্লিটোরিস বা ভগাঙ্কুর। ইহা ছাড়া বাহ্য স্ত্রী অঙ্গে মূত্রদ্বার অবস্থিত।

ভিতর জননযন্ত্রে জরায়ুটী অবস্থিত থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলেছি; উহা দেখিতে লম্বা পেয়ারার মত। উক্ত জরায়ুর দুই ধারে দুইটী ডিম্বাশয় বা ওভারি অবস্থিত থাকে।

যোনীদ্বার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে পুংলিঙ্গটার মত ৬।৭ ইঞ্চি গভীর থাকে। উহা এমন ভাবে তৈরি যে আবশ্যক হলে উহা আয়তনে বৃদ্ধি হয়। সঙ্গমকালে সমস্ত পেনিস্‌টী উহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং পেনিস্‌টীর অতি দৈর্ঘাকার চেহারা হলে উহাও আয়তনে কিছু বৃদ্ধি হয় ও সমগ্র পেনিস্‌টীকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

স্ত্রীলোকদের প্রকৃত জননযন্ত্র বলিতে জরায়ু বা ইউটেরাসকেই বুঝায়। সাধারণতঃ ঐ স্থানেই পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদের স্ত্রীডিম্ব মিলিত হইয়া ভ্রূণোৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরুষদিগের যেমন টেষ্টিকল নামক গ্রন্থিদ্বয় দ্বারা শুক্র নামক পদার্থ তৈয়ারী হয় সেইরূপ ওভারী নামক গ্রন্থিদ্বয় দ্বারা স্ত্রীলোকদের ওভাম বা স্ত্রীঅন্ড প্রস্তুত হয়। যথাকালে যুবক যুবতীদের সহবাস দ্বারা স্ত্রীলোকদের স্ত্রীঅণ্ড, পুরুষের শুক্রকীট সহ মিলিত হলে অর্থাৎ স্ত্রীবীর্য্য ও পুংবীর্য্যের একত্র সংমিলন ঘটিলে গর্ভসঞ্চার হয়।

বালিকা ক্রমশঃ যৌবন অবস্থায় উপনীত হইলে তাঁহার জরায়ু-শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হইতে নিয়মিতকাল ব্যবধান অন্তর, অর্থাৎ প্রতি ২৮।২৯ দিন অন্তর, ৩।৪ দিন ধরিয়া শোণিত স্রাব হয়; তাহাকেই বলে **ঋতুস্রাব** বা মেনষ্ট্রুয়েশন। ঋতু দেখা দিবার সময় হতেই **পিউবারটী** আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ রমণীদের ৪৫—৫০ বয়স বয়ক্রমেয় পর ঐ ঋতুর তিরোধান ঘটে। ঐ সময়কেই **'মেনো-পজ'** বা বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

উপরে যৌনযন্ত্রাদি সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছি তাহা স্বাভাবিক হইলেও উহার অস্বাভাবিকতাও সময়ে সময়ে দেখা যায়। পেনিস্‌টীর যে দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ হয় তাহাই জানাইয়াছি কিন্তু এমন রোগীও আমি দেখিয়াছি যে অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সুস্থদেহ হয়েও ২৮ বৎসর বয়স্ক যুবকদের পেনিস্‌টী অনুত্তেজনশীল অবস্থায় মাত্র ১ ইঞ্চি লম্বা ও ¾ ইঞ্চি মোটা এবং তাহা উত্তেজনা অবস্থায় ২ ইঞ্চি লম্বা ও ½ ইঞ্চি মোটা আকার ধারণ করে। আবার এমন রোগীও আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছে যাঁহার ২২ বৎসর বয়সের সময়েও পেনিস্ বা লিঙ্গটী স্বাভাবিক অবস্থায় ৭ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি মোটা এবং উত্তেজনাযুক্ত অবস্থায় পুরা ½ হাত ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি মোটা হয়ে অতি বিভীষণ আকার ধারণ করে। উক্ত দুই প্রকার গঠনই যৌন সমস্যার কারণ। প্রথমোক্ত ক্ষুদ্র গঠনের লিঙ্গ দ্বারা সহগমনে নারীর যৌনসুখ লাভ আদৌ হয় না এবং শেষোক্ত প্রকারের অতি বৃহৎ পেনিস দ্বারা সহগমনে রমণীদের সুখোপাৎদন দূরের কথা বরং তাদের পক্ষে অতি ভয়ের কথা হয়ে পড়ে। ঐরূপ লিঙ্গযুক্ত পুরুষের সহিত মৈথুন দ্বারা অনেক রমণী ভীষণ ভাবে আহতা হয়ে চিরজীবনের মত জরায়ুকে

রুগ্ন করে ফেলেছে। ঐরূপ ঘটনা খুব বিরলও নহে এবং অনেক দাম্পত্য জীবনে ঐ একই ব্যাপারের দ্বারা অতি কঠিন যৌন সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। 'দাম্পত্য জীবনে যৌন সমস্যা' নামক পুস্তকে আমি এই সব ব্যাপারের বিস্তৃত বর্ণনা করব।

ইহা ছাড়া অপর একরকম অস্বাভাবিকতা 'পেনিসে'র মধ্যে দেখা যায়। উপরে বলিয়াছি যে পেনিসটী বাল্যকাল হতে আগাগোড়া চর্ম্মাবৃত থাকে অর্থাৎ গ্লানস-পেনিস্‌টী চর্ম্মের মধ্যে থাকে। ক্রমে ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও কামোত্তেজনালাভের সঙ্গে সঙ্গেই গ্লানস-পেনিসটী আপনা হতেই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রীসহবাস কালে উত্তেজনাযুক্ত হয়ে একায়িক উন্মুক্ত না হলেও হস্তের দ্বারা ঈষৎ টান দিলেই তাহা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ও স্ত্রী যোনী মধ্যে প্রবেশের সুবিধা পায়। কিন্তু অনেক সময় গ্লানস-পেনিসটী এরূপ দৃঢ়ভাবে চর্ম্মের মধ্যে থাকে যে তাহাকে কোনও মতেই খোলা যায় না। সহবাসকালে উহাও এক জটীল সমস্যা হয়ে উঠে। ঐ অবস্থার নাম **মুদ্রা** বা Phimosis। ঔষধাদি প্রয়োগে ও নানা প্রক্রিয়ায় উহা আরোগ্য না হলে অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা উহা আরোগ্য করা উচিত। উহারই বিপরীত অবস্থাকে বলে **উল্টামুদ্রা**; উহাতে গ্লানস-পেনিসটীকে আবরক চর্ম্মের দ্বারা আবরিত করা যায় না।

যৌন-যন্ত্রাদির মধ্যে 'নারীর স্তন' 'ভগাঙ্কুর' বা, 'ক্লিটোরিস,' যৌনসুখ ও যৌন মিলনে যে কতখানি স্থান অধিকার ক'রে আছে, এবং যৌন মনস্তত্তে যে উহাদের মূল্য কত, তার কিছু কিছু পরিচয় ইহার পর যথাস্থানে আমি জানাব।

এইখানে **শুক্র** সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে

না। অন্ন হইতে রস উৎপন্ন হয়; ক্রমে সেই রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং সেই জন্যই খাদ্যের শ্রেষ্ঠ অংশকেই রেতঃ বা শুক্র বলিয়া ধরিতে হয়। এই শুক্রই হচ্চে গর্ভোৎপত্তির একমাত্র কারণ; যেমন বীজ ভিন্ন গাছ জন্মে না তেমি শুক্র ভিন্ন গর্ভ হইতে পারে না। শুক্র সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে।

"যথা পয়সি সর্পিস্ত গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম॥"

অর্থাৎ যেমন দুগ্ধে ঘৃত ও ইক্ষুতে গুড় থাকে, সেইরূপ শুক্র সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত করে। পেটের দক্ষিণ পাশে, দুই অঙ্গুলি নিম্নে অবস্থিত পুরুষের প্রস্রাব নির্গমনের পথ দিয়াই এই শুক্রও নির্গত হয়। পুরুষ যখন কামপরবশে স্ত্রীতে উপগত হয় তখন আনন্দহেতু শুক্রক্ষরণ হয়। অনেকে বলেন যে কামজরে স্ত্রীলোক দর্শনে, স্পর্শনে, ধ্যানে বা স্ত্রীলোকের শব্দ শ্রবণে, স্ত্রীলোকসহ সংবাসে শুক্র নির্গত হয়।

'কৃৎস্নদেহস্থিতং শুক্রং প্রসন্ন মনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যাচ্ছতশ্চাপি হর্ষাত্তৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥
অন্যচ্চ—শুক্রং কামেন কামিন্যা দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি।
শব্দসংশ্রবণাৎ ধ্যানেৎ সংযোগাচ্চ প্রবর্ত্ততে॥'

আমাদের শাস্ত্রানুসারে শুক্র শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকারক; শুক্র গর্ভের বীজ স্বরূপ, শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু ও জীবের প্রধান আশ্রয়—

'শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ'॥

সকল শুক্রেই যে গর্ভ উৎপত্তির গুণ থাকে তা নয়। যে শুক্রে গর্ভসঞ্চার হয় তাহা তরল, স্নিগ্ধমধুর ও মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত। কেহ কেহ তাহাকে মধু ও তৈলের মত বলেন।

'স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধু গন্ধি চ।
শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈল ক্ষৌদ্রনিভঞ্চতৎ॥'

যৌনযন্ত্রাদির পৃথক পৃথক কার্য্যাবলী—

যৌন মিলনের প্রধান ইচ্ছাই হচ্চে গর্ভাধান বা জন্মদান। শুধু মানবজাতির ভিতরে কেন, সমগ্র ভুমণ্ডলের সমস্ত জীবরাজ্যের মধ্যেই জন্মদান হেতুই যৌনক্রিয়ার প্রসারতা। সর্ব্বত্রই পুরুষ জাতি ও স্ত্রীজাতির অবস্থিতি এবং সর্ব্বত্রই জন্মদান করার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান; এমন কি উদ্ভিদ্ কুলের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। যেখানেই নূতন জন্ম পরিগ্রহণ বা নূতন উৎপত্তি দেখা যায় সেইখানেই আছে স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-মিলন। আর এই যৌন-মিলনে একই রকম বিধান দ্বারা জীবকুল বা মানবকুলের গর্ভাধান ক্রিয়া সাধিত হয়; সর্ব্বত্রই পুরুষজাতির শুক্র ও স্ত্রী জাতির ওভাম বা ডিম্ব একত্রে মিলিত হয়ে নবজীবনের আগমনী আয়োজন করে। একটীকে ছাড়া অন্যটী বিফল। একা শুক্র বা একা স্ত্রী-ডিম্ব নিস্ফল। যদিও নারীজাতির স্ত্রী ডিম্বই হচ্চে জন্মদানের আসলহেতু কিন্তু যতক্ষণ না উহার সহিত যৌন-মিলনদ্বারা পুরুষ-শুক্র-বীজ মিলিত হয়, ততক্ষণ তাহার মূল্য কিছুই নাই। পুরুষের শুক্র-বীজকে বলে Sperm বা স্পার্মাটোজুন, এবং স্ত্রী ডিম্বকে পুষ্ট ক'রে ভ্রূণোৎপত্তি করাই হোল ইহার প্রধান কর্ম্ম।

আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু আছে যে দুইটী রমণী পরস্পর উপগতা

হলেও গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকেরও যে পুরুষ সংসর্গে শুক্রক্ষরণ হয় তাহা জানা আছে কিন্তু সেই শুক্রদ্বারা গর্ভোৎপাদন হয় না ইহাই বৈজ্ঞানিক মত! কিন্তু সুশ্রুত বলেন যে—

'যদা নার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্তৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্তৌ শুক্রমন্যোন্য মনস্থিস্তত্র জায়তে॥'

অর্থাৎ দুইটী রমণী কামাসক্তা হয়ে যদি পরস্পর উপগত হয় এবং শুক্র ত্যাগ করে তাহাতেও সন্তান উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে সেই সন্তান অনস্থি অর্থাৎ কোমলাস্থিবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

শুধু ইহাই নহে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে **স্বপ্নে গর্ভসঞ্চারের** কথাও উল্লেখ আছে। এইরূপ গর্ভাধানে পুরুষের সহ মৈথুন-ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। এইরূপক্ষেত্রে ঋতুমতী নারী ঋতুস্নানের পর স্বপ্নযোগে মৈথুনাচরণ করিলে উদ্গত আর্ত্তব বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে জরায়ুতে যায় ও তথায় গিয়া গর্ভসঞ্চার করে। কিন্তু এইরূপ গর্ভে গর্ভস্থ জীবটীর পিতৃগুণ কিছুই থাকে না। এবং তাহার কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ জন্মে না। এইরূপ গর্ভ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

'ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুন মাচরেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি॥
মাসি মাসি প্রবর্দ্ধেত স গর্ভো গর্ভ লক্ষণঃ।
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতঃ পৈতৃকৈর্গুণৈঃ॥'

স্ত্রীলোকদের গর্ভাশয় সহ আটটী আশয় এবং তাদের রস, মজ্জা, আর্ত্তব, শুক্র প্রভৃতি আটটী ধাতু আছে। স্ত্রীলোকদের 'আর্ত্তব' ধাতুটীই হচ্চে গর্ভের উপযোগী এবং 'শুক্র' ধাতুটী তাহাদের শক্তি পুষ্টি ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিধান করে।

আবার ইদানীং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আর এক প্রকার **যন্ত্রদ্বারা গর্ভোৎপাদন** হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে বলে artificial insemination অর্থাৎ আজকাল যাহাকে Test-Tube babies বলে, ইহা তাহাই। পুরুষের শুক্রকে যন্ত্রের দ্বারা রমণীর ইউটেরাসে নিক্ষেপ করার আধুনিক এক প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। ইহাতে রমণীকে পুরুষ সহবাস করিতে হয় না অথচ তাহার গর্ভাধান হইয়া থাকে। **ভ্যান-ডি-ভেল্ডি** এই ব্যাপারটী সম্বন্ধে আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা করিয়াছেন। (See 'Fertility and Sterility in marriage' by Van De Velde.)

নরনারীরর যৌন মিলনে আর্ত্তব ও শুক্রের সম্মিলনে গর্ভাধান বা ভ্রূণোৎপত্তি হয় বটে তবে এই যৌনমিলনে যৌন-ইন্দ্রিয়াদি, কে কি ভাবে কাজ করে দেখা যাক। তরুণীদের যোনীদ্বারের চতুর্দ্দিকে যেকালে লোম উদ্গত হইতে আরম্ভ হয় তখনই তাকে 'পিউবার্টি' বা যৌবন-মিলনের উপযুক্ত সময় বলে। দেশানুসারে এবং জলবায়ু আহার-বিহারাদির বিভিন্নতা নিবন্ধন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, রমণীর মধ্যে পিউবার্টির সঞ্চার অর্থাৎ যোনীলোম বা স্তন উদ্গম হয়ে থাকে, কোনও দেশে এমনকি ১০ বৎসরে, কোনও দেশে বা ১৬ বৎসরে, এই যৌবন সমাগম নারীর মধ্যে দেখা দেয়। ভারতবর্ষে বালিকাদের মধ্যে প্রায় ১২ বৎসরে এই সমাগম জানা যায়। এই সময় হইতে 'ওভা' গঠিত হয়ে প্রত্যেক রমণীর প্রতি ২৮ দিন অন্তর দেখা দেয়, কেবল তাদের গর্ভাবস্থায় উহা বন্ধ হয়। এইরূপে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে ঐরূপ মাসে মাসে দেখা দিয়ে তারপরে বন্ধ হয়। ঐ সময়কে বলে **মেনোপজ** বা রজনিবৃত্তিকাল। ঐ ৩০ বৎসর কাল মধ্যে উক্ত 'ওভাম' সহ পুরুষের 'স্পার্ম'বা শুক্রকীট মিলিত হলেই গর্ভাধান হয়।

ডিম্বাশয় বা 'ওভেরি'তে ঐ 'ওভা' প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকের যে রজঃ পিচ্ছিল নয়, যাহা নিঃসরণ কালে জ্বালা বা বেদনা হয় না, যার বর্ণ আলতার মত লোহিত এবং যাহা ৩ হইতে ৫ রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে তাহাকেই বিশুদ্ধ আর্ত্তব জানতে হবে। ঐ 'ওভা' যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে বা গর্ভ উৎপাদনের উপযুক্ত হয় তখন উহা ডিম্বাশয় হতে নির্গত হয়ে কালল নল দ্বারা চালিত হয়ে গর্ভস্থলীতে যায়। উহাই উপরোক্ত প্রতি ২৮ দিন অন্তর রজঃস্রাব। ঐ ডিম্বাকার দ্রব্য একপ্রকার পদার্থ মাত্র। **কারপেন্টার** সাহেব বলেন যে এই কীটগুলি গর্ভস্থলীতে গিয়া ১০ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; কিন্তু **ডাঃ ডার্ভি** বলেন যে ইহা গর্ভস্থলীতে ৫।৬ দিনের বেশী বাঁচিতে পারে না। আবার **ডাঃ টড্** বলেন যে ইহারা গর্ভস্থলীতে ২০।২১ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। যাই হোক ইহারা যে কালে গর্ভস্থলীতে জীবিতবস্থায় থাকে তখন যদি পুরুষের রেতঃস্থিত চলনশীল পদার্থ বা শুক্রকীট সহিত মিলিত হয় তাহলেই তৎক্ষণাৎ গর্ভ হয় ও গর্ভস্থলীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। গর্ভস্থলীতে ইহা প্রথমে একটী বিন্দুবৎ দেখা যায়; তখন ইহা জলে ভাসমান থাকে। ১০।১২ দিন মধ্যে ঐ বিন্দুটী ডিম্বাকার হয়ে জলে পূর্ণ হয় ও তারপর ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাহার হাত, পা প্রভৃতি সকল অঙ্গই দেখা যায়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা মৎ প্রণীত 'মিড্ওয়াইফারী' বা '**স্ত্রী গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসায়**' করা আছে।

পুরুষের শুক্র, টেষ্টিস্ বা অণ্ডকোষে উৎপত্তি হয়। অণ্ডকোষের কতকগুলি স্নায়ু পুরুষাঙ্গের সহিত সংযুক্ত আছে। যৌন মিলনের সময় বীর্য্যগ্রন্থী নল দ্বারা বীর্য্যাধার হইতে শুক্র নিঃসৃত হয় এবং

পুরুষাঙ্গের ক্ষুদ্র পথ দ্বারা বাহির হইয়া থাকে। বস্তিদ্বারের নিম্নে দুই আঙ্গুল ডানদিকে যে মূত্রনালী আছে তাহা দ্বারাই পুরুষের রেতঃ স্রাব হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শুক্রে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্রাকার কীট থাকে। শুধু চোখে তাহা দেখা যায় না তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দর্শনে, ছোট, বড়, লম্বা ইত্যাদি নানা আকারের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চলনশীল পদার্থ দেখা যায়। ইহারা দেখতে ঠিক বেঙাচির মত, লেজ আছে ও মাথাটা অপেক্ষাকৃত সরু। মৈথুনকালে জননেন্দ্রিয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম নলদ্বারা এই চলনশীল পদার্থগুলি স্ত্রীর শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং তদ্বারা গর্ভোৎপাদন হয়ে থাকে।

এক্ষণে, এই স্ত্রী ও পুরুষশুক্র মিলনের জন্য উভয়ের সহবাস আবশ্যক। এই কারণে উত্তেজনার উদয় হইলেই পুরুষের লিঙ্গটী রক্তোচ্ছাসযুক্ত, শক্ত, মোটা ও বৃহৎ হয়ে যায়। এই অবস্থায় যৌনমিলনে রমণীর যোনীভ্যন্তরে এই সুবৃহৎ পুংজননেন্দ্রিয়টীর সমস্তই প্রবিষ্ট হয়। রমণীও কামাসক্তা হয়ে মৈথুনাগতা হলে তার যোনি দেশও, এই সুবৃহৎ পুং জননেন্দ্রিয়টীর সমস্তটাকেই স্বীয় অভ্যন্তরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। উপগতা হয়ে পুং জননেন্দ্রিয় স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হলেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে আন্দোলিত করে, এবং তদ্ধেতু উভয়েরই জননেন্দ্রিয় অধিকতর রক্তোচ্ছাসযুক্ত হয়। পুরুষের লিঙ্গমুণ্ড বা 'গ্লানস পেনিস' এবং স্ত্রীলোকের ভগাঙ্কুর বা 'ক্লিটোরিস' এই মৈথুনে প্রধান সহায়। ঐ দুইটী যন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজনাশীল। উহাদের পরস্পর ঘর্ষণে অতি শীঘ্রই চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। ঐ চরম অবস্থা বা climaxকে ইংরাজীতে

বলে অরগাজম্ (orgasm)। ঐ অবস্থায় উভয়ের অদম্য ও বর্ণনাতীত আবেগ, আনন্দ ও উত্তেজনার মাঝে, পুরুষের লিঙ্গদ্বার দিয়া শুক্রস্রাব অতি সজোরে ও সবেগে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপেই জগতের যাবতীয় প্রাণীরাজ্যের উৎপত্তি ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ হইয়া থাকে এবং এইরূপেই সমুদয় ভূমণ্ডলের সৃষ্টি তার আদিমকাল হতে আজ পর্য্যন্ত ঠিক একইভাবে সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে।

যৌনচিন্তা ও যৌনকর্ম্মের রীতি ঃ—

যৌনকার্য্য সম্বন্ধে উপরে বহুবিধ কথা বলা হয়েছে এক্ষণে যৌনচিন্তা ও যৌনকর্ম্মের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। যৌনচিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ ইত্যাদির সম্বন্ধে কোনও সঠিক মত আজও স্থিরীকৃত হয় নাই। যৌনচিন্তার উদ্ভব সম্বন্ধে প্রাচীনরা বলতেন যে এই যৌন ইচ্ছাটী পশুকুলের বাহ্যে প্রস্রাব করিবার অদম্য ও অপরিত্যাজ্য ইচ্ছার মতই বলবতী এবং জীবধর্ম্মের সঙ্গে উহাও পশু স্বভাবের সঙ্গে জড়িত। উদরে মল সঞ্চয় বেশী হলে বা মূত্রাশয়ে মূত্রসঞ্চয় হলেই যেমন তাহা পরিত্যাগ ও নির্গত করে ফেলবার ইচ্ছা মানবের মনে স্বতঃই আগমন করে, শুক্র সঞ্চয় হেতু তেমি নরনারীর মনে যৌনমিলনের দ্বারা ঐ শুক্র ত্যাগের বাসনা জন্মে। এমন কি মলমূত্রাদির অত্যধিক সঞ্চয় হলে তাহা পরিত্যাগ করবার যেমন সময় অসময়, স্থান কাল ইত্যাদি বিচার বিবেচনার সময় থাকে না, তেমি শুক্র সঞ্চয়ের পর শুক্রত্যাগে নরনারীর এমন প্রবল দুর্ণিবার প্রবৃত্তি জাগে যে তাহাতেও স্থান কাল পাত্র বিবেচনা থাকে না; ঐ হেতুই নরনারীর যৌনমিলন, এবং নরনারীর যৌনমিলনের

অভাবে পুং মৈথুন, হস্তমৈথুন, পশু মৈথুন ইত্যাদি অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাতের আবিষ্কার।

কিন্তু উক্তপ্রকার মত যে ভ্রমাত্মক তাহা স্থিরীকৃত হয়েছে কারণ মানবের নিকট শুক্র ঠিক বাহ্যে প্রস্রাবের মত দূর করে ফেলবার পদার্থ নহে এবং মানবীর নিকট শুক্রত্যাগের কোনও ইচ্ছা, যৌনমিলনে প্রকাশ পায় না। নূতন মতানুসারে বলা হয় যে যৌনমিলনের আকাঙ্খার আদি উৎপত্তি জন্মদানের আকাঙ্খার সহিত সুজড়িত। যাবতীয় যৌনমিলনে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নূতন সৃষ্টির, নূতন জন্মদানের এক সুগভীর গুপ্ত কামনা বিরাজমান। কিন্তু এই মতটীকেও সত্য বলা যায় না, যেহেতু পুংসবন বা গর্ভাধানের নিমিত্ত নিয়মাদি থাকলেও শতকরা ৯৯টী যৌনমিলনে জন্মদানের স্পৃহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। নরনারীর মৈথুনক্রিয়াতে সতেজ ও শুক্রকীটের সঙ্গে স্ত্রী আর্ত্তবের মিলনে জন্মবিধান হয় ইহা সত্য বটে, তবে যৌনমিলনের প্রারম্ভে বা সহবাসের সময়ে নরনারীর মনে নবজীবন সৃষ্টির কোনও আকাঙ্খা বা চিন্তা কোথাও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তরুণ প্রবৃত্তির বশে তরুণীর আলিঙ্গনে ধরা দেয়; তার আবেগসরস গণ্ডোপরে চুম্বন দ্বারা তাকে নবারুণ রাগে রঞ্জিত করে; তার উদ্ভিন্ন স্তনস্পর্শে, তার বক্ষোপরি সাবলীলা ভঙ্গিমা দ্বারা যৌনক্রিয়া সমাপনান্তে, তার মধ্যে স্বীয় শুক্রকীট প্রেরণ করে; কিন্তু ঐ সকলই কেবলমাত্র একটা দারুণ প্রবৃত্তি দ্বারা হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে তরুণ তরুণীর মনে জন্মদানের কোনও কামনা থাকে না। অবশ্য অতি বেশী বয়সের নরনারীর মধ্যে অনেক সময় পুত্রোৎপাদনের পিয়াসা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁহারা অনেক সময় পুত্রার্থে

যৌনমিলন কার্য্য সমাধা করলেও ঐ আকাঙ্খাটাই যৌনমিলনের আদি আকাঙ্খা তা আদৌ বলা চলে না। এক্ষেত্রে একথাও বলা ভাল যে পুত্রলাভের দুর্ণিবার আকাঙ্খায় অনেক কুসুমপবিত্রা সাধ্বী স্ত্রী, গোপনে পরপুরুষ মৈথুনে রত হয় এবং ঐ যৌনমিলনের একমাত্র আদি কারণ এই থাকে যে এই সহবাসে যেন তার পুত্র হয় ও সেই পুত্র যেন বংশরক্ষার্থে সক্ষম হয়। ঐ একটী অদম্য বাসনায় উত্তেজিতা হয়ে তারা অন্যত্র গোপন বিহার করলেও অন্য বিষয়ে তাঁরা অতি সতী সাধ্বী ও পতিগত প্রাণা। বোধ হয় পুত্রলাভের দুর্ণিবার আকাঙ্খার প্রাবল্য স্মরণ করেই এদেশের আইনবেত্তারা হিন্দু নারীদের পরপুরুষের দ্বারা গর্ভোৎপত্তি করানর আইন বিধান করে গেছলেন এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে পরপুরুষদ্বারা অনেক পুণ্যশ্লোকা রমণীর গর্ভোৎপত্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বাস্তবিক জননী হবার ব্যাকুল আকাঙ্খা অনেক রমণীর মধ্যে এতই প্রবল যে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্রচণ্ড রবিকরতপ্ত সুদীর্ঘ নিদাঘ দিবসে, রমণী পুত্রাকাঙ্খায় উপর্য্যুপরি তিন দিন নির্জ্জলা উপবাস করে দিন ও রাত কাটিয়েছেন।

কিন্তু তাহা হইলেও যৌনমিলনে উহার আদি উপস্থিতি নাই। বিখ্যাত পণ্ডিত **মোল** (Moll) বলেন যে যৌনমিলন আকাঙ্খা, দুইটী অবস্থায় গঠীত। প্রথম হচ্চে পুং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রসূত শুক্রপাতের ইচ্ছা এবং অপরটী হচ্চে পরস্পরের স্পর্শ ও সান্নিধ্য লাভের দুর্ণিবার কামনা। ইহার প্রথমটীর নাম Impulse of detumescene এবং দ্বিতীয়টীর নাম Impulse of contrectation. কিন্তু detumescene বা

স্থানিক উত্তেজনা ও স্রাব কখনই আগে আসে না, ইহার আগমন হয় tumescene বা 'পূর্ব্বরাগ' ও মাখামাখির পর। সমগ্র প্রাণী জগতেই দেখা যায় যে যৌনমিলনের অগ্রে নরনারীর পরস্পর আলাপকূজন, লীলাআলিঙ্গন, প্রেমচুম্বন ইত্যাদি 'পূর্ব্বরাগের' অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। কত দারুণ প্রেম নিবেদন, কত ব্যাকুল আলিঙ্গন ও আবেদনের পরে তবে স্ত্রীজাতির মন টলে, তবে নারী পুরুষকে হৃষ্টমনে বুকে তুলে নেয়; সে কি সোজা কথা, সে কি সামান্য ব্যাপার? সমগ্র জগতে কেবল 'পূর্ব্বরাগই' যৌন মিলনের অপূর্ব্ব সোপানরূপে অধিষ্ঠান হয়ে আছে। ইহারই নাম প্রেম বা ভালবাসা। পুরুষ পাগলের মত ছুটে আসে যেমন ভাবে পতঙ্গ অন্ধ হয়ে উড়ে এসে ঝাঁপ দেয় প্রজ্বলিত দীপালোকে, পুরুষ দিন রজনী অবিরাম গুঞ্জনে তার প্রিয়তমার কাণে প্রেম নিবেদন জানায়, কিন্তু স্ত্রী থাকে ঔদাসীন্যভরা পাষাণ প্রতিমার মত। এম্নি নিবেদনের পর নিবেদন, পূজার পর পূজা, আলিঙ্গনের পর আলিঙ্গন, চুম্বনের পর চুম্বন ইত্যাদির পরে নারীর হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং প্রিয়তমকে আবেগভরে তার প্রেমপূজার প্রতিদান দেয়—ঐ Tumescene বা 'পূর্ব্বরাগ'কেই উল্লেখ করে অমর কবি রবীন্দ্র বলছেন
"রমণীর মন—
সহস্রবর্ষের সখা সাধনার ধন।"

পণ্ডিত প্রবর হেবলক-এলিস বলেছেন যে 'Tumescence is the piling on of the fuel; detumescence is the leaping out of the devouring flame whence is lighted the torch of life to be handed on from

generation to generation'. এই 'পূর্ব্বরাগ'টা ঠিক যেন সমরায়োজন, গোলাবারুদ স্তূপীকৃতকরণ; আর Detumescence বা সঙ্গমে শুক্রনির্গমনটা হোল যেন বারুদস্তূপে অগ্নি প্রদানের পর অনলোদগীরণ ও বজ্রনির্ঘোষ। সঙ্গমকালে শুক্রস্রাবের পরই সব শেষ, মহাপূজার মহাহোম সমাপ্ত। প্রত্যেকবার প্রত্যেক সঙ্গম-কালের পূর্ব্বেই এইরূপ পূর্ব্বরাগের একান্ত আবশ্যকতা আছে, তা নইলে এই অপরূপ যৌন-মিলনের সার্থকতা থাকে না।

পূর্ব্বরাগের সংক্ষিপ্ত আয়োজনের পরেই নরনারী উভয়ে যৌন-মিলনে প্রবৃত্ত হয়। উভয়ের সহবাসকালে, শুক্র ত্যাগ হবার পূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত Detumescence সময়ে দৈহিক নানাপ্রকার অভিব্যক্তি দেখা যায়। যে কার্য্যের খসড়া সর্ব্বাগ্রে মন মধ্যে ছায়াপাত করেছিল ক্রমে তাহা দেহের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও ক্রমশঃ যৌন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়। চর্ম্মের সহিত চর্ম্মের ঘর্ষণে অপূর্ব্ব মাদকতা শুধু মনে নয় এক্ষণে দেহের প্রতি শিরা উপশিরায়, প্রতি লোমকূপে, প্রতি অণুপরমাণুতে দেখা দেয়। পুরুষের মুখমণ্ডল হয় লোহিতাভ, শ্বাসপ্রশ্বাস হয় দীর্ঘ ও অবরুদ্ধ, দেহ হয় রোমাঞ্চিত, কম্পনে ও শিহরণে দেহ হয় অবনমিত এবং তার পেনিস্‌টা হয় শক্ত দৃঢ় ও সুবৃহৎ। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও ঠিক এম্নি দৈহিক লক্ষণাবলী চলতে থাকে তবে পুরুষের মত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তা দেখা যায় না সত্য, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে স্ত্রী-'গরিলা'দের মধ্যে যৌন উত্তেজনার সময়ে তাদের ক্লিটোরিস বা ভগাঙ্কুরটা বেশ বড় আকার ধারণ করে। সহবাসকালে অনেক সময় স্ত্রীলোকদের উক্ত ভগাঙ্কুরটী শুধু বৃহৎ আকার

ধারণ করে তা নয়, তাহা মুহুর্মুহু দৃঢ় ও সঞ্চালিত হতে থাকে। যৌনকার্য্যে সমধিক উত্তেজনা আসিলে ঐ অবস্থায় একপ্রকার গন্ধহীন শ্লেষ্মাবৎ স্রাব সমস্ত যোনীদেশ প্লাবিত করে দেয়। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বেও রমণীদের ঐ প্রকার স্রাব ক্ষরিত হয়ে সন্তানের নির্গত হওয়ায় পক্ষে বিশেষ কার্য্যকর হয়। যৌন মিলনের পূর্ব্বেও তেম্নি ঐ প্রকার স্রাব ক্ষরণ দ্বারা পুরুষের জননেন্দ্রিয়টার সম্যক ও সহজ প্রবেশে বিশেষভাবে সাহায্য করে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যোনীদেশ ঐ প্রকার স্রাবে প্লাবিত হয়ে না গেলে স্ত্রীসহবাস করা উচিত নয় যেহেতু প্রকৃত যৌন মিলনের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত আলিঙ্গনাদির দ্বারা রমণীর রতি-ইচ্ছা সমধিক উত্তেজিত না হওয়া পর্য্যন্ত যৌন মিলন সুখকর ও বাঞ্ছনীয় নহে এবং ঐ স্রাব দ্বারাই তাঁর রতিইচ্ছার প্রাবল্য উপলব্ধি হয়। অতএব নর ও নারী উভয়েই 'পূর্ব্বরাগ' অর্থাৎ আলিঙ্গনাদির দ্বারা রতিকার্য্যে উত্তেজিত হলেই পূর্ব্বোক্ত যোনীস্রাব দ্বারা যৌন মিলনের প্রকৃষ্ট সময় নিরূপণ করে দেয়।

এইখানে আর একটা কথা জানবার আছে। তরুণীর জীবনে সর্ব্বপ্রথম সহবাসকালে একটা দারুণ বাধা তাঁর জননেন্দ্রিয়ে তখনও বর্ত্তমান থাকে। তার নাম 'হাইমেন' বা **কুমারীচ্ছদ**। কুমারীদের প্রথম সহবাসের পরই উহা ছিন্ন হয়ে যায়। পূর্ব্বে এই কুমারীচ্ছদ দ্বারাই নারীর সতীত্ব পরীক্ষিত হইত। যথায় এই সতীচ্ছদ ঠিকভাবে অটুট থাকিত তথায় তাঁকে অনাঘ্রাতা বা পুরুষ সংসর্গবিহীনা বলেই ধরা হইত এবং যথায় ইহাকে ছিন্ন অবস্থায় দেখা যাইত সেখানেই সেই নারীকে অসতী

বা পুরুষ উপভুক্তা শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা ভূয়ঃ ভূয়ঃ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে উক্ত হাইমেনের সঙ্গে সতীত্ব বা পুরুষসহবাস প্রমাণের কোনও মূল্য নাই। যেহেতু নানা দৈব দুর্ঘটনা যথা উত্থান, পতন, লম্ফ-ঝম্প করা, হস্তমৈথুন দ্বারাও ঐ হাইমেন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে; আবার অনেক স্থলে পুনঃ পুনঃ পুরুষ সহবাস করা সত্ত্বেও অনেক বেশ্যাদেরও এই 'হাইমেন' অটুট আছে দেখা যায়। সুতরাং 'হাইমেন' ঠিক আছে দেখলেই সেই নারীকে কুমারী এবং 'হাইমেন' নাই দেখলেই তাকে পুরুষ উপভুক্তা বলা মোটেই সমীচিন নয়।

প্রথম পুরুষ সহবাসেই এই হাইমেনটী ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ছিন্ন হবার কালে রমণীর বিশেষ ক্লেশের কারণ হয়ে থাকে। অনেক দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম সহবাস হতেই, বিজাতীয় ক্লেশ পাওয়া জন্য চিরজীবনের তরে তাদের মধ্যে এক বিষবৃক্ষের রোপণ হয়ে যায়, এবং আজীবন তারা হাহাকার করে থাকে। নরনারীর প্রথম সহবাস, জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণ। অজ্ঞতার দ্বারা, এবং অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয়ে যুবক স্বামী, যুবতী স্ত্রীয়ের প্রথম সহবাসকালে, অনভ্যাস বশে ও অজ্ঞানতা দোষে, পশু বলপ্রয়োগে তার হাইমেনটী সজোরে ছিন্ন করেন ও যুবতী স্ত্রীকে যৌনসুখের চাইতে সহস্রগুণ বিরক্তিকর এক বিজাতীয় কষ্ট দান ক'রে তাঁর বিশ্বাস ও প্রেম হারিয়ে ফেলেন। দাম্পত্য জীবনে যৌন সমস্যার শতকরা ৯০টী এই প্রথম সহবাস-সম্ভূত (মৎপ্রণীত **দাম্পত্যজীবনে যৌনসমস্যা ও তাহার প্রতিকার** (যন্ত্রস্থ) দেখ)। অনেক যুবতীর এই

কুমারীচ্ছদ খুবই শক্ত থাকে এবং তাহা সঙ্গমকালে স্বামীর পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রবেশে বিশেষ বাধা দেয়। ঐ নারীগণ স্বামী সহবাসে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং স্বামীকে যমের মত ভয় করেন। অনেক নারী বিবাহের পরও কোনও মতে স্বামী গৃহে যাইতে চান না, রাখিয়া আসিলেও তথা হইতে গোপনে পুনঃ পুনঃ পলাইয়া আসেন। সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় দেখা যায় যে এই সঙ্গমসমস্যা বর্ত্তমান। এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারটী না জানার জন্য কত গৃহে যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে, কত রমণী যে ভীতা হরিণীর মত গৃহত্যাগ করে পথে বিপথে বেরিয়ে পড়েন ও পরে দস্যু হস্তে নিপীড়িতা ও নিগৃহীতা হয়ে জীবন শ্মশান করে ফেলেন তার আর ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল ক্ষেত্রে স্বামীর বিশেষ ধৈর্য্য ধারণ করা কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীকে এই সকল বিষয়ে উপদেশ দান করে বুঝিয়ে বলা ভাল। তারপর, দিনের পর দিন, পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বরাগের দ্বারা অর্থাৎ আলিঙ্গন চুম্বনাদির দ্বারা, সেই যুবতীকে কাম-উদ্বুদ্ধা করে ধীরে ধীরে ও স্নেহভরে মৈথুন কার্য্যে রত হ'তে হবে। এইভাবে ২।৪ দিনের মধ্যেই সহজে ঐ কুমারীচ্ছদ আপনা হতেই ছিন্ন হয়ে তাঁদের যৌন মিলনের পথ প্রশস্ত ও সুগম করে দেয়। একান্ত শক্ত কুমারীচ্ছদ হ'লে অস্ত্রোপচার দ্বারা তাহা ছিন্ন করান ভাল।

আমি জানি একটী অষ্টাদশী যুবতী বিবাহের পর হইতে আদৌ স্বামীর নিকট যাইতে বা স্বামীঘর করিতে চাহিত না। তাহাকে তথায় রাখিয়া আসিলেও সে পলাইয়া আসিত। স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, কত চেষ্টা, কত বুঝাপড়া, কত মারধোর সেই অবলা রমণীর উপর যে নিরন্তর প্রবাহিত হয়েছে

তার আর ইয়ত্তা নাই। এইভাবে কিছুদিন গত হবার পর তাঁদের উভয় পক্ষ আমার নিকট সদুপদেশ জন্য আসেন। ঐ ভাবের পলাতকা ২।৪ জন রমণীকে আমি নানাভাবে শিষ্টশান্ত পতিপরায়ণা স্ত্রীতে পরিণত করে স্বামীর ঘরে শান্তি এনে দিয়েছি বলে, তাঁদের ধারণা এই সব ভূতে-পাওয়া রোগিণীদের ভূত ছাড়াইবার ঔষধ আমার আছে এবং তারই জন্যে আমার কাছে তাঁরা আসেন। আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা পৃথক ভাবে স্ত্রীয়ের নিকট আদ্যোপান্ত শুনি ও বুঝি যে অন্যান্য রোগিণীদের ন্যায় এই 'কুমারীচ্ছদ'টী তাদের দাম্পত্য জীবনের ছেদ এনে দিয়েছে। প্রকৃত তাই—উক্ত যুবতীর হাইমেন অত্যন্ত শক্ত ছিল এমন কি তথায় সামান্য স্পর্শ হলেই তাঁকে অব্যক্ত ক্লেশ দিত। তাঁর শক্ত হাইমেনটীকে অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং তারপর হতে সেই যুবতী, সতী সাধ্বী ও দাম্পত্যকার্য্যে সুনিপুনা স্ত্রী হয়েছিলেন। অনেক সময় এই সকল ক্ষেত্রে, সেই রমণীর নিজ আঙ্গুলদ্বারা কয়েকদিন অল্প অল্প চাপ দিলেই বা ২।১০ দিন অল্পভাবে স্বামী সহবাসের চেষ্টা করলেই উহা ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক দেশে জননীরা তাঁদের কন্যাদিকে অতি অল্প বয়স হইতেই আঙ্গুলদ্বারা হাইমেনটীকে ছিন্ন করার উপদেশ দিয়ে রাখেন যাহাতে পরবর্ত্তী জীবনে সহজেই তাঁরা স্বামী সহবাসে সমর্থ হন।

আবার আর এক রকম রমণী আছেন যাঁদের যোনীদেশ অতি স্বল্পস্পর্শেও আক্ষেপযুক্ত হয়—ইংরাজীতে বলে Vaginismus বা যোনীর আক্ষেপ। ইহা একপ্রকার রোগ বিশেষ এবং হোমিওপ্যাথি মতে ইহার খুব ভাল ভাল ঔষধ আছে যথাস্থানে তাহার বর্ণনা করা যাবে। তবে একথাও পুনরায় এখানে বলছি যে অধিকাংশ

যৌনব্যাধির মূল চিকিৎসা হতে পারে একমাত্র যৌনতত্ত্বের সম্যক জ্ঞান ও যৌন মনস্তত্ত্বের সমূহ বিশ্লেষণ দ্বারা; ঔষধ অপেক্ষা মনস্তত্ত্বের জ্ঞানই এখানে অতি মূল্যবান। এই যৌন মনস্তত্ত্বের সাহায্যে আজকাল প্রায় সকল রকম যৌনব্যাধির চিকিৎসা অতি সহজে ও অক্লেশে সমাধা হচ্চে ও অসংখ্য নরনারীর শ্মশান জীবনে শান্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত করে দিয়েছে।

নরনারীর সহবাসকালে পুরুষের উপরে থাকাই বহুদিন ধরে চলে আসছে; পশুজীবনেও এই একই নিয়ম দেখা যায়; গরু, ঘোড়া, কুকুর, মৃগ, ছাগ এমন কি কপোত, হংস ইত্যাদি পক্ষীদের মধ্যেও স্ত্রীজাতিই নিম্নে অবস্থান করে। মহাপণ্ডিত **হেবলক ইলিস** বল্লেন যে "In man, the normal method of male aproach is anteriorly face to face—the position of so called **Venus abserva.**" অর্থাৎ নরনারীর যৌন মিলন হয় তাদের মুখোমুখী ভাবে। কিন্তু In all animals, even those most nearly allied to man, coitus is effected by the male approaching the female posteriorly" অর্থাৎ অন্যান্য সকল প্রাণীরা এইসময় ঠিক এইভাবে মুখোমুখি থাকে না। গো-অশ্ব-ছাগাদির মৈথুন দৃশ্যে তা বেশ বোঝা যায়। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পশ্বাদির অনুকরণে সহবাস ক্রিয়া সমাপন করা হয়। অনেক সময় যৌন যন্ত্রাদির গঠন বিভিন্নতা হেতু দম্পতীর মধ্যে যৌন সমস্যা দেখা দেয়। সেইসকল নরনারীদের সহবাসকালে বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা position অবলম্বন করা উচিত।

দাম্পত্যজীবনে যৌন সমস্যা নামক মৎপ্রণীত পৃথক পুস্তকে এই সব সমস্যার সম্যক সমাধানের ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে মুখোমুখী বা face to face, Venus abserva, অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ পাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে যে বিভিন্ন অবস্থাক্রমে যৌন মিলনে বিভিন্ন position অবলম্বন করা পাপ ত নয়ই, বরং বহুবিধ যৌন সমস্যার সমাধানে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়া থাকে। তবে একথাও ঠিক যে নরনারীর যৌন মিলনে উপরোক্ত positionই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; **মেরি ষ্টোপস** বলেন যে "Men and women, looking into each other's eyes, kissing tenderly on the mouth, with their arms round each other, meet face to face."

যৌন সহবাস ক্রিয়াটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) Circulatory ও শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় এবং (২) অন্যটী Motor বা গতি সম্বন্ধীয়। ঐ অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস ঘন, দ্রুত ও বদ্ধ হয়ে আসে, মুখচোখ লাল হয়ে যায়, রক্তের চাপ অতি বৃদ্ধি পায়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় ও দ্রুততর হয় ; ঐ সময় ঘাম বৃদ্ধি হয় এবং মুখেও প্রচুর লালা বা থুথু জন্মে ; তা ছাড়া মূত্রত্যাগেচ্ছা ও মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু 'মোটর' বা গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনা বা ক্রিয়া দ্বারাই যৌন মিলনের শেষ কার্য্য সফল হয় অর্থাৎ Detumescence বা শুক্রনিক্ষেপ হয়ে থাকে। ঐ অবস্থায় পেশীগুলির অনৈচ্ছুক সঞ্চালন আপনা হতেই জানা যায়, জননেন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডলীর আক্ষেপিক কুঞ্চন

জন্মে, পুরুষের মূত্রত্যাগে বাধা আসে কিন্তু স্ত্রীলোকদের মূত্রত্যাগের ইচ্ছাও হয় এবং সময় সময় প্রকৃত প্রস্রাবত্যাগও হয়ে থাকে। ঐ গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনা জন্যই যৌন মিলনে নরনারীর কম্পন হয়, গলার স্বর ভেঙ্গে যায়, একপ্রকার অব্যক্ত মধুর স্বর আপনা হতেই গলা হতে বের হয়, এবং হাঁচি ও কাশি হতে থাকে। এইকালে পুরুষের যৌন যন্ত্রের আলোড়ন ও স্ত্রীযোনি নিঃসৃত শ্লেষ্মাদ্বারা লিপ্ত হয়ে তন্মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও নির্গমন চলতে থাকে। এইভাবে ঘর্ষণের দ্বারা একটা অতি তীব্র অনুভূতি ও রক্তোচ্ছ্বাসের পর পুং জননেন্দ্রিয় হতে রেতঃ অতি জোরে ও তীব্র বেগে, স্ত্রীযোনী অভ্যন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়। পণ্ডিতপ্রবর **ইলিস** বলেন—"Normally under the influence of the stimulation furnished by the contact and friction of the Vagina, this process is effectively carried out, mainly by the rhythmic contractions of the bulbo cavernosus muscle, and the semen is emited in a jet."

নরনারীর সহবাসকালে উভয়ের এই প্রকার movement সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে যৌন মিলনে স্ত্রী নিস্তব্ধে নিশ্চলভাবে থাকবে এবং পুরুষ কেবল তাঁর পেনিসটীর মুহুর্মুহু প্রবেশ ও নির্গমণ হেতু পুনঃ পুনঃ কোমর সঞ্চালন করিবেন। কিন্তু ইহা বড়ই ভুল কথা; এই জ্ঞানটী ভাল করে না থাকার জন্যই অনেক দম্পতীর জীবনে বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। এই কার্য্যটা H. S. Gambers এই বলে উল্লেখ করেছেন যে "Once well together, and the

organs perfectly settled and adapted to each other, the third act begins, namely the motion of the organs—the sliding of the penis back and forth, partly in and out of the Vagina." কিন্তু স্ত্রী পুরুষই এই কার্য্যে যোগদান করিবেন অর্থাৎ উভয়েরই movement আবশ্যক,—গ্যাম্বারস বলেন "They should mutually slip a few inches back and forth, each party to the motion doing a fair half."

তার পরেই ক্রমে ক্রমে এই motion উভয়ের দ্বারাই দ্রুত হইতে দ্রুততর হতে থাকে, সমস্ত পুং জননেন্দ্রিয়টী মুহুর্মুহু সজোরে প্রবিষ্ট হয়, উভয়ের জননেন্দ্রিয় হতেই প্রচুর পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়ে উভয়ের যৌন ইন্দ্রিয়কে সিক্ত করে দেয় এবং তার পরেই হঠাৎ সজোরে, তীব্রবেগে রেতঃ নিক্ষিপ্ত হয়ে যৌন মিলনের শুভ সমাধান করে দেয়; ইহাকেই ইংরাজীতে বলে orgasm; যৌন মিলনের সমস্ত কার্য্যেরই এইখানে পরিসমাপ্তি ঘটে। নরনারীর এই orgasm জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা ও কামনা থাকে এবং উভয়ের একই সময়ে এই orgasm হলে উভয়েই উভয়কে ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী বলে মনে করেন।

কিন্তু দম্পতী জীবনে যৌন সমস্যার শতকরা ৯০টী হচ্চে এই orgasmয়ের ব্যতিক্রম সম্বন্ধে। উভয়ের একই কালে orgasm হওয়া, এক অতিভাগ্যের লক্ষণ; কিন্তু তাহা না হয়ে যদি স্বামীর orgasm অগ্রে হয়ে যায় ও তাহার রেতঃপাত হেতু সে নির্জীব হয়ে পড়ে তাহলে স্ত্রীয়ের পক্ষে এক অতি নিরানন্দ ও অব্যক্ত কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে; এবং এইরূপেই, দিনের পর দিন, ঐ

অব্যক্ত যৌন কষ্টের উপলব্ধি দ্বারা স্বামীকে বিষ নজরে দেখে ফেলেন। মৎপ্রণীত **দাম্পত্য জীবনে যৌন সমস্যা** পুস্তকে ঐ সম্বন্ধে যাবতীয় উপদেশ বিস্তারিত লিখিত হইবে। যৌনতত্ত্বের সূক্ষ্ম জ্ঞানের সাহায্য দ্বারা আমি অনেক যৌন সমস্যাযুক্ত দাম্পত্য-জীবনের সুখশান্তি বিধান করেছি—যারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর শত্রু হয়ে উঠেছিল, যৌনবিজ্ঞানের সাহায্যে তারা প্রায় সবাই আজ পরস্পর প্রিয়তম ও প্রিয়তমা।

স্ত্রীলোকদের গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে তাঁদের মধ্যে এই orgasm অনুভব করার কোনও সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বে লোকের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে যৌনমিলনে পুরুষের রেতঃপাতের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরও যদি রেতঃপাত বা orgasm না হয় তাহলে পুরুষের শুক্রপাত হলেও তদ্বারা গর্ভধারণ হবে না। কিন্তু সে বিষয় যে ভুল তা সবিশেষ ভাবে জানা গেছে। এমন নারী আছেন যিনি পুনঃপুনঃ গর্ভবতী হয়েছেন কিন্তু কোনও সহবাসেই স্বামীর orgasm কালে নিজের রেতঃপাত বা orgasm অনুভব করেন নাই। পুরুষদের রেতঃপাত হবামাত্রই সেই শুক্র স্বভাবতঃই রমণীদের গর্ভাশয় মধ্যে চালিত হয়ে থাকে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে গ্রীকরা বলতেন যে রমণীর গর্ভাশয় একটা জন্তু বিশেষ এবং সেই ঐ রেতঃটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয়েছে যে যৌন মিলনের তীব্র উত্তেজনা বা orgasm সময়ে অন্যান্য স্ত্রী প্রাণীর মত রমণীদেরও জরায়ু ক্ষুদ্রতর কিন্তু অধিক প্রশস্ত (broader) ও নরম হয়ে, বস্তিদেশের নিম্নে অবস্থান করে এবং ঐ সময় ইহার মুখের আক্ষেপিক আকুঞ্চন হতে থাকে। রমণীদের মধ্যেও orgasm দেখা দিলে, তাদেরও একপ্রকার পুরু শ্লেষ্মাবৎ রেতঃস্রাব

হয়ে থাকে ; ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত পাৎলা ও প্রচুর শ্লেষ্মা নহে যাহা দ্বারা সঙ্গমকালে পুংজননেন্দ্রিয় সিক্ততা ও পিচ্ছিলতা লাভ করে এবং যোনী মধ্যে প্রবেশের সুবিধা পায়।

স্ত্রীলোকদের যোনীদেশের স্নায়ুমণ্ডলীর দুই প্রকার ক্ষমতা আছে এবং প্রভূত উত্তেজনা ও orgasm সময়েই ঐ ক্ষমতা বিশেষভাবে জানা যায়। একপ্রকার ক্ষমতার দ্বারা পুরুষের শুক্রকে ইহারা গর্ভাশয়ের দিকে চালিত করতে পারে, অন্যপ্রকার ক্ষমতার দ্বারা তেমনি ইহারা, ঐ শুক্রকে ভ্রূণ-নির্গত-করার শক্তির মত, তীব্র তেজে বাহিরে নির্গত করে দিতে পারে। ঐ প্রকার বহির্নির্গমন ক্ষমতার দ্বারা গর্ভনিরোধের কাজ শেষ হয়। গবাদি পশুর পরীক্ষা কালে দেখা গেছে যে অনেক গাভী রমনান্তে শুক্রটাকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং তাহারা বন্ধ্যা থাকিয়া যায়। চল্‌তি কথায় ঐ ব্যাপারটাকে সাধারণ লোকে 'পাল ঝেড়ে দেওয়া' বলে। আবার যোনীদেশের ঐ প্রকার অন্তর্চালনের ক্ষমতার দ্বারা পুরুষের স্রাবিত শুক্র কীটকে জরায়ুর দিকে চালনা করে। অনেক সময় 'হাইমেন' ছিন্ন না হলেও এবং পুংজননেন্দ্রিয় যোনী মধ্যে আদৌ প্রবেশ না করলেও এবং তজ্জন্য যোনীদ্বারের বাহিরে রেতঃপাত হলেও, যোনী-দেশের ক্ষরিত স্রাবের সহিত সংমিশ্রণে ইহা ক্রমশঃ জরায়ুর মধ্যে ওভাম বা ডিম্বের সহিত মিলিত হয় এবং ঐরূপ অপূর্ণ যৌন মিলনের মধ্যেও নারী গর্ভবতী হয়ে যান। এমন ২।১ জন স্বামীর মুখে অতি বিস্ময়ের সহিত এই কথা বলতে শুনেছি যে স্ত্রীর সহিত সহবাসকালে আজ পর্য্যন্ত তার জননেন্দ্রিয় আদৌ প্রবেশ করে নাই, এবং প্রতিবারেই যোনীদ্বারের বাহিরে রেতঃস্রাব হওয়া সত্বেও তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে। আবার এমনও দেখেছি যে

রমণী আসন্নপ্রসবা, তিনি গর্ভধারণ করেছেন অথচ তাঁর কুমারীচ্ছদ তখনও অটুট ও অক্ষুণ্ণ। এই সম্পর্কে হ্বেবলক বলেছেন "even when a husband is convinced that he has had no actual coitus with his wife, this is no proof, should pregnancy follow, that there has been adultery."

নরনারীর যৌন মিলনকালে, বিভিন্ন সময়ে, তাদের চোখ মুখের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যৌন মিলনের পূর্ব্বে ও আলিঙ্গন চুম্বনাদির পর, পুরুষের মুখে একটা শক্তির (energy) আলো পড়ে এবং রমণীর মুখের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইহার পর কার্য্য যতই অগ্রসর হতে থাকে, উভয়ের মুখ চোখেরও অপরূপ পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। এই সময় চোখের তারা বর্দ্ধিত হয়, নাকের পাখনা দুটী ওঠা নামা করে, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও ঘনঘন হয়, হাতের মুঠা শক্ত হতে চায়, মুখে প্রচুর লালা জমে ও জিহ্বা সঞ্চালিত হতে থাকে। পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলে জানা যায় যে, ঐ সময়ে অনেক প্রাণীর কর্ণ দুটী খাড়া ও সোজা হয়ে পড়ে। তা ছাড়া ঐ সময়ে উভয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে, আদুরে ধরণে, অর্থহীন প্রলাপের মত যা তা বকতে থাকে। চক্ষুতারকা বিস্তৃত হওয়ার জন্ম আলোকাতঙ্ক জন্মে এবং তাই শুক্রত্যাগকালে চোখদুটী মুদে আসে। হাতের মুঠা তীব্রবেগে সঙ্গিনীর বিশেষ বিশেষ স্থানাদিতে স্বীয় প্রতাপ বিস্তার করে এবং দন্তের নিপীড়নে উভয়ের গণ্ডদেশ অনেকসময় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

যৌন মিলনের পূর্ণ সময়ে অর্থাৎ Datumescence কালে

দৈহিক (vascular and muscular) উত্তেজনা এত বেশী হয় যে ঐজন্য ঐ সময়ে অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিপদ ঘটেছে। সহবাসের সময় শুক্রত্যাগানন্তর স্বামীর মৃত্যু শুধু যে মহাভারতে মাদ্রীর ভাগ্যেই ঘটেছিল তা নয় ইদানীং ও মাঝে মাঝে ঐরূপ ২।১টা ঘটনা শোনা যায়। মূর্চ্ছা, বমন, অনৈচ্ছুক প্রস্রাবত্যাগ বা বাহ্যে নিঃসরণ, গ্রন্থি স্ফীতি ইত্যাদি অনেক সময় দেখা দেয়। আমি একটী রমণীকে দেখেছিলাম—প্রতি সহবাসের পরই তার অতি প্রবল হিক্কা আরম্ভ হোত এবং প্রায় ১ ঘণ্টা কাল সেটা তাকে অব্যক্ত যাতনা দিত। আমি তাঁকে যৌন মিলনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদির উপদেশ দেওয়ায় ও তার পর হতে তিনিও সেইমত মেনে চলায় ঐ দারুণ কষ্ট হতে তিনি একেবারে পরিত্রাণ পান। অপর একটী ৬০ বর্ষ বয়স্ক প্রৌঢ় ব্যক্তির অষ্টাদশী রমণীর সহ যৌন মিলনের পর পক্ষাঘাত হয়। যৌন মিলনের পর এপিলেপ্সি বা মৃগী রোগের আক্রমণের কথা আরো বেশী শোনা যায়। যৌনতত্ত্ব ও যৌন মিলনের বিধি ব্যবস্থা যাঁরা জানেন না বা আদৌ মানেন না, অথবা বৃদ্ধবয়সে তরুণী ও রূপসী ভার্য্যার মোহে ও উত্তেজনায় যাঁরা অন্ধ ও আত্মহারা হয়ে পড়েন, অথবা যাদের পরস্পর যৌন ইন্দ্রিয়াদির বিষম বৈষম্য থাকে তাঁরাই প্রায় এই সকল বিপৎপাতের বেশী অধীন হয়ে পড়েন। এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক ও অনেক বিবাহিত জীবনে ঘোরতর বিপদের ও সমস্যার কারণ হয়, এবং আমি আমার **দম্পতী জীবনে যৌন সমস্যা** নামক পুস্তকে ব্যবহারিক উপদেশাদির দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টিত হইব।

ঐ সমস্ত দুর্ব্বিপাক বা সমস্যা অস্বাভাবিক যৌন মিলনের ফল-

স্বরূপ দেখা দেয়। নচেৎ সুস্থ ও স্বাভাবিক সহবাসের ফল অতি মধুর, অতি চমৎকার; তদ্বারা দুর্ব্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা ও স্বাস্থ্য লাভ করে; পুরুষের মনে আসে শান্তি, হৃদয়ে আসে অনাবিল প্রেমধারা, চোখে আসে গভীর নিদ্রার স্নেহশীতলকম-পরশ। শ্রান্তি ও ক্লান্তির মাঝে তারা উভয়ে তখন এক স্বর্গীয় শান্তি ও আরামের নিঃশ্বাস ফেলে, জগৎসংসার তাদের কাছে তখন মধুময়, গানময়, সুধাময়, প্রেমময়, নন্দনের রূপ ধরে, মনপ্রাণ আবেগভরে যেন বলে—

"মলয় সমীরে ভেসে যাব শুধু
কুসুমেরি মধু করিব পান;
ঘুমাব সুবাশ কেতকী-শয়নে
চাঁদেরি কিরণে করিব স্নান।"

কামোত্তেজনাবর্দ্ধক অঙ্গাদির স্বরূপ ঃ—

নরনারীর যৌনমিলনের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের সঙ্গে তাহাদের দেহের কামোত্তেজনাবর্দ্ধক স্থানগুলির সম্যক পরিচয় জানা উচিত। যৌনমিলনের প্রথম আলিঙ্গনাদির কালে দেহের স্থানবিশেষ খুবই বেশী sexually hyperaesthetic থাকে। বিভিন্ন নরনারীর, দেহের বিভিন্ন স্থানই ঐ প্রকার কামোদ্রেক আনয়ন করে। পুরুষাঙ্গপ্রদেশ, মুখমণ্ডল, স্তনের বোঁটা, কান, গ্রীবা পার্শ্ব, বগল, আঙ্গুল, গুহ্যদেশ, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানগুলি কামোত্তেজনা আনয়নে বিশেষভাবে সমর্থ। নরনারীর পরস্পর ঐসব দৈহিক স্থানের স্পর্শ, ঘর্ষণ বা চুম্বনের দ্বারা তাদের মধ্যে এক অভিনব কামোত্তেজনার ত্বড়িৎ প্রবাহ বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং পরস্পরকে

পরস্পরের যৌনমিলনে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে। যৌনমিলনের আগে এই অঙ্গাদির আলোড়ন ও বিমর্দ্দনে পরবর্ত্তী যৌনমিলন সুসম্পন্ন হয়। সহবাসের পূর্ব্বে ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দিকে লক্ষ্য করে তাহাদের স্পর্শ ও বিমর্দ্দনাদির দ্বারা পরস্পরকে কামোত্তেজনায় একীভূত করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। রমণীরা স্বভাবশীতল; তাহাদের কামোত্তেজনা সহজে আসে না, খুব ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে সহবাসাবস্থার ব্যাকুলতা দেখা দেয়। এদিকে পুরুষ কিন্তু অতি সত্বর কামভাবে উত্তেজিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ঐ প্রকার উত্তেজনার মধ্যে পুরুষ তার ঈপ্সিতা নারীতে সহগমন করে, তখন সে চিন্তাও করে না যে একজনার উত্তেজনা এবং অপরের উত্তেজনাহীনতার মধ্যে সহবাস করার মত এত জঘন্য ও নিরানন্দকর বস্তু জগতে আর নাই। পুরুষ উত্তেজনার বশে সহবাসকালে রমণীর উপর লম্ফঝম্প করে এবং অতি সত্বর তার রেতঃপাত করে ফেলে; এদিকে সমস্ত সময় হয়ত সেই রমণী মৃতা ও প্রাণহীনার মত নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকে ও পুরুষের কামানলে আত্মাহুতি দেয়, কিন্তু যৌনসুখ লাভ করা দূরে থাক এই যৌনমিলনে তার মনে এক বিজাতীয় ঘৃণা ও অভাবনীয় ক্লেশ জন্মে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রমণীর সম্যক কামোদ্রেক হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সহবাস করা শুধু মূর্খামি নহে, পশুভাবের পরিচায়ক। সেইজন্য সহবাসের পূর্ব্বে উত্তেজিত মানব তার ঈপ্সিতা নারীকে নানাভাবে প্ররোচিত, উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইবে। পরীক্ষার দ্বারা ইহা এক্ষণে বিশেষভাবে নিরূপিত হয়েছে যে বিভিন্ন নারীর বিভিন্ন স্থানে হস্ত প্রদানে বা আলোড়ন-নিমর্দ্দনে, তাদের অদ্ভুত ভাবে কামবাসনা বৃদ্ধি পায়। রমণীর মুখে মুখ দিয়া বা

জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া চুম্বনের দ্বারা তার বদন সুধা পান করা, তাই কাব্যে—অমর হয়ে আছে। অতি শীতল রমণীকেও স্তনের বোঁটার চুম্বন দ্বারা বা স্তনের বোঁটাটীর স্পর্শ দ্বারা তাকে অতি সত্বর কামোত্তেজনায় উন্মাদিনী করা যায়। রমণীর ভগাঙ্কুর বা ক্লিটোরিস হচ্চে তাকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। পুংজননেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ ক্লিটোরিসটীকে ২।৪ বার ঘর্ষণ করিলেই অতি শীতলা রমণীও অতি সত্বর উত্তেজিতা হ'য়ে সহবাসকারী পুরুষকে সবলে আলিঙ্গন করে ও জড়াইয়া ধরে। জীবজগতেও এই একই রীতি প্রচলিত। কপোত কপোতীদের মৈথুনপ্রাকালে দেখা যায়, পুং কপোত তার সাথীটীর মুখ গহ্বরে স্বীয় ঠোঁট দুটী প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অব্যক্ত কূজনে, তার মধ্যে যৌনমিলনাকাঙ্ক্ষার সুতীব্র শিহরণ আনবার প্রয়াস পাচ্ছে। বিবাহিত জীবনে অনেক স্বামী এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সম্যক পরিচয় না জানা হেতু প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার বশে, স্বীয় পত্নীকে অনুত্তেজিতা ও শীতল অবস্থাতেও যৌনমিলনদ্বারা ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করে। এইভাবে যৌন মিলনের কুফল এতই বেশী, যে বিবাহিত জীবনে শতকরা ৫০টী নরনারীর মধ্যে এই একই কারণে দাম্পত্যবিরোধ এবং এমন কি বিবাহ বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঘটে। মৎপ্রণীত **'দাম্পত্যজীবনে যৌন-সমস্যা'র** মধ্যে ইহা একটী অতি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়।

যৌনমিলনে পূর্ব্বরাগঃ—

পূর্ব্বরাগ বা নরনারীর যৌনমিলনের প্রারম্ভের উদ্যোগ পর্ব্ব, যৌনজীবনের বারো আনা ভাগ স্থান অধিকার করে আছে। যৌনমিলনের উদ্যোগ আয়োজনের মহার্ঘতা এতই বেশী যে শুধু

ব্যবহারিক জীবনে নহে, কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যেও তার কথা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই পূর্ব্বরাগ, রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের প্রারম্ভে এক অপরূপ মহিমায় মহা-মহিমান্বিত হ'য়ে, আবালবৃদ্ধবণিতার বুকের পরতে পরতে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে আছে। জীব জগতেই বল, বন্য জীবনেই বল বা এমন কি অতি সুসভ্য নরনারীদের মধ্যেই বল, এই যৌনমিলন প্রারম্ভের উদ্যোগ, এই মদনপূজার ষোড়শোপচার আয়োজন, অতি সত্য ও অপরিত্যজ্য। প্রাণীজগত ও পক্ষীজগতের মধ্যে যৌন মিলনের পূর্ব্বের কার্য্যকলাপ দেখিলে ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হবে যে, সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই ইহা কতটা স্থান অধিকার করে আছে। ঐ সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে স্ত্রীজাতীয় জীবটী নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে এবং পুরুষ জাতীয় জীবটী তার প্রেয়সী সাথীর মনোহরণ জন্য কতই না আপ্রাণ চেষ্টায় রত হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, যৌনমিলনের পূর্ব্বে, স্ত্রী কপোতীর চারিদিকে পুং কপোতটী বিভিন্ন ভাবে নৃত্যকলা প্রদর্শনের দ্বারা প্রিয়তমার মন ভুলাইবার চেষ্টা করে; ঐ নৃত্য সময়ে সে তার গলাটী স্ফীত করে, অপরূপ গুঞ্জন শোনায়, এক অভিনব ঔজ্জ্বল্যে তার বর্ণ ও দেহ সুশোভিত হয়ে উঠে—তবুও হয়ত কপোতীর মন পায় না; কিন্তু বহুক্ষণ সাধনার পর শ্রীমতীর কৃপা হ'লে, তবে তার সঙ্গে যৌনমিলনের সুখ অনুভব করবার সৌভাগ্য লাভ করে। এইভাবে পুরুষও তার প্রিয়তমার কামোদ্রেক করে এবং তার মধ্যে যৌনক্ষুধার উন্মেষ দ্বারা যৌনমিলনের পথ সুগম করতে প্রয়াস পায়; সুতরাং এই পূর্ব্বরাগই হোল যৌনমিলনের একমাত্র উপায়।

নরনারীর জীবনে যত কাব্য, যত সঙ্গীত, যত নৃত্য, যত লীলা

চাতুরি, সবই ঐ প্রিয়তমার মনোরঞ্জনের জন্য। পুরুষ তার পূজার নৈবেদ্য নিয়ে তার মানসীর চরণ তলে বসে 'মাস মাস বরষ' গত ক'রে, জীবন ধন্য মনে করে, দৈবাৎ যদি প্রেয়সীর মন পায়, দৈবাৎ যদি তার কৃপা কটাক্ষের অরূপ মোহের প্রেরণায় সেই প্রিয়তমার বুকে স্থান লাভ করে, তাহলে তার মত ভাগ্যবান বুঝি ধরাধামে মিলে না। সেইজন্যই বুঝি দেবযানী তার নিঠুর প্রিয়তমকে উদ্দেশ করে অমর শিক্ষা দিয়েছিলেন—

রমণীর মন—

সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন'।

এই পূর্ব্বরাগ বা প্রিয়তমার কৃপা ভিক্ষার বিষয় নিয়ে বৈষ্ণব কাব্য আজ অমর হয়ে গেছে। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সেই অসীম ভালবাসা, তাঁকে ক্ষণিক দেখবার সেই সুতীব্র মোহ, তাঁহার রাতুল চরণারবৃন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁর সেই সকরুণ উক্তি—

'দেহি পদপল্লব মুদারং'

এসবের কি তুলনা আছে? বৃন্দাবনের সেই অতীতের প্রেমগাথা, যমুনার সেই চিরনূতন কলতানের সহিত দ্যুলোকে ভূলোকে বিজড়িত হয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রেমরাজ্যে অক্ষয়, অমর ও মহিমাময় হয়ে আছে। সেই চিরন্তনী মানময়ী রাধা, আজ বিশ্বের সমস্ত নারীজাতির মধ্যেই বিরাজমান। আর চিরন্তন পুরুষ, তার প্রেয়সীর পদতলে, লাজ মান ভয় সব বিসর্জ্জন দিয়ে, তার বিলোলকটাক্ষ, তার সুমধুর হাসিকণা, তার স্নেহশীতল আলিঙ্গন, তার সুধামধুর চুম্বন ইত্যাদির মোহে সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর হ'য়ে পরম আবেগে বলছে—

'দেহি পদপল্লব মুদারং!'

আর, এই অপরূপ যুগল মিলনের পূর্ব্বরাগের অরূপ আভায় আকাশ বাতাস ছেয়ে গিয়ে, দিকে দিকে স্বর্গের সুষমা ফুটে উঠেছে। প্রকৃত যৌন মিলনে নয়—কিন্তু তার পূর্ব্বরাগের মহিমাময় মিলনাগতা প্রেমিক প্রেমিকার যুগল প্রতিমা দেখে, পুনঃ পুনঃ বলতে ইচ্ছা হয়—

তোমারি শিরোপরে কদম উঠে ফুটে
ভ্রমরা ঝাঁকে ঝাঁকে কুসুম পড়ে লুটে
সজল মেঘ দেখে ময়ুরী উঠে ডেকে
পেখম তুলি সবে, তোমারি পানে চায়।

পূর্ব্বরাগ বা কোর্টশিপ বা প্রেমনিবেদনকে যৌনমিলনের প্রথম অঙ্গ বলে ধরা যায়। ইহার দ্বারাই পুরুষ নিজের ভিতর এক উন্মাদনা ও শক্তি অনুভব করে এবং তার প্রেয়সীর মধ্যেও যৌনবাসনার উন্মেষ এনে দেয়। বহু বহু তপস্যার পর যেমন সাধক সিদ্ধিলাভ করে, তেম্নি এই পূর্ব্বরাগরূপ সুকঠোর তপস্যার দ্বারা মানব সহমিলনের পথে অগ্রসর হয় ও তার ঈপ্সীত রত্ন বুকে ধারণ করার ভাগ্যলাভ করে। সত্যই এই মদন পূজার আয়োজনের জন্যই—

পল্লব দলে মল্লিকাফুলে পল্লীর কুটীরে,
ওঠে বঞ্জুলবন মঞ্জুমাধুরি মর্ম্মরি ফুটি রে!

যৌনক্ষুধার হ্রাস বৃদ্ধিঃ—

কিন্তু এই পূর্ব্বরাগের একটা নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে। নারী প্রথম পুরুষ দর্শনের সময়ই যদি মিলনাকাঙ্ক্ষা নিপীড়িত হইত, তার যৌনক্ষুধা যদি সর্ব্ব সময়েই সমানভাবে উদ্বুদ্ধ থাকিত,

তা'হলে আর যৌনবিজ্ঞানে পূর্ব্বরাগের অস্তিত্ব দেখা যাইত না। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে নরনারীর কাম-পিপাসা জাগরিত হবার একটা বিধান ও সময় আছে; সদাসর্ব্বদাই যৌনপিপাসা সমানভাবে তাদিকে পীড়ন করে না। **হেবলক-এলিস** বলেছেন—"The phenomena of courtship are biologically connected with the fact that in animals, in savage man, to some extent perhaps in civilized man, and especially in woman, sexuality is periodic, and not constant in its manifestation." অর্থাৎ নরনারীর যৌনক্ষুধা সর্ব্বদাই সমান থাকে না; সময়ানুসারে তার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ইহা পরীক্ষা করে দেখতে বেশী বেগ পেতে হবে না যে, এক এক সময় যৌনসঙ্গমে নর বা নারী কতই না বিরক্তি ও ঔদাসীন্য প্রকাশ করে অথচ আর এক সময় হয়ত এই যৌনমিলনের চিন্তাতেও তারা পাগল হয়ে যায়। যৌনক্ষুধা সকলের মধ্যে সকল সময়েই যদি অতি তীব্র থাকিত তাহলে 'পূর্ব্বরাগ' জিনিষটার অস্তিত্বও থাকিত না, এবং নরনারীর প্রেম-পূজার আয়োজন-উপাচারেও এত প্রাচুর্য্য দেখা যাইত না। **এলিস** বলেন যে—"If the sexual apparatus were at every moment, in both sexes, quick to stimulation at once courtship would be reduced to a minimum and the attainment of tumescence would present no difficulties." অর্থাৎ যৌনইন্দ্রিয় যদি সহজেই ও সর্ব্বদাই উত্তেজিত থাকিত তাহলে পূর্ব্বরাগের আদৌ অস্তিত্ব থাকিত না।

উচ্চস্তরের প্রাণীদের বৎসরে প্রায় ২ বার যৌনক্ষুধার উদ্রেগ হয়, এবং ঐ সময়টাকেই Breeding Season বলা হয়; ঐ সময়েই সাধারণতঃ তাদের পুংসবণ বা জন্মদানের কাল। বসন্তকাল ও শরৎকাল উভয়েই গর্ভধানের বা জন্মদানের কাল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মানবগণ তাদের বন্য জীবনের মধ্যেও, বৎসরের মধ্যে হয় বসন্তকালে নতুবা শস্য আহরণের সময়ে উৎসব ও মেলা ইত্যাদি প্রচুর সমারোহের সহিত সম্পন্ন করে; এবং সেই জনসমাগমের মধ্যে তাদের নরনারীর মিলন সুযোগ আনিয়া দেয়। ঐ ঐ সময়েই তাহারা বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ হয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই দেখা যায় যে নারীরা বসন্তকালে বা শরৎকালেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় গর্ভধারণ করিয়া থাকে। কেন যে ঐ দুইটা ঋতু গর্ভাধানের পক্ষে এত অনুকূল তার কারণ আজও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করেন। **ডার্কিম্** (Durkheim) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে যাবতীয় বেআইনি কাজ ও আত্মহত্যা কাজ করার মত এই ব্যাপারটাও সামাজিক কারণে ঘটিয়া থাকে। **গিডিকেন্** (Gaedeken) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের এই মত যে বসন্তকালের তীব্র সূর্য্যকিরণের রাসায়নিক গুণ হতেই ইহা হয়। **হেক্রাফ্ট** (Haycraft) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আবার বলেন যে 'উত্তাপ'ই ঐ ব্যাপার ঘটাইবার হেতু। আবার অনেকে বলেন যে বসন্তের উত্তাপের উত্তেজনা এবং শীতের প্রচণ্ড শীতলতার উন্মাদনা, উভয়ের জন্যই এই ব্যাপারটা ঘটে। পণ্ডিত **হেবলক** এই শেষোক্ত মতটাকেই বেশ প্রণিধান যোগ্য বলেন এবং শরৎকালকেই বেশী প্রাধান্য দেন।

পরবর্ত্তী কালে সভ্য মানব জাতির মধ্যেও এইমত সময়ানুসারে যৌনক্ষুধার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নস্খলন হইতেই এই সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভব হয়েছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে **জুলিয়াস নেলসন,** সর্ব্বপ্রথম এই ব্যাপারটী প্রকাশ করেন; এবং তাহা অবলম্বনে **পেরিকষ্টি** (Perry-Coste), **ভন্ রোমার** (Von Romer) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও ঐ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন; **মন্‌রো, ফক্স** প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহাদের পরীক্ষার ফল মানতে রাজী নহেন।

পুরুষদের দৈনিক জীবনের মধ্যেও যৌনক্ষুধার এই হ্রাসবৃদ্ধিটী নিত্যই দেখা যায়। আমি আমার পঞ্চাশ জন যুবকের Case Taking বা রোগীতত্ত্ব মধ্যে দেখেছি যে তারা সকলেই তাদের যৌনক্ষুধার সময়ানুসারে হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলেছে, সব দিন বা সব রাত্রেই যে তারা স্ত্রীসহবাসের জন্য ব্যকুল হয় তাহা নহে। কেহ কেহ উপর্য্যপরি কয়েক রাত্রি প্রবল যৌনক্ষুধা বোধ ক'রে আবার তার পরে কয়েক রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে, নিরুদ্বেগে, ও নিশ্চিন্ত মনে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়; এদিকে তাদের শয্যাপার্শ্বে যুবতী, স্বাস্থ্যবতী ও রূপলাবণ্যবতী স্ত্রী যৌনমিলনাকাঙ্ক্ষায় অধীরা হয়ে নিরাশায় ছটফট করতে থাকে; তাদের অন্তর ব্যাকুল হয়ে ফুকারিয়া উঠে—

"আমি নিশিনিশি কত রচিব শয়ান
আকুল পরাণে রে
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।

স্ত্রীলোকদের মাসিক ঋতুস্রাবসম্পর্কিতভাবে এই যৌনক্ষুধা দেখা দেয়। এই বিষয়ে সহস্ররকম মতভেদ ও সহস্ররকম বৈজ্ঞানিক

গবেষণা হয়েছে। **আরিনিয়াস** (Arrhenius) এই বিষয়টাকে ইলেক্ট্রিক্যাল Source সঙ্গে সুজড়িত বলেন, 'The source of menstrual periodicity is electrical.' পণ্ডিত **মান্‌রো ফক্স** (Munro Fox) এই বিষয়ে ভূয়ঃ ভূয়ঃ গবেষণা দ্বারা শেষে এই মতেরই সমর্থন করেছিলেন। যাই হোক, রমণীর যৌনমিলনাকাঙ্ক্ষা এই ঋতুস্রাবের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আছে। কেহ কেহ বলেন যে ঋতুস্রাব হবার আগের ২।৩ দিন যৌনক্ষুধা অতি প্রবল হয়; কেহ কেহ বলেন যে ঋতুস্রাব শেষ হবার পরই যৌনক্ষুধা দারুণ তীব্র হয়ে উঠে। **অটো-আড্‌লার** (Otto Adler) বলেন যে যৌনক্ষুধা 'ঋতুর পূর্ব্বে, সময় ও পরে' অতি বৃদ্ধি পায়। **কস্‌মান** (Kossmann) ঋতুর ঠিক পরেই অথবা ঋতুর শেষ কয়েকদিন উহার প্রাবল্য স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য সেই সময়েই সহবাস করতে বলেন। **গুয়ট্‌** (Guyot) বলেন যে ঋতুর পরের ৮ দিন যথার্থ যৌনক্ষুধার অতি বৃদ্ধি হয়ে থাকে। **ডাঃ ক্যাথেরিন ডেভিস,** এই বিষয়ে ২০০০ দুহাজার স্ত্রীলোকের জীবনী হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই, ঋতুর ২ দিন আগে হতে ঋতুর ৭ দিন পর পর্য্যন্ত দারুণ যৌনক্ষুধা বোধ করেন। **ডাঃ মেরি ষ্টোপস্‌** এই বিষয়ে একটা chart দ্বারা যৌনক্ষুধার হ্রাসবৃদ্ধির একটা গতি দেখাইয়াছেন। আমার **দাম্পত্য জীবনে যৌন সমস্যা** নামক পুস্তকে ঐ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আমি এইখানে আমার একটী রোগিণীর কথা দ্বারা ঐ ঘটনাটা বুঝাইবার জন্য চেষ্টিত হইব। স্ত্রীলোকদের **নিম্ফোমানিয়া** বা

অস্বাভাবিক সহবাস-প্রবৃত্তি বা অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা নামে একটা কুৎসিত যৌনব্যাধি আছে। সেই নিম্ফোমানিয়ার অনেকগুলি রোগিণীকে আমি দেখেছি এবং কতকগুলিকে ভাল করার সৌভাগ্যও লাভ করেছি। এই সব রোগী, রোগিণীদের নাম ধাম দেওয়া চলে না। ইহার মধ্যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নারীও আছেন এবং অতি আভিজাত্য বংশীয়াও আছেন। দূরস্থিত জটীল রোগীদিগকে আমি পত্রের দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকি; অধিকাংশ রোগিনীই আমাকে পত্রের দ্বারা আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস জানিয়ে পত্রের দ্বারাই চিকিৎসিত হয়েছিলেন। একটী রোগিণীর কথা এইখানে বলব। স্বামী তার প্রফেসর ও যুবক; যুবতীর স্বাস্থ্য অতি চমৎকার এবং বয়েস আঠারো ও নিঃসন্তানা। তিনি মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন এত অধিক কামোত্তেজনার অধীনা হয়ে পড়তেন, যে ঐ সময়টা তিনি চাকর, রাঁধুনি, যাকে তাকেই আলিঙ্গন করতে পাগলিনীর মত ছুটতেন। প্রথম প্রথম জানাজানি হবার পর তাঁর উপর মারধোর ও চরম অত্যাচার চলতে লাগল। এত মারধোর হয়েছিল যে তাঁকে শয্যা নিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শয্যাগতা অবস্থাতেও মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন তিনি উন্মাদিনী হয়ে পড়তেন—এমন কি একটী বারো বছরের বালককেও আলিঙ্গন করতে ব্যস্ত হন। লোক পরম্পরায় আমার কথা শুনে, তাঁর স্বামী পত্রের দ্বারা তাঁর চিকিৎসার ভার আমার হাতে দেন। আমি আনুপূর্ব্বিক তাঁর ইতিহাস আনিয়ে দেখলুম যে অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ রমণী মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন মাত্র ঐরূপ পাগলামির অধীন থাকেন, অপর সময় অতি সাধ্বী, সতী লক্ষ্মী স্ত্রী হন; তখন তিনি আবার অস্বাভাবিক দাম্ভিকা, অতি গর্ব্বিতা, পাড়ার কোনও নারীর সঙ্গে কথাই কন না, এম্নি। আর,

ঐ কয়েকটী দিন ভিন্ন তিনি কখনও ঐ কুৎসিত ভাব প্রকাশ করেন না—ঐটীই তাঁর রোগের বিশেষত্ব। তাঁকে ভূতুড়ে ও পৈশাচিক চিকিৎসা প্রচুর হয়েছিল, ফলে মারধোরের চোটে তিনি তখন অস্থিচর্ম্মসার হয়ে পড়েন।

এইখানেই যৌন বিজ্ঞানের কথাটী বুঝতে হবে। **মেরি ষ্টোপস্** (Married love by Marie Stopes) ঐ বহির ৯ম সংস্করণের ৬৯ পাতায় একটী বৈজ্ঞানিক chart দিয়াছেন, যাতে রেখা দ্বারা বুঝান আছে যে কেমন করে সহবাসইচ্ছার তরঙ্গ, সময়ানুসারে ও অবস্থানুসারে কমবেশী নারীর মনসমুদ্রে খেলা করে। অসংখ্য নারীর জীবনইতিবৃত্ত হতে পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয়েছে, যে কোথাও—"There are fortnightly periods of desire arranged, so that one period comes always just before each menstrual flow." **ডাঃ মার্শাল** বলেছেন, যে কোথাও—The period of most acute sexual feeling is generally just after the close of the menstrual period." **ডাঃ হেবলক** বলেন, যে কোথাও বা—"Desire being stronger before and sometimes also after menstruation" ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহারা সকলেই একমত যে **রমণীর ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে বা কয়েকদিন পরেও সহবাস ইচ্ছা অতীব প্রবল হয়।** প্রত্যেক রমণীর জীবনেই ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন মাত্র কামোত্তেজনা তাদের অতি বৃদ্ধি পায়। উহাই ঋতুস্রাব সম্পর্কিত জানতে হবে। আমি আমার এই রোগিণীরও সংবাদ নিয়ে জানলুম যে তার ঋতুস্রাব হবার অব্যবহিত সাতদিন পূর্ব্বের জীবনীটা এইরূপ ঘৃণিত। যাই হোক

আমি তাকে একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধ দ্বারা ও যৌবন বিজ্ঞানানুমোদিত আদেশ মতে জীবন যাপনের প্রণালী নির্দ্দেশ করে তাঁকে আরোগ্য করি। নরনারীর জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত বা কামেন্দ্রিয় সংক্রান্ত রোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতালাভ করতে হলে Sex Psychology বা যৌবন বিজ্ঞান অতি বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য।

যাইহোক ঋতু স্রাবের সঙ্গে নারী জাতির যৌনক্ষুধা জড়িত; আবার মেনোপজ বা রজো নিবৃত্তি কালেও অনেকের যৌনক্ষুধা হঠাৎ বেড়ে উঠে; প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বে যেমন একবার অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠে এটাও ঠিক তেম্নি। ডাঃ **হেবলক এলিস** ঠিকই বলেছেন—"There is a frequent well marked tendency in women at the menopause to an eruption of sexual desire, the last flaring up of a dying fire which may easily take on a morbid form."

পুরুষদেরও ঐরূপ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় যৌন বাসনা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। অনেক সাধু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীও যৌনকার্য্যে অনভ্যস্ত ব্যক্তিও ঐ সময় যৌনক্ষুধার্ত্ত হয়। বিবাহিতই হোক আর অবিবাহিতই হোক সকলেই ঐ সময় কামভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন—বরং যারা আজীবন কুমারত্ব বজায় রেখে এসেছেন ঐ বয়সে তাঁরাই বেশী কামার্ত্ত হন। অনেক রমণী জানেন এবং আমাদিগকে জানিয়েছেন যে তাঁদের অল্প বয়সে, তাঁরা প্রৌঢ় ব্যক্তিদের দ্বারা যত বেশী প্রলুব্ধ ও জঘন্ত ভাবে উপগতা হয়েছেন, যুবকদের দ্বারা তত নহে। "It is the experience of most women that sexual attempts on them in early life have been made

not by young men......but by elderly married men, often by those whose character and position render such attempts extremely unlikely." সংবাদ পত্রেও ঐ কথাটীই আমরা প্রায় জানিতে পারি। কত প্রৌঢ় আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী, কত আজীবন ব্রহ্মচারী, কত বৃদ্ধ মোহন্ত, এই বয়সে অল্প বয়স্কা নারীর সতীত্ব নষ্ট করার প্রয়াসে দণ্ডিত হয়েছেন ও হাজত বাস করছেন। বিশেষ করে বার্দ্ধক্যে যদি যৌনক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহলে প্রায় দেখা যায় যে ঐ ক্ষুধার কবলে অল্পবয়স্কা বালিকারাই প্রায় বেশী পতিত হয়। 'বার্দ্ধক্যে শিশুপ্রীতি' একটা নিত্য নৈমিত্তিক দৃশ্য। যৌন বিজ্ঞানে ইহা একটী পরম রহস্যময় ব্যাপার, যে তরুণী বালিকারা অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের প্রতি যৌন আসক্তি বেশী অনুভব করে, এবং বালকগণ প্রৌঢ়া নারীদের প্রতি কামাসক্ত হয়। মহামতি হেবলক বলেন যে "It is a counterpart of the sexual attraction often felt by young girls towards elderly men and by boys towards adult women." ক্রাফট-এবিংগ্ (Krafft-ebing), লেপমান (Leppmann), প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়রা যে শিশুদিগের সঙ্গে যৌন ক্রীড়ায় রত হয় তাহা তাদের দৈহিক ক্ষুধা বা কাম চরিতার্থতার জন্যই; ফলতঃ তাদের মানসিক বৃত্তি অটুট ও অক্ষুন্ন অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু হিরচফিল্ড (Hirschfeld) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহু বহু গবেষণার পর বলেন যে ঐ মত ভুল; এই প্রকার ব্যক্তিদের মানসিক বৃত্তি কখনই অবিকৃত নহে। তাহারা বিকলাঙ্গ নহে— বিকল মস্তিষ্ক।

সুতরাং, যৌন কামনার হ্রাসবৃদ্ধি বয়সানুসারে সময়ানুসারে এবং অবস্থানুসারেই চালিত হয়ে থাকে। বিলাসআলসে লালিতা, রূপ-ঐশ্বর্য্যময়ী যুবতী নারীর, এবং প্রাণপাত পরিশ্রমে নিরতা দরিদ্র কৃষক রমণীর যৌনক্ষুধার প্রাবল্য কখনই সমান হইতে পারে না।

কিন্তু তাহা হইলে ইহাই প্রমানিত হইল যে যৌনক্ষুধার হ্রাসবৃদ্ধি বশতঃই নরনারীর যৌন মিলনে মদন পূজার নৈবেদ্য আহরণ করা উভয়ের অবশ্য করণীয় কাজ এবং তাহারই অপর নাম পূর্ব্বরাগ; ইংরাজিতে ইহাকেই কোর্টসিপ্ আখ্যা দেওয়া হয় এবং বাংলাতে ইহার অপর নাম প্রেম-নিবেদন। সুপ্তা সিংহীনির পদলেহন, অলুব্ধা কপোতিনীর গাত্রকণ্ডুয়ন, পলাতকা ময়ূরীর অনুধাবন—এই সকলই যৌন মিলনের প্রারম্ভে অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিত্যাজ্য।

কাম ও প্রেমঃ—

সাধারণ লোকে 'প্রেম' অর্থে যাবতীয় যৌন সম্পর্কিত সম্বন্ধকেই বুঝিয়া থাকে এবং নরনারীর যৌন ধর্ম্মের প্রবল উন্মাদনা ও আকর্ষণকেই 'প্রেম' আখ্যা দেয়। ফলতঃ উহা অতীব ভ্রমাত্মক। নরনারীর যৌন সম্বন্ধের মধ্যেও দুইটী বিশেষ বিভাগ আছে। তন্মধ্যে একটী হচ্চে তাদের পরস্পর দৈহিক যৌনমিলন, যেটাকে ইংরাজীতে বলে physiological sexual impulse; ইহারই বাংলা নাম 'কাম'। ইহা দেহের ক্ষুধার মধ্যেই ধর্ত্তব্য। নরনারীর যৌনমিলনে, পরস্পর সহবাসাদির দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—এইজন্যই ইহার ইংরাজী নাম lust. ইহা সার্ব্বজনীন পশুধর্ম্মের অন্তর্গত। এই বিশ্বের যাবতীয় জীবের পরস্পর যৌনমিলন, এই দৈহিক ইন্দ্রিয় ক্ষুধার দ্বারা অর্থাৎ 'কাম'

দ্বারাই সুপরিচালিত হয়; কিন্তু 'প্রেম' কথাটার সঙ্গে ইহা ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি মনোবৃত্তি যুক্ত আছে। 'কাম ও প্রেমের' মধ্যে পার্থক্য সঠিক নিরূপণ করা শক্ত। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ তাহাদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিত **হেবলক** বলেন, প্রেম হচ্চে কাম ও সখ্যতার সমন্বয়। বিখ্যাত দার্শনিক **ফিস্টার** (Pfister) প্রেমকে এইভাবে বর্ণনা করেন—"a feeling of attraction and a sense of self-surrender, arising out of a need, and directed towards an object that offers hope of gratification."

কিন্তু 'কাম' হইতেই 'প্রেমের' ক্রমবিকাশ (evolution of love from lust) নিম্নস্তরের মানবজীবনে ও আধুনিক সভ্য নরনারীর মধ্যেও বেশ দেখা যায়। 'কাম' কথাটা সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতির নরনারীর মধ্যেই চির প্রচলিত ও চিরজ্ঞাত হয়ে আছে, কিন্তু 'প্রেম' কথাটা ঠিকমত সর্ব্বত্র খ্যাত নহে। আবার এই যৌন মিলনে দৈহিক তৃপ্তি পাবার কাম বাসনাটা অনেক জীব জগতে এমন অদ্ভুতভাবে দেখা যায় যে আমরা তথায় প্রেমের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখতে পাই। দুইটী মিলনসাথী ঘুঘু পক্ষীর মধ্যে একটীকে শিকার করার পর অন্যটী দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় তার মৃতপ্রিয়ের চতুর্দ্দিকে এমন সকরুণ চিৎকারের সহিত আর্ত্তনাদ করতে থাকে ও ঐ অবস্থায় নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তা অনেক অতি নিষ্ঠুর শিকারীর প্রাণেও চিরতরে দাগ দিয়ে দেয়। সতীর দেহত্যাগের পর শ্মশানচারী পাগলা ভোলার উন্মাদ তাণ্ডব নৃত্যের চাইতেও ইহা আরও করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী এবং প্রেমের এক অপরূপ জ্যোতিতে এই কাহিনী চির-বিজড়িত ও উদ্ভাসিত।

নরনারীর হৃদয়ে প্রেমের আসন সর্ব্বোপরি স্থাপিত; কাম বা লালসার স্থান তার অতি নিম্নে। নারীদের নিকট এই প্রেমহীন জীবন শ্মশান। তাকে আদর কর, আপ্যায়িত কর, সোহাগ কর, সবই মিছে, যদি না তার সঙ্গে প্রেমটা প্রকাশ পায়। প্রেম না থাকলে তারা স্পষ্ট বলে দেয়—

"আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি-তুলে-চাওয়া,
ওই কথা ওই হাসি ওই কাছে আসা আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?"

না, না, তারা চায় না পুরুষের আলিঙ্গন চুম্বন, চায় না তাদের আদর—সোহাগ; তারা চায় সেই সাত রাজার ধন নারীর পরম কাম্য 'প্রেম'। কিন্তু এইখানেই না কত বিরোধ; এই বিষয়টীর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় কত শত দাম্পত্য জীবনেই না ভীষণ হাহাকার; তার কি ইয়ত্তা আছে? স্বামী ভাবেন তিনি স্ত্রীকে গাল টিপে আদর করেন, তার রক্তিমাভগাল দুটীতে চুম্বন এঁকে দেন, তার সঙ্গে যৌনমিলনের দ্বারা তাঁর যৌন ক্ষুধার শান্তি আনেন সুতরাং তবু কেন স্ত্রীর মনে হাহাকার, তবু কেন তার চোখে অশ্রু? এই নিয়ে কত তর্ক, কত বাদবিসম্বাদ কত দাম্পত্যবিরোধ। মুর্খ মানবের নিকট আহতা নারী একদিন সরোদনে বলে ফেলে—

"মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্
কেন কাঁদি বুঝিতে পারো না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল এ নহে ভর্ৎসনা।"

কিন্তু তবু পুরুষের ভুল ভাঙ্গে না, তবু তার আদর সোহাগ, চুম্বন—আলিঙ্গনের শেষ হয় না, যতক্ষণ না নারীর অন্তরের বেদন সে শুনতে পায়—

"আছি যেন সোণার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?"

এই এতদিনে চিরসত্য প্রকাশিত হোল। প্রেম, প্রেম,—নারীর নিকট ও নরের নিকট এই প্রেমই চির আকাঙ্ক্ষিত। এই প্রেমের জন্যই নরনারী পাগল, সমস্ত বিশ্বের অন্তরাত্মা পাগল—কাম তার কাছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ।

নিম্নস্তরের জীব জগতের কাম-বাসনার রাজত্ব ত্যাগ করে আমরা প্রেমের তপোবনে গেলেই দেখতে পাব সেই সুদূর অতীতের এক নিস্তব্ধ প্রদোষআলোকে অরণ্যের বিষাদ মর্ম্মরের মাঝে প্রিয়তম নলের সনে সতী দময়ন্তী; আবার কোথাও বিকশিত পুষ্পবীথি তলে, কর-পদ্মতল-লীনা বিরহ-বিধুরা শকুন্তলা; বনে বনে বিরহ-বিধুর পুরুরবার উন্মত্ত চঞ্চল বিরহ-বিধুর গীতি; মহারণ্যে মহেশমন্দির তলে বীণাপাণি তপস্বিনী মহাশ্বেতার একাকিনী সান্ত্বনা-সিঞ্চিত রাগিণী; গিরিতটে শিলাতলে সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোলে মহাবীর ফাল্গুনীর প্রেম চুম্বন; শ্মশানচারী, ভিখারী শিবের ক্রোড়ে অনন্তব্যগ্রতাপাশে আবদ্ধ সতী পার্ব্বতী। দিকে দিকে প্রেমের অপরূপ জ্যোতি-উদ্ভাসিত চির নূতন প্রিয়প্রিয়া। কামনার অগ্নিশিখার বুভুক্ষু গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নরনারী যখন প্রেমের নন্দনে উপস্থিত হয়, তখন তারা দেখে তারা রিক্ত

নহে তারা তুচ্ছ নহে, তারা বিশ্বের নন্দিতা, চির প্রেমিক প্রেমিকা; উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গনে বেঁধে একাত্ম হয়ে প্রেমের গীতি গায়—

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ আস্তরণে।"

প্রেমের অমর ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করলে আমরা দেখিতে পাই যে গ্রীকরাও এই যৌন প্রেমের সন্ধান বহুদিন পায় নাই। প্রকৃত ভালবাসাটা তাদের কাছে সর্ব্বদাই homo-sexual অবস্থায় ছিল। তখনকার Ionian কবিরা নারীজাতিকে কেবল সুখদাত্রী ও জন্মদাত্রী বলেই গণ্য করত। Theognis পবিত্র বিবাহ বন্ধনকেও পশুদের জন্মদান ক্রিয়ার সঙ্গে এক বলে ভাবত। Sophocles যৌনপ্রেমের স্বীকার করেন নাই। গ্রীসদেশে পরবর্ত্তী বহুদিন পর্য্যন্ত যৌনপ্রেমকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত—এমন কি সাধারণের মধ্যে ঐ বিষয়ে কথা কহাও অতি ঘৃণ্য ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত। ক্রমে ক্রমে ম্যাগনা-গ্রিসিয়া দেশে নারীর আকর্ষণ স্বীকৃত হোল এবং তারপরে সুবিখ্যাত আলেক্জাণ্ডারের সময়ে নরনারীর যৌন প্রেমের প্রবল বন্যায় সমগ্র গ্রীসরাজ্য প্লাবিত হোল এবং শুধু গ্রীসে নহে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপের মধ্যেও তার বিস্তৃতি দেখা গেল।

হারবার্ট স্পেনসার এই 'প্রেম' ধর্মটার মধ্যে স্পষ্ট ও অত্যাবশ্যকীয় অপর কয়েকটী ধর্ম্মের মিলন দেখিয়েছেন ; ইহার মধ্যে আছে '(1) The physical impulse of sex ; (2) The feeling for beauty ; (3) Affection ; (4) Admiration and respect ; (5) Love of approbation ; (6) Self esteem ; (7) Proprietory feeling ; (8) Extended liberty of action from the absence of personal barriers ; (9) Exaltation of the sympathies.' কিন্তু ইহাতেও যেন 'প্রেম'কে ঠিকমত নির্দ্দেশ করা হোল না ; দ্যুলোকে-ভূলোকে, মাতাপিতার যে অনাবিল প্রেম নির্ঝরিণী ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের মত দিকবিদিক ভাসিয়ে রেখেছে, তার সন্ধান এই 'প্রেম' বিশ্লেষণের মধ্যে মিলে না ; অথচ জনক জননীর প্রেম শুধু স্বর্গীয় নয়, তাহা চির সত্য এবং এই শোকতাপ ভরা, জরামৃত্যু-ঘেরা মরজগতের তাপিত প্রাণ শীতল করিবার তাহাই একমাত্র অমৃত প্রলেপ। পণ্ডিত ক্রলে (Crowley) যথার্থই বলিয়াছেন—প্রেম, জীবনের মতই রহস্যময় এবং তারই মত বর্ণনার অতীত। "Love as difficult to define as life itself, probably for the same reasons. In all its forms love plays a part in society only less important than that of the instinct to live. It brings together the primal elements of the family, it keeps the family together, and it unites in a certain fellow-feeling all members of a race or nation." প্রেম কথাটা নিয়ে নানাপ্রকার বিভিন্ন

মতামত নিত্য প্রকাশিত হচ্চে কিন্তু প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ আজও হয় নাই; দার্শনিক পণ্ডিত **ইবসেন** সত্যই বলিয়াছেন 'No word is so full of falsehood and fraud as the little word 'love' has become to-day." অর্থাৎ আধুনিক 'প্রেম' কথাটার মধ্যে এত অসত্য ও ভণ্ডামি নিহিত আছে যে এত আর কোনও কথার মধ্যেই দেখা যায় না। 'প্রেম' যে জীবনের মত রহস্যময় তার আর ভুল নাই। প্রেমই, নরনারীর জীবনে-মরণে একাধিপত্য করে আছে। এই সাত সমুদ্র-ঘেরা অসীম সৌর জগতে প্রেমই চিরসত্য চিরআকাঙ্ক্ষিত এবং কোটী অনুপরমানুর সঙ্গেই সুজড়িত। মানুষের জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গেই তার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হচ্চে এবং প্রেম তার সহস্র-রশ্মি-চ্ছটায় মনের অন্ধকার দূর করে স্বয়ং প্রকাশিত হচ্চে মাত্র, নইলে সৃষ্টির আদিম প্রভাত হতেই সে এই ধরার ধূলিকণা হতে প্রাণি রাজ্যের মধ্যেই স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। তাই কবি এই 'প্রেমের প্রকাশ'কে উল্লেখ করে বলেছেন—

"হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহেনি কথা।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবী কুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা।
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে।
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে॥
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি।
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি॥
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে।
সে-কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে॥"

পণ্ডিত **গিব্‌সন্‌** (Boyce Gibson)ও ঠিক এই কথারই

প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে প্রেম জিনিষটাই হচ্ছে "The great transforming and inclusive agency, the ultimate virtue of all life." তাই প্রেমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আসনে বসান হয় এবং তাই বোধ হয় বৃন্দাবনের যমুনাতীরে কদম্বমূলে সমাসীন, সেই মনচোরা প্রাণচোরা ননীচোরা কালো ঠাকুরটীও প্রেমময় রূপে ত্রিভঙ্গ মুরারী ঠামে এই বিশ্ব নরনারীর মনোহরণ করেছেন।

নরনারীর স্পর্শসুখান্বেষণ।

যৌন মিলনে পরস্পরের 'স্পর্শ ই' একমাত্র কাম্য ও যৌন সুখের অসীম আধার বলিয়া গণ্য হয়। শিশুদের মধ্যেও স্পর্শসুখ অভিনব আনন্দ দান করে; আদর, আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদির দ্বারা শিশুরাও সুখের আস্বাদ পায়। চর্ম্মের উপর স্পর্শদ্বারা যে স্পন্দনের উৎপত্তি হয় তাহা শিশুদিকে যেমন স্নেহের আনন্দ দান করে; বয়স্কদের মধ্যে তেম্নি প্রিয়প্রিয়ার স্পর্শ হেতু এক অনাবিল বর্ণনাতীত প্রেম শিহরণ জাগাইয়া দেয়। তাই এই স্পর্শ দ্বারাই নরনারী উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার প্রেরণা পায়, উভয়ের স্পর্শে উভয়ের মধ্যে এক ত্বড়িৎ শিহরণ দেখা দেয়, যৌন সুখের প্রথমটায় উভয়ে বেতস পত্রের মত কম্পমান হয়ে পড়ে। নরনারীর প্রেমাপ্লুত হৃদয়ের মাঝে, তাদের পরস্পরের স্পর্শ যে কী অদ্ভুত আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে তাহা বর্ণনার অতীত। প্রেমিকা কিশোরী, তার প্রেমিকের হঠাৎ স্পর্শে মূহুর্ত্তের মধ্যে আত্মভোলা হয়ে যায়; দিক-বিদিক, মান-অপমান, স্নেহ-লজ্জা সমস্তই তার চোখের সামে লুপ্ত হয়ে পড়ে।

শুধু মানব জীবনে কেন, নিম্নস্তরের প্রাণী জগতের মধ্যেও এই স্পর্শই যৌনমিলনে ও যৌনসুখের আদি কারণ। এই স্পর্শ দ্বারাই তাদের যৌনমিলনের প্রথম কার্য্যাবলি ও পূর্ব্বরাগাদি সম্পন্ন হয়। কাঁকড়া ও Crayfish, একমাত্র স্পর্শ দ্বারাই যৌনমিলনসুখ অনুবোধ করে। মাকড়সা শুদ্ধমাত্র স্পর্শ দ্বারা যৌন সুখের আস্বাদ পায়। গরু, ছাগল, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুগণ পরস্পর গাত্রাবলেহন দ্বারা পূর্ব্বরাগের ও যৌন মিলনের পূর্ব্বের কাজগুলি শেষ করে। যৌনমিলনোন্মুখ হস্তিও তার সঙ্গিনীর গাত্রে শুণ্ডদ্বারা নানারূপে আদর সোহাগ জানায়। নরনারীর মধ্যেও ঐ একই রকমের স্পর্শসুখাকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল। মৈথুন কার্য্যে অনভ্যস্তা অনেক রমণী কেবলমাত্র স্পর্শ সুখ দ্বারাই সহবাসসুখ অনুভব করিয়া থাকে। পুরুষ অপেক্ষা রমণীদের মধ্যেই স্পর্শের প্রভাব অতি বেশী, তাহাদের যৌন কার্য্যে স্পর্শই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত। প্রেমিক প্রেমিকার স্পর্শ জন্য কাতর; প্রেমিকা তার দয়িতের পরশ জন্য পাগলিনী ও আত্মহারা। **লিলিয়ান মার্টিন, পার্সি ক্লার্ক** প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ রমণীদের মধ্যে স্পর্শ সুখের প্রাবল্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বালিকাদের মধ্যে তারুণ্যের নবারুণালোক যখন উকি দিতে আরম্ভ করে, যৌবনের অরুণ রাঙা চরণ পাতে যখন তাদের মনের মন্দির সোপান আলোকিত হয়, তখন তারা এক অজানা পরশের জন্যই আকুলা থাকে। ঐ কালে তারা মৈথুন ক্রিয়াতে রত হইতে চায় না কিন্তু প্রিয়ার পরশ জন্য তারা সদাসর্ব্বদা উন্মুক্ত হয়ে থাকে। তরুণী তার প্রিয়তমের নিকট হইতে একটী চুম্বনের পরশ দ্বারা শতমিলন রজনীর একত্র সুখ আস্বাদন পায়। যৌনমিলন, সহবাস, পুরুষসংসর্গ তারা

তখন ভয় করে এবং শুধু আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদির দ্বারাই তারা যৌন সুখ ভোগ করিয়া লয়। পণ্ডিত প্রবর স্যাড্‌গার (Sadgar) বলেন—'The halo of chastity surrounding so many young girls rests on the absence of the genital impulse combined with strong eroticism in the skin, the mucous membranes, and the muscular system;" পরশসুখের দুর্নিবার মোহ শুধু তরুণীদের নহে যাবতীয় নারীদের হৃদয়াবেগের সঙ্গে সুজড়িত। আমার একটী রোগিনী ছিলেন, যাকে নানাবিধ যৌনব্যাধির জন্য তার স্বামী মহাশয় আমার কাছে আনেন। তার মধ্যে একটী অদ্ভুত লক্ষণ এই ছিল যে তিনি স্বামীর সহবাসে বড়ই বীতস্পৃহা ছিলেন, মৈথুন কার্য্যটাকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং বয়ঃক্রম ২২ বৎসর হলেও ৬ বৎসর বিবাহিত জীবনমধ্যে তিনি স্বামীর ব্যাকুল অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে ৬ বারও সহবাস সুখ দেন নাই। তাঁর স্বামী মহাশয় (ভদ্র, সুশ্রী ও শিক্ষিত নব্য যুবক) বলেন যে তার পত্নীর সহবাসে ঘোর আপত্য থাকে বটে কিন্তু এদিকে প্রায় সারারাত সে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় চুম্বনাদির দ্বারা অস্থির করে দেয়; এই ব্যাপারটীও ঐ স্বামীর পক্ষে মারাত্মক কষ্টতুল্য। কারণ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর সপ্রেম আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেও তাঁকে উপভোগ করার ভাগ্য তাহার হবে না; ফলে স্বামীটার নৈতিক চরিত্রের পতন হবার উপক্রম হয়েছিল। আমার ঐ রোগিনীটার চিত্র দ্বারাও স্পর্শের অপরূপ মোহ ও মাদকতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের পর সেই রমণী আমাকে বলেছিলেন যে সেই অবস্থায় স্বামীর স্পর্শ ও আলিঙ্গনের এত তীব্র সুখ শিহরণ

তার মধ্যে উপস্থিত হইত যে তৎকালে সহবাস করা তাঁর পক্ষে অতীব কষ্টদায়ক হয়ে পীড়া জন্মাইত মাত্র, এবং সারারাত তিনি তাঁর স্বামীকে আলিঙ্গনাবস্থায় বুকে রেখে এক অভিনব যৌনসুখ অনুভব করতেন, এমন কি ঐ অবস্থায় এক একদিন তার রতিক্রিয়ান্তে শুক্রস্রাবের ন্যায় Detumescence বুঝা যাইত।

রতিক্রিয়ার মাঝে Detumescence কালে প্রখর রতিসুখ হেতু রমণীগণ যে অনুক্ষণ সজোরে আলিঙ্গন, সুতীব্র চুম্বন, ইত্যাদির দ্বারা পুরুষের সঙ্গে প্রবল ঝাপ্টাঝাপ্টি করে তাহার মূলেও এই স্পর্শ সুখাস্বাদনের মোহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে এবং ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা সে কেবল মুহুর্মুহু দেহের বিভিন্ন স্থানে পরশ সুখ অনুভব করে মাত্র। বিখ্যাত স্ত্রীকবি **রেণী ভিভিয়েন** এই স্পর্শ সুখ লক্ষ্য করে লিখেছিলেন যে "The strange and Complex art of touch equals the dream of perfumes and the miracle of sound.' অষ্টাদশ শতাব্দীর একটী ইংরাজী প্রেমের উপন্যাসে লেখা আছে "With all her straining, her wrestling, and striving to break from the clasp of his arms, it was visible she aimed at nothing more than multiplying points of touch with him." সত্যই রমণী তার প্রেমাস্পদের হাত থেকে যখন ঝাপ্টাঝাপ্টি করে আলিঙ্গনমুক্ত হতে চায় তখন তার প্রতি-নূতন-স্পর্শে, দেহ মন প্রাণ তার অপূর্ব্ব মদিরালস আনন্দ ভোগ করে। প্রেমিকার প্রেম পরশ তাই কাব্যের মাঝেও অমর হয়ে আছে—

হাস্তে তোমার, বিশ্ব হাসে মন যে উঠে উল্লাসি,
'পর্শি তোমার প্রেমের জোয়ার মন্দা বনে কূলনাশি।

তাই প্রেমিক তার দয়িতাকে আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে ডেকে বলে—

আজকে এসো প্রাণের রাণি, আমার প্রাণের হিল্লোলে,
অন্তরে মোর সুর ঢেলে দাও মন্দাকিনীর কল্লোলে,
আবেগ ভরা আলিঙ্গনে প্রাণ মাঝে দাও দোল দোলা
চুম্বনেরি মাতন হেরি তুলবে মারে'র হিল্লোলা ;
লাজ কেন সই?—বিজন আমার মনপুরে নেই কেউ তো লো,
প্রেমের রাণি, প্রাণের রাণি, প্রাণ সলিলে ঢেউ তোলো।

স্পর্শসুখের দ্বারা যৌনসুখানুভবতা অনেকক্ষেত্রে এতই তীব্র ভাবে দেখা দেয় যে অনেক নরনারীর মধ্যে তাহা রোগের মধ্যেই ধর্ত্তব্য। Stuff fetishism অর্থাৎ সিল্ক, ভেলভেট, উল ইত্যাদির পরশসুখ দ্বারা যৌনসুখানুভবতা, Kleptolagnia অর্থাৎ প্রিয়প্রিয়ার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি অপহরণ দ্বারা যৌন উত্তেজনা, ইত্যাদি অলৌকিক ব্যাধি সমূহ, এই কারণেই দেখা দেয় এবং সাধারণতঃ রমণীদের মধ্যেই ইহার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। Frottage নামক এক প্রকার যৌনব্যাধির উৎপত্তি, এবম্প্রকার স্পর্শসুখের দ্বারা যৌনসুখানুভবতার মধ্যেই হইয়া থাকে। এই রোগ পুরুষদিগকেই আক্রমণ করে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ এই যে পুরুষ তাহার বস্ত্রাবৃত জননেন্দ্রিয়টী অপরিচিতা মহিলার বস্ত্রাবৃত দেহে ঘর্ষণদ্বারা যৌনতৃপ্তি লাভ করে ; থিয়েটার, বায়স্কোপ, মেলা ইত্যাদি জনতায় যথা নরনারীর একত্র সম্মিলন ঘটে, তথায় অনেক মহিলা তাহাদের পশ্চাৎ দিকে এইভাবের স্পর্শ আঘাত পায় এবং বুঝতে পারে যে কোনও পুরুষ জননেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার পশ্চাৎ দিকে ঘর্ষণ করিতেছে বা সামান্য আঘাত করিতেছে। ঐ সব জনতা

প্রত্যাগতা অনেক মহিলা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় দেখতে পান যে তাহার পশ্চাৎ দিকের পোষাকে পুরুষের শুক্রস্রাব লিপ্ত আছে। এই বিষয়টার সম্বন্ধে **হেবলক্ এলিস** বলেছেন 'The special perversion of frottage, as it is termed, on the other hand, is only found in a pronounced degree in men and consists in a desire to bring the clothed body, and usually though not exclusively the genital region, into close contact with the clothed body of a woman, and in seeking to gratify this passion in places of public resort with women who are complete strangers." আমার নিকট এই প্রকার যৌনব্যাধি পীড়িত জনৈক ব্যক্তি তার চিকিৎসার জন্য আসেন। তিনি একজন সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি, সদাশয় দানী ও মহানুভব। তাঁর ধ্বজভঙ্গ রোগের জন্য (তৎকালীন বয়স ৪৫) আমার দ্বারা চিকিৎসা করান ও আরোগ্য লাভ করেন। তাহার রোগের ইতিহাসে frottage লক্ষণটী বিশেষভাবে পাই। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বয়ঃক্রম যখন ২৫ বৎসর তখন হইতেই তিনি সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই স্বীয় জননেন্দ্রিয় স্ত্রীলোকদের পশ্চাৎ দিকে ঘর্ষণ করেন ও তদ্বারা শুধু যৌনসুখ নহে শুক্রপাত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে; এতদ্বারা তিনি এতই যৌনসুখ অনুভব করিতেন যে ক্রমে ক্রমে তাঁর সহবাস আকাঙ্ক্ষা লোপ পায় ও কেবল উক্ত frottage দ্বারাই শুক্রস্রাব করেন—ক্রমে ক্রমে তার ধ্বজভঙ্গ রোগ আসে।

প্রথম প্রথম বালক বালিকাদের চর্ম্মের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শের দ্বারা একপ্রকার সুড়সুড়ানি ও 'কাতুকুতু' হয়; তাহা একপ্রকার আনন্দদায়ক হইলেও প্রথমতঃ তাহাতে দারুণ হাসির উদ্রেক হয়। অতি লজ্জিতা বালিকাদের স্তনের কাছে, বগলে, কোমরের কাছে, গলায় হাত দিলেই, তারা এত বেশী সুড়সুড়ানি বোধ করে যে চমকে যায় এবং অব্যক্ত শিহরণে চঞ্চল হয়ে অদম্যভাবে হাস্য করে। ঐ মত অবস্থা চলতে চলতে ক্রমে ক্রমে তাদের লজ্জার ভাব কাটে ও Ticklishness অর্থাৎ 'কাতুকুতু'র স্থানে একটা যৌনসুখ অনুভবতা দেখা দেয়। প্রকৃত যৌনমিলন হইবার পর হইতেই তাহাদের Ticklishness বিদূরিত হয়। ঐ 'কাতুকুতু' বা 'সুড়সুড়ানি' Ticklishness দ্বারা প্রথম জীবনে তারা অযথা বা অন্যায় যৌন সহবাস হতে রক্ষা পায়, যেহেতু যতদিন ঐ 'কাতুকুতু'র ভাবটী প্রবল থাকে ততদিন যৌন সহবাস অসম্ভব, কারণ সহবাসেন্দ্রিয়গুলিই অত্যধিক 'কাতুকুতু' ভাব যুক্ত। যে তরুণীর গাত্র স্পর্শেই চমকে লাফিয়ে উঠে, যাহার বগলে বা স্তনের কাছে হস্তস্পর্শ হলেই সে একেবারে মুষড়ে ভেঙ্গে পড়ে, তাহার সহিত রতিক্রিয়া করা একেবারেই অসম্ভব। **লুইস রবিনসন** পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে প্রাণীদের অল্প বয়সে তাহাদের জননেন্দ্রিয়াদির এই Ticklishness দ্বারাই তারা অবাধ ও প্রবল সহবাস হইতে রক্ষা পায়। অনিচ্ছুক কুকুরীর যোনীদ্বার স্পর্শমাত্রই সে এমন ভাবে কুঞ্চিত ও মুষড়ে পড়ে যে মিলনকামী কুকুরটার তাহার সহিত কোনও মতেই যৌন মিলন ঘটিয়া উঠে না।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই Ticklishness দ্বারা নরনারীর যৌন

মিলনের সাহায্যই হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই রমণীবৃন্দকে ক্রমে ক্রমে গভীরভাবে যৌনকার্য্যে উত্তেজিত করা যায়। লজ্জানতা বালিকাও ক্রমে ইহার দ্বারা স্পর্শসুখ ভোগ করে এবং তার পরই তার যৌন মিলনের ইচ্ছা জন্মে। এই ভাবে স্পর্শের দ্বারা কাতুকুতু বোধ করায় প্রথম প্রথম তাহাদের অত্যন্ত হাসি পায় এবং এই হাসি হইতেই ক্রমে তাদের কামপিপাসা উদ্বুদ্ধ হয়, ক্রমে প্রেমালিঙ্গনে তাহারা ধরা দিতে চায়, এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাহাদের মনে পুরুষ-সহবাস-আকাঙ্ক্ষা জাগে। যৌন মিলন কার্য্যটা সমস্তই চর্ম্মের সহিত চর্ম্মের স্পর্শ ও ঘর্ষণ দ্বারা সমাধা হয়। পণ্ডিত **গাউবারল** বলেন যে 'Sexual act is primarily skin reflex'। চর্ম্মের সুড়সুড়ানির উপরই সহবাস প্রবৃত্তির উৎপত্তি এবং চর্ম্মের ঘর্ষণ দ্বারা সেই সুড়সুড়ানির নিবৃত্তির সহিত সহবাস কার্য্যের নিবৃত্তি।

বন্য জীবনে এই স্পর্শ সুড়সুড়ানি যৌন জীবনের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। অনেক জাতির নরনারীর মধ্যে এই মত সুড়সুড়ানি দেওয়া হইতেই প্রেম নিবেদন করার আরম্ভ হয়। ফিউজিয়ানবাসীদের মধ্যে আলিঙ্গনের দ্বারাই যৌন সুখানুভবতা জন্মে। রমণীদের ভগাঙ্কুর একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামোত্তেজক স্থান এবং স্বল্প স্পর্শেই ও স্বল্প ঘর্ষণেই তাহাদিগকে দারুণ যৌনসুখ প্রদান করে; কিন্তু উহারও জার্ম্মান নাম Kitzler বা tickler. অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুসদেশের সাম্রাজ্ঞীর, পায়ে সুড়সুড়ানি দিবার জন্য ও তৎকালে অশ্লীল গান গাহিয়া তাহাকে সুখ দিবার জন্য বেতনভুক সহচরী ছিল। এই সুড়সুড়ানি বোধ ও যৌনসুখ বোধের মধ্যে বেশ একটা সম্বন্ধ আছে। অনেক রমণী বলেন যে

যখন তাঁদের সহবাসে ইচ্ছা থাকে না, তখন তাঁদের যৌনক্রিয়ার স্থানগুলি স্পৃষ্ট হলেই একটা ভীষণ সুড়সুড়ানি আসিয়া থাকে, কিন্তু রতিক্রিয়ার বাসনা হইলে ঐ মত সুড়সুড়ানি লোপ পায়। সুতরাং এই প্রকার সুড়সুড়ানির দুই প্রকার ক্রিয়া আছে; ইহা যেমন এক সময় স্পর্শ জিনিষটাকে বিরক্তিকর করিয়া তুলে, অন্য সময় তেমনি ইহাই আবার স্পর্শ পাবার আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়। **হেবলক** বলেন 'In its orginal aspect a sentiment to repel contact, it beoomes under another aspect a minister to attraction.'

যৌন ইন্দ্রিয়াদির সহিত শুধু চর্ম্মেরই যে সম্বন্ধ তাহা নহে উহার সহিত চুলের সম্বন্ধও আছে। রমণীদের যৌবন আগমনের প্রারম্ভে আংশিক baldness বা কেশের অল্পতা দেখা দেয়; আবার তাদের ৫০ বৎসর বয়সের সময়েও ঐ মত কেশ পতন হয়। ডিম্বাশয়টীর অস্ত্রোপচার ইত্যাদি (Ovariotomy) হেতু ঋতুলোপ করা হলেও, অথবা তাহাদের গর্ভাবস্থাতেও কেশ পতন দেখা যায়।

স্পর্শসুখ অনুভব করার জন্য আলিঙ্গন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হইলেও আরও অন্যান্য স্পর্শসুখ অনুভব করার স্থান ও ব্যবস্থা আছে। **হেবলক** বলেন 'These secondary centres have in common the fact that they involve the entrances and the exits of the body regions, that is, where skin merges into mucous membrane, and where, in the course of evolution, tactile sensibility has become highly refined.'

ঐ সকল স্থানগুলির সঙ্গে বিভিন্ন লিঙ্গধারী মানবের ঐ ঐ স্থানগুলি স্পৃষ্ট হলে প্রচুর যৌন উত্তেজনা জন্মে। ঐ ব্যাপারগুলি দেখতে বা শুনতে অতীব কুৎসিত ও অশোভন হলেও তাহা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং ঐ ভাবে যৌনকার্য্যে উত্তেজনা আনয়নে তাহা স্বাভাবিক রূপেই ব্যবহৃত হতে পারে; তবে আমার পূর্ব্বোক্ত রোগীটীর ন্যায় যদি সহবাস ইচ্ছা, বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে কমিয়া যায় এবং ঐ ঐ কার্য্যেই পূর্ণ যৌনসুখবোধ ও তৃপ্তি আসে তখন তাহাকে রোগ বলিয়াই জানিতে হইবে।

'চুম্বন' ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যৌন উত্তেজক। ঠোঁটের মধ্যে অতি উত্তেজনাশীল স্নায়ু আছে এবং পরস্পর ঠোঁটের স্পর্শে যৌন উত্তেজনা অতীব বৃদ্ধি হয়। উহার সহিত জিহ্বার আলোড়নে ঐ উত্তেজনা দ্বিগুণভাবে দেখা দেয়। অধিকক্ষণ ধরিয়া সজোরে চুম্বন করিলে নরনারীর সহবাস ইচ্ছা অতি সত্বর জাগরিত হয়। চুম্বন বহু প্রকারের আছে, আধুনিক নরনারীর Columbine চুম্বন, ফ্রান্সের Maraichinage চুম্বন, ভারতীয় সলজ্জ চুম্বন ইত্যাদি। এই চুম্বন দেখিলে মনে হয় সত্যিই দুইটী বেগবতী স্রোতস্বিনী যেন 'তীর্থযাত্রা করিয়াছে সাগর সঙ্গমে'।

সর্ব্বজাতির মধ্যে ও সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যেই চুম্বনের প্রথা আছে। পক্ষী, পক্ষীণীর ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করে, কুকুর, কুকুরীর গাত্রাবলেহন দ্বারা ও মৃদু দংশন দ্বারা চুম্বন জানায়। মুখে মুখ দিয়াও চুম্বন করা হয় আবার আঘ্রাণের দ্বারাও চুম্বন করার প্রথা আছে; মঙ্গোলিয়ান জাতির মধ্যেই এই আঘ্রাণ-চুম্বন প্রথার বেশী প্রচলন আছে। শির আঘ্রাণ দ্বারা চুম্বনের প্রথা ভারতের বিশিষ্ট নূতন ধারা।

চুম্বনের ন্যায় আরো কয়েকটা প্রথা আছে যেগুলিকে বেশী বাড়াবাড়ি অবস্থায় যৌনব্যাধি বলিয়া ধরা হয়। "Any orificial contact between persons of opposite sex is sometimes almost equally as effective as the kiss in stimulating tumescence." ইহাদের নাম cunnilinctus এবং fellatio. স্ত্রী-যোনী মধ্যে বদনন্যস্ত করার দ্বারা যৌনসুখ উদ্রেক করার নাম 'ফেলাসিও'। প্রাণীরাজ্যের মধ্যে এবং বন্যনরনারীর মধ্যে ঐরূপ করার প্রথা আছে সুতরাং উহাকে কোনও মতেই অস্বাভাবিক বলা চলে না। ঐ ভাবে অনেক নারী, পুরুষের জননেন্দ্রিয়টী স্বীয় মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া চুষিতে থাকে এবং ঐরূপে যৌনসুখ ও উত্তেজনা অনুভব করে। অনেক যৌনব্যাধিগ্রস্থ পুরুষ শুধু এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই সহবাসসুখ অনুভব করে এবং তাহাতে শুধু লিঙ্গোদ্রেক নহে শুক্রস্রাবও হইয়া থাকে। যুবতীর স্তনের বোঁটা একটী অতি উত্তেজক স্থান। স্তনের বোঁটাটী চুম্বন করিলেও নারী অতি সত্বর কামোত্তেজিতা হয় ও মদনক্রিয়ায় রত হইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। স্তনের বোঁটার সহিত যৌন ইচ্ছার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা সর্ব্ব প্রথম ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে C. Bonnet প্রকাশ করেন এবং শিশুর স্তন্যপানকালে যে 'The sweet commotion accompanied by a feeling of pleasure" হয় তাহা প্রথম জানান। ১৯০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্যাবানিস পুনরায় প্রকাশ করেন যে শিশুর স্তন্যপানকালে রমণীর মধ্যে প্রচণ্ড যৌন ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই সুখ হেতুই রমণীরা স্তন্য দান করার তীব্র কষ্ট অক্লেশে সহ্য করেন এবং পরম কারুণিক জগদীশ্বরও

বোধ হয় নবজাত শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য মাতৃস্তন্যে ঐ মত যৌনসুখ উদ্রেক হবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

যৌনকার্য্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাবঃ—

যৌনকার্য্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতীব **ক্ষমতাশালী**, এমন কি **'স্পর্শ'** ইন্দ্রিয়ের পরই বোধ হয় ইহার স্থান। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত মস্তিষ্কের অতি নিকট সম্বন্ধ থাকায় 'ঘ্রাণেন্দ্রিয়' দৈহিক অবস্থার মধ্যে একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পণ্ডিত প্রবর **এডিনার** (Edinger) ও **ইলিয়ট স্মিথ** (Elliot Smith) পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে "The cerebral cortex itself indeed, was originally little more than the respective centre for impressions of smell and the instrument for enabling that sence to influence the animal's behaviour; and these alfactory impulses reached the cortex directly and not by passing through the thalamus." এই ঘ্রাণের মধ্যে উচ্চস্তরের মানসিক বৃত্তির বীজ লুক্কায়িত আছে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর মধ্যে পূর্ব্বে কোনও পরিষ্কার পার্থক্য নিরূপিত হয় নাই কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটী পৃথক স্থান অধিকার করে। vertebrates ও শিরদাঁড়াযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়টীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ইন্দ্রিয়; ইহার দ্বারা তাহারা বহুদূরে অবস্থিত বস্তুটীরও সন্ধান পায় এবং ইহার দ্বারা তাহারা অতি নিকটে অবস্থিত বস্তুটীর সঠিক নির্দ্দেশ করতে পারে। অসীম বালুকাময় সুবিস্তীর্ণ

মরুভূমিতে বহুক্রোশ দূরে থাকিয়াও উষ্ট্রজাতি সুশীতল জলের অবস্থিতিস্থান এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই সঠিক অবধারণ করতে পারে—তাতে তাদের আদৌ ভুল হয় না। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই তাহারা আর্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত এবং মৃতপ্রায় শতসহস্র মরুপান্থকে শীতল পানীয়যুক্ত জলাশয় তীরে উপস্থিত করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার হেতু হইয়াছে। দিকবিদিকহীন ঘন অরণ্যানী মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র অতি দূরে অবস্থিত মৃগ বা ছাগের সঠিক পরিচয় পায় তাহার প্রবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় এবং এই ঘ্রাণশক্তিই তাহাকে খাদ্য জোগাইয়া তাহার বুভুক্ষু প্রাণে শান্তি আনয়ন করে। Reptiles ও তৎপরে mammals প্রাণীদের যাবতীয় যৌনসংসর্গ ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পর্কিত। প্রাণীগণ ঘ্রাণ দ্বারাই সমধিক যৌনউত্তেজনা লাভ করে। ঘ্রাণের দ্বারা তাহারা যে পরিমাণ যৌনক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয় ততবেশী আর কোনও উপায়ে হয় না। যে vertabrates' প্রাণীরা জলে বাস করে তাদের কাছে এই ঘ্রাণশক্তিই একমাত্র প্রাণশক্তি বিশেষ। এই শক্তি দ্বারাই তাহাদের খাদ্য অন্বেষণ, শত্রু মিত্রের আগমন, মীমাংসা এবং যৌনমিলনকার্য্য সমাধা হয়।

উচ্চস্তরের বানর, বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আবার পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ পায়। ঘ্রাণ সম্বন্ধের ব্যাপার তুচ্ছ বলে গণ্য হলেও এই স্তরের প্রাণীদের মধ্যে তাহাও অতি উচ্চস্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করে। বন্য মানবদের মধ্যে ঘ্রাণের তারতম্য প্রায়ই লক্ষিত হয় না; অতি কুৎসিত গন্ধের মধ্যেও তারা অক্লেশে জীবনাতিপাত করিতে সক্ষম। সভ্য মানবজীবনে গন্ধের প্রভাব খুবই বেশী।

কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য পূর্ব্বে একরূপ অখ্যাত ও অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, **জার্ডিমেকার** (Zwaardemaker of utrecht) অল্‌ফ্যাক্টোমিটার নামক ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পর্কিত যন্ত্রটীর উদ্ভাবন করেন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পর্কে বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেন। তাহারই কয়েক বৎসর পরে ব্রুসেলস্ নগরীর **হেনিক্স** (Heyninx) ঐ সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণা সাধারণের গোচরে আনয়ন করেন। প্রাণীগণের মধ্যে শব্দ স্পর্শ, আলোক ও গন্ধ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে বিভিন্নভাবে আঘাত করে। তন্মধ্যে শব্দ, স্পর্শ ও আলোক 'mechanical' senses মধ্যে গণ্য এবং কর্ণ, চর্ম্ম ও চক্ষুদ্বারা তাহারা পশুদিগের মস্তিষ্কে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। 'গন্ধ'টী 'chemical' senses মধ্যে ধর্ত্তব্য এবং নাসিকা দ্বারা তাহারা মস্তিষ্কে নিজ কার্য্য প্রকাশ করে। পণ্ডিত **পার্কার** (G. H. Parker) 'গন্ধ'টীকে উক্ত রাসায়ণিক sense গুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। অনেক পণ্ডিত আবার 'গন্ধ' জিনিষটাকে কল্পনার বস্তু বলিয়াই মনে করেন। গন্ধ দ্বারা মনের অনেক কামনাকে যেমন উদ্দীপিত করা যায় আবার তেমনি সেগুলিকে গন্ধের দ্বারাই নিবৃত্তি করা যেতে পারে।

স্নায়ুমণ্ডলীকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিতে হইলে গন্ধ দ্বারাই সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; গন্ধদ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীকে অত্যধিক উত্তেজিত করিলে অনেক ক্ষেত্রে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে। (Fèrè) **ফিরি,** dynamometer ও ergograph দ্বারা গন্ধ দ্রব্যের **উত্তেজক** গুণাবলীর তারতম্য পরীক্ষা করিয়াছেন। গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা যৌন উত্তেজনার বিশেষ প্রাচুর্য্য জন্মে। জগতের

সমস্ত নরনারীই গন্ধযুক্ত। **হেবলক** বলেন যে 'all men and women are odorous.' সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির মধ্যেই ইহা প্রতীয়মান হয়। বয়সের তারতম্য অনুসারে গন্ধের তারতম্য হইয়া থাকে ; বালক বালিকার গন্ধ, যুবক যুবতীদের গন্ধ অপেক্ষা ভিন্নতর ; আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের গন্ধ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পণ্ডিত প্রবর **মোনিন** (Monin) বলেন যে গাত্রগন্ধদ্বারা প্রায় অনেকক্ষেত্রে বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়। যুবক যুবতীদের মধ্যে যেমন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থান বিশেষে কেশ উদ্গম হতে আরম্ভ হয়, অথবা স্তন ইত্যাদির স্থূলত্ব হতে আরম্ভ হয় তেম্নি ঐ সময়ে তাদের চর্ম্মের ও স্রাবের মধ্যেও গন্ধের নূতনত্ব দেখা দেয়। দৈহিক গন্ধটাকেও একপ্রকার যৌনধর্ম্মের অন্তর্গত বলা যায়। নরনারীর জননেন্দ্রিয়ের সঙ্গে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর এক অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। নরনারী শুধু দৈহিক গন্ধের দ্বারাই তাদের প্রিয়প্রিয়াকে যৌনকার্য্যের জন্য বাছিয়া লইতে পারে। অনেক সময় কুকুর শুধু নরনারীর দেহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সে শত্রু কি মিত্র, তার উদ্দেশ্য সাধু কি অসাধু তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারে। এইজন্য প্রায় দেখা যায় কোনও ধনীর গৃহে প্রবেশমাত্র সেই ঘরের গৃহপালিত কুকুরটী অপরিচিতের দর্শনে বিকট শব্দ সহকারে কাছে আসে এবং ২।১ বার তার গায়ের আঘ্রাণ লইয়াই নিঃশব্দে সরিয়া যায় ; অনেকক্ষেত্রে আবার সেই কুকুরটীই হয়ত গায়ের গন্ধ লইবার পর হইতে আরো বেশী চীৎকার সুরু করে।

যৌনধর্ম্মে গন্ধের প্রভাব এত বেশী যে তা বর্ণনা করা অসম্ভব। একদল নরনারী আছেন যারা পরস্পর গন্ধের দ্বারা এতই প্রভবান্বিত হয়ে পড়েন যে শুধু গন্ধের দ্বারাই যৌন আনন্দ

লাভ করেন। পণ্ডিত **কিরনান্** (Kiernan) বলেন যে একদল নরনারী শুধু আঘ্রাণের মধ্যেই প্রকৃত রতিসুখ পায়; তাহাদিগকে যৌনব্যাধি আক্রান্ত বলা যেতে পারে। Ozolagny নামক ব্যাধিতে নরনারী সহবাস কার্য্যে অনিচ্ছুক হয় এবং পরস্পর দেহের গন্ধের দ্বারা তারা এত তীব্র যৌনমিলন সুখ বোধ করে যে তাহাদের তদ্বারাই orgasm বা শুক্রস্রাব পর্য্যন্ত ঘটে। অনেক রমণী আছেন যাঁরা তাদের প্রেমিক পুরুষের গাত্রগন্ধে এবং এমন কি, হঠাৎ কাল্পনিক প্রিয়তমের গাত্রগন্ধ আঘ্রাণেও তীব্র রতিসুখ অনুভব করেন। অনেক সময় এই দৈহিক গন্ধ দ্বারাই যৌনমিলন, অথবা প্রত্যাখান হয়; ইংরাজীতে ইহার নাম alfactionism. প্রাণী জগতের মধ্যেই ইহা খুব বেশী দেখা যায়। কুকুর, ছাগল, গরু প্রভৃতি জন্তুদের যৌনমিলনের পূর্ব্বে পুংজীবটী স্ত্রীলিঙ্গের গন্ধ নেয় এবং তদ্বারা তাহারা স্ত্রীজীবটীর যৌনমিলনাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ঐ গন্ধের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে অনেক পুংজীব স্ত্রীপ্রাণীকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় আবার তাহার মধ্যেই কেহ কেহ বা ঐ গন্ধের দ্বারা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় রত হয়। নারীর গাত্রগন্ধে অনেক পুরুসের কামোত্তেজনা আসে; অনেক ধ্বজভঙ্গ রোগীর চিকিৎসাকালে তাহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে স্ত্রীয়ের জননেন্দ্রিয়ের আঘ্রাণ দ্বারা তাদের কখনও কখনও লিঙ্গোদ্রেক হইয়া থাকে।

যৌনমিলনে নরনারীর বগলের গন্ধ অত্যধিক উত্তেজনা আনয়ন করে। ইহা ছাড়া কেশের গন্ধ এবং চর্ম্মের গন্ধও ঐ কার্য্যে যোগ দেয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে আবার ঐ সকল গন্ধের জন্য অনেক যৌনমিলনকামীর ভিতর হইতে সমস্ত যৌন উদ্রেক লোপ পায়।

আমার অপর একটী শুক্রতারল্যের রোগী ঠিক এই কথাই আমায় বলিয়াছিল যে তাহার পত্নীর সহিত সহবাসকালে কোনও দৈহিক গন্ধ তাহার নাকে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার যৌন উত্তেজনা একেবারে লোপ পায় এবং তাহার লিঙ্গ হঠাৎ ক্ষুদ্র, শীতল ও শিথিল হয়ে পড়ে। তাহার চিকিৎসাকালে তাহার স্ত্রী সর্ব্বদা অতি মূল্যবান ও মৃদুগন্ধী এসেন্সের গন্ধে নিজেকে সুগন্ধী করিয়া রাখিবার জন্য আমার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহার দেহের দুর্গন্ধ ঐ রূপে লোপ পাওয়ায় সহবাসকালে স্বামীকে আর লিঙ্গের শিথিলতা হেতু দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় নাই, বরং মৃদু মধুর এসেন্সের গন্ধ হেতু সমধিক যৌন উত্তেজনা ও যৌনসুখ ভোগ করিতেন।

যৌনকার্য্যে সুগন্ধ দ্রব্যের সাহায্য অতি বেশী। রমণীরাই সুগন্ধ দ্বারা অতি বেশী আকৃষ্ট হন। গ্রুজ (Groos), গার্ব্বিনি (Garbini)র মত বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা দ্বারা দেখেছেন যে শিশুদের মধ্যে বালিকারাই গন্ধের দ্বারা বেশী আকৃষ্ট হয়। যৌনকার্য্যে তাই গন্ধদ্রব্যাদির প্রচলন এত বেশী। নিম্নস্তরের অশিক্ষিত স্ত্রীলোকরা এতই বেশী গন্ধপ্রিয় যে তাদের মধ্যে তরুণীরা মূল্যবান বস্ত্র বা অলঙ্কারের দ্বারা আদৌ মুগ্ধ হয় না কিন্তু একশিশি গন্ধ তেল বা এসেন্স পাইলেই তাহারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তাহাদের মধ্যে অনেক যুবক ও প্রৌঢ় রোগীর মুখে আমি শুনেছি যে তারা যখন কোনও তরুণী বা যুবতীর মনোহরণ করিতে ইচ্ছা করে তখন তাহাকে সুগন্ধি তেল বা একশিশি এসেন্স দেয়। টাকা দ্বারা তাদিকে বিচলিত করা যায় না কিন্তু একশিশি এসেন্স পাইলে তাদের মধ্যে অনেক তরুণী বা যুবতী অক্লেশে পরপুরুষকে নিজ যৌবন উপভোগ করাইতে পারে।

প্রিয়মিলনে শ্রবণসুখমদিরা ঃ—

এই বিশ্বের নিখিল নরনারীর প্রিয়প্রিয়ামিলনে, তাহাদের উদ্বুদ্ধ প্রাণের দ্বারে যে জিনিষটী মুহুর্মুহু করাঘাত ক'রে সুপ্তা আত্মাকে বুভুক্ষিত করে বলে—

'জাগো, জাগো, রাত পোহালো
ভোরের রবির অরুণ আলো
ডাক দিয়েছে নিশিথিনীর দ্বারে'

সেইটী চিরন্তনী বিশ্ব দয়িতার শ্রবণসুখমাধুরী মাত্র। দিকে দিকে প্রিয়প্রিয়ার হৃদয়তন্ত্রীতে, তাদের মদিরালস কলকাকলি, তাদের অভিসার নুপুরনিক্কণ, তাদের নৃত্যচপল চরণধ্বনি, সুমধুর ধ্বনিতে চিরঝঙ্কৃত হচ্চে। বিরহবধূরা আবেশশায়িতা বিহ্বলা নারীকে লক্ষ্য করে তাইত কবির তিরস্কার বাণী—

'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি
তাঁর পায়ের ধ্বনি
সে যে আসে—আসে—আসে ?'

প্রিয়প্রিয়ার পরস্পর শব্দের অনুভূতি এতই প্রবল যে অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারেও তারা প্রিয়র আগমন সংবাদ পায়—যতই নিঃশব্দে তাঁর আগমন হোক প্রিয়ার নিকট তাহা খুবই স্পষ্ট ; নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আগত প্রিয়কে সম্বোধন করে প্রিয়া বলেন—

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে'

তা এসেছ কিন্তু আমার কাছে তা লুকাতে পারনি, তোমার নিঃশব্দ পদছন্দ আমার লীলায়িত অন্তরের তরঙ্গে, তালে তালে নেচে উঠেছে; তোমার প্রতিপদছন্দ আমার বুকের পরতে পরতে আঁকা হয়ে গেছে—

'কূজনহীন কানন ভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল সকল ঘরে
একেলা এলে পথিক তুমি
পথিক-হীন পথের পরে'

কিন্তু এত নিঃসঙ্গতার, এত নিস্তব্ধতার মধ্যেও, তোমার গোপন অভিসারের নৃত্যচপলচরণ আমার বুকে ঘা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিয়েছে।

প্রিয়মিলনে এই যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতি প্রখরতা, শ্রবণসুখ লালসার এই যে অপরূপ মাধুরিমা, ইহা শুধু কাব্যে নয়, ব্যবহারিক জীবনে এবং বিজ্ঞানের মধ্যেও ইহার প্রাবল্য অতি পরিস্ফুট। **স্পার্বার** (Swedish philologist Sperber) প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মত এই যে যৌনধর্ম্ম হইতেই বাক্যস্ফুরণ প্রথম উন্মেষ হয়। "Sexuality was the main source from which speech generally was developed." এই বিশ্বে মানবজাতির স্বভাবমূলক (Instinctive) দুই অবস্থা আছে যেথানে আপনা হতে চিৎকার উত্থিত হয় এবং অন্যের নিকট হইতে উত্তরও আসিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে একটা দেখা যায় যখন ক্ষুধার্ত্ত শিশু ক্রন্দন করে ও তার জননী তাকে আহার করান; অপরটা দেখা যায়, যখন কোনও যৌনক্ষুধায় উত্তেজিত পুরুষ আহ্বান করে এবং রমণী তাতে উত্তর দেয়; ইহাদের

মধ্যে এই দ্বিতীয় প্রকারটীই প্রথম দেখা দেয়, তাই বলা হয় যে যৌনধর্ম্ম হইতেই বাক্যস্ফূরণের উৎপত্তি।

পণ্ডিত প্রবর **ফেরি** (Fèrè) পরীক্ষা করে দেখিয়াছেন যে একটীমাত্র সঙ্গীতের সুরও মানবের দেহযন্ত্রকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে। সঙ্গীতের দ্বারা যে মানবের মাংসপেশীর কার্য্যের তারতম্য করা যায় ইহা অতি সত্য। **টারচানফ্** (Tarchanft) 'আর্গোগ্রাফ' দ্বারা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে অতি সুমিষ্ট সঙ্গীতের দ্বারা স্নায়ুদৌর্ব্বল্যযুক্ত রোগীদের ক্ষণকালের জন্য ক্লান্তি অপনোদন হয় কিন্তু ধীর সঙ্গীতের (slow music) দ্বারা তেমনি তাহার বিপরীত ফল লাভ হয়। বেতালা ও বেসুরো ধ্বনি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। ডাঃ **ফেরি** বলেন 'most, but not all, major keys were stimulating; and most, but not all, minor keys depressing'. সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে কান্ত হয়ে সন্ধ্যায় সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে মনে যে অসামান্য পুলক রসের সঞ্চার হয় তাহা পরীক্ষা করাইয়া দেখাইতে হয় না; শতকরা ৯৯ জন মনে প্রাণে তা বুঝেন। মদিরালস সুখ শয়ানে গভীর নিশীথিনীর মাঝে দূরস্থিত মধুর গজল, প্রাণে যে লালসা ও কামনা জাগিয়ে দেয় তা কি বলে বুঝাতে হবে?' জ্যোৎস্নাপুলকিত মধুযামিনীতে, পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মাঝে যখন দূরে কেউ গেয়ে উঠে 'কে বিদেশী মন্ উদাসী, , বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে', তখন সত্যিই 'ঝিমিয়ে আসে ভোমরার পাখা' এবং সত্যিই তখন সেই 'সুর সোহাগে তন্দ্রা লাগে, কুসুম জাগে গুল্ বাগানে'।

সঙ্গীতের প্রভাব হৃৎপিণ্ড ও লাংগসের উপরও বিশেষভাবে

বর্ত্তমান। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেহবিদ্যায় পারদর্শী রুশদেশীয় পণ্ডিত **ডোজিয়েল** (Dogiel) প্রমাণ করেন যে সঙ্গীতের দ্বারা হৃৎযন্ত্রের শক্তি ও দ্রুততা বৃদ্ধি করা যায়। ইহার দ্বারা যাবতীয় প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও circulatory যন্ত্রের বিশেষ তারতম্য করা যায়। ইহার দ্বারা মস্তিষ্কের উপর নানারূপ বিপর্য্যয় আনা অতি সম্ভব। শব্দ ব্রহ্ম; এই শব্দ ও সঙ্গীতের দ্বারাই উৎসাহিত হয়ে রণক্ষেত্রে, মৃত্যুর করাল কবলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও সৈনিকের বাধে না। 'charge for the light Brigade' সঙ্গীতটা শুনলে আমাদের মত প্রাণহীন ব্যক্তিকেও ঝাঁপিয়ে উঠতে হয়। আবার যখন বজ্রনির্ঘোষ স্বরে কানের কাছে ধ্বনিত হয়—

'বল বীর! বল উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি, নত শির ঐ
শিখর হিমাদ্রির,
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন আরস ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি
বিশ্ব বিধাতৃর
বল উন্নত মম শির।'

তখন সঙ্গে সঙ্গেই এই কুব্জ বক্র দেহও শক্ত বেগবান হয় এবং লুণ্ঠিত প্রায় শির'ও পরম আবেগে খাড়া হয়ে যায়। আবার যখন জলদমন্দ্র সুরে, উদাত্ত ধ্বনিতে গীত হয় বেদান্তের সেই বজ্রনির্ঘোষ বাণী—

'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থৌ।'

তখন প্রাণমন ভীতচকিত হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে উঠে। তারপরে, সেই শারদীয়া মহাপূজার মহাষ্টমীর রাত্রিতে, ঘনঘোর রজনীর নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, সহস্র নরনারীর আবেগকম্পিত, ভীতিব্যাকুল বেদন-বিধুর কানে যখন প্রতিমার সাম্নে পূজারীর ঘন গম্ভীর মোহময় স্বরে মহাষ্টমী পূজায় দেবীর বোধন মন্ত্র উচ্চারিত হয়—

'ওঁ কালী করালবদনা, বিনিষ্ক্রান্তা শিপাসিনি
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা,
দ্বীপিচর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা
অতি বিস্তার বদনা, জিহ্বা ললনভীষণা
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিক্‌মুখা'।

তখনকার নরনারীর মনের ভাব বর্ণনা করা বুঝি সম্পূর্ণ অসম্ভব। এম্নিভাবে সঙ্গীতের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস হ্রাস দীর্ঘ হয়, চর্ম্মের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, ঘর্ম্ম দেখা দেয়, চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে, প্রস্রাবের ইচ্ছা হয় এবং সময়ে সময়ে প্রকৃতভাবে প্রস্রাব নির্গত হয়ে পড়ে। পোকা মাকড় ও পক্ষী রাজ্যের মধ্যে সঙ্গীতের দ্বারাই যৌনমিলনের আহ্বান দেওয়া হয় এবং ইহার দ্বারাই ঐ ঐ প্রাণীদিকে যৌনকার্য্যে উত্তেজিত করা হয়ে থাকে। পণ্ডিত প্রবর **ডারউইন** এই সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন। **হার্ব্বার্ট স্পেনসার** বলেন যে পক্ষীর সঙ্গীত বা কলকাকলি হচ্চে তার অতিরিক্ত উত্তেজনার অভিব্যক্তি মাত্র উহার সহিত যৌনক্ষুধার কোনও সম্বন্ধ নাই। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ **হাড্‌সন্** (Hudson)ও এই মতেরই পোষকতা করেন। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত ভাবে

ইদানীং পরীক্ষিত হয়েছে যে পক্ষীজাতির সঙ্গীতের মধ্যেই কোর্টশিপ বা যৌনমিলন কার্য্য নিহিত আছে; পুং পক্ষীটী সঙ্গীতের দ্বারাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে অপরূপ অভিব্যক্তির সহিত নৃত্যের দ্বারা স্ত্রী পক্ষীণীকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা পায়। Mamalsগণ যৌনমিলন ঋতুতেই কেবলমাত্র চিৎকারাদি করিয়া থাকে।

কিন্তু শুধু পশুজীবনে নহে মানবজাতির মধ্যেও যৌবন উন্মেষের সঙ্গেই যুবক যুবতীর লেরিংস একপ্রকার যৌনভাব সম্পর্কিত স্বর লাভ করে—এই সময় গলার স্বর গভীর হয় এবং বাংলায় যাকে 'বয়স-ধরা' বলে তেম্নি স্বর প্রকাশ পায়। বালিকাদের মধ্যে ইহা তত স্পষ্ট নয়। **হেবলক এলিস** বলেন যে "The feminine larynx at puberty only increases in the proportion of five to seven, but the masculine larynx in the proportion of five to ten". হিজড়ে (eununch)দের যুবাকালের আগেই যদি তার অণ্ডকোষ দুটী দূর করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের গলার স্বর শিশুর মতই থাকে। সুতরাং যৌনবিজ্ঞানের মধ্যে গলার স্বর ও সংগীতের যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। কর্ণের দ্বারা নরনারী যে ভাবে যৌনকার্য্যে উত্তেজিত হয় ঐরূপ আর কিসেতেও হয় না। কিন্তু ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষেই বেশী উপযোগী।

সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যৌনউত্তেজনা আসে; ইহার দ্বারাই প্রিয়বিরহ বেদনাবিধুর হয়ে নরনারীর বুকে দাগা দেয়; আবার ইহার দ্বারাই প্রিয়মিলনের পূর্ণানন্দ উপভোগ করা যায়; কিন্তু শুধু 'উহাই কেন—সঙ্গীতের দ্বারা প্রিয়আবাহন,

ভক্তের ভগবানকে আবাহনেরই অভিব্যক্তি মাত্র; তাই কবি যখন ডাকেন—

'এসো ফিরে এসো, এস হে প্রিয়তম
শেষ এ মিনতি এস হে ফিরে
মরণে আসিতে করেছি বারণ
যতদিন সখা না এস ফিরে।'

অথবা যখন তার প্রিয়কে দেখে কবি বলে উঠেন—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা
অয়ি সন্ধ্যা গগন বিহারি
আমি সকল মনের কামনা জড়ায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি তুমি আমারি
অয়ি মুগ্ধ হৃদয় বিহারি।"

অথবা যখন বিরহী প্রেমিক কবি উতলা হয়ে ফুকারিয়া উঠে—

কোথা তুমি কোথা তুমি কোথা তুমি প্রিয়া
শ্রাবণের সাথে হৃদি উঠে ফুকারিয়া।
ঘিরি মোর চারিধার
ঝরিতেছে অনিবার
বারিধারা, বরষার, ধরা উলসিয়া
কোথা তুমি কোথা তুমি কোথা তুমি প্রিয়া?

তখন এসকলই মনে হয় কোনও প্রেমিক নরনারীর প্রিয়প্রিয়ার সঙ্গীত, কিন্তু ভক্তের হৃদয়োচ্ছাস এই সব সঙ্গীতের দ্বারাই শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে প্রেরিত হয়।

নরনারীর যৌনধর্ম্ম সম্বন্ধে কণ্ঠস্বরের প্রভাব অতি বেশী। যেমন কেউ কাউকে রূপ দেখেই ভালবেসে ফেলে ও বলে—

'রূপ দেখে সই কুল হারালাম বকুল তলায় গিয়ে'

তেম্নি আবার সঙ্গীত ও সুর শুনেও অনেকে অনেককে ভালবাসে ও বলে—

"এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি,
বাঁশী শুনে মন প্রাণ তারে দিয়েছি।"

নরনারীর সঙ্গীতানুরাগ থেকেই ইহাও প্রমাণ করা যেতে পারে যে তাদের যৌনধর্ম্মের উপর প্রভাব ইহার কত বেশী। স্ত্রীলোকরাই সঙ্গীতের প্রভাবে বেশী আকৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোক-লেখকদের লিখিত উপন্যাসে প্রায়ই নায়কের কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীতের উল্লেখ থাকে। স্ত্রীলোকরাই সঙ্গীত দ্বারা আকৃষ্ট হয় বেশী। স্ত্রীলোকদেরই সঙ্গীতের মোহ অত্যন্ত প্রবল। বালিকাজীবন হতেই তারা সঙ্গীতের ভক্ত হয়ে পড়ে। ১৫ বৎসরের পর প্রতি ছয় জনার মধ্যে ৫ জন বালিকা সঙ্গীতে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সঙ্গীত শুনে প্রেমে পড়া, অনেক তরুণী ও যুবতীর জীবনে জড়িত হয়ে আছে। রূপ দেখে নয়, শুধু গান শুনে কত ভদ্র ঘরের শিক্ষাদীক্ষাযুক্তা তরুণী, জাতিকুলমান বিসর্জ্জন দিয়ে গায়কের কণ্ঠে বরমাল্য দিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। অনেক রমণী সঙ্গীতের দ্বারা এতই যৌনকার্য্যে উত্তেজিত হয় যে সঙ্গীত শুনিতে শুনিতেই তাহারা সহবাস সুখ অনুভব করে। অনেক নরনারী আছেন যাঁরা সঙ্গীত না শুনলে যৌনকার্য্যে নিযুক্ত হতেই পারেন না।

যৌনমিলনে শুধু সঙ্গীত নহে, প্রিয়প্রিয়ার কণ্ঠস্বর, এবং

এমন কি শুধুমাত্র প্রিয়তমার নামটী যদি শ্রবণ করেন অমি অনেক নরনারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তাই বুঝি সেই বৃন্দাবনের প্রেমময়ী শ্রীরাধা, প্রিয়তমর নাম শ্রবণে ব্যাকুলউতল হয়ে প্রিয় সহচরার হাত দুটী বিনয়ের সহিত ধ'রে ফুকারিয়া কেঁদে উঠেছিলেন—

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতই মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ হইনু গো
কেমনে পাইব সখী তারে।"

দর্শনে যৌনাকাঙ্খা ঃ—

নরনারীর যৌনকার্য্যে স্পর্শ, শ্রবণ ও জননেন্দ্রিয় যে কতটা সাহায্য দেয় সে বিষয়ে অনেক তথ্য জানা গেল, এক্ষণে নরনারীর দর্শনেন্দ্রিয়ের কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। দর্শনেন্দ্রিয় জীবকুলের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং যৌনকার্য্যেও ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সহায়ক। নরনারীর ভালবাসাবাসির ভিতরে রূপের স্বপ্ন ও সৌন্দর্য্যের চিন্তাই একমাত্র সাধনার বস্তু হয়ে আছে। রূপ ও সৌন্দর্য্যের মোহ এবং মাদকতায় নরনারীর প্রাণ সদা চঞ্চল। এই 'রূপের' জন্যই কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, কত ট্রয় নগরীর ধ্বংশ, কত আলাদীনের মর্ম্মভেদি হাহাকার, কত স্বর্ণলঙ্কার শ্মশান-পরিণতি ঘটেছে তার ইয়ত্তা নাই। এই 'রূপ' দেখেই নরনারী পাগল হয়ে পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে; এই 'রূপ' দেখেই কত ব্রহ্মনারী

বকুলতলায় গিয়ে কুলমানে জলাঞ্জলি দেয়; শুধু যৌনমিলনে নয়, ভক্ত ও ভগবানের মিলনেও এই 'রূপই' একমাত্র শ্রেয় হয়ে আছে, তাই ভক্ত বলেন—

"আমি রূপ সায়রে ডুব দিয়েছি,
অরূপ রতন আশা করি।"

কখন থেকে নরনারীর মধ্যে রূপের ধারণা জন্মেছিল তা বলা খুবই শক্ত এবং তাই নিয়ে রূপতত্ত্বজ্ঞদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু সভ্যতার আদিযুগে বন্যজীবনের মধ্যেও নরনারীর সৌন্দর্য্যের যে ধারণা ছিল আধুনিক সভ্যতার অগ্নিযুগেও তার খুব বেশী অদল বদল হয় নাই। অন্ততঃ মূলতঃ সৌন্দর্য্যের ধারণাটী প্রায় একই আছে। রুচি ও দেশকালপাত্র ভেদে তাহার বাহ্যিক প্রসাধনগুলির কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইয়াছে মাত্র। "Beauty is to a large extent an objective matter", তাই অনেক সুসভ্য নর, অসভ্য ও বন্যনারীর উদ্দাম রূপের আকর্ষণে পাগল হয়ে যায় এবং অনেক নিম্নস্তরের মানুষ, সুসভ্যা ও শিক্ষিতা রূপসীদের রূপের আগুণে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়ে ছাই হয়। তবে যৌনধর্ম্মের ও কর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত বস্তুগুলিই যে নরনারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যশালী সামগ্রী তাহা অস্বীকার করিবার আজ আর কোনও উপায় নাই।

নরনারীর মধ্যে নারীত্ব ও পুরুষত্বের সৌন্দর্য্যবিধান করিতে হইলেই যৌনধর্ম্মের সীমার মধ্যে তাহার বিচার করিতে হয়। আদি-সভ্যতার যুগ হইতে নারীর সৌন্দর্য্য স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে তার মধ্যে যৌন চরিত্রাবলীর সম্যক স্ফূরণ হইয়াছে কি না, সে যৌনমিলনের পক্ষে সম্যক উপযুক্তা বটে কি না, সে গর্ভধারণের

উপযোগিনী বটে কি না এবং সে সন্তানকে স্তন্যদাত্রী হইবার যোগ্যা বটে কি না। ঐ মত, তাহাকেই রূপবান পুরুষ বলা যায় যে নারীর যৌনআনন্দ প্রদানে সক্ষম ও যে তার বিপদে আপদে রক্ষাকর্ত্তা হইবার উপযুক্ত। বন্যজীবনে নরনারীর সৌন্দর্য্য বিচারের উহাই মাপকাঠি। তৎকালীন আদিসভ্যতার যুগে নরনারীর নৃত্যের মধ্যে তাদের যৌনযন্ত্রাদির সন্দর্শন করানই ছিল শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। মধ্যযুগেও ইউরোপে পুরুষের পোষাকে জননেন্দ্রিয়টীকেই বিশেষভাবে প্রকট করার রীতি ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য বহুস্থানে এখনও স্ত্রীলোকদের বৃহৎ যোনীকপাটদ্বয় ও ক্ষুদ্র যোনীকপাটদ্বয়কে কোনও প্রকারে স্ফীত ও বৃহৎ করে দেখাবার প্রচেষ্টা হয় এবং ঐরূপ হইলে সেই নারীর রূপের খ্যাতির শেষ থাকে না। নিম্নস্তরের নরনারীর জীবনে যৌনযন্ত্রাদি প্রকাশ করা অপর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যচর্চ্চার মধ্যে গণ্য। উহা দ্বারাই রূপের আকর্ষণে নরনারী পরস্পর লুব্ধ ও প্রমত্ত হয়। 'জাপানী ছবি' আজকাল বাজার ছাইয়া দিয়াছে; ঐ সকল নগ্ন ছবির দৃশ্যে রূপের মহিমা স্বতঃই প্রকাশিত হয় এবং নরনারীর কামোত্তেজনার সীমা পরিসীমা থাকে না।

প্রসাধন ও বেশবিন্যাসের মধ্যেও যৌনযন্ত্রাদির উপরই বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয়; কোনও দেশে যৌনযন্ত্রাদির উপর বিশেষভাবে আবরণ দিয়ে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কোথাও বা তাহার নগ্নতার প্রচেষ্টা আছে। আদিযুগে মানব জীবনে বেশবিন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল দেহকে আবরণ করা নয়, পরন্তু দেহকে প্রকাশিত করা ও তাহার দিকে অন্যের নয়ন আকর্ষণ করা। ক্রমে ক্রমে যৌনযন্ত্রগুলিকে পবিত্র নজরে দেখা হইতে লাগিল এবং যৌন কার্য্যটাকেও ধর্ম্মের তুলিতে রাঙিয়ে দেওয়া হোল। 'প্রজনন' কার্য্যটাকেই আকাশে বাতাসে

সর্ব্বত্রই যৌনকার্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত হইল এবং এইরূপে Phallus-worship বা **লিঙ্গপূজা** সারা বিশ্বজগতে আধিপত্য বিস্তার করে দিল। বহু অতীতের রোমান সভ্যতার যুগ হতে আধুনিক জাপান সাম্রাজ্যের মধ্যেও ইহার অন্যথা নাই। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে নরনারীর যৌনযন্ত্রাদির দিকে পরস্পর নয়ন আকৃষ্ট করিবার আপ্রাণ চেষ্টা দিকে দিকে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে পুরুষের উত্থিত ও দৃঢ় লিঙ্গটী সৌন্দর্য্যের দিক হইতে তত সুবিধাজনক বলে ধরা হয় না, তাই আধুনিক আর্টিষ্টদের অঙ্কিত মানবমূর্ত্তির জননেন্দ্রিয়কে শিল্পীর তুলিতে ক্ষুদ্র ও অনুত্থিতভাবে অঙ্কিত করা হয়। রমণীর জননযন্ত্রটী নগ্নদেহেও প্রায় অদৃশ্যভাবে থাকে বলিয়াই রমণীর দেহ, সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র। সভ্যতার আদিম যুগে যেমন যৌনযন্ত্রগুলিকে পরিস্ফুট করে সেইগুলির দিকে দ্রষ্টার মনোযোগ আকর্ষণ করাই ছিল সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার প্রধান আদর্শ, পরবর্ত্তী যুগে তেমি নরনারীর যৌনযন্ত্রাদিকে আবরিত করে তাহার দিকে দ্রষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হোল শিল্পীর সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার শ্রেষ্ঠ উপায়।

এসিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অসভ্য সমাজে রমণীর স্থূল ও স্ফীত পাছা সৌন্দর্য্যের প্রধান লক্ষ্য। এই দৈহিক বিশেষত্বটী নারীকে নর হইতে পৃথক করে এবং নারীর গর্ভধারণ জন্য এইরূপ স্থূল পাছা ও পশ্চাৎ ভাগ অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু যে কারণের জন্যই হউক, উচ্চ ও বৃহৎ পাছা (hips and buttocks)ই সর্ব্বত্র নারীর প্রধান সৌন্দর্য্য এবং যৌনমিলনে উহাই প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়।

রমণীর দেহের স্থূলত্বও অনেক দেশে যৌনকার্য্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক মনে হয় এবং স্থূলারমণীরা যৌনমিলনে অধিকতরভাবে

আকৃষ্টা হয়। এই সম্বন্ধে কিন্তু পৃথক পৃথক দেশে, পৃথক পৃথক মত আছে। ইউরোপীয়ানরা কৃশদেহা, লম্বা ও ঈষৎ পাৎলা চেহারার নারীদিকেই অধিকতর মনোজ্ঞা বলেন। বাংলা দেশে কালীদাসের সময় হতে 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' অথবা তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা কৃশতনু নারীরাই, কাব্যে ও ব্যবহারিক জীবনে একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। আফ্রিকা দেশে শুধু স্থূল পাছা নহে, স্থূল দেহটাও নারীর সৌন্দর্য্যের পক্ষে বড়ই আবশ্যকীয় বিবেচিত হয়। এই স্থূলত্ব প্রীতিটা মধ্যযুগে ইউরোপে এত বেশী প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল যে সেই সময় ঐ দেশে গর্ভিণী নারীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে দেখা হোত।

রমণীর কটিদেশ যৌনমিলনে অপর একটী প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। স্থূল পাছা ও স্থূল কটি যেমন কয়েকটী দেশে বড়ই মনোহর ছিল তেম্নি আবার অপরাপর কয়েকটী দেশে ক্ষীণকটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে থাকে। বাংলা দেশে কচি শাললতার মত, ক্ষীণকটি কৃশতনু নারী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলে গণ্যা হন। মাড়োয়ারী মহলে নারীদের কৃশতনু বা ক্ষীণকটি সহসা প্রায়ই দেখা যায় না এবং ঐ ঐ দেহের স্থূলত্বই তত্তৎ দেশবাসী পুরুষদের সমধিক লোভনীয় ছিল। কিন্তু ইদানীং তাহাদের সৌন্দর্য্যচর্চ্চা পৃথক পথে চালিত হইয়াছে এবং আমার অনেক মাড়োয়ারী রোগী ও বন্ধুদের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে তাঁহারা বাংলার মেয়েদের মত ক্ষীণকটি ও কৃশতনু রমণীকেই সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী বলে মনে করেন।

তারপর রমণীদের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় তাহাদের স্তনযুগল। এই স্তনযুগলের মহিমায় ও বর্ণনায় সর্ব্বদেশের কাব্য, সাহিত্য ও আর্ট পরিপূর্ণ হয়ে আছে। রমণীর স্তনযুগলের ন্যায়

পুরুষকে আকৃষ্ট করিবার ও যৌনমিলনে সাহায্য করিবার এমন শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আর নাই। ইউরোপীয়ানদের মধ্যেও স্তনের আকর্ষণের মোহ এতই বেশী যে সে দেশে দেহ অনাবৃত রাখার বিপক্ষে দারুণ নিন্দা ও আইন প্রচলিত থাকলেও রমণীরা তাদের বক্ষদেশ অনাবৃত রাখিলে কোনও দোষ হয় না। ইউরোপীয় মহিলাদের যাবতীয় মূল্যবান ও সামাজিক পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যেও এই ভাবে বক্ষদেশটা অনাবৃত রাখিবার বিধান আছে। রমণীর অনাবৃত বক্ষদেশ অতি বৃদ্ধকেও যৌনকার্য্যে উত্তেজিত করতে পারে। অনেক বৃদ্ধ ও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে দ্বার পরিগ্রহ ক'রে তারা সেই তরুণী বা যুবতীর পায়ে ক্রীতদাস হয়ে পড়েন। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' রূপ প্রবাদটীতেও এই কথারই যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঐ ভাবে তরুণী বা যুবতীর পায়ে আত্মবিক্রয়ের মূলে আছে যৌনমোহ; অথচ অনেক বৃদ্ধদের এতদূর লোল অবস্থা থাকে যে, তার তরুণী বা যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে যৌনকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সেই তরুণী বা যুবতীদের কুচযুগই সেই সেই বৃদ্ধ পতিদের একান্ত কামনার বিষয় ও লক্ষ্য হয়ে থাকে; ঐ স্তন দুটীর স্পর্শসুখই তখন তাদের কাছে স্বর্গসুখের চাইতেও মধুর হয়; নারীসহবাসের উদ্দাম কামনা, নারীসঙ্গমের সুতীব্র লালসা, তাদের দৈহিক ক্লীবত্ব হেতু মনের মধ্যেই রক্ষিত থাকে এবং তাদের বালিকা স্ত্রীদের সুপুষ্ট ও সুগোল স্তন দুটীই তাদিকে যৌনকার্য্যের যাবতীয় সুখ প্রদান করে; এমন কি ঐ স্তনস্পর্শের মদিরতায় তারা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাজ, মান, ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে, সম্পূর্ণ পশুভাব প্রদর্শন করে। এইখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে এই স্তনের স্থূলত্ব বা আকার সম্বন্ধেও বিভিন্ন রুচি আছে।

অসভ্য জাতিদের মধ্যে কিন্তু স্তনের মহিমা থাকা দূরে থাক স্তন সম্বন্ধে দারুণ ঘৃণা ও অরুচি দৃষ্ট হয়। নারীর মহিমাময় স্তনযুগলকে তাহারা ত প্রশংসার নজরে আদৌ দেখে না বরং সেই দুটীকে তাহারা কদর্য্য ও কুৎসিত বলে থাকে। তাহারা উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর সুগোল ও সুপুষ্ট স্তনযুগলকে নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা চেপ্টা ও সমতল রাখবার প্রয়াস পায়। আধুনিক যুগে ইউরোপেও এই ভাব প্রকটিত হয়েছে। এ যুগে, ইউরোপে নারীদের স্তনযুগল যাহাতে বেশী পুষ্ট ও স্ফীত না হয় এবং যাহাতে ক্ষীণ ও অনুচ্চ থাকে তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। যৌনকার্য্যে স্তনদেশে হস্তার্পণ তাহাদের মধ্যে আদৌ রুচিকর নহে এবং এই একই কারণে জননীরাও শিশুদিকে স্তন্যপান করিতে দিতে চান না। মধ্য যুগেও ইউরোপে রমণীদের পোষাকের দ্বারা স্তন যুগলকে সমতল রাখিবার বা চাপা দিবার ব্যবস্থা করা হোত। কিন্তু উচ্চস্তরের সভ্য সমাজে এই ভাব আদৌ দেখা যায় না এবং আধুনিক সর্ব্বদেশের শিক্ষিত ও সভ্য নরনারীদের মধ্যে নারীর সুগোল ও সুডোল স্তনযুগল আপন মহিমায় যৌনরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছে।

রমণীর সুগোল বাহু সৌন্দর্য্যের অপর অভিব্যক্তি। মৃণালভুজ, শুধু বাংলা দেশে নহে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই মানবের মনোহরণে নিযুক্ত আছে। কিন্তু রমণীর রূপের মধ্যে তাহার নাসিকা, তাহার চক্ষু, তাহার কুন্দশুভ্র দন্তরাজি, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপ সমস্তই নিজ নিজ স্থানে অপরূপ মহিমায় সমাবিষ্ট আছে। তাই প্রিয় তার প্রিয়ার আবাহনে জানায়—

প্রাণ সঁপেছি তোমার পরে—মন ছিল মোর তাও নিতে
কুরঙ্গিনীর রঙ্গমাখা শর জুড়েচো চাউনিতে,
চপল তোমার আঁখির ঠারে ব্যাকুল আমার মন ভোলা
চাঁদমু' হেরে চাঁদ শিহরে—শাওন্‌ঘন কুন্তলা,
পাখীর রাজা লাজ পেয়ে যায় তোমার নাসার রূপ দেখি
ফটিকশাদা নোলক দোলে, রূপসায়রে ডুবতে কি?
সরস তোমার ঠোঁট দুখানি রক্তিমাতে রঞ্জিত
কোরবে কি সই, অধর পরে চুম্বনে মোয় বঞ্চিত?
কোমল তোমার গাল দুটীতে লাল গোলাপের ফুল ফোটে
প্রাণের মাঝে ঢেউ খেলিয়ে কর্ণে তোমার দুল লুটে;
কণক চাঁপার ফুল ফোটে লো, তোমার সোণার অঙ্গুলে
হাতের পাতা রঙ করা তায় রক্তজবার রঙ গুলে,
কণ্ঠস্বরে চঞ্চরি চুপ—মঞ্জুলতার বীণ ঝরে
কুন্দধবল দন্তবিহগ বদ্ধ অধরপিঞ্জরে।

নারীর রূপচর্চ্চার মত পুরুষেরও রূপযোজক বস্তু আছে এবং গোঁফ ও দাড়ি তাহার মধ্যে বিশেষ প্রণিধানের বস্তু। এই বস্তুগুলিকে অতি প্রকৃত যৌনালঙ্কার নামে অভিহিত করা যায়; প্রাণীদের মধ্যেও পুং জীবটীর মাথায় ঐ মত চুল দেখা যায়। পুং ছাগলের মুখের নীচে ঐমত দাড়ি বিলম্বিত থাকে। পশুরাজ সিংহের কেশরও ঐ পর্য্যায়ে ধর্ত্তব্য। নানাদেশে এবং নানাজাতির মধ্যে গোঁফ দাড়ি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। অসভ্য মানবজাতির মধ্যে ইহাকে পুণ্য ও পবিত্র দ্রব্যাদির মত দেখা হয়। ক্রমশঃ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ ও দাড়ির সম্বন্ধে ঐ সব মত লোপ পায়। সভ্যতার আদিম প্রভাতের

সময়ও এই বস্তুগুলির মূল্য কমিয়া আসিতেছিল। রোম সভ্যতার শেষের দিকে দাড়িকে জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ বলিয়া ধরা হইত এবং দার্শনিকরা উহাতে বদনশোভিত করিত। গ্রীক মূর্ত্তিদের মধ্যে রমণীদের জননেন্দ্রিয় কেশশূন্য রূপে অঙ্কিত আছে কিন্তু অন্যত্র কেশযুক্তও দেখা যায়। কেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ষ্টল (stoll) যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে গোঁফ দাড়ি ও জননেন্দ্রিয়ের কেশ রাখা-না-রাখা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত আছে। কখনও এবং কোথাও বা, এই কেশ দ্বারা পুরুষের পুরুষত্ব এবং রমণীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়, আবার কখনও বা পুরুষত্ব ও নারীর রূপ সৃষ্টির জন্য এই কেশ কাটা হয়, চাঁছা হয়, অথবা একেবারেই উপড়াইয়া ফেলা হয়। আফ্রিকার বন্য জাতির মহলে এখনও, শুধু গোঁফদাড়ি নহে চোখের ভ্রূ পর্য্যন্ত ক্ষুর দ্বারা মসৃণভাবে চাঁছিয়া ফেলা হয়। স্তন, বা পাছার মত কেশ সম্বন্ধে নিশ্চিত ও বিশেষ গবেষণা হয় নাই, তাই কেশ সম্বন্ধে স্থিরতর মত এখনও কিছু বলা যায় না। এদেশে মুসলমানদের মধ্যে গুম্ফশ্মশ্রু রক্ষা করা তাঁদের ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ হয়ে আছে; আবার হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে গুম্ফশ্মশ্রু অতি নিকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে গণ্য হয় তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুণ্ডিতমস্তক ও গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন ভাবে রূপসজ্জা করেন। আবার আর এক পৃথক মতে মস্তকের কেশ বা গুম্ফশ্মশ্রু অকর্ত্তিত অবস্থায় রাখা হয়; বৈষ্ণবদের মধ্যে, বাউলদের মধ্যে, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই ভাবে গুম্ফশ্মশ্রু ও মস্তকের কেশ রক্ষা করা ধর্ম্মের অঙ্গের সঙ্গে বিজড়িত। সাধুসন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ কেশের বিপক্ষেই মত পোষণ করে

আসছেন; প্রাচীন ইজিপ্টেও তাই দেখা যায়; রেমি-ডি-গোরমণ্ট (Remy de Gourmont) বলেছেন "The immorality of the living form resides especially in the pilous system." খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যেও এই একই ভাব, তাই প্রাচীন খ্রীষ্টান পাদ্রিদের মধ্যে গুম্ফশ্মশ্রুহীনতা এত বেশী এবং জননেন্দ্রিয়ের স্থানের কেশ সম্বন্ধেও বিরক্তি এত তীব্র। তখনকার অঙ্কিত চিত্র মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের স্থানের কেশ সুস্পষ্ট থাকলে চিত্রটী আদর ও মান্যের অধিকারী হইত না। ক্রমে ক্রমে ঐ ধর্ম্ম মতটা পরবর্ত্তী সভ্যতার মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিল, ফলে সভ্য সমাজে সভ্য পুরুষ গোঁফদাড়ি কামাতে আরম্ভ করলেন এবং সভ্য নরনারী বগলের ও জননেন্দ্রিয়ের স্থানের লোম নিপাত করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। শুধু তাই নয় ক্রমশঃ মাথার চুলটাও ছাঁটতে সুরু করলেন এবং 'বব্' করার প্রথা দেখা দিল।

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে রূপ সম্বন্ধে সহস্ররকম বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণার মিল সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়; এই সাধারণ ধারণাটাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌনধারণামূলক হইয়া কমবেশী রূপান্তরিত হইয়া থাকে; সুতরাং যৌনবিজ্ঞান ঐস্থলে রূপবিজ্ঞানকে নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। আবার জাতির নিজস্ব বিশিষ্টতা অনেকস্থলে রূপ নির্দ্ধারণ করে থাকে। যে নারীর মধ্যে তার জাতির বৈশিষ্ট্য বেশী থাকে তিনিই বেশী রূপসী বলে গণ্য হন। প্রাচ্য নারী তাঁর স্বভাবসুন্দর চক্ষু দ্বারা অধিকতর মনোজ্ঞা দেখান এবং ঐ স্বভাববৃহৎ চক্ষুকে তাঁহারা আরো বেশী আয়ত

করিতে চেষ্টা পান। আইনু জাতি (Ainu) চুলের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ; তাদের নিকট কেশের তুল্য এত সুন্দর বস্তু আর জগতে নাই। যে জাতির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বেশী বর্ত্তমান থাকে সেই দেশে সেই বৈশিষ্ট্যটীকেই রূপের মাপকাঠি বলিয়া ধরা হয়। দৃঢ় ও সুগোল কুচযুগল যে নারীর সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ তাহার আর সন্দেহ নাই কিন্তু আফ্রিকার অনেক কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের মধ্যে নারীর স্তন অতি অল্প বয়সেই নমিত হয় এবং সেই কারণেই সেই দেশে নমিত স্তনযুগলই শোভার ও রূপের সম্পদ হয়ে থাকে। ইউরোপীয়ান নারীদের চক্ষু নীলবর্ণ, তাই সেই দেশে সুনীল আঁখি অতি শীঘ্র প্রিয়জনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এই শস্যশ্যামলা নদীমেখলা বাংলা দেশে নারীর কৃষ্ণবর্ণ আঁখিযুগল জগতের সমস্ত শোভা অপহরণ করে রেখেছে, তাই এই কৃষ্ণ আঁখির মুগ্ধতায় আত্মহারা কবি একদিন বলেছিলেন—

"কালো? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ"।

রূপ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটা বিভিন্ন মত আছে; আমার কাছে যে সুন্দর তোমার কাছে সে সুন্দর নাও হইতে পারে। আবার আমার কাছে যে অতি কুৎসিত অন্যের কাছে সেই হয়ত পরম রূপবতী। এ রহস্যের মীমাংসা নাই। চীনদেশের ক্ষুদ্রপদ নারীরা তাহাদের কাছে খঞ্জতার জন্য শ্রেষ্ঠ মনোহারিণী; ইউরোপে ক্ষীণদেহা শীর্ণকায়া লম্বগ্রীবা নারী তাদের কাছে অপ্সরীর মত মনোহারিণী; আবার 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' নারী বাংলার কাব্যে মহীয়সী হয়ে আছেন।

কিন্তু অনেক সময় সবাই যাকে ভাল বলে, একজনের কাছে

সে কুৎসিত হয়ে যায় এবং সবাই যাকে বিশ্রী বলে তার কাছে সেই পরমাসুন্দরী, ও তার মনপ্রাণহারিণী। এইখানে আমরা একটা যৌনব্যাধির দৃষ্টান্ত পেলাম। ঘরে ষোড়শী রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অনেক ভাগ্যহীন পুরুষ তাকে ভালো নজরে দেখে না এবং পেত্নী সদৃশ কুৎসিত কোনও নারীর পদতলে সে আত্মবিক্রয় করে বসে। এই দৃষ্টান্ত বহুল পাওয়া যায়—ইহা একটা মনের ব্যাধি মাত্র, যাকে যৌনব্যাধি বলা যেতে পারে। আমি এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের সহিত পরিচিত যে যাদের ঘরে রূপেগুণে লক্ষ্মীসদৃশ অপরূপ রূপলাবণ্যবতী স্ত্রী পতিসেবার জন্য জীবন পণ করে বসে আছেন, তবু স্বামীর মন পান নাই, অথচ সেই পতিদেবতা যাকে নিয়ে দিবারজনী অতিবাহিত করছেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে দেখলে হঠাৎ প্রেতভয়ে মূর্চ্ছা যেতে হয়। তাদের কাছে রূপের মূল্য নাই, যৌবনের মোহ নাই, প্রেমসেবার কামনা নাই, তারা মুগ্ধ ও পাগল হয়ে আছে কোন যৌনধর্ম্মের অপরিজ্ঞেয় রহস্যময় প্রভাবের দ্বারা।

রূপনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে স্থিরসংকল্প হতে হলে আমাদিকে হেবলক ইলিসের সেই কথাটী মনে রাখতে হবে 'It is commonly stated that rarity is admired in beauty.' সৌন্দর্য্যের রাজ্যে প্রাচুর্য্যের স্থান নাই; যে জিনিষটী সহজে মিলে না, যেটী সহজে দেখা যায় না, যেটী একটু অসাধারণ তাহাই নরনারীর যৌনরাজ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ। ইহাকেই বলে 'The love of the unusual, the remote, the exotic.' এই কারণেই প্রায় সর্ব্বদেশে বিদেশী হাবভাব ও বিদেশী সাজসজ্জার প্রতি একটা পরম প্রীতি থাকে এবং বিদেশিনী

নারীকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য তাই অনেকের মনে এক প্রবল পিয়াসা বর্ত্তমান দেখা যায়। বিভিন্ন জাতির নরনারীর মধ্যে আজ যে এত Intercaste ও international বিবাহ বন্ধনের প্রচার হয়েছে তার মূলেও আছে ঐ 'The love of the unusual, tho renote, the exotic'. বাংলার অনেক শিশু বলে যে সে 'মেম বিয়ে করবে', ইহাও ঐ সুদূরের ও বিদেশের মোহ মাত্র।

যৌনমিলনে ও যৌনকাব্যে রূপ সন্দর্শন একটা অতি প্রধান ব্যাপারের মধ্যে গণ্য হয়ে আছে। নরনারীর যৌনমিলনে পূর্ব্বরাগ ইত্যাদিতে বা যৌনক্ষুধার উন্মেষের নিমিত্ত নয়নের দ্বারা রূপসুধা পান করার একটা সার্থকতা আছে। যৌনকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারাদি নিরীক্ষণ দ্বারা অতি সহজেই যৌনক্ষুধার উদ্রেক হয়; ইংরাজীতে ইহার নাম Scoptophilia বা mixoscopia. আমি একটী নারীর ইতিহাস জানি যে তরুণ বয়সে তাদের গৃহপালিত কুকুরের মৈথুনদৃশ্য দেখে এতই যৌনক্ষুধায় কাতর হয়েছিল যে সেইদিনই সে গোপনে সহচর সঙ্গে জীবনে প্রথম যৌনকার্য্যে ব্রতী হয়। মৈথুন দৃশ্য দর্শন দ্বারাই অনেক বালক বালিকা জীবনে প্রথম রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটা জ্ঞানলাভ করে ও উহা দ্বারা এতই উত্তেজনা আসে যে, যে কোনও উপায়ে হৌক তাহারা রতিক্রিয়া সুখ অনুভব করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—এমন কি সাথি বা সঙ্গিনীর অভাব হইলে হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন বা পশু মৈথুনের সাহায্য লয়। আমি অপর একটী ভদ্র তরুণ যুবকের কথা জানি যে গৃহপালিত গরুর breeding দেখিয়া এতই কামার্ত্ত হইয়াছিল যে সেই গাভীটার সঙ্গেই মৈথুনের চেষ্টা করে— ; এই সব দৃষ্টান্তগুলিও যৌনব্যাধির সমশ্রেণী হইলেও ইহা নিশ্চিত যে নানাপ্রকার দর্শনের দ্বারাই নরনারী যৌনকার্য্যে উত্তেজিত

হইয়া থাকে ; নরনারীর মৈথুন দৃশ্য, পশুজাতির মৈথুন দৃশ্য, বিপরীত লিঙ্গটীর নগ্নদৃশ্য ইত্যাদি নিরীক্ষণ দ্বারা যৌনক্ষুধা প্রবল বেগে বৃদ্ধি পায়। **হেবলক ইলিস** বলেন "Many estimable men have in youth sought secret opportunities of watching women in their bedrooms and many estimable women looked through the keyholes of men's bedrooms, though they would not like to acknowledge it" এই ভাবে পরস্পর নিরীক্ষণ করার স্পৃহা সর্ব্বজাতির মধ্যে ও সর্ব্বদেশে বিরাজমান। আমাদের দেশেও 'আড়ি পাতা' কথাটা আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে সুপরিচিত। বিবাহ বাসরে আড়ি পাতা, ফুলসজ্জার রাত্রে নবপরিণীত বরবধূর নিঃসঙ্গ ও গোপনশয়নের মাঝে লুকিয়ে 'আড়ি পাতা', এই দেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। ঐ ভাবের সীমা লঙ্ঘন হইলেই তাকে আবার যৌন-ব্যাধির মধ্যে ধরা যাবে। মহামতি **ডাঃ কেণ্ট** বলেছেন যে অনেক আভিজাত্য সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও বৃহৎ জনবহুল পথিপার্শ্বে নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান থাকেন ও যত তরুণী, যুবতী বা রূপসীরা পথ অতিক্রম করে চলে যান তাদের দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে দেখেন। অপলক নেত্রে দেখেন কারো সুগোল ও সুউচ্চ স্তনযুগল, কারো ক্ষীণ কটিদেশ, কারো লীলাচপল গতি এবং ঐ সকলের সঙ্গেই যৌনকার্য্যের কল্পনা যোগ করে মনে মনে রতিসুখ অনুভব করেন। তাদিকে ইংরাজীতে বলে 'peepers'; ইহা বেআইনী হইলেও ইহাদের সংখ্যা কম নয়। পুকুর পাড়ে ঝোপের মধ্যে থেকে, স্নানরতা নগ্ননারীর রূপসুধা পান করা কাব্যে ও ব্যবহারিক জীবনে বহুল ঘটে আসছে।

যৌনকার্য্যের ছবি দেখা যৌনক্ষুধা উদ্রেকের অপর প্রধান কারণ। 'প্যারিস পিক্‌চার' এক্ষনে সুবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ঐ মত বাড়াবাড়ি ভাবের যৌনকার্য্যের নগ্ন ছবি না হইলেও শুধু নগ্ন ছবিরও একটা ভীষণ মাদকতা আছে এবং অতি সহজেই তাহা নরনারীকে যৌনকার্য্যে উত্তেজিত করিতে পারে। অনেকে পাষাণমূর্ত্তি বা প্রতিমার দর্শনেও যৌনইচ্ছা অনুভব করেন; ইংরাজীতে ইহার নাম Pornography. 'পিগ্‌ম্যালিয়ণ' নিজে হাতে একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে এবং তাহার সঙ্গেই সে প্রেমে পড়ে। সেইটাকেই ইংরাজীতে Pygmalionism বলে। ছবি দেখে বা দৃশ্য দেখে যৌনকার্য্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া নরনারীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু সীমার বাইরে গেলেই তাহাকে অপাকৃত বলা হয়। মূর্ত্তি দেখে প্রেমে পড়া প্রায় পুরুষদেরই ভাগ্যে ঘটে কিন্তু হির্চ্চফিল্ড বর্ণনা করেছেন যে অনেক স্ত্রীলোক কোন মিউজিয়ামে গিয়ে একটী মূর্ত্তিকে ভালবেসেছিল এবং তাহার আবরিত যৌনইন্দ্রিয়টাকে গোপনে আবরণ উন্মুক্ত করে সেইস্থানে স্বীয় চুম্বন প্রদান করত। বায়স্কোপের জীবন্তসদৃশ ছবিগুলির দৃশ্যে নরনারীর যৌনক্ষুধা দেখা দেয় এবং বিশেষতঃ যুবতীরা নাটকের সুন্দর ব্যক্তিটার দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে থাকে—; জীবনে সেই ব্যক্তিটার চাক্ষুষ দেখা না মিলিলেও এবং সে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকিলেও, তার প্রতি অনুরক্ত হতে বাধে না। ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ নট-নটীরা প্রত্যহ এত বেশী প্রেম-নিবেদনপূর্ণ পত্র পান যে সেইগুলিকে শুধু পাঠ করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য ৩।৪ জন ব্যক্তিকে বেতন দিয়ে প্রতিপালন করতে হয়; 'র‍্যামোন নোভারো', 'ডগ্‌লাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্‌', 'গ্রেটা গার্ব্বো', 'মা-ওয়েষ্ট' প্রভৃতি নটনটীরা প্রত্যহ এত প্রেম নিবেদনপূর্ণ পত্র পান যে

তাহাদের ঐ সব পত্রের দ্বারাই একটী বৃহত্তম পোষ্টাফিস সতত ব্যস্ত থাকে।

রূপ ও সাবলীল গতির দৃশ্যে যে যৌনউন্মেষ হয় তা নিশ্চিত কিন্তু নৃত্য দর্শনেও যৌনক্ষুধা অতি প্রবল হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটীকে **স্যাড্‌গার** (Sadger) নাম দিয়াছেন 'muscle erotism' এবং **হিলি** (Healy) ইহাকে মাংসপেশীর উত্তেজনার সঙ্গে 'চর্ম্মের উত্তেজনা' বলেই বর্ণনা করেছেন। নৃত্যের সঙ্গে যৌন উত্তেজনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে; ইহাতে পরিশ্রম যে হয় না তাহা নহে তবে পরিশ্রমের চাইতেও যৌনক্ষুধার উন্মেষ ইহা দ্বারা বিশেষভাবে জানা যায়। বন্য মানবজীবনে নৃত্যের দ্বারাই নরনারীর যৌন সম্মিলন ঘটিয়া থাকে; সেখানে সুনৃত্যপারদর্শী ব্যক্তিরা অতি শীঘ্রই নারীদের মনোহরণ করতে সমর্থ হয় এবং সত্বর যুবতীদের দ্বারা যৌনসম্মিলনে নিমন্ত্রিত হয়ে থাকে। সভ্য জগতে নৃত্যের সুফল ও কুফল লইয়া অনেক বাকবিতণ্ডা ও তর্কাতর্কি শোনা যায়। **ব্রিল** (Brill) তাহার ৩৪২ জন স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধু, রোগী ও অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে এই ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে এই কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; (১) তোমরা আধুনিক নৃত্য (new dances) করিবার কালে যৌন উত্তেজনা অনুভব কর কি না? (২) তোমরা ঐ নৃত্য দর্শনকালে যৌন উত্তেজনা অনুভব কর কি না? (৩) তোমরা পুরাতন (old dances) নৃত্য করিবার কালে বা দর্শন করিবার কালে ঐ মত যৌনউত্তেজনা বোধ করিয়াছ কি না?

উহাদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ৮ জন স্ত্রী বলিয়াছিলেন যে তাহারা আধুনিক নৃত্য করিবার কালে যৌন উত্তেজনা বোধ করেন;

১৬ জন পুরুষ ও ২৯ জন স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা ঐ নৃত্য দর্শনকালে যৌন উত্তেজনা অনুভব করেন; এবং ১১ জন পুরুষ ও ৬ জনা স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা পুরাতন নৃত্য সম্বন্ধেও যৌনউত্তেজনা বোধ করেন। আধুনিক নৃত্য কোনও মতেই দারুণ যৌনউত্তেজক হইতে পারে না। **ব্রিল** বলেন যে স্নায়বিক ও hyperchondriacal রমণীদের পক্ষে ঐ নৃত্য পরম উপকারী (See 'The Psychopathology of the New Dances' by A. A. Brill, in New York Medical Journal. April 25th, 1914.) ডাঃ **হেবলক এলিস** বলেন "Even when dancing becomes an epidemic not in itself desirable, it still deserves to be cultivated in so far as it acts as a compromise between the two opposing streams of desire and repression, and serves as a safety value for high tension" (See Psychology of sex by Havelock Ellis).

সৌন্দর্য্যচর্চ্চা স্ত্রীলোকদেরই নিজস্ব কার্য্যের মধ্যে গণ্য। যৌনইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে স্ত্রীলোকরাই প্রায় রূপপ্রসাধনে রত হন; পুরুষগণকে সাধারণতঃ রূপচর্চ্চায় নিমগ্ন হতে দেখা যায় না। তবে যে সব পুরুষ স্ত্রীলোকভাবাপন্ন তাহারাই নিজ শরীরের রূপৈশ্বর্য্য বিধানে যত্নবান হয়; তারাই প্রায় দিনরাত চুলটাকে সযত্নে সাজাতে ব্যস্ত থাকে, মুখে হেস্‌লিন পাউডার, রুমালে ও গাত্রে এসেন্স ইত্যাদির দ্বারা সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট হয়ে থাকে। কিন্তু রমণীদের নিকট পুরুষের এই রূপচর্চ্চা বা মেয়েলি ভাবের

আদৌ কোনও যৌনআকর্ষণ থাকে না অথচ ঐ সকল পুরুষরা ভ্রান্তচিত্তে, রমণীকে যৌনকার্য্যে মুগ্ধ করিবার মিথ্যা আশায় এই মত সাজগোজে মনোনিবেশ করে। উহা দ্বারা যৌনব্যাধিগ্রস্থ অপর পুরুষকে মুগ্ধ করা যায় বটে কিন্তু রমণীকে মোহিত করিতে হইলে রমণীস্বভাবসুলভ কমনীয়তা, হাবভাব বা রূপসজ্জার দ্বারা আদৌ সম্ভব নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে রমণীদিকে বেশী মুগ্ধ করে যারা, তারা প্রায়ই সুরূপসুন্দর নহে বরং ঠিক তাহার বিপরীত। **ষ্টেন্‌ডাল** (Stendhal) বলেন "It is passion, which we demand; beauty only furnishes **probablities.**" রমণী চায় না পুরুষের সৌন্দর্য্য ও রূপ, সে চায় তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি। পুরুষের চন্দ্রবদন ও নধর কোমল দেহ রমণীকে আদৌ আকৃষ্ট করতে পারে না কিন্তু উন্নত নাসা, বৃষস্কন্ধ, প্রশস্তবক্ষ, মাংসলদেহ, রমণীর বুকের পরতে পরতে অঙ্কিত হয়ে থাকে। পুরুষের গায়ের রং স্ত্রীলোকের নিকট মূল্যহীন। অতি কৃষ্ণবর্ণ শক্তিশালী পুরুষসিংহের চরণতলে কত রূপসীশ্রেষ্ঠা একবার লুটিয়ে পড়লেও ধন্য হয়ে যায়। তাইত **হেবলক** বলেছেন "The man who is most successful with women is not usually the most handsome man, and may be the reverse of handsome" (See 'Man and Woman'; Studies in the Psychology of Sex Vol IV. "Sexual Selection in Man."

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন পুরুষের রূপচর্চ্চা ও সৌন্দর্য্য সাধনা স্ত্রীলোকের মনোহরণে অক্ষম, তাহার সম্বন্ধে অনেক

বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে। স্ত্রীলোক তার প্রিয়র মধ্যে রূপ দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হয় না, কিন্তু তার মধ্যে শক্তি ও তেজ দেখিবার জন্য আকুল হয়। শক্তিমান পুরুষই কেবল নারীর মনোরাজ্যে চিররাজত্ব করে থাকে। নারীর হৃদয়সিংহাসনে পঙ্গু ও দুর্ব্বল, অক্ষম ও কোমলের কোনও দাবী নাই। প্রবল ও শক্তিমানের নিকট নারীর হৃদয়দ্বার সদা উন্মুক্ত। এই চিরন্তন সত্য কথাটার বিশ্লেষণ করতে গিয়েই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ **হেবলক** বলেছেন "The spectacles of force, while it remains within the field of Vision, really brings to us, although unconsciously, impressions that are correlated with another sense—that of touch." শক্তিমান পুরুষের দৃশ্যে এবং তাহার প্রবল পরাক্রমের কার্য্যাবলী দর্শন করিবার কালে, নারীর হৃদয়ে সেই শক্তিমান পুরুষের **প্রবল স্পর্শের মোহ** জাগিয়া উঠে "We instinctively and unconsciously translate visible energy into energy of pressure." দর্শনেন্দ্রিয় যাহা দেখাইল, স্পর্শেন্দ্রিয় তাহা নারীর বুকের পরতে, নারীর স্নায়ুর কেন্দ্রে, নারীর মনের বীণায়, একটা সুতীব্র শিহরণ ও ঝঙ্কার তুলিয়া দিল। শক্তিমান পুরুষের শক্তিপূর্ণ কার্য্য দর্শনে, নারীও তার শক্তিমান আলিঙ্গন, তার প্রবল স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। নারী চায়, শক্তিমান পুরুষ তাকে তাঁর সমুদয় শক্তির দ্বারা নিষ্পেশন ও নিশ্চেষ্ট করিয়া দিক, তার উন্মত্ত আলিঙ্গনের মাঝে তাকে আবদ্ধ করে বন্দী করুক, তার সমস্ত শক্তি ও বিক্রমের সহিত সে তার যৌন ক্রীড়ায় সাথী হোক। নারী যে পুরুষের মধ্যে শক্তির পূজারিণী

হয়ে উঠে সেটা কেবল সেই শক্তির স্পর্শ ও তদ্ধেতু আনন্দ প্রাপ্তির আশায়। উপনিষদের সেই সত্য বাণীও যৌনকার্য্যে সমধিক প্রযোজ্য—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। বলহীনের বা অক্ষমের জন্য জগৎ নয়। পঙ্গু ও দুর্ব্বলের জন্য নারীর সৃষ্টি নয়—সে চায় সবল পুরুষের বক্ষকপাটে স্বীয় বদন সংরক্ষণ, সে চায় প্রবল পুরুষের শক্তিমান আলিঙ্গনে নিজের নিষ্পেশন।

পুরুষরাই স্ত্রীলোকদের রূপে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই রূপসজ্জা ও রূপপ্রসাধন স্ত্রীলোকদের নিজস্ব কর্ত্তব্য বলে গণ্য হয়ে আছে। পুরুষদের শক্তিমান কর্ম্মের দৃশ্যে, নারীদেরই স্পর্শাকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়; ইহার মূলে হয়ত এই সত্য নিহিত আছে, যে নারী চায় পুরুষের মধ্যে শক্তিমান পিতৃত্বের অনুভূতি এবং নারী চায় পুরুষকে বিপদ আপদের মধ্যে নারীর রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপে। তাই পুরুষের কাছে তার দৈহিকক্ষমতাদত্ত ভালবাসা আছে এবং স্ত্রীলোক তারই মধ্যে মানাসক ভালবাসার প্রেরণা বোধ করে। যৌনমিলন কালে নারী চায় পুরুষের প্রবল শক্তিমান স্পর্শ, প্রবল ও প্রচণ্ড আলিঙ্গন এবং সুতীব্র যৌন সঙ্গম—তাই নারী পুরুষের শক্তিমান দেহটার উপরই বেশী লুব্ধা হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন 'The more energetic part in physical love belongs to the man, the more passive part to the woman; so that, while energy in a woman is no index to effectiveness in love, energy in a man furnishes a seeming index to the existence of the primary quality of Vigour which a woman demands of a man in the sexual embrace'.

নারী চায় শক্তিমান পুরুষের আলিঙ্গন, নারী চায় মাংসল দেহ ও প্রশস্তবক্ষবিশিষ্ট 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' পুরুষের যৌনসঙ্গম; কিন্তু যৌন আনন্দের সম্যক উপলব্ধির প্রেরণায় মাংসল মহাবলী পুরুষকে সে ভালবাসলেও প্রকৃতপক্ষে সেই নারী কিন্তু এক বিষয়ে খুবই ভুল করে থাকেন। যেহেতু প্রায় দেখা যায় যে মাংসল দেহবিশিষ্ট শক্তিমান পুরুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনকার্য্যে সমধিক অপটু; এবং নারীদের যৌনআনন্দ দানে তাহাদের চাইতে কৃশতনু শীর্ণকায় ব্যক্তিরাই অধিকতর সক্ষম। আমি আমার অধিকাংশ রোগীক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখেছি যে তাহাদের মধ্যে যাহারা অতি মাংসল ও বলবানদেহবিশিষ্ট ও কুস্তিগীর, তাহারাই যৌনকার্য্যে অপটু এবং তাহাদের দাম্পত্যজীবনেই বেশী যৌনসমস্যার উদ্ভব হয়েছে। অতি পরাক্রমশালী কুস্তিগীর আমার একটী ৩০ বৎসরের রোগী আমাকে জানায় যে স্ত্রীসহবাসকালে ২ মিনিটের মধ্যে তার বীর্যস্খলন হয় এবং তাহার স্ত্রীকে অতৃপ্তিপূর্ণ যৌনজীবন যাপন করতে হয়। অথচ আমার অপর একটী শীর্ণকায় পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবকরোগী প্রতিবারে দীর্ঘকাল স্ত্রীসহবাসে সক্ষম।

আমি ঐ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া এক্ষণে বিশেষ করিয়া জানিয়াছি যে মাংসল বা পুষ্টিমান মেদপ্রবণ দেহযুক্ত পুরুষ যৌনকার্য্যে বিশেষ উপযোগী নহে এবং তাহারা প্রায়ই স্ত্রীসহবাসের দ্বারা নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে যৌনআনন্দ প্রদানে অক্ষম; অথচ শীর্ণকায় পাৎলাচেহারার যুবকগণ স্ত্রীসহবাসকালে নারীদিকে বর্ণনাতীত যৌনসুখ প্রদান করে; তাহাদের ধারণাশক্তি (Retentive power) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি বেশী। অবশ্য

তন্মধ্যে রোগীদিগকে বাদ দিয়া পরীক্ষা করিয়াই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

ঠিক ঐমত স্ত্রীলোকদের বেলাও ঘটিয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক মেদপ্রবণা বা অতি মোটাসোটাদেহবিশিষ্টা, যৌনকার্য্যে তাহারা সহবাসকারী পুরুষকে আদৌ যৌনসুখ প্রদান করিতে পারে না। যৌনকার্য্যে দোহারা চেহারার যুবতীরাই সমধিক যৌনআনন্দ দানে সক্ষম। মোটাসোটা স্ত্রীলোকরা যৌনকার্য্যে আদৌ দেহ সঞ্চালন করিতে পারে না এবং তাহারা অতি শীঘ্রই ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত, শ্বাসযুক্ত হইয়া সহবাস কার্য্যে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। অপরদিকে শীর্ণদেহা দোহারাচেহারার নারী তাহার লীলায়িত দেহের আবেষ্টনে তাহার প্রিয়তমকে নিপীড়িত করে, মুহুর্মুহু স্বীয় দেহ সঞ্চালনে যৌনআনন্দের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করে, এবং যৌনকার্য্যে অতুলনীয়া হইয়া থাকেন। সেইজন্যই এই 'তন্বী' নারীরাই যৌনকার্য্যে অতি প্রশস্তা। এই কারণেই প্রায় দেখা যায় যে তন্বী নারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি শীঘ্রই পুরুষদের মনোহরণ করিয়া থাকে।

ইংরাজীতে 'আর্গোফিলি' (ergophily) নামে একটা বিশেষ যৌনআনন্দ উপভোগ করা আছে; মহিমাময় বা বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি ও দৈহিক আন্দোলনাদি দর্শনে নারীরা অনেক সময়ে তার প্রতি প্রেমোন্মত্ত হয়ে পড়ে। শক্তিপূর্ণ কার্য্যকলাপাদি দর্শনে, বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে কত নারী যে সেই বীরের চরণে নিজেদের জীবনযৌবন ডালি দিয়াছে তার আর ইয়ত্বা নাই। অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষকে মনে মনে সহরমণ করা ও এমন কি তদ্বারা প্রচুর যৌনআনন্দ লাভ করা, এমন কি শুক্রস্রাব

পর্য্যন্ত হওয়া, অনেক নারীর জীবনে দেখা গিয়াছে। ফিরি (Fèrè) সর্ব্বপ্রথম এই ব্যাপারটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং বলেন যে এই ঘটনাটা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই অতি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। বীর পুরুষরা অতি সহজেই রমণীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় এবং স্ত্রীলোক এই বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তির পায়ের তলায় অতি সহজেই লুটাইয়া পড়িতে চায়।

কিন্তু অপরূপমূর্ত্তির ছবি দেখিয়া ভালবাসা, শুধু নারীদের কেন অনেক পুরুষের জীবনেও দেখা যায়। আমি ২।৪ জন ব্যক্তির জীবনের ঘটনা জানি যারা স্বপ্নে এক অপরূপ মোহিনী মূর্ত্তির সন্দর্শনে তাকে এমন ভাবে ভালবেসে ফেলে যে ঠিক সেইরূপ স্ত্রীলোক না পাওয়ায় তাঁরা চিরজীবন আকুমার থাকিয়া গিয়াছেন। ছাত্রজীবনে অনেক যুবক বায়স্কোপের পর্দ্দায় রূপসীদিকে দেখে এমন ভালবেসে ফেলে যে বিবাহিত জীবনে সেই রূপমদিরা পান করতে না পাওয়ায় এবং স্ত্রী তার রূপকল্পনার খোরাক জোগাইতে না পারায় তাদের দাম্পত্য জীবনে মহা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে গেছে।

তবে সমস্ত রূপ ও লীলামাধুরি দর্শনের সঙ্গেই যে নরনারীর মনে যৌনপিয়াসার উদ্রেক হয় তাহা সত্যই দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের নিগূঢ় সংযোগ হেতু। তাই হেবলকও বলেছেন "In this way it happens that even in the field of visual attraction sexual selection influences women on the underlying basis of the more primitive sense of touch, the fundamentally sexual sense."

আর স্ত্রীলোক যৌনকার্য্যে তাহার সাথী নির্ণয়কালে শুধু এই বস্তুটীর প্রতিই বেশী লক্ষ্য দেয় যে কাহার শরীর দৃঢ় ও পুষ্ট, কাহার মাংসপেশী শক্ত ও সুন্দর, কোন ব্যক্তি তাহার দৃঢ় পুষ্ট ও শক্তিমান দেহদ্বারা প্রবল আলিঙ্গন ও নিস্পেশনে তাহার যৌনক্ষুধার শান্তি আনয়নে সমর্থ, কোন ব্যক্তি সহবাস দ্বারা তাহার গর্ভে সুন্দর ও শোভন পুত্রের জন্মদানে সক্ষম, কাহার মধ্যে বিপদে আপদে সে পাইবে পরম আশ্রয়।

সৌন্দর্য্য আকর্ষণের বস্তু; অরূপরূপের মোহে ও আকর্ষণে লুব্ধ হয় না এরূপ জীব বিরল। রমণীর রূপের এতই মাদকতা, এতই প্রবল তার লোভনীয় আকর্ষণ, যে এই রূপের কাছে সম্পদরাজত্ব সবই তুচ্ছ, ব্রহ্মচর্য্য বিফল, এবং এই রূপের তীব্র তড়িতাভায় হঠাৎ প্রবুদ্ধ হয়ে—

'মুনিগণ ধ্যানভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল'।

কিন্তু সৌন্দর্য্য প্রায়ই জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত; সার্ব্বজনীন সৌন্দর্য্যমাত্রা জাতীয় সৌন্দর্য্যভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির মধ্যে বিভিন্ন আদর্শে চিত্রিত হয়; যাহার মধ্যে জাতীয় চরিত্র পরিস্ফুট হয় তিনিই স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী। কিন্তু ইহা ছাড়াও যৌনলক্ষণাবলির প্রস্ফুটন ও বিকাশের দ্বারা সৌন্দর্য্যের নয়নাকর্ষনী ও মনোমুগ্ধকারিণী শক্তি জন্মে। তাই দেখা যায় যে, কোথাও রমণীর আগুল্‌ফচুম্বিত ঘনকৃষ্ট কেশদাম, কোথাও বা তাহার সুপুষ্ট ও সুউচ্চ স্তনযুগল, কোথাও বা তাহার সুডোল ও সুন্দর শ্রোণীদেশ সৌন্দর্য্যের আকর হয়ে আছে। রমণীর মৃণালভুজ, ক্ষীণ কটি ও চারু অবয়ব ত' সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক বটে, তাহার পটলচেরা কৃষ্ণচক্ষু ও প্রতিমানিন্দিত

ঠোঁট দুটীও সৌন্দর্য্য পূজারীদের দৃষ্টির বাহিরে যাইবার যো নাই; তাই এক যায়গায় কবি তাদিকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

'পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা
রূপ্‌শালী ধানভানা
রূপ দেখো তোমরা'

কিন্তু উপরোক্ত সৌন্দর্য্যবিধায়ক সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিই যৌনক্রিয়ার প্রধান উপকরণ; যৌনক্রিয়ায় যাহার উপকারিতা ও আকর্ষণ যত বেশী মনোহরণ করিবার ও যৌনউত্তেজনা দ্বারা সৌন্দর্য্যের মোহময় জাল সৃজন করিবার ক্ষমতাও তার ততই প্রবল। এবং যেমন 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' অর্থাৎ যেমন বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি ও পছন্দ, তেমি তদনুযায়ী বিভিন্নরকম পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সহায় হইয়াছে। এই যে নিত্যনূতন ফ্যাসানের সৃষ্টি, নিত্যনূতন লীলাচাতুর্য্যাভিনয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টা, এ সমস্ত ব্যাপারের মূলেই আছে রূপসৃষ্টির দারুণ মোহ এবং মনোহরণের প্রবল প্রবৃত্তি।

যৌনকার্য্যে পুরুষই যে কেবল নারীকে পছন্দ করে ও তার রূপে আকৃষ্ট হয় তা নয়, নারীও আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে দেখে যৌনউত্তেজনা অনুভব করে এবং যৌনক্রীড়ায় তাহাকে সাথীরূপে পাইবার জন্য উন্মত্তা হয়; কিন্তু পার্থক্য এই যে নর চায় নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের মোহময় বিকাশ কিন্তু নারী চায় পুরুষের মধ্যে শক্তি ও সামর্থের পৌরুষপরশ।

কিন্তু সব জিনিষের মধ্যেই যেমন ব্যতিক্রম আছে যৌনআকর্ষণ ও যৌন কার্য্যে সাথী গ্রহণের মধ্যেও তেমি বহুবিধ বৈচিত্র দেখা

যায়। রূপহীনা নারী অনেক ক্ষেত্রে রূপসীশ্রেষ্ঠা হ'য়ে অনেক পুরুষের বুকে তার রাতুলচরণপাতে ধন্য করে দেয়।' অতি কুৎসিতা নারীকে দেখেও কত যুবক প্রেমের কবিতা লিখে রাত্রিযাপন করে—

প্রেমের রাণি, প্রাণসলিলে আজকে প্রেমের ঢেউ তোলো
লাজ কেন সই? বিজন আমার মনপুরে নেই কেউ তো লো!

আবার অসংখ্য কুরূপ পুরুষ অনেক ষোড়শী-যুবতীর প্রাণের মধ্যে রাজা হয়ে বসে আছে। এই বৈচিত্রের সমাধান নাই। লক্ষপতির কন্যা, রূপৈশ্বর্য্যের মধ্যে চিরলালিতা রূপসী বালা, অনেকক্ষেত্রে অতি বিশ্রীমূর্ত্তি স্বীয় চাকর-কোচোয়াণ-ড্রাইভারের পায়ে জীবনযৌবন ডালি দিয়ে ব'সে আত্মহারা পাগলিনীবৎ তদগতপ্রাণা হয়ে আছেন—এরূপ ঘটনা বিরল নহে; প্রতিনিয়ত এইরূপ বৈচিত্রময় ঘটনায় সাধারণকে স্তম্ভিত ও চকিত হতে হয়। ইহা ছাড়া আবার দেখা যায়, কোনও পুরুষ এতই ভাগ্যবান যে নারীর মনোরাজ্যে অতি সহজেই তার আসন বিন্যস্ত হয়ে যায়, বালিকার পর বালিকা, যুবতীর পর যুবতী, রূপসীর পর রূপসী তাকে ভালোবাসে, তাকে পূজো করে, তার পায়ে আত্মাহুতি দেয়। 'রাস্‌পুটীন্‌' (See,—Rusputin, The Raskal monk) তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সমগ্র রাশিয়ার আভিজাত্য নারীসম্প্রদায়ের মনোরাজ্যে তার অবাধ অধিকার, আভিজাত্য বংশীয়া বালিকাযুবতী তার হাতের ক্রীড়নক, শতসহস্র নারীর সে একা উপাস্য দেবতা। কিন্তু একথাও সত্য যে অনেক হতভাগ্য আপ্রাণ চেষ্টাতেও তার প্রেয়সীর দেখা পায় না—নিরাশার ঘন অন্ধকার মাঝে, দারুণ হাহুতাশে তার দিন কেটে যায়, সে বলে—

'যার লাগি থাকি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা'।

কিন্তু এদিকে হয়ত—

'তারই বাঁশী ওগো তারই বাঁশী,
তারই বাঁশী বাজে হিয়া ভরি।'

তাই বলে রূপকে আমরা তুচ্ছ করতে পারি না ; রূপের স্বড়িৎ আভায় মুগ্ধ হয় না এমন নরনারী আছে কিনা সন্দেহ। প্রেমিক প্রেমিকার কাছে 'রূপ'ই সর্ব্বস্ব, রূপই তার সাধনা ও স্বর্গ, রূপের অমল-ধবল জ্যোতির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়প্রিয়া বলে

'জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।'

যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা।

যৌনকার্য্যের অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমাদের প্রকৃত ভাবে জানা উচিত যে যৌনজীবনের স্বাভাবিকতাই বা কাহাকে বলা চলে। যৌনকার্য্য অর্থে কি বুঝায় ? ইহার উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে স্ত্রীলোকের যৌনইন্দ্রিয় হইতে পুরুষ যে কার্য্য দ্বারা সুখ পায়, অথবা পুরুষের জননযন্ত্রাদি হইতে স্ত্রীলোকে যে কার্য্য দ্বারা আনন্দ পায় তাহাকেই যৌনকার্য্য বলে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলা চলে যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সহিত পুংজননেন্দ্রিয়ের মিলনকেই যৌনকার্য্য নামে অভিহিত করা যায়। মহামতি ফ্রয়েড্ বলেছেন "You will perhaps declare sexual to mean everything which is concerned with obtaining pleasurable gratification from the body (and particularly the sexual organs) of the opposite sex; in the narrowest sense, everything which

is directed to the union of the genital organs and the performance of the sexual act." (see, Introductory Lectures on Psycho-Analysis by Prof. Sigm-Freud). কিন্তু এই যৌনকার্য্যের মূল উদ্দেশ্য যদি জন্মদান ক্রিয়াটীকে ধরা যায় তাহা হইলে, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, চুম্বন ইত্যাদি কার্য্যগুলিকে যৌনকার্য্য হইতে বাদ দিতে হয়, অথচ ঐ কার্য্যগুলিও নিঃসন্দেহে যৌনকার্য্যেরই মধে গণ্য। যৌনকার্য্য সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যায় যে, ইহাতে দুইটী পৃথক লিঙ্গের বর্ত্তমানতা আবশ্যক, ইহাতে আনন্দময় উত্তেজনা ও পরম পরিতৃপ্তির স্পর্শ থাকে, ইহার সঙ্গে জন্মদানের সুতীব্র ইচ্ছা সুজড়িত আছে এবং ইহার সহিত inpropriety ও গোপনতার রহস্য বর্ত্তমান। কিন্তু এইখানে নানাপ্রকার বৈষম্য ও বিভিন্নতা দেখা যায়। একদল লোক আছে (যাদিকে ইংরাজীতে বলে 'Perverts'). যাদের নিকট পৃথক লিঙ্গের আবশ্যকতা নাই; পুংমৈথুনকারী পুরুষের নিকট স্ত্রীযোনির কোনও আকর্ষণ নাই বরং স্ত্রীযোনি তাহাদিকে যৌনকার্য্যে উত্তেজিত করা দূরে থাক, উহা তাহাদের মনে ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়। উহারা পুরুষদের দ্বারাই যৌনকার্য্যে উত্তেজিত হয়। তাহাদের নিকট যৌনকার্য্যে জন্মদানক্রিয়ার কোনও অস্তিত্ব নাই। শুধু যে পুরুষই অপর পুরুষের সঙ্গে যৌনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে, রমণীও অন্য রমণীর সঙ্গে সহরমণে মিলিতা হয়ে যৌনকার্য্য সমাধা করে। ইংরাজীতে ইহাদের নাম Homosexuals বা inverts. এই সকল নরনারীরা শুধু যৌনকার্য্য সম্বন্ধে এই অভিনব ভাব প্রদর্শন করিলেও অপর বিষয়ে তারা বুদ্ধিপ্রতিভায় মহিমান্বিত এবং সাধারণের মধ্যে গণ্যমান্য ধার্ম্মিক এবং পরম গুণবান বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

এই অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার কর্ত্তাগণ যৌনক্রিয়া কালে সাধারণ নরনারীর মতই ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন; কেবল একটী মাত্র পার্থক্য এই যে তাহারা বিপরীতলিঙ্গের প্রয়োজনীয়তা বুঝে না, এবং তাদের যৌনক্রিয়ার মূলে জন্মদানের কোনও গুপ্ত ইচ্ছা নাই। নর ও নারীর উভয়ে যেমন ভাবে সহবাস করে ইহারাও ঠিক সেইরূপ সহবাস করিয়া থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থার নরনারীর যৌনসহবাসতুল্য ইহাদেরও ঐ কার্য্যে দারুণ উত্তেজনা, আনন্দ ও তৃপ্তি আসে। ইহাদের মধ্যে, 'যৌনকার্য্যে নির্ব্বাচন' এবং 'যৌনকার্য্যের চরম লক্ষ্য', এই দুইটী বিষয়েরই পার্থক্য আছে। ইহারা যৌনকার্য্যের নির্ব্বাচনকালে বিপরীত লিঙ্গের আবশ্যকতা অনুভব করে না, যেহেতু ইহারা দুই বিভিন্নলিঙ্গের একত্রীকরণ মধ্যে তৃপ্তি বা আনন্দ পায় না; তাহারা একই জাতির মধ্যে অর্থাৎ পুরুষ অপর পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে। এবং সহবাসযন্ত্রের মধ্যে একজনার জননেন্দ্রিয় এবং অপরের মুখবিবর বা গুহ্যদেশ তাহাদের যৌনসহবাসে সাহায্য করে। আবার আর একদল আছে যাহারা যৌনকার্য্যে যোনি বা পুংজননেন্দ্রিয় উভয়কেই বাদ দেয় এবং তৎপরিবর্ত্তে নারীর স্তন, চরণ বা অলকরাশির মধ্যে যৌনসুখ ও তৃপ্তি লাভ করে। আবার একদল আছে যারা যৌনকার্য্যে নরনারীর দেহের কোনও আবশ্যকতা অনুভব করে না—ইহাদের কাছে প্রিয়প্রিয়ার একটুক্‌রা রুমাল, জুতা বা অতি তুচ্ছ পরিধানের ছিন্নবস্ত্র যৌনআনন্দদানে সম্পূর্ণ সক্ষম; ইহাদিগকে ইংরাজিতে বলে Fetichists.

ইহা ছাড়া অপর আর একপ্রকারের যৌনকার্য্যের নমুনা পাওয়া

যায়; প্রকৃত স্বাভাবিক সহবাসক্রিয়ার পূর্ব্বে নরনারী উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন, চুম্বন ও স্পর্শ করে, পরস্পর পরস্পরের নগ্ন ইন্দ্রিয় অবলোকন করে, ইত্যাদি রকমের বহুবিধ কর্ম্মের ধারা তাহারা সম্পাদন করিয়া থাকে; এই দ্বিতীয় দল কেবলমাত্র উক্ত কর্ম্মগুলির মধ্যেই যৌনআনন্দ লাভ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা নগ্নমূর্ত্তি দর্শনে যৌনআনন্দ পায়; কেহ বা কেবলমাত্র স্পর্শদ্বারা যৌনপ্রীতি লাভ করে; কেহ বা অন্য নরনারীর যৌনকার্য্য দর্শনেই যৌনতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে; কেহ বা অন্যকে স্বীয় জননেন্দ্রিয় উন্মুক্ত করে দেখায় এবং অন্যেও হয়ত তাহাকে তাহার যৌনদেশ দেখাইবে এই মিথ্যা আশায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দিত হয়; কেহ বা তার প্রিয়জনকে দারুণ আঘাতের দ্বারা জর্জ্জরিত করে যৌনআনন্দ লাভ করে ও sadist নামে অভিহিত হয়; অপর কেহ বা প্রিয়জনের হস্তে নিজেকে লাঞ্ছিত ও জর্জ্জরিত হতে দেখলে দারুণ যৌনআনন্দ অনুভব করে, ইহাদিগকে masochists বলে।

উপরে যতগুলি বিপরীত যৌনক্রিয়ার কথা বলা হইল তাহারা প্রত্যেকেই যৌনকার্য্যের মধ্যে ধর্ত্তব্য এবং প্রত্যেকটাই যৌনউম্মাদনায় উত্তেজিত এবং যৌনআনন্দদানে সমর্থ। সাধারণ যৌনক্রিয়া ও এই সকল অসাধারণ যৌনক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য বিশেষ কোথাও নাই। উভয় প্রকারের মধ্যেই সেই একই কামোত্তেজনা, সেই একই প্রেমপ্রীতি ভালবাসা, এবং সেই একই যৌনআনন্দ বর্ত্তমান। সৃষ্টির আদি সময় হতে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির নরনারীর মধ্যেই এই অসাধারণ যৌনক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। অশিক্ষিত ও বন্য জীবনেও যেমন ইহার প্রাচুর্য্য আছে, সুসভ্য

ও শিক্ষিত নরনারীর ভিতরও ইহা তেমি অপ্রচুর নয়। সুতরাং যাহারা বলেন যে 'all the perversions are signs of degeneration' তারা বড়ই ভুল করেন। পণ্ডিত **আইভান ব্লচ্‌ও** ঐ মতটাকে ভুল বলেই নির্ণয় করেছেন। অনেক দেশে আবার এইরূপ যৌনঅসাধারণত্ব ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ সাধারণ ব্যাপারের মধ্যেই ধরা হয় এবং জনসাধারণের মনে ইহার সম্বন্ধে আদৌ ঘৃণা লজ্জা বা কৌতুহল জন্মে না।

যৌনজীবনে পূরাকাল হতে কেবল একটীমাত্র রীতিকেই স্বাভাবিক বলা হইত এবং তাহার যেখানে অভাব দেখা যাইত তাহাকেই 'অস্বাভাবিক' নামে অভিহিত করিবার প্রথা ছিল। কিন্তু ঐ 'স্বাভাবিক রীতি'টী যে কি, কিভাবে কাজ শেষ করলে তাহা স্বাভাবিকভাবে করা হয়েছে বলা চলে তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা ছিল না এবং তাহা শিক্ষা দিবার কোনও বিধান দেখা যাইত না; ফলে সকলেই নিজ নিজ সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা তাহার একটা স্বরূপ ঠিক করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ বিষয়ের যতই পরীক্ষা হইতে লাগিল ততই দেখা গেল যে যৌনজীবনে কোনও নির্দ্দিষ্ট একটীমাত্র নিয়মাবলীভুক্ত স্বাভাবিকতার স্থান নাই। বিভিন্ন নরনারীর মধ্যে শতকোটী বিভিন্ন রীতিতে যৌনক্ষুধার তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট রীতি নাই এবং প্রকৃতির অপর ব্যাপারাদির ন্যায় বিভিন্নতাই ইহার মধ্যে স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট আছে। একদেশে যৌনকার্য্যের যেরূপ ধরণ ও রীতি, অন্যদেশের আবার তাহা নহে; এক জাতির যৌনক্রিয়ার যেরূপ ধারা, অন্য জাতির তাহা হইতে পৃথক; জাপানে যৌনকার্য্য যেভাবে সাধিত হয়, ফ্রান্সে তাহা হয় না; ইংরাজদের

মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় যৌনজীবন অতিবাহিত হয়, ভারতবর্ষের হিন্দুদের মতে তাহা হয়ত পরম পাপের ব্যাপার। ইহার কোনও স্থিরতা ও নিশ্চয়তা নাই এবং একথা প্রায় ধ্রুব সত্য যে 'There are as many patterns as there are individuals'.

কিন্তু কেবল একটামাত্র কথার দ্বারা 'অস্বাভাবিক যৌনকার্য্য' সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা করা হবে। এই জগতের চরাচর জীব রাজ্যের মধ্যে **প্রজনন কার্য্যই** সর্ব্ববিধ যৌনক্রিয়ার মূলে চিরন্তন সত্যরূপে নিহিত আছে এবং জীবরাজ্যে কেন লতাগুল্মউদ্ভিদাদির মধ্যেও ঐ **প্রজনন কার্য্যই** যৌনক্রিয়ার আসল উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পুষ্পের পরাগ ও রেণুতে যে যৌনমিলন তাহাও ফলধারণের অপূর্ব্ব মোহ মাত্র, এবং যাবতীয় পুংজীবের সহিত স্ত্রীজীবের যে যৌন সংঘটন, তারও মধ্যে ঐ একই ব্যাপার—**প্রজননের ইচ্ছা,** নিজেকে ব্যক্ত করিবার ও নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার প্রবল মোহ। সুতরাং অস্বাভাবিক যৌনকার্য্যাবলীর মধ্যেও যতক্ষণ প্রজনন ক্রিয়া অব্যাহত থাকে ততক্ষণ তাহাকে 'অস্বাভাবিক' বা abnormal এই আখ্যা দেওয়া উচিত নয়; তাহাকে যৌনক্রিয়ার বিভিন্ন মূর্ত্তি বলা চলে, ইংরাজীতে যাহাকে বলে deviations, অনেক যৌনবিজ্ঞানের পণ্ডিতকে এই বিষয়ে আমি ভুল করতে দেখেছি। নরনারীর যৌনমিলনকালে একটু এদিক ওদিক শয়নের পার্থক্য ঘটলে, বা যৌনক্রিয়ার এতটুকু তারতম্য ঘটলেই তাঁরা তাহাকে 'অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া' বলে নিন্দা করেন। আসলে কিন্তু মোটেই তাহা নহে। যতক্ষণ যৌনক্রিয়ার মূলে **প্রজনন ক্রিয়া** অব্যাহত থাকে ততক্ষণ তাহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। **প্রজনন ক্রিয়া** ও ইচ্ছা বাদ দিয়াও যৌনমিলনের প্রথা আছে; উহা শুধু

যে আইনানুমোদিত তাহা নহে, অনেক স্থলে উহা নরনারীর পক্ষে পরম মঙ্গলকর, অপরিত্যাজ্য, এবং এমন কি স্থানবিশেষে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভনিরোধ বিষয়ে আজকাল যথেষ্ট গবেষণা চলছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের মহিমায় আজ নরনারীর দুঃখের অনেক গুরুভার লাঘব হয়েছে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু তবুও প্রজনন ক্রিয়াটীর সম্ভাবনা যতই তিরোহিত হতে থাকে, সেই স্থলের যৌনমিলন কার্য্যটীকেও ততই অস্বাভাবিকতার শ্রেণীতে পড়তে হয়। ঠিক এই কথাই **হেবলক-ইলিস** বলেছেন যে 'But sexual activities entirely and by preference outside the range in which procreation is possible may fairly be considered abnormal ; they are deviations.'

অতীতকালে এমন একদিন ছিল যখন যৌনক্রিয়ার সামান্য ইতরবিশেষের জন্য তাকে শুধু 'অস্বাভাবিক' না বলে সেই নরনারীকে পাপী বলে গণ্য করা হোত ; ঐ অস্বাভাবিকতার নাম ছিল Perversions. এখনও যে ঐ ভাবটা একেবারে বদলে গেছে তা নয়, পুরানোপন্থীদের নিকট যৌনক্রিয়ার একরীতিত্ব এমন এক স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল ধারণা গঠন করেরেখেছে যে এখনও তাদের নিকট ইহার ইতরবিশেষ পাপ বলেই গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু এখন ঐ মত বদলাবার সময় এসেছে ; ঐ কর্ম্মের কর্ত্তাদের উপর 'অস্বাভাবিকতার' দোষারোপ করা এখন বিজ্ঞানানুমোদিতও নহে এবং নীতিঅনুমোদিতও নহে।

প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই যৌনমিলনের তারতম্য আছে ; প্রত্যেকেরই নিজস্ব যৌনক্ষুধা, যৌনস্পৃহা, যৌনতৃপ্তি ও যৌনমিলনের

একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে। নরনারীর এই যে একটা অস্বাভাবিক যৌনপ্রেরণা ও অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছা, ইহা সমাজসৃষ্টি ও সমাজ রক্ষার জন্য যে ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ ও মুখ্যতঃ কত দায়ী তাহা সমাজ-সেবীদের নিকট সুপরিজ্ঞাত। সমুদয় সৃষ্টিরাজত্বের মধ্যে, একটা অতি প্রবল বৈষম্যের ও বিরোধের বন্যা দিকবিদিক ভাসিয়ে দিবার ক্ষমতা লাভ করত, যদি না সমাজের প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছার একটা প্রবল ও শাশ্বত স্পর্শ বিরাজমান থাকত। যে করাল যৌনক্ষুধা, অস্বাভাবিকতার মাঝে তার ধ্বংশকর লেলিহান গ্রাসের শান্তি পায়, সেই উদ্দাম যৌনস্পৃহা স্বাভাবিকতার মাঝে তৃপ্তি পাবার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত থাকলে আজ সমগ্র বিশ্বের শান্তি রসাতলে যাইত এবং অতৃপ্ত যৌনক্ষুধার সর্ব্বনাশা আগুনে সমস্ত নরনারীর অন্তর পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইত।

এই যৌন-অস্বাভাবিকতা, যাহাকে ইংরাজীতে Deviation বলে, তাকে আর একটা নামেও অভিহিত করা যায়। 'Symbolism' বা 'erotic symbolism' যাহাকে 'erotic fetishism' বলে তাহাও এই Deviation বা অস্বাভাবিকতার রূপান্তর মাত্র। প্রিয়প্রিয়ার কোন দ্রব্যাদি দর্শনেই যৌনক্ষুধার উদ্রেক ও যৌনতৃপ্তি লাভ এই ধরণের অস্বাভাবিকতার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ প্রেমিকপ্রেমিকার নিকট তাহাই যৌনক্রিয়ার চরম ও পরম ঈপ্সিত। যাবতীয় যৌনক্রিয়ার অস্বাভাবিকতটা এইরূপ 'erotic symbolism' মধ্যে ধর্ত্তব্য। যে কার্য্য বা যে বস্তুটী সাধারণের চক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর, তাহাই এই নরনারীদের নিকট ভালবাসা বা প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক; সাধারণের চক্ষে যাহা

অতি তুচ্ছ ও নগণ্য, ইহাদের নিকট যৌনকার্য্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্যবান এবং এই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থটীর মধ্যেই তারা যেন তাদের প্রেমকে জীবন্ত ও জাগ্রত দেখিতে পায়।

কিন্তু এই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থটীকে নানাভাবে বিভাগ করে বর্ণনা করা যেতে পারে। মহামতি **হেবলক-ইলিস** ইহাকে ৩টী বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন; **প্রথমত** তিনি দেহের স্বাভাবিক বিভিন্ন অংশ লইয়া একটী শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং তাহার প্রথম ভাগে সাধারণ দৈহিক অবয়বাদির সহিত এই ধরণের অস্বাভাবিক যৌনাকাঙ্ক্ষা ও যৌনতৃপ্তির সম্বন্ধ দেখিয়েছেন। এই বিভাগে হস্ত, পদ, স্তন, কেশ, দৈহিক স্রাবাদি এবং গন্ধ দ্বারা যে যৌনতৃপ্তি আসে তাহা জানাইয়াছেন। ইহার ২য় বিভাগে তিনি অস্বাভাবিকতা যথা, খঞ্জত্ব, squinting, বসন্তর কলঙ্ক ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা ছাড়া, শিশুদের প্রতি যৌনক্ষুধা (paidophilia), বৃদ্ধত্বের যৌনআকর্ষণ (Presbyophilia), শবদেহের উপর যৌনমোহ (Necrophilia), এবং পশুদের প্রতি যৌনআকর্ষণ (Zoophilia) ইত্যাদিকে স্থান দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্বাভাবিকতার মধ্যে ১ম বিভাগে পোষাক পরিচ্ছদাদি যথা, জুতা, জামা, ষ্টকিং, রুমাল ইত্যাদি দ্বারা যৌনইচ্ছা ও যৌনতৃপ্তি আসার নিয়ম আছে এবং তাহারই ২য় বিভাগে ছবি ইত্যাদির দ্বারা যৌনক্ষুধার উদ্ভব হইয়া থাকে; ইহার নাম Pygmalionism.

উহার তৃতীয় শ্রেণীতে কতকগুলি কার্য্যের দ্বারা ঐ অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মটী পরিস্ফুট হয়ে উঠে, যথা প্রহার দ্বারা, দারুণ হৃদয়হীনতার কার্য্য দ্বারা এবং এমন কি কাহাকেও খঞ্জ বা অন্ধ

করার দ্বারা ও সর্ব্বশেষ কাহাকেও হত্যা করার মধ্যে যৌনক্ষুধার শান্তি আসে। কেহ কেহ স্বীয় লিঙ্গ দেশটী দেখাইয়া যৌনতৃপ্তি পায় (exhibitionism); কোনও রমণী তাহার স্তনযুগল লোক চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া তাহাদিগকে যৌনইচ্ছায় উত্তেজিত করে নিজে অসীম যৌনক্ষুধার তৃপ্তি অনুভব করে। ইহা ছাড়া নিজে প্রিয়তমর হাতে নির্য্যাতিত হয়ে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে অনেকে তৃপ্তিলাভ করে এবং পরম পরিতৃপ্তির সহিত বলে যে—

'এই কোরেছ ভালো, নিঠুর
এই কোরেছ ভালো
এম্নি করে হৃদয়ে আমার
তীব্র দহন জ্বালো।'

শুধু তাহাই নহে পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতিত হবার প্রবল আকর্ষণে তার প্রিয়কে সে বলে—

'আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।'

অবশ্য ভক্তকবির ভগবানোদ্দেশ্যে প্রেরিত ঐ প্রার্থনাগুলি যৌনজীবনেও প্রযোজ্য হতে পারে। তদ্ভিন্ন এইখানে দৈহিক গন্ধ, বা গলার স্বরও ধরা যেতে পারে; প্রিয়প্রিয়ার দেহের গন্ধ এবং কখনও বা চুলের সৌরভ যে যৌনকার্য্যে বিশেষ তৃপ্তি দেয়, তাহা প্রতিনিয়ত পরীক্ষিত হয়েছে। প্রিয়প্রিয়ার মোহন কণ্ঠস্বরও অনেকের কাছে উত্তেজনার শান্তি প্রদান করে। অনেকে লম্ফ দিয়া বৃক্ষারোহনের দৃশ্যে বা দোলনের দৃশ্যে যৌনক্ষুধা ও তাহার তৃপ্তি অনুভব করে ইংরাজীতে এই

অস্বাভাবিকতার নাম Scoptophilia অথবা Mixoscopia অথবা Voyeurism. প্রস্রাবক্রিয়ার মধ্যে যে যৌনআনন্দের অনুভবতা আসে তার নাম urolagnia এবং মলত্যাগকালে যে যৌনতৃপ্তি হয় তার নাম coprolagnia. ইহাদিগকেও এই শ্রেণীতে ধরা হয় এবং পশুমৈথুন দৃশ্যে যে অস্বাভাবিকরূপে যৌনক্ষুধার উদ্রেক হয় ও যৌনতৃপ্তি আসে তাহাকেও এই শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া চলিবে না।

উপরোক্ত 'অস্বাভাবিকতা'গুলি সর্ব্বত্রই যে সমান ভাবে দেখা দেয় তাহা নহে। কোথাও তাহা অতি স্বল্প পরিমানে নয়ন-গোচর হয় আবার কোথাও বা তাহাদের উদ্দামতা যুগপৎ ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করে। প্রিয়তমার কোনও বিশেষ অলঙ্কার, বা কোনও বিশেষ পোষাকপরিচ্ছদ বা এমনকি প্রিয়তমার কুঞ্চিত কেশদামের কোনও একটি মাত্র দর্শনে প্রীতিআনন্দ লাভ করা মোটেই 'অস্বাভাবিকতা' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অধিকাংশ পুরুষই প্রায় এই সব দৃশ্যে অতীব যৌনতৃপ্তি লাভ করে। আমি আমার অনেক কলেজের ছাত্ররোগীকে তাদের দারুণ মনোবিকারের সময়ে ও অনিদ্রার মাঝে, তাহাদের নব-পরিণীতা যুবতী পত্নীর প্রেমপত্রটীকে বুকে রাখিয়া আরামে নিদ্রা যাইতে দেখিয়াছি এবং এই কৌশলে তাদের উদগ্র যৌনক্ষুধার শান্তি বিধান করিয়াছি। প্রিয়তমার ব্যবহৃত রুমাল বুকে রাখা অনেক প্রেমিকের দৈনন্দিন কার্য্য। এই সকলের মধ্যে 'অস্বাভাবিকতার' কিছুই নাই। কিন্তু যখন আমি আমার একটি মনোবিকারের রোগীর কথা শুনাইব তখন ইহার 'অস্বাভাবিকতা' প্রকট হইয়া পড়িবে। এই রোগীটী একটি পরমাসুন্দরী যোড়শী

যুবতীর পাণিগ্রহনান্তর কার্য্যব্যপদেশে সুদূর বিদেশে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়। কিছুদিন ঐভাবে থাকিবার পর তাহার মস্তিষ্কবিকৃতির সামান্য সামান্য লক্ষণ দেখা দেয়। বহুদিন ধরিয়া তাহার কবিরাজী মতে নানান চিকিৎসাতেও কোনও ফল হয় নাই। সর্ব্বশেষ অমাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে রোগীটীর চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। আমি ২।৩ দিন তার সঙ্গে দিবা রজনী যাপন করি ও তাহার সমস্ত কার্য্যাবলী অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে থাকি। ব্যবহারিক জীবনে তাহার অন্য কোনও ক্ষিপ্ততা দেখা যাইত না, কেবলমাত্র সে তাহার স্ত্রীর দর্শন মোটেই সহ্য করিতে পারে নাই; ক্রমে ক্রমে সে তাহার দারুণ নিষ্ঠুর কার্যাবলীর দ্বারা তাহার স্ত্রীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছিল। তাহার সমস্ত আক্রোশ কেবলমাত্র স্ত্রীর উপর। তাহার সহিত সহবাস'ত দূরের কথা তাহাকে দেখিলেই সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত ও তাহাকে প্রহার করিতে ব্যস্ত থাকিত; স্ত্রী কিন্তু অপরূপ-রূপলাবণ্যস্বাস্থ্যবতী অষ্টাদশী যুবতী এবং স্বামীপ্রেমে উন্মাদিনী। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীতে একমাসকাল উদ্দাম যৌন-লীলায় এক দিবারাত্রব্যাপী অসংযম জীবন যাপন করে এবং তাহার পরই স্বামীকে কর্ম্ম-ব্যপদেশে সুদূর বিদেশে বাধ্য হইয়া যাইতে হয় এবং সেখানে দারুণ বিরহের মাঝে তাহার একাদিক্রমে দেড় বৎসরকাল কাটে। তাহার পর তাহার মাথার গোলমাল দেখা দিতেই তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনা হয়।

তাহার জীবন যাত্রার প্রণালী ও কার্য্যাবলী অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার কালে আমি একটি অতি অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করি। দারুণ ক্ষিপ্ততার ও উদ্দামতার পরই সেই

রোগী তাহার নিভৃত শয়নকক্ষে একা প্রবেশ ক'রে তাহার বিবাহকালের স্ত্রীয়ের 'ফটো' খানিকে তীব্র ভাবে বুকে আলিঙ্গন করে ও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়। ঐ বিষয়টীকে ইতিপূর্ব্বে কেহই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করে নাই। যাহা হউক তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করণান্তর তাহার নিকট যখন আমি পূর্ণ বিশ্বাসী ও প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইলাম তখন সে আমাকে তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে লাগিল। একটি কথা অতি প্রয়োজনীয়, তাহা এই যে সে তাহার স্ত্রীয়ের ফটোখানিকে বুকে রাখিলেই তাহার সমুদয় ক্রোধ ও ক্ষিপ্ততার উপশম অনুভব করিত এবং শুধু তাহাই নহে উহাতে তাহার দারুণ যৌনউত্তেজনা আসিত এবং এমন কি কিছুক্ষণের মধ্যে তার orgasm প্রকাশ পাইয়া তাহার যৌনক্ষুধার এক অতি গভীর শান্তি মনে-প্রাণে ছড়াইয়া পড়িত; তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাহার ঐ গভীর নিদ্রা।

এই ব্যাপারটিকে একটি অতি গভীর যৌন-কার্য্যের অস্বাভাবিকতার মধ্যে ধরিতে হইবে। ইহাকে পূর্ব্বোক্ত Pygmalionism (iconolagnia) নামেও অভিহিত করা যায়। ঐ রোগীটীকে মনোবিজ্ঞান ও Phycho-Analysis সাহায্যে চিকিৎসা করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করিয়াছিলাম। অবশ্য হোমিওপাথি ঔষধ ঐক্ষেত্রে আমার বড়ই সাহায্যকারী হইয়াছিল। এই রোগীতত্ত্বটীতে **ফ্রয়েডের** কথাটীর সত্যতা আরো বেশীভাবে জানা যায় 'That privations in normal sexual satisfactions may lead to the development of neurosis.'

কিন্তু এইখানে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে Symbolism ব্যাপারটা প্রধাণতঃ পুরুষদেরই মধ্যেই দেখা যায়। পণ্ডিত **ক্রাফট্-এবিং** (Krafft Ebing), তাঁহার (Phychopathia Sexualis) নামক পুস্তক মধ্যে জানিয়েছেন যে তিনি স্ত্রীলোকদের মধ্যে erotic fetishism কোথাও দেখেন নাই। তবে **মোল** (Moll) এই সম্বন্ধে একটু পৃথক মত প্রকাশ করেন; তিনি বলেন যে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও ইহা সময়ে সময়ে দেখা যায়। সৈন্তদের পোষাকের দৃশ্য অনেক নারীর মধ্যে যৌনক্ষুধার উদ্রেক করিয়াছে। ইহা ছাড়া Kleptolagnia নামক অস্বাভাবিক যৌনব্যাধিটা কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের মধ্যেই পাওয়া যায়। ইহাতে নারী তাহার প্রিয়তমর কোনও দ্রব্যবিশেষে এতই যৌন-উত্তেজনা অনুভব করে যে সে সেই দ্রব্যটীকে চুরি করিতেও ইতস্ততঃ করে না; এবং এই চৌর্য্যবৃত্তির সঙ্গে সেই নারীর যৌন-উত্তেজনা এতই প্রবলভাবে জড়িত থাকে যে অতি অভিজাত্যবংশীয়া রমণীও উক্তপ্রকার হীন চৌর্য্য-বৃত্তিকালে এক অব্যক্ত যৌন-উত্তেজনার মহিমায় মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃতা হইয়া পড়েন।

শিশুজীবনে যৌনাস্বাভাবিকতা।

যৌনকার্য্যে অস্বাভাবিকতার যতগুলি সংখ্যা আছে **'মলমুত্র-কার্য্যে যৌনানন্দলাভ'** তাহার মধ্যে প্রথম। শিশুজীবনেও সর্ব্বপ্রথম ঐ দুই কার্য্যের দ্বারা যৌন-উত্তেজনা ও যৌনতৃপ্তির ইঙ্গিত দেখা যায়। ইংরাজীতে ঐ দুই প্রকার অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছার নাম **Urolagnia এবং Coprolagnia.**

এই বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার আগে, আমি বিখ্যাত পণ্ডিত ও ডাক্তার ফ্রয়েডের মতামত সম্বন্ধে ২।১টা কথা জানাতে চাই। ফ্রয়েড বলেন যে যাবতীয় অস্বাভাবিক যৌন-উন্মাদনার প্রথম উৎপত্তিস্থল হচ্ছে শিশুজীবনের মধ্যে, এবং শিশুরাই উহা সর্ব্বপ্রথম আয়ত্ত ও অভ্যাস করিবার চেষ্টা পায়। তাই তিনি একটী সত্যবাণী প্রচার করলেন যে "In short, *perverted sexuality* is nothing else but *infantile sexuality*, magnified and separated into its Component parts.' প্রথম দৃশ্যে এই কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয় এবং শিশুদের জীবনেও যে যৌনধর্ম্ম আছে তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা যায় না; কিন্তু এই বিষয়ের সম্বন্ধেও ফ্রয়েড বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছেন; তিনি বলিলেন "That children should have no sexual life—Sexual excitement, needs, and gratification of a sort—but that they suddenly acquire these things in the years between twelve and fourteen would be, apart from any observation at all, biologically just as inprobable indeed, nonsensical, as to suppose that they are born without genital organs which first begin to sprout at the age of puberty" শিশুরা যে ১২।১৪ বৎসরের মধ্যেই যৌন সম্বন্ধে প্রথম ধারণা লাভ করে ইহা সত্য নহে; এই বয়সে অবশ্য তাদের মধ্যে জন্মদান উপযোগী ভাবধারা (reproductive function) প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। যৌনকার্য্য এবং জন্মদানকার্য্য

এই দুইটী বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে গোলমাল করিলেই ঐ ভ্রান্ত মত আসিয়া হাজির হইবে।

কিন্তু শিশুজীবনে যৌনক্রিয়ার প্রথম উন্মেষ কেমন করিয়া হয় তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। এই সূত্রে ফ্রয়েড তাঁহার বিখ্যাত কথাটী ব্যবহার করেছেন; সেটীর নাম *Libido.* এই Libidoর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'In every way analogous to *hunger,* 'Libido' is the force by means of which the instinct, in this case the sexual instinct, as, with hunger, the nutritional instinct achieves expression" ইহাকে বাংলায় 'যৌনক্ষুধা' বলা চলে; ইহা সর্ব্বপ্রকারে দৈহিকক্ষুধার অনুরূপ। শিশুর প্রথম যৌনউত্তেজনা তাহার জীবনধারণের জন্য অন্যান্য অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্মের সঙ্গেই প্রথম প্রকাশ পায়। ইহার জীবনধারণের জন্য কার্য্যাবলীর মধ্যে স্তন্যপান প্রধান। এই স্তনপানের পর শিশু মায়ের বুকে কেমন সম্পূর্ণ শান্তির সহিত নিদ্রা যায়! এই যে সম্পূর্ণ শান্তির ও তৃপ্তির ছবি, ইহা তাহার পরবর্ত্তী জীবনে যৌনক্রিয়ার পরের যৌনতৃপ্তি ও যৌনউন্মাদনার শান্তির অনুরূপ। অনেক সময় ক্ষুধা না থাকিলেও শিশু ঐভাবে চুষিতে থাকে (ইংরাজীতে ইহাকে বলে ('lutschen' বা 'ludelon') এবং চুষিতে চুষিতেই সে পুনরায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়। সে স্তন্যপান করুক বা না করুক, এইরূপ চুষিবার একটা প্রবল উন্মাদনা ও চুষিবার পরে সেই উন্মাদনার একটা গভীর শান্তি অনুভব করে। ক্রমে ক্রমে সে প্রতি ঘুমের আগেই একবার ঐ মত চুষিতে আরম্ভ করে—অনেক সময় দুধের বোতলের মুখ, মাইপোষ, মাতৃস্তন্য বা এমন কি নিজ

হাতের মুঠা বা আঙ্গুলও চুষিতে চায়। বুদাপেষ্ট সহরের এক বৃদ্ধ ডাক্তার **লিগুনার** সর্ব্বপ্রথম শিশুদের মধ্যে ঐ কার্য্যটীর সঙ্গে যৌনআনন্দের মিল আছে তাহা প্রমাণ করেন। শিশুরা যে ঐ কার্য্যের দ্বারা একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করে সে সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ মত নাই। শিশুর পিতামাতা বা পরিচারিকা খুব ভালো করেই জানেন যে শিশুকে শান্ত করিবার পক্ষে ঐ কৌশল কতই সুবিধাজনক। ইহা প্রথম প্রথম ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু স্তন্যপান করার জন্যই আরম্ভ হলেও পরে কিন্তু পানাহার ব্যতিরেকেও ইহা দ্বারা শিশুরা আনন্দ উপভোগ করবার জন্য চেষ্টিত থাকে। এই আনন্দদানের প্রধান সহায়ক অঙ্গ হয় 'মুখ ও ঠোঁট', এইভাবে চুষিবার উন্মাদনাটাই যৌন উন্মাদনার অপর মূর্ত্তি মাত্র।

শিশু যদি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত তা হইলে অতি উচ্চকণ্ঠে সে ঘোষণা করিত যে মাতার স্তনটীকে চুষা তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। তারপর মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে এই মাতৃস্তন্য চুষিবার প্রবৃত্তি হইতেই তাহার পরবর্ত্তী জীবনের যাবতীয় যৌনউত্তেজনার সৃষ্টি হয়। **ফ্রয়েড** বলেন "Sucking at the mother's breast (*Saugen*) becomes the point of departure from which the whole sexual life developes, the unattainable prototype of every later sexual satisfaction, to which in times of need phantasy often enough reverts". মাতৃস্তন টানবার সঙ্গে সঙ্গেই 'স্তন' জিনিষটার উপর তাহার এক অভাবনীয় মোহ জন্মে এবং ইহাও তাহার পরবর্ত্তী

জীবনে যৌনব্যাপারের প্রধান অঙ্গ হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে স্তনটী চুষা ছাড়িয়া শিশু নিজ বৃদ্ধঅঙ্গুলি চুষিতে আরম্ভ করে বা তাহার নিজ জিহ্বাটীকেও চুষিতে থাকে; এইরূপে সে তাহার নিজ দেহে আনন্দবিধায়ক অঙ্গাদির পরিচয় পায়। ঐ আনন্দ-বিধায়ক অঙ্গাদির কার্য্যকারিতা সর্ব্বত্র সমান নহে; এবং তাই পরীক্ষা করিতে করিতে শিশু নিজ জননেন্দ্রিয়ের সন্ধান পায়, যথাকার উত্তেজনা ও আনন্দ, তাহার মনেপ্রাণে এক অপূর্ব্ব মাদকতা সৃষ্টি করে। এইরূপে শিশু হস্তমৈথুনরূপ যৌনক্রিয়ার আস্বাদন পায়।

মাতৃস্তন্য টানিবার সঙ্গে শিশু নিজ পুষ্টিহেতু ক্ষরিত দুগ্ধ পান করে এবং ঐ সময় 'স্রাব' জিনিষটার সম্বন্ধে তার একটা অনুভূতি আসে। ক্রমে তারা নিজ নিজ মলমূত্রস্রাব সম্বন্ধে অনুরূপ অনুভূতি লাভ করে এবং মল ও মূত্রকে তাহারা ক্রমে ক্রমে একটা অভুতপূর্ব্ব আনন্দ ও সুখ দিবার বস্তু বলিয়া জানিতে পারে। লোকের শিক্ষাদানের ফলে ঐ কার্য্যগুলিকে সে গুপ্তভাবে করিবার জন্য শিক্ষা পায় এবং ইহাতেও সে একটা নূতনত্ব অনুভব করে। নিজের মলমূত্র সম্বন্ধে তাহার নিজের কোনও ঘৃণা থাকে না। সে সেই জিনিষগুলিকে তার নিজের দেহের অংশ বলেই ধরে এবং সহজে সেগুলিকে বাহিরে আসিতে দেয় না এবং ক্রমে ক্রমে সে বাহ্যে বা প্রস্রাবটাকে তাহার গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া মনে করে।

মলত্যাগকালে যৌন উত্তেজনার অনুভূতি, মলমূত্রাদিকে গৌরবময় কার্য্যের মধ্যে গণনা, গুহ্যদ্বারকে যৌনকার্য্যের প্রধান সহায়ক অঙ্গস্বরূপ গণ্য করা প্রভৃতি ব্যাপারকে বাহ্যদৃষ্টে যতই তুচ্ছ ও

হাস্যজনক বলিয়া মনে হৌক প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষার দ্বারা ইহাদের সত্যতা অবিসংবাদিতভাবে জানা গিয়াছে। পুংমৈথুন কার্য্যে গুহ্যদ্বার যে যোনিদেশের কার্য্য করে ইহা ত' গল্প নহে? অনেক ব্যক্তি তাহাদের বেশী বয়সেও, মলমূত্রাদি কার্য্যে যে যৌনআনন্দ পাওয়া যায় তাহা স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না। ছেলেরা একটু বড় হবার পর অনেক সময় স্বীকার করে ও ঐ সব আনন্দের কথা প্রকাশ করে। অবশ্য এ কথা সত্য যে শিশুর যৌনজীবনটা অস্বাভাবিক যৌন-জীবনের সঙ্গেই ধর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বেও অনেকবার বলেছি এবং এখানেও বলছি যে, যে সকল যৌনকার্য্যের মধ্যে জন্মদানের ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই, তাহাই 'অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার' মধ্যেই ধর্ত্তব্য। "This is actually the criterion by which we judge whether a sexual activity is perverse if it departs from reproduction in its aims and pursues the attainment of gratification independently". ঐ জন্মদান ক্রিয়াটীর অনুপস্থিতি যেখানে থাকিবে, সেই যৌনক্রিয়াটীই 'অস্বাভাবিক ও ঘৃণ্য যৌনক্রিয়া' বলিয়া ধরিতে হইবে।

শিশুজীবনে যৌনভাব গঠিত হয় তাহার নানা মানসিক ও বিবেকপ্রসূত জ্ঞানাদির সহায়তায়। তাহার উক্ত স্বয়ম্ভূত জ্ঞানও instinct দ্বারা গঠিত যৌনইচ্ছাদির তৃপ্তি সাধন করিতে তাহার নিজদেহ বা অন্যান্য বাহ্যিক বস্তু যথেষ্ট সাহায্য করে। নিজদেহ মধ্যে তাহার জননেন্দ্রিয়টী অতি সত্বর ঐ কার্য্যে প্রধান আনন্দপ্রদ যন্ত্ররূপে তাহার নিকট ধরা দেয়। অনেকের নিকট

নিজদেহে বা নিজ জননেন্দ্রিয়ের মধ্যেই যৌনক্ষুধার তৃপ্তিলাভ, শিশু বয়সে মাতৃস্তন্য পানকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়সেও সমানভাবে চলিয়া থাকে। যুবাবয়সে হস্তমৈথুনের দ্বারা যৌনসুখ পাওয়া খুব বেশী সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই অভ্যাসে পরিণত হয়; ঐ সময়কার এই ব্যাপারটীকে onanism of necessity বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু যুবাবয়সে নহে ক্রমে ক্রমে ঐ অভ্যাস প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের সীমাও পার হইয়া, অপ্রতিহত বেগে আজীবন ধরিয়া চলে।

কিন্তু শিশুজীবনে যৌনসম্বন্ধে চিন্তা, কল্পনা ও কৌতূহল কেমন করিয়া জন্মিয়া থাকে তাহাও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে এক অতি চিন্তার বিষয়। শিশুজীবনে যৌনকৌতূহল উৎপত্তি হয় এমন কি অনেকক্ষেত্রে ৩ বৎসর বয়সেরও পূর্ব্বে। ফ্রয়েড বলেছেন যে 'Infantile sexual curiosity begins very early sometimes before the third year.' ঐ কালে শিশু-জীবনে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধে পৃথক ধারণা থাকে না; বালক শিশু, তাহার ন্যায় সকল শিশুর মধ্যেই পুংলিঙ্গটীর অস্তিত্ব অনুভব করে; ঐ সময় যদি ঐ শিশু দৈবাৎ কোনও ক্ষুদ্র ভগ্নীর বা খেলার সঙ্গিনীর যোনিদেশটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে উহা তাহার দৃষ্টিবিভ্রম বলে ভাবে, যেহেতু মানুষের মধ্যে তাহার মত ঐ লিঙ্গদেশটী না থাকা তাহার নিকট আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে দেখে যে সত্যই তাহাদের মধ্যে অপর একটী অদ্ভুত অঙ্গ আছে এবং এই সত্যজ্ঞানের তীব্র বিভৎসতায় বালকশিশু ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে ও এই জ্ঞানলাভ হইতেই তাহার মনোরাজ্যে এক অভিনব চাঞ্চল্য ও স্নায়ুরাজ্যে এক দুরন্ত

ঝটিকা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। মনোবৈজ্ঞানিক বলেন যে—"He comes under the dominion of the *castration complex.* which will play such a large part in the formation of his character if he remains healthy, and of his neurosis if he falls ill, and of his resistences if he comes under analytic treatment." সুতরাং এইখান হইতেই ভবিষ্যতের যাবতীয় মনোবিশৃঙ্খলা ও স্নায়ুবিকারের বীজ প্রথম প্রোথিত হইতে আরম্ভ হইল।

শিশু-বালিকাদেরও এই অবস্থার বিভিন্ন স্তর আছে। বালিকারা তাহাদের ছোট ছোট ভাইদের বা খেলার সাথীদের মধ্যে একটী অপরূপ যন্ত্রের দেখা পায় এবং বালকের লিঙ্গটী তাহাদের মনে এক অভিনব চিন্তার ধারা আনয়ন করে। তাহাদের ঐ অমূল্য অদ্ভুত অঙ্গটী না থাকার জন্য তাহারা মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হয় এবং এমন কি তাহারা ঐ সুন্দর অঙ্গটীর অধিকারী বালক-বৃন্দকে মনে মনে হিংসা করতে থাকে। এইরূপে, অনেকক্ষেত্রে রমণীদের ভবিষ্যৎ জীবনে, দারুণ মনোবিকারে মধ্যে তাহাদের পুরুষ হইবার ইচ্ছা, এবং এমন কি পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবার কামনা দেখা দেয়। ঐপ্রকার neurosis রোগিণীর আদি ইতিহাসে এই বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচয় নিশ্চয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বালিকার ভগাঙ্কুর বা clitorisটী দৃশ্যতঃ তাহার শিশু সাথীদের লিঙ্গটীর সমতুল্য। এই ভগাঙ্কুর বা clitoris, নারীদের মধ্যে যে অদ্ভুত যৌন-উত্তেজনা ও শান্তি আনয়নে সমর্থ তাহার প্রথম নিদর্শন এই অতিবালিকা বয়সেই পাওয়া যায়; তাহারা

এই সময়ে উক্ত ক্লিটোরিসটীকে সামান্য স্পর্শ করিলেই এক স্পন্দন ও চাঞ্চল্য শিহরণ অনুভব করে। ক্রমে ক্রমে সমুদয় যোনীদেশটীই তাহাদের নিকটে এক অভূতপূর্ব্ব সুখ প্রদানের যন্ত্ররূপে দেখা দেয় এবং কখনও বস্ত্রের চাপে, কখনও বাহুদ্রবাদির স্পর্শে এবং কখনও বা স্বীয় অঙ্গুল ইত্যাদির দ্বারা সে এই অব্যক্ত আনন্দ লাভ করিবার চেষ্টা করে।

তারপর, শিশুজীবনে যৌনকৌতুহল জাগাইয়া তুলে জন্মদান বা প্রসব ব্যাপারের নূতন সমস্যা। সেই অতি বিখ্যাত *Thaban Sphinx* ব্যাপারের মূলেও এই একই সমস্যা বর্ত্তমান। প্রথম প্রথম এই প্রসব ব্যাপারটীকে শিশু মোটেই ভাল নজরে দেখে না যেহেতু ইহা দ্বারাই আবার এক নূতন অতিথির সমাগম হবে এবং তাহার সর্ব্ববিধ স্নেহভালবাসা ও আহারবিহারের মাঝে সেও একভাগ দাবী করিবে। প্রথম প্রথম সে আদপেই বুঝিতে পারে না কি করিয়া এমন হয়? কি করিয়া নূতন শিশুর আগমন দেখা দেয়? বয়স্থ ব্যক্তিরা নানাপ্রকার মিথ্যা কথা দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ত ভুলাইতে চায়; কেহ বলে আকাশ হতে স্বর্গদূত এসে তোমার মায়ের কোলে এইটীকে দিয়ে গেছে। ইংরাজরা ছেলেকে ভোলান এই বলে যে Stork brings the babies; কিন্তু বালকের মনে ঐসকল রূপকথা স্থান পায় না; সে নিজে নিজেই ঐ সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত থাকে অথচ তাহার অপরিপুষ্ট জ্ঞানের দ্বারা সে সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। সে কখন ভাবে যে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে বিশেষ কোনও দ্রব্য আহারের ফলেই শিশু জন্মগ্রহণ করে, কারণ তখনও সে জানে না যে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেই গর্ভধারণ করিতে ও প্রসব করিতে সক্ষম। সে যখন ঐ

কথাটী বুঝতে পারে তখন 'আহারের দ্বারা গর্ভ হওয়া ও প্রসব করা' কথাটী ভুলিয়া যায়। আরো পরে সে বুঝতে পারে যে জন্মদানের ব্যাপারে তাহার পিতা জড়িত আছেন। কিন্তু পিতার কোন কার্য্য দ্বারা মাতার গর্ভে পুত্র জন্মে তাহা সে তখনও স্থিরনিশ্চয় করিতে পারে না। যদি দৈবাৎ সে কোনও দিন তাহার মাতার সহিত তাহার পিতার যৌনক্রিয়া দর্শন করে তখন সে ভাবে যে মা ও বাবার মধ্যে বুঝিবা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং বাবা মাকে আহত ও পরাজিত করিতেছে—এইখানেই ভবিষ্যৎ অস্বাভাবিক যৌনজীবনের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়; 'Sadistic misconception of coitus' এইখানেই প্রথম, মানবের মনে অঙ্কুর প্রোথিত করে এবং ভবিষ্যৎ অস্বাভাবিক যৌনক্ষুধার মধ্যে অনেকেই তাই প্রিয়র হাতে লাঞ্ছিত ও আহত হয়েই অভূতপূর্ব্ব যৌনসুখ অনুভব করে। কিন্তু তখনও সে, এই কার্য্যটার দ্বারা যে জন্মদান হয় তাহা কোনও মতেই বুঝিতে পারে না। আরো পরে সে বুঝিতে পারে যে পুংজননেন্দ্রিয়টী জন্মদানকার্য্যে বিশেষকোনও কার্য্যসম্পাদন করে, কিন্তু সে কার্য্যটী যে কি, কেমন করিয়া কি করিতে হয়, তাহা সে কোনও মতেই বুঝিতে পারে না যেহেতু পুংজননেন্দ্রিয়টী তাহার নিকট কেবলমাত্র প্রস্রাব করিবার যন্ত্র বলিয়া বিদিত রহিয়াছে। কিন্তু শিশুরা এই জিনিষটা বরাবরই জানে যে পেটের মধ্যেই শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং বাহ্যে নির্গত হওয়ার মতই শিশুও নির্গত হয়। এইরূপে বাহ্যে প্রস্রাবক্রিয়ার সঙ্গে শিশুদের মনে একটা অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছা জড়িত হতে দেখা যায় এবং ইহাই ক্রমে তাহার মধ্যে Urolagnia এবং Coprolagnia রূপে প্রকাশ পায়।

যৌনকার্য্যের মধ্যে যেমন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুইটী বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং যে কার্য্যের দ্বারা জন্মদান করা হয় তাহাই স্বাভাবিক যৌনকার্য্য, এবং যে কার্য্যের সঙ্গে জন্মদানের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহাই অস্বাভাবিক যৌনকার্য্য, এমনকি তাহা যৌনকার্য্যই নহে, এইরূপ যে মত সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, যৌনবিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে ঐ শ্রেণীবিভাগের কোনও মূল্য নাই। সাধারণতঃ লোকে 'Sexual' বা যৌন জিনিষটাকে 'Pertaining to reproduction' বা জন্মদানক্রিয়ার সহিত এক করিয়া দেখে, তাহারা জননেন্দ্রিয়ের পরস্পর মিলন ইত্যাদি ক্রিয়াকেই যৌনক্রিয়া বলে অভিহিত করে; কিন্তু মনোবিজ্ঞানে বা যৌনবিজ্ঞানে 'জন্মদানক্রিয়া' বা এমনকি জননেন্দ্রিয়ের অসংযুক্ত ক্রিয়াকেও 'যৌনক্রিয়া' বলিয়া জানিতে হইবে এবং সেইজন্যই **ফ্রয়েড** বলিয়াছেন 'In view of them alone we are justified in maintaining that sexuality and the reproductive function are not identical, for they one and all abjure the aim of reproduction ?

কিন্তু অস্বাভাবিক যৌনকার্য্যগুলিকেও কেন প্রকৃত যৌনক্রিয়ার মধ্যে ধরিতে হইবে তাহার নির্ণয় করিতে যাইলে প্রথমেই আমাদের চক্ষে পড়িবে যে অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তিলাভের মধ্যেও, প্রকৃত ও স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার পর যে orgasm ও রেতঃপাত ঘটে এবং তদ্ধেতু যে আলস্য, শান্তি ও আনন্দ আসে, ঠিক সেই orgasm, রেতঃপাত ও যৌনতৃপ্তির আগমন হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের অস্বাভাবিক যৌনপ্রক্রিয়াদি মধ্যে ঠিক প্রকৃত যৌনসহবাসের মত শুক্রপাত ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শিশুদিগের মধ্যে শুক্রগঠন না হওয়া হেতু

ঠিকমত শুক্রপাত না ঘটিলেও ঠিক সেই ধরণের অন্যান্য দৃশ্য দেখা দেয়। এই কারণেই শিশুদের ঐ কার্য্যের পর মূত্রত্যাগেচ্ছা বা প্রকৃত মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে।

যৌন অস্বাভাবিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে হইলে ইহাও বলিতে হয় যে অতি স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার মধ্যেও অস্বাভাবিকতার কোনও-না-কোনও স্পর্শ আছেই আছে। 'চুম্বন' ক্রিয়াকেও অস্বাভাবিকতার মধ্যে ধরিতে হয় কেননা ইহারা দুইটী বিভিন্ন জননেন্দ্রিয়ের সংমিলন নহে, ইহা দুইটী একই আনন্দবিধায়ক ইন্দ্রিয়ের সহমিলন মাত্র; কিন্তু 'চুম্বন'কে ঐ জন্য অস্বাভাবিকতার মধ্যে ফেলা যায় না, যেহেতু প্রিয়প্রিয়ার চুম্বন কার্য্যটীকে Perverse বা 'অস্বাভাবিক যৌনকার্য্য' বলিয়া ধরিলে, স্বাভাবিক যৌনকার্য্যের পনেরো আনাই অস্বাভাবিকতার মধ্যে চলিয়া যায়। কিন্তু 'চুম্বন' প্রকৃত পক্ষে অতি সভ্যতাসূচক যৌননিদর্শন।

কিন্তু চুম্বন কার্য্যটীও স্থল বিশেষে অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পায়। অনেক নরনারী চুম্বনের দ্বারা এতই যৌনক্রিয়ায় উত্তেজিত হয় যে তাহারা শুধু চুম্বনের দ্বারাই প্রকৃত সহগমনের সুখ অনুভব করে—এমনকি চুম্বন করিতে করিতেই তাহাদের orgasm ও রেতঃপাত ঘটে ও যৌনউত্তেজনার পরম পরিতৃপ্তিসহ স্বর্গীয় শান্তির পরশ পায়। এইখানেই 'চুম্বন' কার্য্যটী প্রকৃত অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া রূপে বিবেচিত হইবে। আবার কোথাও দেখা যায় যে শুধু দর্শনের দ্বারা, এবং এমন কি স্পর্শের দ্বারাও কেহ কেহ অভাবনীয়রূপে যৌনউত্তেজনা ও যৌনআনন্দ অনুভব করে; কেহ কেহ বা দারুণ উত্তেজনার সময়ে কামড়াইয়া থাকে বা চিম্‌টি কাটে; নারীর স্তনস্পর্শে বা ভগাঙ্কুরের ঘর্ষণে অব্যক্ত যৌনউত্তেজনা আসে; কিন্তু এই গুলিকে স্বাভাবিক

যৌনক্রিয়া হইতে বাদ দিলে বাকী কি থাকে? তাই **ফ্রয়েড** বলিয়াছেন 'rather, it becomes more and more clear that what is essential to the perversions lies, not in the over stepping of the sexual aim, not in the replacement of the genitalia, not always even in the variations in the object, but solely in the *exclusiveness* with which these deirations are maintained, so that the sexual act which serves the reproductive process is rejected altogether?' অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়াদি না হইলে যখন স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার মহিমা থাকে না, চুম্বন-আলিঙ্গনাদি ব্যতিরেকে যখন স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার সম্ভাবনা অতি কম, তখন এই সকল অস্বাভাবিকতাগুলি যতক্ষণ স্বাভাবিকতার সাহায্য স্বরূপে কার্য্য করে ততক্ষণ তাহাদিগকেও স্বাভাবিকতার মধ্যেই গণ্য করা অতীব বাঞ্ছনীয়। এমন কি নরনারীর জীবনে এই সব অস্বাভাবিক যৌন-ক্রিয়াদিরই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব অস্বাভাবিকতার মধ্যে কতক চলিয়া যায় এবং অপর কতক গুলি নতুনভাবে যোগ দেয়, এবং এইরূপ মিলিত হইয়া এক নতুন যৌনক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায় যাহার মধ্যে '**জন্মদানক্রিয়াটী**' অভিনব ভাবে যৌনক্রিয়াকে উত্তেজিত, প্রবুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

শিশুদের মধ্যে তৃতীয়বর্ষ বয়ক্রমের সময় হইতে যৌনজীবন আরম্ভ হয় ইহা এক্ষণে বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; ঐ সময় হইতেই শিশুদের জননেন্দ্রিয়ে উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায়; হস্তমৈথুনের স্পৃহাও পরে শিশুদের মধ্যে জন্মলাভ করে। ঐ সময় হইতেই তাহারা

স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ ও স্ত্রী পুরুষভেদে প্রীতি অপ্রীতি অনুভব করে; এবং ঐ সময়েই তাহারা ভালোবাসাবাসি করা, ঘৃণা করা, ও হিংসা করা প্রভৃতি বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচয় দেয়।

শিশুদের ছয় বৎসর হইতে অষ্টম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়টাতে যৌনউন্মাদনার হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না; এই সময়টাকে 'latency period' বলা চলে। কিন্তু তাহাদের তৃতীয় বৎসর বয়স হইতে যে ভাবে যৌনজীবন আরম্ভ হয় তাহাতে বয়স্কদের যৌন জীবনের মূলভাবধারার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কেবল একটী বিষয়েই পার্থক্য দেখা যায়—"It is differentiated from the latter, as we already know, by the absence of a stable organization under the primacy of the genital organs, by inevitable traits of a perverse order, and of course also by far less intensity in the whole impulse." কিন্তু ঐ ভাবের যৌনক্ষুধার ক্রমবৃদ্ধি এই সময়ের পূর্ব্বেই দেখা যায়। Neuroses বা স্নায়বিক রোগীদের পরীক্ষা দ্বারা মনোবিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় এই যৌনক্ষুধার উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি ধরা গিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যায় যে শিশু যৌনজীবনের প্রথম অধ্যায়ে 'Pre-genital' ভাব, অর্থাৎ যৌনযন্ত্রাদিবিযুক্ত যৌনউত্তেজনার ভাব প্রকাশ পায়; ঐ কালে জননেন্দ্রিয় হইতে উত্তেজনার প্রথম সুরু হয় না, তবে গুহ্যদ্বারে বা sadistic ধরণে যৌনজীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়; তখন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ ও পার্থক্য থাকে না। ঐ সময় যাহাকে পুরুষভাবাপন্ন বা masculine ধরা হয় তাহা কেবল তখনকার প্রভুত্বের অভিব্যক্তি মাত্র এবং অতি শীঘ্রই তাহা

'নিষ্টুরতা' সহ প্রকাশমান হয়। ঐ সময়ে দর্শন দ্বারা যৌন আনন্দ লাভ (Skoptophilia) প্রথম জানা যায় এবং কৌতুহলবৃত্তি শতগুণ বৃদ্ধি হয়। ঐ কালে জননেন্দ্রিয় দ্বারা মূত্রত্যাগ, কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয় দ্বারা যৌনকার্য্যের স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

এইরূপে শিশুজীবনে সর্ব্বপ্রথম মুখবিবর যৌনকার্যের সহায়ক হয়; ইহা তাহার মাতৃস্তন্যপানকালেই সর্ব্বপ্রথম অনুভূত হইয়া থাকে; তাহার পরেই তার মলমূত্র-স্রাবের সঙ্গে যৌনতৃপ্তি উদ্ভব হইবার কাল, যাহাকে Sadistic-anal phage of the Libido-development বলা হয়; এবং ইহার পরেই তাহার 'জননেন্দ্রিয়' আসিয়া ঐসব কার্য্যে যোগ দেয়—ঐসময়টাকে বলে the phage of primacy of the genital zone. শিশুজীবনে 'মুখবিবর' যে সর্ব্ব-আদি যৌনযন্ত্রের ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা প্রাচীন ইজিপ্ট-বাসীগণ বেশ বুঝিতেন, তাই তাহারা তাহাদের দেবশিশু 'হোরাসের' শিশু-প্রতিকৃতিতে মুখে আঙ্গুল রাখিয়া অঙ্কিত করিয়াছে।

শিশুজীবনেও যৌনউন্মেষের ক্রমবিকাশ আছে; ইহা একদিনেই এবং একেবারেই প্রস্ফুটিত ও পরিপক্কতা লাভ করে না; ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে ইহা পরিস্ফুট হইতে থাকে। ফ্রয়েড বলেছেন যে "The turinng-point of this development is the subordination of all the sexual component-instincts under the primacy of the genital zone and, together with this; the enrolment of sexuality in the service of the reproductive function." এই অবস্থা ঘটিবার পূর্ব্বে যৌনজীবনের কোনও নিশ্চয়তা বা স্থিরতা থাকে না; কতকগুলি বিভিন্ন ভাবধারায়

যৌনভাব গঠিত হয় এবং প্রত্যেকেই organ pleasure অনুভব করার জন্য ব্যস্ত থাকে। যৌনজীবনের এই বিকাশের সম্যক পরিচয় লাভ করা, যৌনব্যাধি চিকিৎসায় অথবা স্নায়বিক-রোগ চিকিৎসায় আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যৌনজীবনের উন্মেষকালে যৌন-উত্তেজনাহেতু আমরা অপর একটী বস্তুর সন্ধান পাই; একজন সে অপরজনকে আঘাত করে যৌনসুখ পাইতে চায় (sadism), একজন সে অপর কোনও দ্রব্য দেখে যৌনআনন্দ বোধ করিতে চায় (skoptohilia), শিশু সে মাতার স্তনের বোঁটায় মুখ দিয়ে আনন্দ পেতে ব্যাকুল হয়। ক্রমে সে মাতৃস্তন্য পরিবর্ত্তে স্বীয় অঙ্গুলি চুষিয়া আনন্দ পাইতে চায়, এবং এইরূপে সে বাহিরে অপর বস্তুর সন্ধানের জন্য ব্যাকুল ও ব্যস্ত থাকে।

এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে শিশু মাতৃস্তনটীর পরিবর্ত্তে সেই স্তনের অধিকারিণীর প্রতিই অনুরক্ত হয়ে উঠে এবং তাই তার মাতাই তাহার নিকট আদিভালোবাসার বস্তু। এই খানেই সেই আদি রহস্য বা 'the œdipus complex' সমস্যার উদ্ভব হইল। এই œdipus complex সমস্যার মধ্যেই কত স্নায়বিক রোগীর রোগের বীজ প্রোথিত আছে তার আর সীমা নাই এবং মনোবিজ্ঞানের ইহাই একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার বিষয় হইয়া আছে। এই œdipus complex জিনিষটাকে সকলে ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়াই অযথা ইহার নিন্দাবাদ করে ও ইহাকে কুৎসিত ভাষায় অঙ্কিত ও ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পায়।

Œdipus complex সম্বন্ধে একটু বলা ভাল। গ্রীক্‌দের ধর্ম্মগ্রন্থে 'ইডিপাস্' নামে এক রাজা ছিলেন; তাহার উপর এই

দৈববাণী হইল যে তাহার দ্বারা তাহার পিতা নিহত হইবেন এবং তাহার মাতাকে সে বিবাহ করিবে। এই ভীষণ ও অত্যদ্ভুত দৈববাণী শুনিয়া ইডিপাস্ অতিমাত্রায় কাতর হইয়া পড়িল এবং ঐ দৈববাণীকে বিফল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় রত হইল। কিন্তু দৈববাণীই সত্য হইল এবং যখন ইডিপাস্ দেখিল যে সত্যই সে অজ্ঞানতাবশে তাহার পিতাকে নিহত করিয়াছে ও তাহার নিজ জননীকে বিবাহ করিয়াছে তখন সে তাহার চোখ অন্ধ করিয়া দিল। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে এই ঘটনাটী অবলম্বনে সোফোক্লস্ (sophocles) একটী বিয়োগান্ত নাটক লিখিয়াছিলেন ; উহাতে দেখা যায় যে ভ্রান্ত ও মুগ্ধা জননী জোকাষ্টা (Jocasta) তাহার পুত্রস্বামীকে কিরূপ ভাবে তত্ত্বানুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। জোকাষ্টা নবস্বামীকে বলিতেছে যে তাহার সন্দেহ বা ভয় করিবার কিছুই নাই— কত লোকেইত স্বপ্নে তাহার মাতার সহিত সহবাস করিতেছে ! কিন্তু সে সব স্বপ্ন—স্বপ্নের আর মূল্য কি ? কিন্তু আমাদের মত মনোবৈজ্ঞানিকদের নিকট স্বপ্ন যে কত মূল্যবান জোকাষ্টা তাহার কি বুঝিবে ?

অনেক স্নায়বিকরোগীচিকিৎসায় দেখা যায় সে যেন কতই পাপ করিয়াছে—এইরূপ অসংখ্য কাল্পনিক পাপকার্য্যের ভয়েই সে কাতর ; তার রক্ষা নাই, তার মুক্তি নাই, সে ভগবানের দয়া পাবে না, এম্নি সব বিভৎস চিন্তায় সেই উন্মাদের দিন-রজনী অতিবাহিত হয়। উপরোক্ত 'œdipus complex' এই ক্ষিপ্ততার মূলে আছেই আছে। পণ্ডিতপ্রবর ফ্রয়েডও বলেছেন "There is no possible doubt that one of the most inportant sources of the sence of guilt which

so often torments neurotic people is to be found in the œdipus complex." তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বিখ্যাত পুস্তক 'Totem and Tabu' নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছিলেন যে সমগ্র মানবজাতির যে পাপের ধারণা হইতে মানবধর্ম্ম ও নৈতিকতার উদ্ভব হইয়াছে তাহাই সৃষ্টির আদিম প্রভাতের উক্ত œdipus complex সমস্যার সহিত সুজড়িত।

শিশুজীবনে 'œdipus complex' আলোচনা করিতে যাইলে, মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে এই ধরা পড়ে যে ক্ষুদ্র বালক তার মায়ের প্রতিই অতি অনুরক্ত—মাকে সে একদণ্ডও ছাড়তে চায় না, তার পিতাকে সে মাতার অংশীদার হিসাবে অপছন্দ করে, পিতা যখন তাহার মাতাকে আদরযত্নাদি করে তাহা সে সহ্য করিতে পারে না এবং তার বাবা সরিয়া যাইলেই তার মহা আনন্দ হয়। সে অনেক সময় কথার দ্বারাতেও তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে এবং এমন কি তার মাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত ইডিপাসের মত না হইলেও অনেকটা সেই ধরণের বটে। অনেক শিশু মাতার সহিত আরো বেশী অগ্রসর হয় ও ঘনিষ্ঠতার প্রয়াস পায় তাহা অনেক মাতাই স্বীকার করেন। শিশু রাত্রে মায়ের কাছে থাকিতে চায়, মায়ের কোলেই উঠিতে চায়, মাতার বস্ত্রত্যাগের সময় অনিমেষনয়নে তাকিয়ে থাকে এবং এমন কি শিশু-স্বভাবসুলভ যৌনভাবও প্রদর্শন করে; অনেকে বলেন মাতাই শিশুর জন্মদাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী ও পালনকর্ত্রী, মাতাই ক্ষুদ্র শিশুর আহার-বিহারের জন্য সতত চেষ্টিত তাই ক্ষুদ্র বালক মায়ের প্রতি অধিক অনুরক্ত। কিন্তু, ফ্রয়েড বলেছেন— 'Moreover, it shoud not be forgotten that a

mother looks after a little daughter's needs in the same way without producing this effect; and that often enough a father eagerly vies with her in trouble for the boy without succeeding in wining the same importance in his eyes as the mother' অর্থাৎ মা শুধু পুত্রকে নহে কন্যাকেও একইভাবে প্রসব করেন, লালনপালন করেন ও ভালবাসেন কিন্তু কন্যা মায়ের প্রতি ঐসকল ভাব দেখায় না; আবার পিতাও পুত্রের জন্য কতো কিযে করেন তার ইয়ত্তা নাই কিন্তু তা সত্ত্বেও পিতার উপর পুত্রের ঐমত ভাব আদৌ উদয় হয় না। সুতরাং তর্কাতর্কির দ্বারা এই জিনিষটাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

কন্যাদের বেলায় ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু 'Sex-preference' অর্থাৎ বিপরীত যৌনআকর্ষণ তাহার মূলেও ঠিক বর্ত্তমান থাকে। মেয়েরা পিতার প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত হয়, বাপের নিকট তাহার মাতার উপস্থিতি মোটেই তাহার নিকট প্রীতিকর হয় না, বাপের প্রতি স্নেহভাবভালবাসার তাহার আর সীমা থাকে না। পিতাও কন্যার প্রতি বেশী স্নেহপ্রবণ ও অনুরক্ত হয়—যথায় অনেকগুলি পুত্রকন্যা থাকে তথায় ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে পিতা পুত্রগণ অপেক্ষা কন্যাদিগকেই বেশী ভালোবাসেন। আমাদের দেশে ইহার এই একটা মীমাংসা করা হয় যে, যেহেতু কন্যা বড় হইলেই চিরদিনের মত বাপের বাটী ত্যাগ করিয়া শ্বশুর বাটী চলিয়া যায় তাই তাহাদের উপর বাল্যকাল হইতেই পিতা অত্যধিক অনুরক্ত হন; কিন্তু ইহা

মনকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিবার উপযুক্ত হইলেও মনোবিজ্ঞানের (Psycho-analysis) কাছে ইহা সত্য নহে। এইখানেও আমার পূর্ব্বোক্ত Œdipus Complex সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। পিতামাতা উভয়েই ঐ সমস্যা অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। **ফ্রয়েড** বলিয়াছেন "Let us not fail to add that frequently the parents themselves exert a decisive influence upon the awakening of the Œdipus Complex in a child, by themselves following the sex attraction where there is more than one child; the father in an unmistakable manner prefers his little daughter with marks of tenderness, and the mother, the son." কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ হয় না; ক্রমে যখন আরো সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করে তখন Œdipus Complex ক্রমশঃ family complex হয়ে পড়ে। এই সময় শিশুরা এই সকল নবজাত শিশুদিগের উপর বড়ই রাগ ও ঘৃণা প্রকাশ করে এবং যাতে তাহারা না থাকে, যাতে তাহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া না যায়, যাতে তাহারা মা বাবার ক্রোড়ে না যাইতে পারে এই সকলের জন্য শিশু মনে মনে অতি গভীর কামনা করে। শুধু মনে মনে কেন অনেক সময় তাহারা প্রকাশ্যেই ছোট ভাইবোনের প্রতি এইরূপ অযথা ব্যবহার দেখিয়ে ফেলে এবং কখনও তার গলা টিপে দেয় ও কখনও দোলনা হইতে তাকে ফেলিয়া দিতে চায়। শিশুদের প্রতি শিশুর বহুপ্রকার অত্যাচারের কথা আছে এবং সমস্তগুলিই তাহার প্রতি বিজাতীয়

হিংসা, দ্বেষ ও অসূয়ামূলক। যদি দৈবাৎ ঐ কনিষ্ঠ শিশুটীর মৃত্যু ঘটে এবং সত্যসত্যই ঐ অপ্রিয় নবঅতিথিটীকে মৃত্যু তাহার কাছে সরাইয়া লয় তখন আবার উক্ত শিশুর মনে অপর এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। পুনরায় দ্বিতীয় শিশুর জন্মগ্রহণকালে, মা যখন নূতন অভ্যাগতটীকে লইয়া সম্পূর্ণ পৃথক থাকিতে বাধ্য হয়েন তখন ঐ শিশু মায়ের উপর এক অভিনব ক্রোধ অনুভব করে এবং ঐ কার্য্যের জন্য মাকে সে ক্ষমা করিতে চায় না; ভবিষ্যৎজীবনে আমরা অনেকস্থলে পুত্রের যে মাতৃবিরোধী ভাব দেখিতে পাই এইখানেই তাহার প্রথম সূত্রপাত; মাতৃবিদ্রোহী যুবক বা প্রৌঢ়ের আদিম বাল্য ইতিহাস এই বিষম ভাবের সহিত জড়িত—ইহা মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা এক্ষণে বিশেষভাবেই অবগত আছি।

কিন্তু শিশুদের প্রতি শিশুদের এইরূপ বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধের শীঘ্রই আর একপ্রকার পরিণতি আছে; যখন তাহারা ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠে তখন এই হিংসাদ্বেষের স্থানে ভালবাসা জন্মে। বালক তখন বালিকা বোনটীকেই খুব বেশী ভালবেসে ফেলে এবং তাহার পূর্ব্বোক্ত কারণে অন্যায়কারিণী ও অবিশ্বাসিনী মায়ের চাইতে নিজের বলিয়া মনে করে। যদি ছোট বোনটীর অনেকগুলি ভাই থাকে তখন সেই বালকশিশুদের মনে বালিকাভগ্নীর ভালোবাসা লাভের জন্য পরস্পর এক শত্রুতা ও প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ভবিষ্যৎ জীবনে পরিণতবয়সে ভ্রাতায় ভ্রাতায় এত যে গভীর বিরোধের সমস্যা আমাদের গার্হস্থ্যধর্ম্মকে ও সংসারসমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার বিষময় বীজ বালকদের এইসময়ে মুকুলিত অন্তরে প্রথম প্রোথিত হইয়া থাকে। এদিকে কন্যারও পরিবর্ত্তন

হতে থাকে, কন্যারা একটু বড় হইলেই পিতা আর তাঁকে তাহার শিশুকালের মত আদরস্নেহচুম্বন ও বক্ষে গ্রহণ করেন না; ফলে তাহার কুসুমকোমল অন্তরে একটা অব্যক্ত বেদনা আসে এবং সে তাহার পিতার প্রতি পূর্ব্বের ভালোবাসা ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলে। এদিকে বালকভ্রাতাদের মধ্যে তখন তাহার হৃদয় জয় করিবার জন্য ও তাহাকে আপন করিয়া পাইবার জন্য দ্বন্দ ও প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে; বালক শিশুও, অন্যায় কারণে তাহাকে দূরে সরিয়ে রাখিবার জন্য মায়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে ও মনে মনে তাহার স্থলে ভগ্নীকে অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; বালিকাও, তাহার পিতার বর্ত্তমান ঔদাসীন্য জন্য মনে মনে তাহার স্থলে তাহার বড় ভাইকেই পাইতে উন্মুখ হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বদিকেই সুগভীর যোগাযোগ ও মনিকাঞ্চনের মিলন-উদ্ভব। বালকবালিকাদের শিশুজীবন হইতেই ভবিষ্যতের ছবি অঙ্কিত হইতে থাকে; ভবিষ্যৎজীবনে নরনারীর মধ্যে আমরা কখনও দেখি নয়নানন্দকর, শোভন, শান্তশীতল, অপরূপ মহিমা, আবার কখনও দেখি কালবৈশাখীর উন্মাদনৃত্যের প্রলয়ঙ্করী বিভীষণা মূর্ত্তি—কিন্তু এই উভয়েরই চিত্রাঙ্কন সুরু হয় মাতৃস্তন্যপানরত অপাপবিদ্ধ কুসুমকোমল শিশুজীবনে। মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা এবং মনোবৈজ্ঞানিক ঋষি দার্শনিকদের আপ্রাণ সাধনায় নরনারীর মনোরাজ্যের এইসব গভীর সমস্যার সমাধান এবং স্নায়বিকতার জটীলতর রহস্যের অবসান সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু এইভাবে মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা অধিকতর বিস্ময়জনক আবিষ্কার করিতে পারি। 'Œdipus Complex' সমস্যার মত 'Horror of incest' সমস্যাও মনোবিজ্ঞানকে

অতিমাত্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছিল। মানবশিশুর প্রথম প্রণয়পাত্রী হিসাবে মা ও বোন দেখা দেয়, অর্থাৎ সত্যই তখন 'নির্ব্বাচন' ব্যাপারটী incestuous. এবং তাহার পরিবর্ত্তন জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম, তিরস্কার ও শিক্ষার আবশ্যক হয়; বন্যজীবনের মধ্যেও ঐভাব দূর করিবার জন্য অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত আছে। ঐ সম্পর্কে **থিওডোর রিক্‌** প্রণীত উৎকৃষ্ট পুস্তকটী আমি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; তিনি উহার একস্থানে জানিয়েছেন যে 'The meaning of the savage rites of puberty which represent re-birth is the loosening of the boy's incestuous attachment to the mother and his reconciliation with the father.' নরনারীর জীবনে এই incest বা 'মা-বোন-প্রণয়' ব্যাপারটী অতি জঘন্য ও ঘৃণ্য বিষয় হইলেও কিন্তু ইহার প্রচলন দেখা যায়!

প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা যায় রাজাদের মধ্যে ভগ্নীবিবাহ করা একটা পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছিল এবং ইজিপ্টের 'ফ্যারাও' এবং পেরুর 'ইন্‌কাস্‌' (Pharaohs of Egypt and the Incas of Peru) ঐ কর্ত্তব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া মনোবৈজ্ঞানিকের কথার সত্যতাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং মাতার সহিত কামক্রীড়া ও পিতৃহত্যারূপ দুইটী পাপে 'ইডিপাস্‌' পাপী হইলেও উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির-স্বরূপটা আজ মানবচক্ষে বৈজ্ঞানিকের দ্বারা অতি পরিস্ফুট হইয়াছে।

এইবারে মনোবিজ্ঞানের দ্বারা neurotic বা স্নায়বিক রোগীদের চিকিৎসাকালে যে সত্য তথ্যটী আবিষ্কার হয় তাহাই জানাইবার চেষ্টা করিব। উহাদের চিকিৎসার সময়ে মনোবিজ্ঞানানুসারে পর্য্যবেক্ষণে

সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে উহারা প্রত্যেকেই মনেপ্রাণে এক একজন 'ইডিপাস' ছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে তাহারা স্নায়বিক-রূপে উহারই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে পরিণত হইয়াছেন মাত্র। পিতার প্রতি অযথা ঘৃণা ও ক্রোধ, মাতার প্রতি প্রবল প্রণয়ানুরাগ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত œdipus complexয়ের বিরাট পরিণতি। পিতার প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ এবং মাতার প্রতি প্রেম ভবিষ্যৎ জীবনের অন্যান্য হাজারো রকমের ভাবধারার সহিত সংমিশ্রণে এক অত্যদ্ভুত স্নায়বিকতা ও মানসিক বিকারের আকার ধারণ করিয়াছে। যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্ব্ববর্ণিত Libido বা যৌনক্ষুধার বিরাট আকর্ষণ তাহাদের শিশুজীবনের যৌনমাদকতার সহিত যোগ দেয় এবং তাহাদের মনেপ্রাণে এক নূতন প্রেরণা জাগাইয়া তোলে। যৌবনউন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই নরনারী তাহার পিতামাতার সংস্রব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চায় এবং তখন হইতেই সামাজিক গণ্ডির ভিতর তাহার একটী পৃথক স্থান নির্ণীত হয়। তখন পুত্র, তার মাতার প্রতি নিহিত প্রেমটীকে অন্যত্র বিন্যস্ত করিবার জন্য ও মনোমত প্রণয়পাত্রী প্রাপ্তির নেশায় মস্গুল হইয়া পড়ে। এই ভাবে বিভিন্ন বৈচিত্রতার মধ্যে ও বিভিন্নভাব-ধারার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নরনারীর মনোরাজ্যেও বিভিন্ন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং তজ্জন্যই সেই প্রাতঃস্মরণীয় মনোবৈজ্ঞানিক ঋষিশ্রেষ্ঠ ফ্রয়েড বলিয়াছেন "In this sense the oedipus complex is justifiably regarded as the kernel of the neuroses".

ফ্রয়েডের Polymorph-perverse' ব্যাপারটী লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং যদিও জেলিফ (Jelliffe) প্রভৃতি

বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে 'auto-erotic' অথবা অন্য কেহ 'Pre-genital' আখ্যা দিয়াছেন বটে কিন্তু **হেবলক-ইলিস** উহা আদৌ স্বীকার করেন না এবং সেইজন্য একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে 'I find it quite impossible therefore, and even mischievous, to describe the child in the term that was once frequently employed by Freud as 'Polymorph-perverse'. তিনি শিশু জীবনে perversity বা যৌনাস্বাভাবিকতা মানিতে রাজী নন। তিনি বলেন যে যাহারা শিশুজীবনে যৌন অস্বাভাবিকতার খোজ লইবার জন্য ব্যগ্র থাকে তাহারা নিজেরাই অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট। তাই তিনি শিশু-জীবনে 'perversity' কথাটাই বাদ দিতে চান। শিশুদের মন ও বয়স্কদের মন ঠিক একইভাবে কাজ করে না; পরবর্ত্তী জীবনে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইবে তাহাই যে শিশুজীবনে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে থাকিতে হইবে, ইহা কদাচ হইতে পারে না। সুতরাং শিশুরাও প্রৌঢ়দের মনের লীলা বুঝে না এবং প্রৌঢ়রাও শিশুদের মনের খেলা বুঝিতে অপারক হয়। বরং বয়স্কদের এই বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞতা থাকা উচিত যেহেতু তাহারাও এককালে শিশু ছিল। কিন্তু যারা বাল্যকালের ঘটনা স্মরণ করিতে পারে তারাই জানে যে তাহাদের বাল্যকালের কত কার্য্য ও ব্যবহার অন্যেরা ভুলভাবে বিচার করিয়াছিল এবং নিরপরাধী হইয়াও কত সময় অযথা তাহাদিগকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে। বয়স্ক ও শিশুজীবনে, সাধারণ জীবনযাত্রার কার্য্যাবলীতে বিশেষ পার্থক্য নাই কিন্তু যৌন জীবনের মধ্যে শিশু ও বয়স্কদের স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধান। সুতরাং সাধারণ কাজকর্ম্মাদির বেলাতেই যদি ঐ মত বিচারের ভুল

হয় তাহা হইলে যৌনজীবন বিশ্লেষণে যে মারাত্মক ভুলভ্রান্তি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু তাহা বলিয়া যে বাল্যজীবনে যৌনাস্বাভাবিকতা আদৌ নাই ইহাও **হেবলক** বলেন নাই ; তাহার মতে 'It is however much more a question of quantity, than of quality, a question of degree rather than of kind ? শিশুজীবনেও ব্যথার মধ্যে যৌন তৃপ্তি (Algolagnia) ও চৌর্য্যকার্য্যে যৌনআনন্দ (Kleptolagnia) প্রভৃতি অস্বাভাবিক যৌনলক্ষণাদি অনেক স্থলে দেখা যায় ; হস্তমৈথুনে যৌনআনন্দ অনুভব এই সময় হইতেই উৎপত্তি হয় এবং গৃহে থাকাকালীন একা একা নির্জ্জনে যে কার্য্যটী করিতে হইত, বর্ত্তমান স্কুল জীবনে অনেকে একত্রে বসিয়াও সেই কাজটী করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যৌনঅস্বাভাবিকতার শিকড়টী তাহাদের কোমল হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ক্রমে বিশাল শাখাপ্রশাখাযুক্ত বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া থাকে। এই শিশুজীবনেই যেমন সর্ব্বপ্রথম যৌন-অস্বাভাবিকতার বীজ প্রথম দেখা যায় তেম্নি এই বয়সেই সময়োচিত বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষা উপদেশ দ্বারা ঐ তরুটীকে সমূলে উৎপাটিত করাও সম্ভব। শিশুজীবনের মনোবিজ্ঞানের সহিত যাহারা সুপরিচিত তাহারাই জানেন যে এই বয়সে শিশুগণ কোনও নূতন ব্যাপারে অভ্যস্ত হইতেও যেমন অতি তৎপর, তাহা ভ্রান্তির জলে বিসর্জ্জন দিতেও তেমনি তাহারা সর্ব্বদা অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে আমি পাঠক পাঠিকাগণকে নিম্নোক্ত বহিগুলি পাঠ করিতে আন্তরিক অনুরোধ করিতেছি (১) **এ মোল** (A. Moll) প্রণীত The Sexual Life of the Child, (২) **ও র‍্যাঙ্ক** (O. Rank)

প্রণীত Modern Education এবং হেবলক প্রণীত Studies in the Psychology of Sex Vol VI.

মলমূত্রকার্য্যে যৌন উন্মাদনা।

শিশুজীবনের যৌনসম্পর্কিত অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে বর্ণনাকালে আমি তাহাদের মলমূত্রকার্য্যে যৌনসুখবোধের একটু ইঙ্গিত জানিয়ে রেখেছি। ইংরাজীতে ইহাদের নাম Urolagnia এবং Coprolagnia, যৌনবিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ের মধ্যে এই দুইটী তত্ত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মহামতি ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের প্রধান পুরোহিতগণ ইহাদের সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের সম্ভব-অসম্ভব লইয়া বহুবিধ বাদানুবাদ ও তর্কাতর্কিতে যোগ দিয়াছেন। শিশুদের মধ্যে এই বাহ্যে-প্রস্রাবের ব্যাপারটী লইয়াই এক প্রবল জ্ঞানোন্মেষ হইতে থাকে। মলমূত্রত্যাগের যন্ত্রাদি যৌনযন্ত্রাদির এতই সন্নিকটে অবস্থিত থাকে যে উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি সত্বর একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া পড়ে। মলমূত্রকার্য্যের মধ্যেই তাহারা একটা নূতন কিছু করিবার সন্ধান পায় এবং ঐ ঐ কার্য্যের দ্বারাই তাহারা নিজেদিগকে খুব শক্তিমান বলিয়া মনে করে। হ্যামিলটন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহার পরীক্ষিত বিবাহিত একশতজন পুরুষের মধ্যে একুশজন, এবং বিবাহিতা একশতজন নারীর মধ্যে ১৬ জন, তাহাদের বাল্যকালে মলমূত্রাদি কার্য্যের মধ্যে যৌনানুভূতি বোধ করিয়াছিল। শিশুজীবনে স্বপ্নের মধ্যে ইন্দ্রিয়উত্তেজনা হইতেই অনেকসময় শিশুদের মূত্রত্যাগ হইয়া যায়। পরবর্ত্তী যৌবনকালেও মলমূত্রাদির সংস্রব যৌনকার্য্যের মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

অনেক যুবতী ও রমণী যৌনউত্তেজনার মধ্যে প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া ফেলেন। হেবলকও বলেছেন "in young girls, and occasionally in woman when tumescence has occurred, detumescence may take the form of a spasmodic and involuntary emission of urine'. ফ্রয়েডের মতে শিশুগণ মলত্যাগ না করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বেগ সত্বেও যে মল পেটের মধ্যে চাপিয়া রাখে তাহার কারণ এই যে তাহারা ঐ প্রকার কার্য্যের মধ্যে এক প্রকার সুখ অনুভব করে। যৌবন আগমনের পরও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রস্রাবের বেগ ধারণকরার সঙ্গে একরূপ যৌনআনন্দ দেখা দেয়। বালক বালিকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবিয়া থাকে যে এই মলমূত্রত্যাগের মধ্যেই তাহাদের বয়স্থ ব্যক্তিগণের যৌনকার্য্যে সীমাবদ্ধ আছে। যৌবন উন্মেষের পরও কিছুকাল মলমূত্রত্যাগে যৌনঅনুভূতি হইতে থাকে। ঐ সময় বালিকারাই বালকদের চাইতে বেশী ভাবে উক্ত প্রকার অস্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি অনুভব করে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনক্রিয়ার সম্যক জ্ঞানলাভ হইতে থাকে সেইসঙ্গে ঐ অস্বাভাবিক মনোভাবটাও ক্রমশঃ লোপ পায়। বয়সের সঙ্গে মলমূত্রত্যাগের মধ্যে একটা লজ্জার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। কখনও কখনও পরিণত বয়স্কদের মধ্যেও কচিৎ ঐ ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়; উহাকেই ডাঃ ফ্রয়েড বলিয়াছেন 'more or less forced repression of the infantile scatologic interests.' পরিণত বয়সে ঐ ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক বলিয়া ধরিলেও শিশুজীবনে ঐ ব্যাপারটাকে হেবলকের মতে, অস্বাভাবিক বলা উচিত নয়।

সুবিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক **আর্ণেষ্ট জোন্স** (Earnest Jones) প্রণীত একটী অতি সুন্দর পুস্তক আছে তাহার নাম Papers on Psycho-analysis ; গুহ্যপ্রদেশের মধ্যে যে দারুণ যৌনউত্তেজনার তরঙ্গ বিরাজমান তাহার সম্বন্ধেই উহাতে সবিশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উক্ত বহির 'Anal Eroticism' Chapters XXX এবং XI মধ্যেই উহা সবিশেষ জানা যাইবে।

বিখ্যাত পণ্ডিত **মোল** (Moll) এই ধরণের অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে অনেকগুলি সংবাদ জানিয়েছেন। এই অস্বাভাবিকতা এতদূর বেশী অগ্রসর হইতে পারে যে, তখনকার তাদের মনের মধ্যে সাধারণ যৌনআকাঙ্ক্ষা ও যৌনকার্য্য সমস্তই বিদূরিত হয় ও কেবলমাত্র মলত্যাগকার্য্যের মধ্যেই তাহারা যাবতীয় যৌনস্ফূর্ত্তি উপভোগ করে। শিশুকালের কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে গুহ্যদেশের যৌনউত্তেজনা (anal erotism) জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে এবং তৎকালে সেই সকল শিশু মল নিঃসরণ করিতে অযথা বিলম্ব করে। এই অস্বাভাবিকতাটীকে চাপা দেওয়া হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকপ্রকার পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। মনোবৈজ্ঞানিকের মতে 'It is based on a primary tendency of childhood, which, after in childhood it is repressed, may lead to psychic traits of orderliness, frugality, even stinginess ; and when not repressed lead to other psychic traits the reverse of these.' **হ্যামিল্টন্‌ও** এই সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন বটে কিন্তু ইহা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্থিরনিশ্চয় হয় নাই এবং

এই সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এখনও প্রভূত পরীক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে।

বাল্যাবস্থার পর, মলত্যাগে যৌনউন্মাদনার সঙ্গে প্রায়ই মূত্রত্যাগে যৌনউন্মাদনার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে এবং দৈবাৎ যদিই বা কোথাও কোথাও উহাদিগকে একত্র দেখা যায় তাহা হইলে তাহাদের প্রাবল্য বিশেষভাবেই কম হইয়া থাকে। মলত্যাগে যৌনআনন্দ, উৎকটভাবে কেবল পুরুষদের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু মূত্রত্যাগে যৌনউন্মাদনা (urolagnia) পুরুষ স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই থাকিলেও নারীজাতির মধ্যেই ইহা খুব বেশী দেখা যায়। তবে পুরুষদের মধ্যে urolagnia যতটা প্রবল আকার ধারণ করে স্ত্রীজাতির মধ্যে ততটা প্রবলভাবে দেখা যায় না। মূত্রমার্গের ও মূত্রত্যাগক্রিয়ার সহিত যৌন ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ নৈকট্য ও সম্বন্ধ হেতুই এইরূপ ঘটিয়া থাকে; তাহা ছাড়া মূত্রযন্ত্রাদির ও যৌনযন্ত্রাদির স্নায়ু সকলের পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। অল্পবয়স্কা তরুণী ও যুবতীগণ অনেক সময় মূত্রত্যাগ সম্বন্ধে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে; কিন্তু যাহারা পুত্রকন্যার জননী হইয়াছেন তাহারা এই বিষয়ে পটু নহেন যেহেতু পুনঃ পুনঃ প্রসবহেতু তাহাদের যোনিদেশের ক্ষমতা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিত স্যাড্‌গার (Sadger), মূত্রনালীপথের যৌন-উত্তেজনা অর্থাৎ 'urethral erotism' সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে মূত্রনালীপথের যৌনউত্তেজনা হইতেই ভবিষ্যৎ জীবনে প্রকৃত যৌনযন্ত্রের যৌনউত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মূত্রসম্বন্ধে অস্বাভাবিকতাগুলি শুক্রসম্বন্ধে অস্বাভাবিকতার স্থান লাভ করে। শয্যামূত্রের সঙ্গে যৌনউত্তেজনার

সম্বন্ধ বিশেষভাবেই পরীক্ষিত হইয়াছে। শয্যামূত্রের ও মূত্রমার্গের যৌনউত্তেজনার যে কত নিকট সম্বন্ধ তাহা ফ্রয়েড প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

এই সূত্রে undinism বা 'সলিলপ্রীতি' সম্বন্ধে ২।১টা কথা জানান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথম জীবনে নরনারীর জলের উপর একটা অস্বাভাবিক প্রীতি জন্মে এবং ক্রমশঃ প্রস্রাবের সঙ্গে সেই প্রীতি জড়িত হয়ে পরবর্ত্তী বয়স পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান থাকে। সলিলপ্রীতি অবশ্য যৌনউত্তেজনার স্থান লাভ করে না বটে তবে স্ত্রীলোকদের মধ্যেই তাহা বিশেষভাবে দেখা যায়।

বিভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গমসুখ লাভ।

এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি পাঠকদিগকে ফ্রয়েড প্রণীত Three contributions to sexual Theory পুস্তকটী বিশেষভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করিব। ইংরাজীতে এই ব্যাপারটীকে Erotic Fetishism বলা হয়। ইংরাজী ১৮৮৮ সালে বিনেট্ (Binet) এই নাম প্রথম ব্যবহার করেন এবং তাহার পর হইতে এই নামটীই যৌনশাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্নবস্তুর দর্শনের দ্বারা নরনারীর মনে যে সঙ্গমসুখ লাভ হয় তাহাকেই বলে Erotic Fetishism. বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন রূপদর্শনের দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ঐ সব দৃশ্যের দ্বারা যে নরনারীর মনে শুধু যৌনউত্তেজনাই জন্মে তাহা নহে, উহা দ্বারা তাহাদের সহবাসতৃপ্তিও অনুভব হইয়া থাকে। কোন কোন বস্তু দর্শনে যে ঐ ভাব জন্মিবে তাহা পূর্ব্বে হইতে

বলা অসম্ভব। কারণ নরনারীর মনের বিভিন্নতা অনুসারে প্রত্যেকের নিকট পৃথক পৃথক দ্রব্যের দর্শনের দ্বারা ঐ অস্বাভাবিক যৌনউন্মাদনার আবির্ভাব ঘটে। কোন দ্রব্য দর্শনে যে ঐ ভাব ঘটিবে না তাহাই আশ্চর্য্য! এই কারণেই আইনকর্ত্তারা অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে আইনপ্রনয়ণ করিয়াছেন, যেহেতু অশ্লীলচিত্রদর্শনে বা অশ্লীলবাক্য শ্রবণে, নরনারীর মনে কামভাবের স্বতঃউন্মেষ হইবে এবং তদ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটিবে। ডাঃ জেলিফের অনেক রোগী তার রোগবর্ণনায় এই বিষয়টা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন; তার নাম ছিল Zenia X. এবং তার ১৩।১৪ বৎসর বয়ক্রম হইতেই বিভিন্নদৃশ্যে যৌনউন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ দৃশ্য দর্শনে তাহার মনে কেবল জননেন্দ্রিয় ও সহবাস-কল্পনার উদয় হইত। "A garden hose in use or a jet of water, pears particularly or other elongated fruits, long pendant catkins, the pistil in the centre of a flower, a stick or stick-shaped object thrust into a round hole, The lobe of the ear with which I have toyed since birth, my teeth, and my tongue, which I have nervously pressed against them until weary, a finger which seemingly in order to suppress a sudden sexual thought I have many times pointed before me and then in quick correction have drawn in and folded within the others, the thumb,, which again involuntarily in a

repressive effort is folded close within the fingers, certain letters of the alphabet," আমি ঐ রোগীটীর নিজ ভাষাটাই এখানে তুলিয়া দিয়াছি। ঐ সকল দৃশ্যে তাহার সর্ব্বদাই জননেন্দ্রিয়টীকে স্মরণ হইত, কখনও বা স্ত্রী বা পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার ঠেকাঠেকি হইয়া গেল এইরূপ মনে হইত। কিন্তু ঐ দ্রব্যগুলির সঙ্গে যৌনকার্য্যের কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, হঠাৎ ঐসকল বস্তুর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এবম্প্রকার যৌনউত্তেজনার উদ্ভব হইত ও সে প্রকৃত সহবাসসুখের আস্বাদন উপভোগ করিত।

অপর একটি ২৭ বর্ষবয়স্কা তীক্ষ্মবুদ্ধিশালিনী স্নায়বিক রোগিণীর কথা জানিতে হইলে **মার্সি-নোস্কি** (Marcinowski) প্রদত্ত বর্ণনাটী পড়িতে হইবে। তিনি প্রায় স্বপ্নের মধ্যে নানাবিধ দৃশ্য দর্শনের দ্বারা যৌনতৃপ্তি লাভ করিতেন; জাহাজে গমনের দৃশ্যে তাহার পুরুষসহবাস মনে পড়িত; জলের দৃশ্য তাহার নিকট মাতার দেহ; মৃত্যুর দৃশ্য অর্থে কাহারও প্রতি প্রেমে পড়া; ছুরির স্বপ্ন অর্থে পুংলিঙ্গ; সর্প বা কীট দৃশ্যে ক্ষুদ্র পুংলিঙ্গ; অশ্ব ও কুকুর দৃশ্যে যৌনলক্ষণ; বৃক্ষ, রেলইঞ্জিন, এইগুলির অর্থ পুংজননেন্দ্রিয়; কাহাকেও নিহত করা অর্থে যৌনক্রিয়া সম্পাদন; জল, প্রস্রাব বা অশ্রুর দৃশ্যে শুক্র; ইত্যাকার নানাবিধ দৃশ্য স্বপ্নের মধ্যে দর্শনের দ্বারা, তাহার নানাবিধ যৌন সম্পর্কিত অর্থ মনের মধ্যে দিবারাত্র খেলা করিত। এইরূপ দৃশ্যের মধ্যে যৌনক্রিয়া ও যৌনসুখ উপলব্ধি করার আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারা যায় কিন্তু এখানে তাহার আবশ্যকতা নাই। এই সকল দৃশ্য যে কোথায় ঘটে এবং কাহার মধ্যে প্রকাশ পায় তাহা জানা অতি শক্ত! তাহার কোনও

বাঁধাধরা নিয়ম নাই। নরনারীর বিভিন্ন মানসিক অবস্থানুসারে ও স্নায়ুযন্ত্রের যোগ্যতানুসারে এইসকল ব্যাপার সম্ভব। বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞান এবং Phycho-analysis দ্বারা এই সকল অস্বাভাবিকতার একটা বৈশিষ্ট স্থির করিবার আপ্রাণচেষ্টা চলিতেছে এবং ফলও তাহার খুবই আশাজনক ও সন্তোষমূলক দেখা গিয়াছে।

কিন্তু এরকম অস্বাভাবিকতা ঘটে কেন, ইহার উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন; বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গ ইহাকে বিভিন্নভাবে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হির্শ্চফিল্ড (Hirschfild) বলিয়াছেন যে 'a fetish is frequently the real expression of the individualis special temperament'; তাঁর মতে এই ধরণের অস্বাভাবিকতাটা নরনারীর অদ্ভুত মনোবৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত। 'The fetish really expresses ideals based on individual idiosyncrasy. কিন্তু এই মতটীকে সত্য বলিয়া ধরা চলে না; কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, যে বস্তুরটীর দৃশ্যে যৌনউন্মাদনা জন্মে তাহার সহিত যৌনকার্য্যের বা যৌনচিন্তার কোনও সংস্রব নাই। যুবতীরা সাহস ও শক্তি ভালবাসে বলিয়া অনেকক্ষেত্রে সৈনিকের লালকুর্ত্তা তাহাদের নিকট সাহস ও শক্তির প্রতীকস্বরূপে তাহাদের মনে যৌনআনন্দ বিধান করে বটে, কিন্তু ঐ ধরণের ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে না। ফল দেখিয়া সহবাসসুখানুভব, ছুরি বা অস্ত্র দেখিয়া পুংলিঙ্গটীর স্পর্শসুখ, ইত্যাদির সঙ্গে যৌনকার্যাবলীর সংস্রব আনিতে হইলে, অত্যন্ত মারাত্মক ও হাস্তকরভাবে অর্থের ব্যাখা ও টীকাটিপ্পনী করিতে হইবে। হেবলক যে ২।১টী উদাহরণের দ্বারা এই যুক্তির সারবত্তা দেখাইয়াছেন

তাহা যেমন সত্য তেম্নি মনোরম বলিয়া, আমি এইক্ষেত্রে তাহা জানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কোনও বালক একটী রমণীকে ভালচক্ষে দেখে, একদিন ঘটনাক্রমে উক্ত রমণীর প্রস্রাবকালে ঐ বালক হঠাৎ তাহার যোনিদেশের রোমাবলীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া ফেলে এবং এতই মুগ্ধ হয় যে, তাহার পর হইতে সেই বালকের নিকট ঐ প্রকারের রোমাবলী একটি অদম্য fetish রূপে পরিণত হয়।

আবার আর একটী ঘটনার কথা শোনা যাক; একটী যুবক গৃহের মেঝেতে (floor) শুইয়া থাকিবার কালে একটী সুন্দরী তরুণী খেলাচ্ছলে তাহার উপর নিজের চরণ স্থাপন করে; ক্রমাগত ঐভাবে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ যুবকের যৌনউদ্রেক ও যৌনসুখ অনুভব হয় এবং তাহার পর হইতেই ঐ যুবকও একজন foot fetischist হইয়া দাঁড়ায়।

এই প্রকার fetishism যে সর্ব্বদাই বিষম অস্বাভাবিকতার মধ্যে ধর্ত্তব্য তাহা নহে; বরং এই প্রকারের বিশিষ্ট দ্রব্যাদির দ্বারা যৌনতৃপ্তি লাভ ও যৌনউত্তেজনা অনুভব, একটা অতি সাধারণ ব্যাপারের মধ্যেই ধর্ত্তব্য। প্রত্যেক নরনারী, নিজ নিজ প্রিয়প্রিয়ার কোনও না কোনও বিশেষ প্রীতিকর দ্রব্যাদির দৃষ্টে, বর্ণনাতীতভাবে যৌনউত্তেজনা বোধ করে। বিরহীযুবকগণ নিঃসঙ্গ ও নির্জ্জন ছাত্রাবাসের মধ্যে তাহাদের একক শয্যায় আসীন হ'য়ে, সুদূরের প্রিয়ার বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটী বুকে রেখেই পরম শান্তি লাভ করে। আমি নিজে এমন এক যুবকের জীবনী জানি, যে তাহার প্রিয়ার চিঠি পাঠ কালে তাহার সরল বালিকাসুলভ 'প্রাণেশ্বর' সম্বোধনটীর পাঠের সঙ্গেই প্রবল যৌন-

উত্তেজনা অনুভব করিত। পত্রের মধ্যে 'প্রাণেশ্বর' কথাটী থাকিলে আর রক্ষা নাই—তৎক্ষণাৎ তীব্র যৌনউন্মাদনায় সে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িত; আমি তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'প্রাণেশ্বর' fetischist বলিয়া ডাকিতাম। আমার অপর একটী পরিচিত ধনী ও বিলাসী যুবক তাহার নবপরিণীতা যুবতীপত্নীর আগুল্‌ফচুম্বিত কুঞ্চিত-কৃষ্ণকেশদামে এতই মুগ্ধ ছিল যে, সে সর্ব্বদা তাহার জামার পকেটের মধ্যে তাহার প্রিয়ার মাথার একটী সুবৃহৎ চুল রক্ষা করিত; এবং শুধু তাহাই নহে, নস্যিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা যেমন মধ্যে মধ্যে পকেট হইতে নস্যির কৌটা বাহির করিয়া নাকে ২।১ টীপ নস্য লইয়া পরম আরামে এক অব্যক্ত আনন্দ ভোগ করে, তেমি সেই যুবকও সময়ে অসময়ে পকেট হইতে ছোট্ট একটী কৌটার মধ্যে রক্ষিত সেই চুলটী বাহির করিয়া নাকের কাছে ধরিত। আমার নিকট সে স্বীকার করিয়া বলে যে উহাতে তাহার অব্যক্ত উন্মাদনা ও সুখ লাভ হয়—এবং সে এরূপ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে অস্বাভাবিকতার কি আছে? প্রিয়প্রিয়ার নিকট ইহা অতি সাধারণ ব্যাপারের মধ্যেই গণ্য। শুধু ব্যবহারিক জীবনে নয়, আমাদের কাব্যজীবনেও প্রেমের আখ্যানে ইহা অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া আছে; তাই দিকে দিকে প্রিয়প্রিয়াকে স্মরণ করিবার জন্য প্রকৃতির কতই না আকুলতা, কতই না উপরোধ অনুরোধ! তাই বিশ্বকবিও তাঁহার দুই লাইন অপূর্ব্ব কথামাধুরির মধ্যে এই চিরন্তন সত্য কথাটীর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ও নরনারীর শাশ্বত হৃদয়মন্দিরে মৃদুকম্পিত ধ্বনিতে আকুল হৃদয়াবেগ সচকিত করিয়া বলিয়াছেন—

'হেরিয়া সজলঘন নীলগগণে
সজলকাজল আঁখি, পড়িল মনে।'

সত্যিই মনে পড়ে! শ্রাবণঘন গহনমোহে, বিরহবিধুর প্রিয়, তাহার আকুলকম্পিত হৃদয় লইয়া যখন তার অতি দূর প্রবাসের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে বাধ্য হয়, তখন শ্রাবণআকাশের নীলগগনভরা সজল মেঘকুল তাহার উন্মুখ চিত্তের সামে তাহার বিরহিনী প্রিয়ার সজলকাজলআঁখি সত্যিই তুলিয়া ধরে।

কিন্তু সীমারেখা পার হইয়া গেলেই উহা চরম অস্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যে পড়িবে। প্রিয়প্রিয়ার পরস্পর প্রীতিজনক চিহ্নাদির দ্বারা পরস্পরের যে কাল্পনিক সান্নিধ্যলাভ ঘটে তাহা মোটেই হাস্যকর বা অশোভন কিম্বা অস্বাভাবিক নহে। তবে যথায় ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া শুধু বস্তুটার দ্বারাই যৌনউন্মাদনা ও যৌন-সুখলাভ হয় তথায় তাহাকে কোনও মতেই স্বাভাবিক বলিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে আমি আমার উন্মাদ রোগীর কথা জানাইয়াছি; সে তাহার পরমাসুন্দরি যুবতী ভার্য্যাকে কোনও মতেই দেখিতে পারিত না এবং সময়ে অসময়ে নির্দ্দয় প্রহারে তাহাকে জর্জ্জরিত করিত কিন্তু পরক্ষণেই তাহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে গিয়া তাহার পরিণীতা-অবস্থার পত্নীর ফটোটাকে বুকের উপর সজোরে ধরিয়া অসীম যৌনআনন্দ উপভোগ করিত ও পরমশান্তি পাইত। এইখানেই ইহা অস্বাভাবিকতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া বস্তুপ্রীতিই হইল চরম অস্বাভাবিকতা। এই সকল fetishist-গণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য বা সংসর্গ আদৌ পছন্দ করে না। তাহারা বিশিষ্টবস্তুর দর্শনে শুধুই যে যৌনউত্তেজনা লাভ করে তাহা নহে

তদ্বারা তাহারা যৌনমিলনের বর্ণনাতীত সুখও অনুভব করিয়া থাকে; তাহারা রক্তমাংসদেহধারী প্রিয়প্রিয়ার সঙ্গসুখের আদৌ ইচ্ছা করে না। হেবলক-ইলিসও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"But this tendency becomes abnormal when it is exclusive or generalized, and it becomes a definite deviation when the fetish itself, even in the absence of the person, beoomes completely adequate not only to arouse tumescence, but to evoke detumescence, so that there is no desire at all for sexual intercourse."

ঐ সকল অস্বাভাবিক পন্থীগণ স্বল্পভাবে আক্রান্ত হইলে নিজেদের অস্বাভাবিকতা বেশ বুঝিতে পারে এবং যাহাতে উহার কবল হইতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থাও নিজেরাই করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু উহারা যদি প্রবলভাবের অস্বাভাবিকধর্ম্মাবলম্বী হয় তাহা হইলে তাহারা ঐকার্য্যের মধ্যেই সমধিক সুখ ও আনন্দ উপভোগ করে এবং তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে মোটেই ইচ্ছুক হয় না। নরনারীর পরস্পর দৈহিক যৌনমিলন তাহাদের কাম্য নহে এবং তাহাতে তাহারা মোটেই সুখ পায় না এজন্য দৈহিক উপভোগ করিবার স্পৃহার বদলে ঐ বিষয়ে তাহাদের মনে এক দারুণ ঘৃণা জন্মিয়া থাকে। ঐ অস্বাভাবিকতার জন্যই ক্রমে সেই প্রীতি ও আনন্দবর্দ্ধক বস্তুটাকে অপহরণ করিবার বাসনা মনের মধ্যে জন্মিয়া থাকে; ঐভাবে 'চৌর্য্যকার্যের মধ্যে দারুণ যৌনউন্মাদনা' নরনারীর জীবনে অপর অস্বাভাবিকতারূপে প্রকাশ পায়—কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি পরে বিস্তারিত বলিব।

প্রিয়প্রিয়ার দৈহিক অবয়ব লইয়াও অনেকসময় এইরূপ অস্বাভাবিক যৌনউন্মাদনার উদ্ভব হইয়া থাকে। চরণ-প্রীতি বা Foot-fetishism ইহাদের মধ্যে একটী। চরণ-প্রীতি হইতেই পাদুকা-প্রীতি বা Shoe-fetishism আসে কারণ, পাদুটার সহিত জুতা প্রায় সর্ব্বত্রই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রিয়তমের চরণপূজা বা পাদুকাপূজা করিয়াই কত নারী জীবন অতিবাহিত করে অথচ স্বামীর সহিত দৈহিকধর্ম্ম পালন করা পাপ বলিয়াই ভাবেন—এরকম অস্বাভাবিকতাপূর্ণ স্নায়বিক রোগিণীর সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও খুব স্বল্প নহে। মনোবৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথ ভিন্ন অন্যপ্যাথীঅবলম্বী ডাক্তারদের নিকট ঐ সকল অস্বাভাবিকতা 'ভুতুড়ে' রোগের মধ্যেই ধর্ত্তব্য এবং চিকিৎসাও অন্যান্যপ্যাথির সাধ্যের বাহিরে। কিন্তু যৌনবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিত জানেন যে ইহার মর্ম্ম কি এবং ইহার উৎপত্তি কোথায়? এই ধরণের চরণ-প্রীতি বা পাদুকা-প্রীতির উদাহরণ ভারতবর্ষে বেশী পাওয়া যাইবে না কিন্তু ইউরোপের নারীসমাজের মধ্যে ইহার সংখ্যা অনেক বেশী আছে। Foot-festishismয়ের আধুনিক এত প্রাচুর্য্যের মূলে আছে পায়ের সঙ্গে যৌনযন্ত্রের এক অদ্ভুত সম্মিলন ধারণা, যাহা অধুনা সারাজগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহুদীগণ 'পা'কে যৌনযন্ত্রের রূপান্তর বলিয়া ভাবে। 'পা' দুটী লজ্জা ও সরমের আকর, তাই পা দুটাকে নগ্ন রাখা কোনও সভ্যসমাজেই প্রচলিত নহে। 'পা' দুটী হচ্চে প্রিয়প্রিয়ার নিকট সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণের বস্তু। নরনারীর সৌন্দর্য্যপরীক্ষায় চক্ষু, চুল, আকৃতি ও অবয়বের নিম্নেই 'পা' দুটীর স্থান। অবশ্য 'হাত'ও সৌন্দর্য্য পরীক্ষায় পেছনে যায় না এবং তাই 'করপল্লব-প্রীয়তা' বা hand-

fetishismও উপেক্ষনীয় নহে। পৃথিবীর তাবৎ পুরাতন ও নূতন সভ্যসমাজের মধ্যেও এইপ্রকার অস্বাভাবিকতার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। পায়ের গঠন, পায়ের সৌন্দর্য্য ও পায়ের মহিমাতেই আজ সুসভ্য নরনারীরা উন্মাদ হইয়া আছে।

পূর্ব্বোক্ত 'চরণপ্রীতি' 'ভুজপ্রীতি'র ন্যায় আরো বহুবিধ fetishism বা .অস্বাভাবিকতা আছে। কেহ কেহ প্রিয়প্রিয়ার 'চুল' দেখিয়াই যৌনআনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে এবং শুধু 'চুল' লইয়াই তাদের যাবতীয় যৌনকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে তাহাদিগকে hair-fetishism বলা হয়। এইরূপ প্রিয়প্রিয়ার পোষাক বা পশম দেখিয়াই যে অস্বাভাবিক যৌনউদ্রেক হয় তাহার নাম fur-fetishism.

নরনারীর স্বাভাবিক শিশুজীবনের মধ্যেও এই প্রকার ঘটনার উন্মেষ হইতে পারে এবং তাহাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়ন হয়ে তাহাদের মনোবৃত্তির তারতম্যানুসারে ভবিষ্যৎজীবনে বিশেষভাবে প্রকট হইয়া থাকে। ভবিষ্যৎজীবনে এমন ভীষণ ক্ষেত্রও দেখা যায় যথায় এই বস্তুপ্রিয়তা লইয়াই কোনও কোনও নরনারী জীবনযাপন করিয়া বসিয়া থাকে; তাদের কাছে 'The symbol is alone desired, and is fully adequete to impart by itself complete sexual gratification.' এই অবস্থাটাকেই 'ব্যাধি' বলিয়া ধরিতে হইবে, নচেৎ ইহার অপেক্ষা ন্যূনতর অবস্থায় নারীকে—তার রক্তমাংসঅস্থিময় সৌন্দর্য্যেরআকর দেহটাকেই আকাঙ্ক্ষা করে এবং তাহার মধ্যে জন্মদানের চিরন্তনী ইচ্ছাটা তাহার প্রিয়তমের বুকে সদাজাগ্রত থাকে কিন্তু এই 'রমণী'কে ও তাহার সহিত 'রমণ' কার্য্যটাকে বাদ দিয়াও যথায়

দৈহিক যৌনক্ষুধার তৃপ্তি পাওয়া যায়, তথায় যৌনব্যাধির বিকটবদন বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হয়।

ক্র্যাক্টএবিং এবম্প্রকার 'চরণ-প্রীতি' বা Foot-fetishismয়ের সঙ্গে masochism নামক অস্বাভাবিকতার মিল দেখাইয়াছেন। Masochism অর্থাৎ প্রিয়তমের হস্তে নিগৃহীত হইয়া যে যৌনউন্মাদনা অনুভব হয় তাহাই Foot-fetishismয়ের মূলে আছে, কারণ চরণ বা পাদুকা উভয়ই 'লাঞ্ছনা'র প্রতীক। **মোল** ও **গার্ণিয়ার** ঐ মত পোষণ করিলেও **হেবলক** কিন্তু উহাদের মিল মানেন না।

নরনারীর যৌনকার্য্যে পশুজগতের সহায়তা।

মানবজীবনের যৌনরাজত্বে পশুদিগের ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছে এবং পশুদৃশ্যে ও পশুমৈথুনদৃশ্যে অস্বাভাবিক যৌনক্ষুধার আবির্ভাব, যৌনবিজ্ঞানের একটী অত্যাবশ্যকীয়পরীক্ষার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে মহাপণ্ডিত **ক্রাফ্‌ট-এবিং** (Craft-Ebing) তাঁহার Psychopathia Sexualis নামক অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে বিভিন্নরূপ আলোচনা দেখাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন **ফোরেল** (Forel) প্রণীত The Sexual Question, পণ্ডিত **হাউয়ার্ড** (W. Howard) প্রণীত "Sexual Perversion," Alienist and Neurologist, January 1896, এবং **থইনট্‌ এণ্ড উইসি** (Thoinot and Weysse) প্রণীত Medico-Legal Moral offences প্রভৃতি বিভিন্ন আলোচনামূলক পুস্তকাবলীতে এইপ্রকারের বিশেষ অস্বাভাবিকতার স্বরূপ ও মূলতত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে।

পশুদৃশ্যে বা পশুমৈথুনদৃশ্যে যৌনউন্মাদনার যে অস্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত অস্বাভাবিকতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; যেহেতু যে সকল পশুদৃশ্যে যৌনক্ষুধার আবির্ভাব ঘটে সেই দৃশ্যাবলির সহিত নরনারীর নিজেদের দেহের কোনও সান্নিধ্য বা সংযোগ নাই। ইহাতে কেবলমাত্র জন্তুজানোয়ারের দৃশ্য বা তাহাদেরই সংশ্লিষ্ট কোনও পদার্থের দৃশ্য অথবা পশুমৈথুনের কোনও দৃশ্যের দ্বারা নরনারীর মনে কামভাব জাগিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারটাকেও একভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে—পশুদের যৌনকার্য্য ঠিক মানুষের যৌনকার্য্যের প্রতীক, ও মৈথুনকারী পশু মানবমানবীর প্রতীক হইয়াই মানবের মনে এই ভাবের উন্মাদনা আনিতে সমর্থ হয়। ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রের ইহারই নাম 'Association by resenblance.'

কিন্তু এই ধরণের অস্বাভাবিকতার অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ করিতে পারা যায়, আমি নিম্নে তাহা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই ধরণের প্রথম শ্রেণীর নাম *Mixoscopic zoophilia.* মৈথুনরতপশুদর্শনে অল্পবয়স্ক নরনারীর মনে যে যৌনআনন্দের সঞ্চার হয় ইহা তাহারই নাম। পশুমৈথুনের দৃশ্যের এমনি একটা মাদকতা আছে যে অনেক সময় আপনা হইতে নরনারীর মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশুজীবনে ঐ দৃশ্য হইতেই প্রথম প্রথম তাহাদের মনে যৌনকার্য্যের স্বরূপ ও যৌনক্ষুধার আবির্ভাব হয়। ঐসকল দৃশ্যে বালক-বালিকারা ও তরুণ-তরুণীরা এতই উত্তেজিত ও কামার্ত্ত হইয়া থাকে যে, অনেকে ঐ দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রথমযৌনকার্য্য করিতে আরম্ভ করে; ঐভাবে উত্তেজিত হইবার

সময় যদি তাহাদের কাছে পরস্পরের মিলিত হইবার উপযোগী সঙ্গী ও সঙ্গিনী না থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিজ নিজ সাথীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং বিফল হইলে নানাবিধ অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ পুংমৈথুন, হস্তমৈথুন ইত্যাদির দ্বারাও যৌনক্ষুধা মিটাইয়া থাকে। আমার একটী স্নায়বিক neurosis রোগিণীর কথা বলা আছে যিনি তাহাব তরুনজীবনে তাঁহাদের গৃহে পোষা কুক্কুর কুকুরীর যৌনমিলনান্তর সংযুক্ত অবস্থা দেখিয়া এতই কাম-মোহিতা হইয়াছিলেন যে সেইদিনই তিনি তাঁহার সাথীর সহিত নিভৃতে প্রথমযৌনকার্য্যে রত হন। তাহার পর হইতে পশুমৈথুনদৃশ্যে এতই তিনি উত্তেজিতা হইয়া পড়িতেন যে তৎকালে তাহার সৎ অসৎ বিচার করিবার শক্তি থাকিত না। বিবাহিত জীবনের পরবর্ত্তীকালে ক্রমে তিনি অত্যন্ত neurosis অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একটী অতি কঠিন Nymphomania ও Monomaniaর রোগিণীতে পরিণত হন। অবশ্য সকলক্ষেত্রেই যে এতদূর বেশী কাণ্ড ঘটিয়া থাকে তাহা সত্য নহে। বরং পশুমৈথুন দৃশ্যে নরনারীর কামভাবের জাগরণ অনেক সময় অতি স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই গণ্য। শিশুরা ও তরুণ-তরুণীরা এবং এমন কি যুবক-যুবতীরাও এইরূপ দৃশ্যে কথঞ্চিত আনন্দিতা হয়েন মাত্র এবং তাহাদের মনের বনে কথঞ্চিৎ চাঞ্চল্য শিহরণ জাগে মাত্র কিন্তু তাহা পুর্ব্বোক্ত Neurosis রোগিণীর মত সহজে ঝটিকার আলোড়ন আনয়ন করে না।

ইহার অপর শ্রেণীর নাম *Zoophilia erotica* ইহাতে পশুদিগের মৈথুনদৃশ্যের আবশ্যকতা নাই। তাহাদের সংসর্গ, স্পর্শ বা এমনকি তাহাদিগকে কোলে লইয়া আদর করা বা আস্তে আস্তে

আঘাত করা হইতেই যে যৌনউত্তেজনা ও যৌনসুখ পাওয়া যায় তাহারই নাম Zoophilia erotica এই নামটী পণ্ডিত ক্রাফ্‌ট-এবিং প্রথম আবিষ্কার করেন; ইহা পূর্ব্বোক্ত Mixoscopic zoophilia হইতে পৃথক, যেহেতু তাহাতে 'পশুমৈথুন দৃশ্যের দ্বারা' যৌনউত্তেজনা জন্মে এবং ইহাতে 'পশুস্পর্শ' হইতেই যৌনউন্মাদনা আসিয়া থাকে।

কিন্তু ইহার অপর একটী নিজস্ব শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহার নাম *zooerestia.* ইহার দ্বারা মানবের সহিত পশুর মৈথুনক্রিয়া বুঝায়। অনেকে এরূপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিযুক্ত যে তাহারা পশুদিগের সহিত মৈথুনে অধিক আনন্দ উপভোগ করে এবং তজ্জন্য মৈথুনক্রিয়াহেতু পশুর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। ইহা দুই প্রকার নরনারীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমতঃ শিক্ষাদীক্ষাহীন অসভ্য নরনারীদের মধ্যে ও অশিক্ষিত চাষা ও বন্য মানবজীবনে ইহা প্রায়শঃই দেখা যায়, তথায় ইহাকে *Bestiality* বা পশু-ভাবাপন্ন বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে; অনেকদেশে ইহাকেও *Sodomy* বলা হয় কিন্তু তাহা বলা ঠিক নহে। এই ভাবের Bestiality অন্তর্ভুক্ত নরনারীরা সাধারণ মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যেই গণ্য এবং তাহাদের মধ্যে অন্য কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয়তঃ অপর এক শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে এইভাবের পশুমৈথুনের দুর্ণিবার আকাঙ্খা দেখা যায়; তাহা শিক্ষাদীক্ষাযুক্ত এবং অন্যান্য সকলবিষয়েই উন্নত রুচি ও স্তরের মধ্যে গণিত হয় কিন্তু তাহাদের মনোরাজ্যের কতকটা বিশৃঙ্খলা (Psychopathic condition) জন্যই ঐ ভাব জন্মে। এই দ্বিতীয় প্রকারের অস্বাভাবিকতাটাকেই প্রকৃত zooerestia বলা যায়। কিন্তু

হেবলক বলেন যে Bestiality ও Zooerestia এই দুই অস্বাভাবিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব, কেননা প্রত্যেক Bestialityর মধ্যেও সামান্য রকমের অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বালক বালিকাদের মধ্যে পশুমৈথুনের দৃশ্যাবলির দুর্ণিবার আকর্ষণ বড়ই প্রবল। তাহাদের নিকট ইহা পরম বিস্ময় ও অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপারের মধ্যেই পরিগণিত হয়। তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে যে ব্যাপারটীর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এতদিন দারুণ একটা ব্যাকুলতা ছিল, যে পরম রহস্যময় ব্যাপারটীর সম্যকভাগ তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল ও যত্নসহকারে যে বিস্ময়কর অদ্ভুত কার্য্যটীর জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার দারুণ প্রচেষ্টা তাহাদের বয়স্থ আত্মীয় আত্মীয়াদের মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহারই স্পষ্ট-স্বরূপ দৈবক্রমে তাহাদের চক্ষের সাম্নে উন্মুক্ত ও পরিস্ফুট হইল। ঐ দৃশ্য দর্শনে তাহাদের মনে আপনা হইতেই যৌনউত্তেজনা জাগিয়া থাকে। বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের নিকটই পশুমৈথুনদৃশ্যের আকর্ষণ ও মোহ অতি প্রবল। পরিণত বয়সের স্ত্রীলোকেরাও পশুমৈথুনদৃশ্যে সমধিক যৌনতাড়নায় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। বিগত ষোড়শ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অনেক রাজবংশের ও অভিজাত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকরাও এই ভাবের দৃশ্য উন্মুক্তভাবে সাধারণের সঙ্গেই উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া গমন করিত।

কিন্তু, এইখানে পশুসংসর্গযুক্ত অপর একটী অস্বাভাবিক ব্যাপারের কথাও বলা উচিত। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Stuff-

fetishisms; ইহার বাংলা অর্থ এই যে, জীব-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট নানাবিধ তন্তু বা tissues সকলের দ্বারা নরনারীর মনে যৌনউন্মাদনার আবির্ভাব। ইহাকেও পশুজগতের উপর যৌন-প্রীতির (animal fetishisms) অপর এক শ্রেণী বলিয়া ধরিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে, স্ত্রীলোকদের পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে যে যৌনপ্রীতি আসে তাহাও ধরিতে হইবে; উহাতে যৌনপ্রীতি জন্মিবার কারণ এই যে রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যেই তাহাদের সুললিত অঙ্গাদি ও তন্তুগুলির স্পর্শ বিজড়িত থাকে এবং পুরুষ ঐ সকল পরিচ্ছদের স্পর্শে তাহাদের প্রিয়ার সুকোমল পরশের অপার আনন্দের সন্ধান পায় সুতরাং এই সকল ব্যাপারে স্পর্শ ইন্দ্রিয়টাই যৌনউত্তেজনা আনয়নের সহায় হয়। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে animal fetish রূপ যৌনপ্রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। হেবলক বলেন "But in part, also, it would seem, we have here the conscious or subconcious presence of an animal fetish, and it is notable that perhaps all these stuffs, and especially fur, which is by far the commonest of the groups, are distinctively animal products." রমণীদের চুলের মধ্যে যে অদ্ভুত যৌনউন্মাদনার আকর লুকায়িত আছে তাহাও এই প্রকার fetish মধ্যে গণ্য। ক্র্যাফ্‌ট-এবিং বলেন যে চুলের মধ্যে অনেকগুলি ইন্দ্রিয়ের বৈদ্যুতিক শক্তি লুকায়িত থাকে; ইহাতে স্পর্শের উন্মাদনা আছে, গন্ধের মদিরতা আছে, দর্শনের মোহ আছে এবং গন্ধ, স্পর্শ ও দর্শনের সমবায় শক্তিতে

প্রভাবান্বিত রমণীর চুলের যৌনউন্মাদনাকারী শক্তির তুলনা পাওয়া যায় না। রুমাল, সেমিজ, দস্তানা ও জুতা প্রভৃতির ন্যায় কুন্তলপ্রীতিও এইরূপ যৌন fetish মধ্যেই ধরা হইয়াছে। যৌন ব্যাপারের আকর্ষণের জন্ত রমণীর চক্ষুর পরেই তাহার চুলের আসন নির্দ্ধারিত। চুলের আকর্ষণীয় ক্ষমতা শিশুকালেও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু চুল সম্বন্ধে অস্বাভাবিকতার ভাবগুলি নরনারীর জীবনে পরে ও অনেক সময় জ্বর ভোগের পর দেখা যায়। অনেক সময় চুল স্পর্শ করা হেতু অথবা চুল কাটাবার জন্তও অতি অস্বাভাবিক যৌনউদ্রেক ও রেতঃপাত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে এবং পরবর্ত্তী জীবনে উহা হস্তমৈথুনে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

পশম, ভেলভেট, পালক, সিল্ক, চর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্যগুলিই যৌনউত্তেজনা আনয়নে সমর্থ হয় এবং ইহারাই stuff-fetish দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের মধ্যে পশম ও ভেলভেট অতিমাত্রায় যৌনউদ্রেক আনয়নে সক্ষম, ইহা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে। শিশুদের নিকট পশমের ভীতিও যেমন আছে প্রীতিও তদপেক্ষা কম নাই; পশুদের সংস্রবে যে শিশুরা কখনও আসে নাই তাহাদের নিকটই ইহা অতিমাত্রায় মুগ্ধকর বস্তু তবে ইহার দৃশ্যে যত না হউক ইহার স্পর্শ দ্বারাই যৌনপ্রীতির উদ্ভব বেশী হইয়া থাকে।

ক্র্যাফ্ট-এবিং একটী অস্বাভাবিক *Zoophilia* রোগীর বর্ণনা দিয়াছেন। একটী রক্তহীন, দুর্ব্বল, স্নায়বিক অথচ অতি তীব্র বুদ্ধিশালী ব্যক্তি এই রোগের অধীন হইয়াছিল; তাহার যৌন-ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং বাল্যাবস্থা হতেই সে গৃহপালিত জন্তু বিশেষতঃ কুকুর ও বিড়ালের প্রতি সমধিক প্রীতিসম্পন্ন হইয়া

পড়ে যৌনব্যাপারে অনভিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও সে যখন তার পশুদিগকে আদর করিত তখনই তাহার মধ্যে সে এক প্রকার যৌনউত্তেজনা বোধ করিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটী বুঝিতে পারে ও এই অভ্যাস দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে এই অভ্যাসটী তাহার লোপ পাইলেও সে স্বপ্নের মাঝে পশুদিগের মূর্ত্তি দেখিতে পাইত ও তাহার সঙ্গেই তাহার যৌনউদ্রেক হইত এবং এইরূপে সে হস্তমৈথুনের রোগী হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল অবস্থার মধ্যেও সে পশুদের সহিত মৈথুন করিতে কখনও ইচ্ছা করে নাই। শুধু ঐ ব্যাপারটী ভিন্ন তাহার যৌনধারণা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু *Bestiality* ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার; ইহাতে পশুদিগের সহিত যৌনক্রিয়া ও মৈথুন করিবার দুর্ণিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পশুকুলের সঙ্গে মানবকুলের নানাবিধ গার্হস্থ্য সম্বন্ধ হেতুই ইহা সম্ভব হইয়াছে এবং সভ্যতার আদিম প্রভাতের সূচনা হইতে আধুনিক সভ্যতার অগ্নিযুগের মধ্যেও এই ব্যাপারটী সমধিক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ ইহা অশিক্ষিত, অসভ্য কৃষকদের মধ্যে ও গ্রাম্য অধিবাসীগণের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। এই বস্তুটীকে যে সকল সময়েই কুকাজ বলে ধরা হোত তাহা নহে। ইতিহাসে দেখা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুইডেন দেশেই প্রথম ইহাকে দোষ বলে ধরা হইয়াছিল এবং তখনও পশুটীর মালিক কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ পাইতেন; কিন্তু এখনও কতকদেশে ইহাকে দূষণীয় বলা হয় না। হেবলক বলেন যে 'Among still simpler peaples, such as the Salish of British Columbia, animals are regarded

as no lower in the scale of life than human beings, and in some respects superior, so that there is no place for our conception of "bestiality." এই ধরণের অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ পশুমৈথুনের ইচ্ছা কয়েকটী কারণ হইতেই বেশী দেখা যায়। মানবজীবনের পুরাকালের ধারণায়, পশুকূল ও মানবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যসূচক রেখা না থাকা প্রথম কারণমধ্যে গণ্য। কৃষকদের সঙ্গে পশুদিগের খুবই নিকট সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা থাকা এবং ঐ সকল কৃষকগণের প্রায়ই পত্নীদের নিকট হইতে পৃথকভাবে বাস করা, ইহার দ্বিতীয় কারণ মধ্যে গণ্য। ইহার তৃতীয় কারণটী এই যে নরনারীর মধ্যে আদিমকাল হতে একটা বিশ্বাস আছে যে পশুদিগের সঙ্গে মৈথুন করিলে নানাপ্রকার দূষিত রতিজ রোগ ভাল হয়। ভাগ্যক্রমে আমার একটী সাঁওতাল রোগী জুটিয়াছিল, তাঁহার তৎকালে গণোরিয়া হয়। সে আমায় বলেছিল যে প্রথম অবস্থায় তাহাদের জানা নানাপ্রকার গাছগাছড়ার ঔষধ সে সেবন করে এবং তাহাতে বিশেষ ফল না হওয়ায় সে কিছুদিন তাহাদের একটী গৃহপালিত ছাগীর সহিত মৈথুন করে যেহেতু তাহাদের ধারণা যে ছাগীর সহিত মৈথুন দ্বারা এইসব রোগ ভাল হয়।

পশুমৈথুন ব্যাপারটা যে খুব কম দেখা যায় তাহা নহে, অসভ্য ও বন্য এবং অশিক্ষিত মানবের কাছে নারীর সহিত সহগমন করা ও পশুমৈথুন করা একই কার্য্যের মধ্যে গণ্য। তাহারা যৌনক্রিয়ার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না এবং যোনীদেশমধ্যে পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রবেশ কার্য্যই তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ যৌনক্রিয়া; সুতরাং নারী ও পশুর মধ্যে ঐ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। একজন জার্ম্মান

ঐ কার্য্যে অভিযুক্ত হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তুমি পশুমৈথুন করিলে কেন?" সে খুবই সহজভাবে উত্তর দিল "কি আর করিব? বহুদিন আমার পত্নী আমার কাছে নাই, তাই আমি শূকরীটাকেই মৈথুন করিয়াছি।" ইহাও একপ্রকার হস্তমৈথুনেরই রূপান্তর মাত্র। সৈন্যদলের মধ্যে এই কার্য্যটী খুব বেশী দেখা যায়; স্ত্রী-বিযুক্ত হয়ে বহুদিন তারা একা একা বাস করা হেতু, ছাগী ইত্যাদি দ্বারাই তাহারা যৌনক্ষুধা মিটাইয়া লয়।

কিন্তু স্ত্রী-বিযুক্ত হয়ে বাস করা হেতুই কি তাহারা ঐ কার্য্যে এত বেশী রত হয়? না তাহা নহে। কৃষকদের মধ্যে পশুমৈথুনের প্রাচুর্য্যের একমাত্র কারণ এই যে তাহারা দিনরাত ঐ পশুদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জীপনযাপন করে; এইরূপে দিবারাত্র পশুদের সহবাস করা হেতু এমনভাবে তাহাদের সঙ্গে সুখেদুঃখে জড়িত হইয়া পড়ে যে যৌনমিলনে নারীর অভাব তাহারা বুঝিতে পারে না এবং তাহাদের সন্নিকটস্থ পশুই মৈথুনক্রিয়ায় নারীর স্থান পূরণ করে। প্রিয়তম পোষা কুকুর আধুনিক ইউরোপীয় নারীর সহবাস ইচ্ছা পূর্ণ করবার এক অতি সহজ সাহায্যকারী বন্ধুরূপে পরিগণিত হয়ে আছে।

বিভিন্নদেশে ও বিভিন্নকালে নর ও নারী উভয়ের পক্ষে বিভিন্ন জন্তু যৌনক্রিয়ার সাথী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার গৃহপালিত জন্তুই এই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে; কচিত কেউ তার মধ্যে বাদ পড়ে। পাশ্চাত্যদেশে শূকরী এই মিলনে মানবের অতি প্রিয় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ঘোটকী, গাভী, ছাগী ও মেষ পুরুষের সহবাসের পক্ষে নিরূপিত হয়;

কুকুর, বিড়াল ইহারাত প্রায়ই বেশী আবশ্যকীয় জন্তু, কিন্তু মুরগী, হাঁস ইহারাও বাদ পড়ে না; চীন দেশে রাজহংসী এই পশুমিলন কার্য্যে অতি বেশী নারীর স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া, ভল্লুকের দ্বারা যৌনমিলন সমাধা করা বা কুম্ভীরের দ্বারা রতিক্রিয়া সমাপণ করার কথাও শোনা যায়। কিন্তু আরো আশ্চর্য্যের বিষয় আছে—রোমদেশের নারীরা সর্পদ্বারা এই ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়াস পায়। আমাদের দেশে রাখাল বালকগণ অনেক সময় গোচারণকালে গাভী ও ষণ্ডের যৌনমিলন দর্শনে বা ছাগের যৌনক্রিয়ার দর্শনে এতই উত্তেজিত হইয়া থাকে যে তাহারা পালের মধ্যের গাভী বা ছাগীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হয়।

এই সকল পশুমৈথুনকারীদের প্রতি সামাজিক ও নৈতিক মনোভাব সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সমান দেখা যায় না, সুইডেনে কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই আইন ছিল যে মৈথুনকারী ব্যক্তির দ্বারা যৌনক্রিয়ায় যদি পশুটীর কোনও ক্ষতি হইত, তাহা হইলে সেই পশুর মালিককে মৈথুনকারীর নিকট হইতে কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণ লইয়াই ক্ষান্ত হইতে হইত। কোথাও বা এইকার্য্যের জন্য দণ্ড দিবার প্রথা আছে। আবার কোথাও বা এইকার্য্যের জন্য এতই ঘৃণা ও কঠোরতা দেখা যায় যে মৈথুনকারী ব্যক্তির সহিত নিরীহ-নিরপরাধা পশুটীকেও একত্রে দগ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। পশুমৈথুন কার্য্যটীকেও Sodomy বলিয়া ধরা হয় এবং তাই এই কার্য্যটীর উপর দারুণ ঘৃণা ও কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাদিগের নিকট এই কার্য্যটী এতই ঘৃণ্য যে ইহার জন্য পশুটীকে ও মৈথুনকারী ব্যক্তিকে একত্রে হত্যা করিবার প্রথা ছিল। মধ্যযুগে, বিশেষতঃ ফ্রান্সেও এই একই ব্যবস্থা ও দণ্ডের বিধান ছিল এবং উভয়কে হত্যা

করা হইত। ঐসময়ে কত মানুষ ও শূকরী, কত মানুষ ও গাভী, কত মানুষ ও গর্দ্দভীকে যে এই কুকার্য্যের জন্য একত্র দগ্ধ করা হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। হেবলক জানিয়েছেন যে টালাস্ (Toulouse) প্রদেশে জনৈকা রমণী কুকুরের সহিত মৈথুন করায় তাহাকে পোড়াইয়া মারা হয় এবং এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত ফরাসী আইনবিদ ঐ কার্য্যটীকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনেও এই কার্য্যটীর জন্য বিভিন্ন দণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। উক্ত আইনের ৩৭৭ ধারায় ইহার বিশেষ বিবৃতি ও যথোপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করা আছে এবং এইরূপ কার্য্যকে 'অস্বাভাবিক অপরাধের' মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে "Whoever Valuntarily has carnel intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with transportation for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine" অর্থাৎ যদি কেহ প্রকৃতির বিধান অমান্য করিয়া কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক বা পশুর সহিত মৈথুনক্রিয়া করে তাহা হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস বা দশ বৎসর পর্য্যন্তকালের জন্য সশ্রম বা অশ্রম কারাবাস এবং তাহা ছাড়াও অর্থদণ্ড বিধান হইবে। বড়ই কঠোরতার সহিত এই আইনটী করা হইয়াছে। এই ধারাটীতে যাবতীয় অস্বাভাবিকমৈথুনের কথাই বলা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের মুখদ্বারা সহগমন করাও এই ধারানুসারে দণ্ডনীয়; যদিও একটী মাত্রাজ ঘটনায় ইহাকে ঠিকমত অস্বাভাবিক অপরাধ

বলা হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে (See Govindarajulu Naicken, (1886)। Weir 382) কিন্তু এই কার্য্যের জন্য দণ্ডনীয় করিতে হইলে বাদিকে নিম্নোক্ত চারিটী বিষয়ে প্রমাণ প্রদান করিতে হয় যথা :—

(১) আসামী, নরনারী বা পশুর সহিত মৈথুন করিয়াছে।

(২) উক্ত মৈথুন স্বভাবের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে।

(৩) আসামী ইচ্ছা করিয়াই এই কার্য্য করিয়াছে।

(৪) ঐ মৈথুনে পুংলিঙ্গটী প্রবেশ করিয়াছে (Penetration)। তবে এই কাজের অতীব কঠোর দণ্ডবিধান করা হইলেও ইহার জন্য অতি পরিষ্কার ও বিশ্বাস্যসাক্ষীর বর্ণনা লইবার আদেশ দেওয়া আছে, নচেৎ এইসব কার্য্যের দোষারোপ করা খুবই সোজা এবং এই সহজ উপায়টীর সাহায্যে অনেকে অনেক নিরীহ ও নির্দোষ ব্যক্তিকে বিপন্ন করিতে পারে। এইজন্য Sain Das (1926) 27 P. L. R 353 মামলায় নির্দেষ করা আছে যে "A charge of attempting to comit sodomy is very easy to bring and very difficult to refute, the evidence in support of such a charge has to be very convincing in order to convict the Accused." এই ধারার জন্য পুংলিঙ্গটীর প্রবেশ অর্থাৎ Penetration হইলেই অপরাধজনক কার্য্য করা ধার্য্য হইবে এবং এই Penetration সম্বন্ধে Allen, (1849) ও Cox দুইশত সত্তর পাতায় সবিস্তারে বলা আছে। এই দণ্ডবিধানের স্থলে, ইহাও বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে যে অস্বাভাবিক যৌনাভিগমন সম্বন্ধে শুধু যাহার উপর মৈথুন করা হইয়াছে তাহার একক বর্ণনা শুনিলে চলিবে না।

Ganpat, (1918) P. W. R. (Cr.) No 38 of 1918 মামলায় এই দণ্ডবিধানের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া বলা হইয়াছে যে "It is unsafe to convict on the uncorroborated testimony of the person on whom the offence is said to have been committed, unless for any reasons that testimony is entitled to special weight."

এই কুকাজের জন্য এত কঠোর দণ্ডবিধানের মূলে আছে এই যে, পশুমৈথুন ব্যাপারটাকেও পুংমৈথুন বা Sodomyর মত এক শ্রেণীতে পর্য্যবেক্ষণ করা মানবের মনের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই হেবলকও বলিয়াছেন যে "The extreme severity which was frequently exercised towards those guilty of this offence was doubtless in large measure due to the fact that bestiality was regarded as kind of sodomy, an offence which was viewed with a mystical horror, apart altogether from any actual social or personal injury it caused." কিন্তু এইরূপ কঠোর দণ্ডবিধানের সার্থকতা ও সমীচিনতা আদৌ নাই। যাহারাই এই কুকার্য্যে রত হয় তাহারাই হয় অস্বাভাবিক মনোভাবযুক্ত, ('morbidly abnormal') অথবা তাহারা অতি ক্ষীণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ইহা ছাড়া পশুমৈথুনে, পশুর উপর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, তাহাকে কোনও মতেই সমাজধ্বংশকারী কার্য্য বলিয়া আদৌ ধরা যায় না বরং ফোরেলের (Forel) মতানুসারে তাকে বলতে

পারা যায় 'one of the most harmless of the pathological aberrations of the sexual impulse."

চৌর্য্যবৃত্তিতে যৌনসুখানুভব।

এইবারে আমি একটী অতি অদ্ভুত যৌন-অস্বাভাবিকতার সম্বন্ধে বলিব। ইংরাজীতে ইহার নাম Kleptolagnia. চৌর্য্যবৃত্তির সহিত কোথাও কোথাও যে যৌনআনন্দ অনুভব করা হয় ইহা সেই অস্বাভাবিক মনোভাব। এই সম্বন্ধে অতি সুন্দর ও বিস্তারিত বর্ণনা আমি দুইটী পুস্তকে পাঠ করিয়াছি এবং পাঠকদিগকেও সেই বহি দুটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাদের প্রথমটার নাম **ষ্টিকেল** (Stekel) প্রণীত Peculiarities of Behaviors এবং অন্যটীর নাম **হিলি** (Healy) প্রণীত Mental conflicts and Misconduct. ইহা ছাড়া, এই ব্যাপারটী সম্বন্ধে অধিকতর বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে **হেবলক ইলিস** প্রণীত Studies in the Psychology of Sex, Vol. VII গ্রন্থে "Kleptolagnia" নামক অধ্যায়টী অধ্যয়ন করিতে হইবে।

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অস্বাভাবিক যৌনব্যাপারটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য পড়ে ও ঐ সময় হইতে উহাকে Kleptolagnia আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাকে কতকটা 'monomania' বা ক্ষিপ্ততার ক্ষুদ্রসংস্করণ বলিতে পারা যায়। ১৯১৭ সালে চিকাগো নগরীর মনোবৈজ্ঞানিক **কিরনান্** (Kiernan) প্রথম ইহাকে Kleptolagnia নাম প্রদান করেন ও সেই সময় হইতেই **হেবলক এলিসও** ঐ নামটাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু লায়নস্ নগরীর ল্যাকাসেনি (Lacassagne) ১৮৯৬ সালে প্রথম এই অস্বাভাবিক যৌনব্যাপারটীকে লিপিবদ্ধ করেন।

'*Kleptolagnia*'র স্বরূপ ও উৎপত্তি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদিগকে *Algolagnia* নামক অপর এক অস্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তির ব্যাপার অগ্রে বুঝিতে হইবে। নরনারী অনেক সময় যন্ত্রণার মধ্যে যৌনসুখ অনুভব করে ; তাহারই নাম *Algolagnia*, এক্ষেত্রেও চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা মনে যে একটা দারুণ অশোয়াস্তি ও উদ্বেগ জন্মে তাহাই নরনারীর মধ্যে যৌনউন্মাদনার প্রেরণা দেয়। সাধারণতঃ নারীরাই এই অস্বাভাবিকতা দোষে বেশী দুষ্ট থাকে। ইহাতে অপহৃত দ্রব্যটীর মহার্ঘ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অতি তুচ্ছবস্তু যথা এক টুকরা সিল্ক বা একটা ছিন্ন মোজা পর্য্যন্ত অপহরণের দ্বারা যৌনউত্তেজনা আসে ; অনেক সময় অতি বড় ধনী কন্যারাও এইরূপ তুচ্ছজিনিষ অপহরণের দ্বারা অস্বাভাবিক মনোভাবের পরিচয় দেয় ও তদ্বারা অস্বাভাবিক যৌনসুখ অনুভব করিয়া সুখী হন। অনেক সময় স্নায়বিক নর-নারীদের মধ্যেই এই দোষটী বেশী দেখা যায় এবং ইহাকে Erotic fetishism মধ্যেই গণ্য করা উচিত।

অনেক সময় ধ্বজভঙ্গ রোগগ্রস্থ স্বামীদের পত্নীরা স্বামীসহবাস-সুখে বঞ্চিতা হওয়ায় তাঁদের মনে ঐ ভাবের একটা অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি দেখা দেয়। তাহা ছাড়া যুবক-যুবতীরাও অধিকাংশস্থলে এর অস্বাভাবিকতার অধীন হয়।

এই ভাবের Kleptolagnia রূপ অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তির পরিচয় ইউরোপে বহুলপরিমাণে পাওয়া যাইলেও ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন নাই বলিলেও চলে। এইরূপ অস্বাভাবিকতাটীকে যথাযোগ্য

মনোবিজ্ঞানের ও যৌনবিজ্ঞানের সাহায্যে সত্বর আরোগ্য করা সম্ভবপর।

নরনারীর গুপ্তস্থানপ্রদর্শনের মাদকতা।

এইবাব আমি নরনারীর অপর একটী অস্বাভাবিকতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ কবিলাম। যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থায় এই যে ব্যাপারটী অস্বাভাবিকরূপে উপস্থিত হইতে দেখা যায় তাহা বাল্যাবস্থার স্বাভাবিকতার মধ্যেই প্রথম জন্মগ্রহণ কবে। অনেক পুরুষ, তাহার পুংজননেন্দ্রিয়টাকে এবং অনেক বালিকা তাহাদের উদ্ভিন্ন স্তন দুটীকে লোকচক্ষুর সাম্নে তুলিয়া ধরিতে চায়। কিন্তু শিশুকাল হইতেই ঐভাবে জননেন্দ্রিয়ের উন্মোচনক্রিয়া অতি স্বাভাবিকরূপে শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। শিশুরা উলঙ্গ থাকিতেই বেশী ভালবাসে ও পছন্দ করে; তাহারা শুইবার পূর্ব্বে একবার উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে চায় এমন কি অজানা অচেনা লোকদের সাম্নেও তাহারা আবরণ উত্তোলন করিতে বেশী আনন্দবোধ করে। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারা এমন কি নিজেদের মধ্যে পরস্পর বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া কৌতুহলবশে পরস্পর জননেন্দ্রিয়াদি সন্দর্শন করে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই থাকে না এবং ঐ ঐ ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক কৌতুহলস্পৃহা বা সরল আনন্দের অভিব্যাক্তিস্বরূপেই ধরা যাইতে পারে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাসেগ্ (Lasegue) সর্ব্বপ্রথম এইরূপ যৌনযন্ত্রসন্দর্শনাদিরূপ অস্বাভাবিক যৌনইচ্ছাটীকে exhibitionism নাম দিয়াছিলেন। তিনিই ঐসময়ে সর্ব্বপ্রথম অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে পুরুষ তার জননেন্দ্রিয়টাকে স্ত্রীলোকের দৃষ্টিগোচরে

আনয়ন করে একটা অপূর্ব্ব যৌনসুখ লাভ করে; ঐ সুখটী তার কাছে ঠিক স্ত্রীসহবাসের সুখের ন্যায়; আবার নারীও তাঁর গুপ্ত যৌনস্থানগুলিকে পুরুষের সামে উন্মুক্ত করিয়া ঐমতই পুরুষসঙ্গরূপ যৌনআনন্দ পায়। সাধারণতঃ তাহারা যুবক-যুবতী বা অল্পবয়স্ক সরলমতি বালক-বালিকাদিগের কাছেই নিজেদের গুপ্তস্থানটী উন্মুক্ত করে। অনেক নারীই এখনি স্বীকার করিয়া বলিবেন যে তাহাদের অল্পবয়সে অনেক পুরুষ তাহাদিগকে তাহাদের গুপ্তস্থান দেখাইয়াছে। এইরূপ ঘটনা খুব বিরল নহে এবং Norwood-East বলেন যে ২৯১ জন যৌনঅপরাধীর মধ্যে ১০১ জন এই গুপ্তস্থান প্রদর্শন করার জন্য আসামী হইয়াছিল।

এই অস্বাভাবিক যৌন কার্য্যটীর মধ্যে একটী অতি অদ্ভুত ব্যাপার আছে। অত্যন্ত কামুকতা হেতুই নরনারী এইভাবে গুপ্তস্থান প্রদর্শন করে বটে এবং তাহারা প্রায় যৌবনমদে মাতোয়ারাও থাকেন ইহাও সত্য, কিন্তু এইভাবে গুপ্তস্থান প্রদর্শন দ্বারা পরস্পর যৌনকার্য্যে আহ্বান করিয়া মিলিত হইবার ও সহবাস দ্বারা দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার কোনও প্রচেষ্টা বা ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। তাহারা কেবল নিজেদের অঙ্গাদি দেখাইয়াই একটা অব্যক্ত যৌনসুখ আস্বাদন করে এবং মনে মনেই সেই সুখের স্বাদ লয়। দৈহিক মিলনের জন্য তাহারা ব্যাকুল হয় না। পুরুষ যে মেয়েটীকে তাহার লিঙ্গদর্শন করায়, তাহাকে সে মোটেই যৌনকার্য্যে আহ্বান করে না, সে তার কাছে অগ্রসরও হয় না এবং এমন কি তার সঙ্গে একটা কথা কহিবার ইচ্ছাও তার কখন হয় না; সে শুধু নিজ পুরুষাঙ্গটী তাকে দেখিয়েই এক অদ্ভুত সুখ পায়। এইটা যেন সম্পূর্ণ এক মানসিক সহবাস; ইহাতে দৈহিক যোগাযোগ

কিছুই নাই। তাহার কোনও যৌনউত্তেজনা পর্য্যন্ত দেখা যায় না; এমন কি যে লিঙ্গটী সে প্রদর্শন করে তাহাও শিথিল ও শীতল থাকে; প্রচণ্ড যৌনউত্তেজনার ভাব ও তদ্ধেতু রক্তোচ্ছ্বাস এবং দৃঢ়তা তাহাব মধ্যে দেখা যায় না এবং সে ঐকার্য্যের সঙ্গে হস্তমৈথুন করিতেও চায় না। সে শুধু সেই নারীকে তাব জননেন্দ্রিয়টী প্রদর্শন ক'রে মনে মনে কল্পনাদ্বারা অনুভব কবে যে তাহার ঐ কার্য্যটীব দ্বারা সেই স্ত্রীলোকটীব মধ্যে এক যৌনশিহরণ নিশ্চযই জাগিয়াছে। ঐ চিন্তাটীর দ্বারাই সে তার মনের আশা মিটাইয়া লয় এবং নিজেব মনের মধ্যে অসীম যৌনশান্তি লাভ করিয়া সুস্থচিত্তে ও শান্তমনে সেই স্থানটী ত্যাগ করিরা ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

সাধারণতঃ শিশুরা বাল্যকালে যে নিজেদের লিঙ্গাদি পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত করে এবং পরস্পর জননেন্দ্রিয়ের প্রতি চাহিয়া দেখে তাহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা বা কামুকতার কোনও নিদর্শন নাই; তাহাকে কেবলমাত্র শৈশবক্রিয়া রূপেই ধরা যাইতে পারে। সেইভাবে পরস্পর যৌনযন্ত্রাদি দর্শনের দ্বারা তাহাদের ফলে কোনও যৌনউত্তেজনা বা যৌনসুখ আসে না—তাহা নিছক **বালস্বভাবসুলভ চপলতা ও সরলতাপূর্ণ কৌতুহল মাত্র।** তাহার পর আর একপ্রকার নরনারীর মধ্যে এই কাজটী দেখা যায়। প্রায় যৌনক্ষমতাহীন ব্যক্তিরা বা ধ্বজভঙ্গগ্রস্থ ব্যক্তিরা, অথবা বৃদ্ধব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে যৌনউত্তেজনা আনিবার জন্য এই কাজটীর আশ্রয় লয়। ধ্বজভঙ্গরোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের সহজে কোনও মতেই লিঙ্গোদ্রেক হয় না; মনে হয়ত দারুণ সঙ্গমলিপ্সা ও অদম্য কামপিপাসা জাগে কিন্তু লিঙ্গোদ্রেক না হওয়া হেতু তাহারা নিজেদের মনোবাসনা মিটাইতে অক্ষম হয় এবং মনের আশা মনেই লুকাইয়া রাখে। সেই হতভাগ্য

জীবগণ তাহাদের অতৃপ্ত কামবাসনা এই কার্য্যের দ্বারা কতকটা মিটাইবার চেষ্টা পায় এবং যথনতথন রমণীদের সম্মুখে নিজ যৌনযন্ত্রটীকে উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। সে এমনভাব দেখাইয়া ঐ কার্য্যটী করিয়া থাকে যে রমণী যেন ভাবে যে সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়াই তাহার যৌনযন্ত্রটী খুলিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ এইকার্য্যে উক্ত পুরুষটীর কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই, তবে তাহার অন্যমনস্কতা এবং সরলতা হেতুই হঠাৎ যেন তার জননেন্দ্রিয়টী আবরণমুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এইরূপ ভাব দেখাইয়া উক্ত পুরুষ তার গুপ্তস্থানটী প্রদর্শন করায়। ঐ কার্য্য যাহারা করেন তাহারা যে অশিক্ষিত বা অসভ্য ব্যক্তি তাহা মনে করিবার কোনও কারণ আমাদের নাই; অন্যপক্ষে অনেক শিক্ষিত ও সভ্য ব্যক্তিগণও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এমনও দেখা গিয়াছে। অনেক ব্যক্তি তাহাদের বার্দ্ধক্যের সময় এই কার্য্যটী প্রায়শঃ করিয়া থাকেন। সেইকালে তাহাদের যৌনশক্তি সম্পূর্ণ হ্রাস পাইয়া থাকে এবং নারীসহবাসে তাহাদের আদৌ ক্ষমতা থাকে না, অথচ তাহাদের মনে কামবাসনা দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়। সেই প্রদীপ্ত কামবাসনা মিটাইবার জন্য তাহারা অন্যান্য অস্বাভাবিক কার্য্যাবলীর সহিত তাহাদের গুপ্ত-স্থানটীকেও প্রদর্শন করাইয়া থাকে ও এইরূপে মনে মনে যৌনসুখ বোধ করিবার চেষ্টা করে। এইশ্রেণীর ব্যক্তিদের ঐ কার্য্যটীকে বৃদ্ধ বা অক্ষম ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কিন্তু আর এক উদ্দেশ্য লইয়া নরনারী গুপ্তস্থান উন্মুক্ত করে, তাহা হইতেছে যৌনকার্য্যের আবাহন। পুরুষ ঐ ভাবে তাহার জননেন্দ্রিয়টী প্রদর্শনের দ্বারা নারীর মধ্যে কাম জাগাইবার

চেষ্টা করে এবং অনেক সময় ইহা দ্বারা সে সিদ্ধকামও হইয়া থাকে। এমন অনেক ঘটনা আছে যে কোনও পুরুষ অপর একটী স্ত্রীলোককে এইভাবে প্রতিনিয়ত নানাভাবে স্বীয় জননেন্দ্রিয়টী দেখাইয়া তাহার মধ্যে যৌনক্ষুধার উদ্রেক করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সেই নারী সেই পুরুষের কামশয্যায় ধরা দিয়াছে। প্রথম প্রথম নারী, সুমুখে ঐ গুপ্তস্থানটী হঠাৎ দেখিয়া ফেলিলে লজ্জাবশে স্বীয় নয়ন ত্বরিতগতিতে অন্যত্র সরাইয়া লয়; কিন্তু বিপরীত লিঙ্গেরও একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় শক্তি আছে, এবং সেইজন্য ক্রমে ক্রমে সেই নারী যখন আবার সেই পুরুষকে তাহার সুমুখে ঐ বস্তুটীকে দেখায়, তখন সেই নারী অলক্ষ্যে এবং কখনও বা আড়নয়নে তাহা তাকাইয়া দেখিতে থাকে এবং ক্রমশঃ সে এই দৃশ্যে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। এমন ঘটনাও আছে যে এইভাবে পুংযৌনযন্ত্রটী দৈনন্দিন দেখিতে দেখিতে সেই নারীও স্বীয় স্তনদেশ, কখনও বা উরু এবং কখনও বা বগলের চুল ইত্যাদি সেই পুরুষটীকে দেখাইতে থাকে। এইভাবে ক্রমশঃ যৌনযন্ত্রপ্রদর্শনাদির দ্বারা উভয়ে উভয়কেই কামভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং যৌনক্রিড়ায় মিলিত হইবার জন্য উভয়ে উভয়কে নানাভাবে ইঙ্গিত করিতে থাকে। অবশেষে একদিন সত্যই তাহারা মিলিত হয় এবং যে জিনিষগুলিকে দূর হইতে পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করাইতেছিলেন, এইবারে সেই সেই যন্ত্রাদির পরশসুখ অনুভব করেন। এইরূপে যৌনযন্ত্রাদির নিরীক্ষণ দ্বারা অনেক নরনারী যৌনকার্য্যে মিলিত হইবার সুযোগ ও নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছে ও তাহার পর হইতে গোপনমিলনে নিজেদের প্রমত্ত কামপিপাসা প্রাণভরিয়া মিটাইতেছে।

যে নরনারীরা এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে গুপ্তস্থানগুলি দেখান

তাহাদিগকে নানাভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। **ক্রাফট্-এবিং** ইহাদিগকে রোগানুসারে (clinical) চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন যথা—(১) মস্তিষ্ক ও শিরদাঁড়ার রোগহেতু মস্তিষ্ক দুর্ব্বল নরনারী; (২) এপিলেপ্টিক নরনারী; (৩) স্নায়বিক নরনারী; এবং (৪) বংশগত ব্যাধিযুক্ত নরনারী। কিন্তু **হেবলক-এলিস** বলেন যে এই ভাগ বেশ সুবিধাজনক নহে। **নরউড্-ইষ্ট** এই শ্রেণীর নরনারীকে সুবিধার জন্য কেবমাত্র দুইটীভাগে ভাগ করিয়াছেন; প্রথম দলকে বলা হয় যে 'মনদৌর্ব্বল্যযুক্ত' বা Psychopathic. ঐ ভাবের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বারো আনা ভাগ এই শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়দলকে বলা হয় যে 'পাপমনযুক্ত' বা Depraved. ঐ সকল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বাকি চারি আনা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অনেকের মতে মদ্যপান এই অস্বাভাবিকতার মূলে থাকে। তাই যখনই মদ্যপানের ইচ্ছা মানুষের মনে কম হয়ে আসে তখনই এই ভাবের অস্বাভাবিকতাও কমে আসে। ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডে ও ওয়েলসে ৮৬৬ জন নরনারী এই দোষে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে ১৯২৩ সালে, যখন মদ্যপানের প্রাবল্য দেশে যথেষ্ট কমিয়াছিল তখন, আরো অধিকসংখ্যক নরনারীর মধ্যেও মাত্র ৫৪৮ জন এই দোষে দণ্ড পায়।

যাঁহারা বলেন যে মানবের গুপ্তস্থান প্রদর্শনের ইচ্ছা, কেবলমাত্র তাহাদের এপিলেপ্সি রোগের জন্য অজ্ঞানতার মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহারা বড়ই ভুল করেন। অবশ্য ২।৪ জন এপিলেপ্সি রোগীর মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় ঐভাবের গুপ্তস্থান খুলিয়া দিবার ইচ্ছা স্পষ্ট দেখা যায় বটে কিন্তু তাহাকে রোগের একটা অঙ্গহিসাবে বলিলেই ভাল হয়; ঐরোগের মধ্যে অনেকে প্রস্রাবও করিয়া থাকে। কিন্তু

এইসব কার্য্যের মধ্যে ইচ্ছা বা জ্ঞানের কোনও উন্মেষ থাকে না। অথচ এই 'গুপ্তস্থান প্রদর্শন করার' মধ্যে আমরা কর্ত্তার একটা ইচ্ছা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই; তাহার মনে হঠাৎ ঐ গুপ্তস্থানটী রমণীর চোখের সাম্নে ধরিবার একটা আগ্রহ বা ইচ্ছা জন্মে, সে ঐ কাজের স্থান ও সময় সুবিধাজনকভাবে স্থির করে, তজ্জন্য সে একটা নির্জ্জনস্থান খোঁজে এবং ১টী বা ২টী মাত্র রমণী যেন তথায় থাকে বা কেবলমাত্র ছোট বালকবালিকা যেন তাহা দেখে এই ভাবের সন্ধান লয়। সুতরাং তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা এবং এক তীব্রইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও এই কাজটী করিয়া থাকে।

যাহারা এপিলেপ্সি রোগের মধ্যে অজ্ঞানতার মাঝে ঐমত কার্য্য প্রকাশ করে তাহারা আইনের গণ্ডীর বাহিরে থাকে কিন্তু বাকী সকলে ঐ কার্য্য করার জন্য আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয়। যৌনযন্ত্র প্রদর্শন করাটা যে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক তাহাতে আর ভূল নাই। এই কাজ যারা করে তারা নিশ্চয়ই সুস্থ মন নিয়ে বাস করে না। উপদেশ ও চিকিৎসাদির দ্বারা ইহা ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিকতাটা খুব কমই দেখা যায়, তবে বালিকাবয়সে তারা অনেক সময় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই তারা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। ক্বচিত, কখনও ২।১ জনা স্ত্রীলোক তাহাদের উদ্ভিন্নস্তন দুটী পুরুষকে দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না; তবে এইসব ক্ষেত্রে এইসকল রমণীরা প্রায়ই বেশ্যা বা অসতী রমণীদের মধ্যে গণ্য এবং এইরূপে স্তনযুগল প্রদর্শন দ্বারা তাহারা খরিদ্দার আবাহন করিয়া থাকে; অনেকসময়, ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতার

ছলে ঐসকল নারীরা নিজ নিজ বক্ষদেশ ও স্তনযুগল বেশ স্পষ্টভাবে লোকচক্ষুর নিকট উন্মুক্ত করে; বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে যাহারা সুপুষ্ট ও সুডোল কুচযুগলের অধিকারিণী তাহারাই এইকার্য্যে বেশী যোগ দেয়। যাই হোক ইহার মনস্তত্ব অতি সোজা এবং শুধু হতভাগ্য মানবকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়। আবার অতি বৃদ্ধ লোলচর্ম্ম পলিতকেশ গলিতদন্ত স্বামীদের প্রাণহীন মনে কামউত্তেজনা আনিবার জন্য সেই 'বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা' তাহার স্তন, এবং এমন কি তাহার নগ্নরূপ দেখাইয়া তাহাকে যৌনকার্য্যে পুনঃ পুনঃ লিপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করে। যতই বিফল হয়, যতই সেই মূর্খ ও পাষণ্ড বৃদ্ধ নিজ অক্ষমতাহেতু তাহার মনরঞ্জনে অকৃতকার্য্য হয়, ততই সেই অধীরা—যৌবনাকুলা নারী সেই বৃদ্ধকে কামভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য গুপ্তস্থান নানাভাবে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে থাকে। ইহা যৌনকার্য্যে আবাহন ও নিমন্ত্রণের ন্যায়।

গুপ্তস্থান প্রদর্শন করানর মত অশ্লীলবাক্য বলাও অনেক নরনারীর অভ্যাস আছে। ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত exhibitionism মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। গুপ্তস্থান প্রদর্শন করানর পর যেমন মনে একটা যৌনআনন্দ জন্মে, তেমি অশ্লীলবাক্যাদির কথনের দ্বারাও মনে একটা অনুরূপ যৌনসুখ আসে। নিজ জননেন্দ্রিয়টীও অন্য নারীকে দেখিয়ে, তার মনে একটা অপরূপ ভাব জন্মাইয়া, নিজে যেমন একটা যৌনসুখ লাভ করে, তেমি অন্য নারীকে, কিম্বা নারী অন্য পুরুষকে অব্যক্ত অশ্লীলবাক্যাদি শুনাইয়াও অভিনব যৌনসুখ পায়।

গুপ্তস্থান প্রদর্শনের দ্বারা অনেকরকম মনোভাবের বিকাশ হয়।

প্রথমতঃ, হয়ত নারী উহা দেখিয়াই ভীতা হইয়া পলাইয়া যাইবে; দ্বিতীয়তঃ উহা দেখিয়া হয়ত নারী সেই পুরুষকে অতি ক্রুদ্ধভাষায় গালিগালাজ করিবে; তৃতীয়তঃ উহা দেখিয়া হয়তঃ সেই নারী আনন্দিত হইবে, স্ফূর্ত্তি পাইবে বা হাসিয়া লুটোপুটী খাইবে, কথনও বা সে হয়তঃ তাহার উত্তরে নিজ গুপ্তস্থানটীও দেখাইবার চেষ্টা করিবে। এই শেষপ্রকার মনোভাবটী দেখিলেই পুরুষ অত্যন্ত আনন্দ পাইয়া থাকে। আবার আর একরকম অস্বাভাবিক ব্যাপার এই সূত্রে দেখা যায়! অনেক পুরুষ রমণীদের সাদা পোষাকের উপর কালি, এসিড, বা এইপ্রকার কোনও জিনিষ নিক্ষেপ করে সেই পোষাক কলঙ্কিত করে এবং এইকার্য্যের দ্বারা অসীম যৌন-সুখ পায়। সাধারণতঃ নিম্নস্তরের ঝি-চাকরাণি প্রভৃতি স্ত্রীলোকগণই ইহার দ্বারা যৌনপ্রীতি অনুভব করে।

যন্ত্রণার অনুভূতিতে যৌনসুখানুভূতি।

এই অতিঅদ্ভুত যৌনব্যাপারটীর সম্বন্ধে **হেবলক ইলিস** তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ Studies in the Psycology of Sex ৩য় খণ্ডে 'Love and Pain' শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া **ক্রাফট্ এবিং** তাঁহার Psychopathia Sexualis বহিতে, **ষ্টানলি হল** তাঁহার ১৮৯৭ ও ১৮৯৯ সালের American Journal of Pycho-logy "A study of years" প্রবন্ধে, এবং **ফ্রয়েড** 'The Economic Problem in Masochism,' Collected papers Vol. II গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানাইয়াছেন।

শ্রেক নোজিং (Schrenck Notzing) সর্ব্বপ্রথমে একটী নাম ব্যবহার করিলেন Algolagnia ; ইহার দ্বারা বহুবিধ **যন্ত্রণার মধ্যে যৌনসুখানুঁভূতির** পরিচয় পাওয়া যায়। আলিঙ্গন চুম্বন ইত্যাদির দ্বারা যে যৌনসুখ লাভ হয় তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার ; ইহার সহিত যৌনক্রিয়া বা যৌনসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের কোনও সম্বন্ধ নাই, উপরন্তু ইহাতে নরনারী প্রত্যেকের দ্বারা দারুণ যন্ত্রণা ও ব্যথা পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক পরম রমণীয় যৌনসুখ অনুভব করে। এই যে **যন্ত্রণার মধ্যে যৌন-সুখানুভূতি,** ইহাকে দুইটী পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং তদ্বারা ইহাদের পৃথক পৃথক নামকরণও হইয়া থাকে।

ইহার প্রথম প্রকারের নাম Sadism. যখন কোনও মানব তাহার প্রিয়জনকে আঘাত করিয়া ও অব্যক্ত ব্যথা দিয়া নিজে এক যৌনসুখ পায় তখন তাহাকে বলে **স্যাডিজম্** অর্থাৎ **'ব্যথা দিয়া সুখ।'** Marquis de Sade (১৭৪০—১৮১৪)র নাম অনুসারে এই অস্বাভাবিকতার নাম হইয়াছে Sadism. তিনি নিজের জীবনে এবং নিজের গ্রন্থাবলির মধ্যে ঐ বিষয়টী নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। 'স্যাডিজম্' অর্থে প্রিয়প্রিয়াকে নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়া নিজে অসীম যৌনসুখ অনুভব করা, অর্থাৎ ব্যথা দিয়া, ব্যথিত করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ।

ইহারই বিপরীত ব্যাপারটীর নাম Masochism **'ম্যাসো-চিজম'** ; ইহাতে প্রিয়প্রিয়ার নিকট হইতে নিজে ব্যথা পাইয়া নিজে কষ্টবোধ করিয়া যৌনতৃপ্তি লাভ হয়। ভগবানের নিকট হইতে আঘাত, শোক, দুঃখ ও ব্যথা পাইয়া ভক্ত যেমন সুখী হন,

ভগবানের দেওয়া আঘাত বুকে লইয়া অসীম তৃপ্তিভরে ভক্ত যেমন বলেন—

'এই করেছো ভালো নিঠুর,
এই করেছো ভালো
এম্নি করে হৃদয়ে আমার
তীব্র দহন জ্বালো।'

এই ব্যথা, এই আঘাত পাইয়া তিনি যেমন আনন্দিত হয়েন, শান্তি পান ও দুঃখদাতা ভগবানের জন্য তখনও যেমন তার মন আকুল হয়ে বলে—

'দুখেরি বেশে এসোছো বলে,
তোমারে নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করিয়া ধরিব হে'

তেম্নি প্রিয়প্রিয়ার নিকট হইতে দারুণ আঘাত ও ব্যথা পাইয়াও নরনারী দুঃখ পাওয়া দূরে থাক অনেক সময় দারুণ তৃপ্তি পায়। প্রিয়র দেওয়া ব্যথার আঘাতে হয়ত তখন তাহার অন্তর ক্ষতবিক্ষত, তার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত এবং তাহার হৃদয় বেদনবিধুর; কিন্তু তুচ্ছ ঐ বেদনার ব্যথা, তুচ্ছ ঐ নয়নের অশ্রু, তুচ্ছ তার হৃদয়ের ক্ষত, কারণ সে সকলি তাহার প্রিয়ের দেওয়া দান। এইভাবে সে মনে শান্তি পায়, এম্নি করেই সে তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের পরে তার নিঠুর-দরদীর বেদনপীড়ন পুনঃ অনুভব করিতে ব্যস্ত হয়—সে আরো চায়, আরো আঘাত, আরো ব্যথা, আরো-আরো অব্যক্ত যন্ত্রণা, তার হাতে পাইবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ব্যথা তার নিকট ব্যথা নহে, ব্যথিত নিপীড়িত বক্ষে

পুনরায় আঘাত হয়ত তার পরম প্রীতির সঞ্চার করিয়া থাকে তাই তখনও ব্যথাবিক্ষত দেহে সেই বেদনাবিহারি নারায়ণকে ডেকে সে ব্যাকুল হয়ে বলে—

"ঝরিছে জল নয়নে আমার
ঝরিছে জল নয়নে হে
বাজিছে বুকে—বাজুক বুকে
বিষম বাহুর বাঁধন হে।"

'ম্যাসোচিজম্' শব্দটার আবিষ্কার কর্ত্তার নাম Sacher-Masoch. তিনি একজন অষ্ট্রিয়া দেশের উপন্যাস লেখক ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার জীবনকালের মধ্যে, তাঁহার প্রণীত উপন্যাসাদির ভিতরে তিনি এই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেখাইয়াছেন। এই উভয় প্রকার যৌন অস্বাভাবিকতার মধ্যে শুধুই যে যৌনসুখ অনুভব করা যায় তাহা নহে, উহাদের তীব্রতার মধ্যে অনেক সময় সহবাস শেষের শুক্রস্রাবের মত প্রকৃত শুক্রস্রাবও হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য আর পৃথক সহবাস আবশ্যক হয় না। এই Sadism অর্থাৎ **'পরপীড়নে প্রীতি'** এবং Masochism অর্থাৎ **'আত্মপীড়নে প্রীতি'** উভয় ব্যাপারকেই মনবিজ্ঞান হিসাবে একই বলা যায়; 'ব্যথার মধ্যে যৌনতৃপ্তি' উভয়বিধ ধর্ম্মেরই চরম লক্ষ্য। তন্মধ্যে প্রথমটীতে পরকে ব্যথা দিয়া এবং শেষোক্তটীতে নিজেকে ব্যথিত করিয়া সুখ লাভ করা হয়। একটীতে পরের উপর এবং অন্যটীতে নিজের উপর ব্যথার আরোপ করা হয়। এই উভয় শ্রেণীর নরনারীরাই যৌনধর্ম্ম সম্বন্ধে শুধু বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী নহে, তাহাদের মধ্যে যৌনধর্ম্মের কমতি

দেখা যায়। তাদিকে যৌনকার্য্যে উত্তেজিত করিবার জন্য নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতার সাহায্যের আবশ্যক হয়, শুধু তাহাই নয় তাহারা দুঃখ, ব্যথা, উদ্বেগ, ইত্যাদি অযৌন উত্তেজনার মধ্যেই যৌন-উত্তেজনার তীব্র অনুভূতি পায়। পণ্ডিত **কুলেরি** (Cullerre) অনেকগুলি নরনারী রোগীর সংবাদ রাখিয়াছিলেন, যাঁহারা ভীতি-জনক বা উদ্বেগজনক চিন্তার মধ্যে এতই যৌনউত্তেজনা লাভ করিতেন যে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হস্তমৈথুন করিতে হইত; অনেকসময় এই সকল চিন্তাদির মধ্যেই তাঁহাদের শুক্রস্রাব হইয়া যাইত। তাহারা অপরপক্ষে খুবই শিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণযুক্ত সুসভ্য নরনারী। কিন্তু তাহারা সকলেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের রোগীতে পরিণত হইয়াছিলেন। পরপীড়নে যাহারা যৌনসুখ পান অর্থাৎ Sadistic ব্যক্তিরা অন্যপক্ষে খুবই সৎচরিত্র, ধার্ম্মিক এবং অত্যন্ত লাজুক থাকে। পণ্ডিত **ল্যাকাসেন** (Lacassagne) একটী **রিডেল** নামে এইভাবের রোগীর বিবরণ জানিয়েছিলেন। 'রিডেল', অন্য একটী বালককে হত্যা করার জন্য পাগলা গারদে পরে প্রেরিত হইয়াছিল। সে দেখিতে অনেকটা স্ত্রীলোকের মত কমনীয়তাযুক্ত ও মুখখানি বালকের মত সরলাযুক্ত ছিল এবং এত লাজুক ছিল যে সে অন্য লোকের সুমুখে প্রস্রাব করিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হইলেও সে হত্যাও রক্তপাত দেখিলে অদ্ভুত যৌনউন্মাদনা লাভ করিত। সে তাহার চারি বৎসর বয়স হইতেই হত্যা ও রক্তপাত করিবার জন্য ব্যাকুল হইত।

যন্ত্রণ, দুঃখ, কষ্ট, উদ্বেগ, ঘৃণা ইত্যাদি যৌনউত্তেজনা না আনিলেও অনেকের মধ্যে একটা পুলকের সঞ্চার করিয়া থাকে; তাহারাও এই প্রকার অস্বাভাবিক শ্রেণীর মধ্যে পড়িলেও তাহাতে তীব্রতা ও প্রাবল্য খুবই কম। দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার সহিত সহানুভূতির উদয়

হওয়া খুবই স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক এবং উহার স্থলে আনন্দের অনুভূতি হওয়া খুবই কম দেখা যায় কিন্তু দেখা যে যায় না তাহা নহে। জাহাজডুবি হবার পর ভাগ্যক্রমে তীরে উপস্থিত হইয়া কোনও ব্যক্তি, অদূরে সমুদ্রজলে নিমজ্জমান নাবিকদের প্রাণরক্ষার জন্য আকুলি-বিকুলি দেখিয়াও সুখ পায়। এই বিষয়ে লিউক্রিটিয়াস্ (Lucretius) (Book II) বড় চমৎকার বর্ণনা করেছেন—"It is sweet to Contemplate from the shore the peril of the unhappy sailor struggling with death, not that we take pleasure in the misfortunes of others, but that it is consoling to view evils we are not experiencing." সিনেমা, থিয়েটারেও অনেক সময় যখন কোনও ব্যক্তি অত্যন্ত জঘন্যভাবে আহত ও বিপদগ্রস্ত হন, তার তখনকার নির্ব্বুদ্ধিতা ও আহত অবস্থা দর্শনে দর্শকদের হাসির চোটে নাড়িতে পাক লাগিয়া যায়। অবশ্য ইহার ভিতর যৌনআনন্দ থাকে না বটে তবে আনন্দরসের প্রাচুর্য্যের অভাব হয় না।

সুতরাং ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, এই যে পরের দুঃখেকষ্টে সুখানুভূতি ও স্ফুর্ত্তির অনুভবতা, ইহার সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ কিছু না থাকিলেও, অল্পবিস্তর সকলেরই মধ্যে দেখা যায়। জার্ম্মান জাতিরা এই ধরণের মনোভাবটীর নাম দিয়াছে 'Schaden-frende.' একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে এই অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিটী প্রায় যৌনমিলনের পূর্ব্বরাগ বা Courtship ব্যাপারের মত, এবং দুর্ব্বল যৌনবৃত্তি ও যৌনশক্তি ইহার দ্বারা শক্তি ও উত্তেজনা লাভ করে। ইংরাজ লেখক রবার্ট বার্টন বলিয়াছেন 'All love is a kind of

slavery' ভালবাসা বা প্রেম দাসত্বেরই নামান্তর। প্রেমিক তাহার প্রিয়তমার দাস। সুন্দরীর কৃপাকটাক্ষের জন্য সে পারে না, এমন কাজ নাই; আলিঙ্গন করিতে পারে না, এমন বিপদ নাই। প্রেমের কাব্য, প্রেমের সাহিত্য, এই সকল ঘটনায় পূর্ণ। বিল্বমঙ্গল তাহার প্রিয়তমার সঙ্গলাভের জন্য বর্ষার দুকুলপ্লাবিনী তটিনীর করাল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে একবিন্দুও ইতস্ততঃ করেন নাই। তারপরে যদি অধিকতর বন্য জীবনের মধ্যে আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে তথায় অজস্র উদাহরণ দেখিতে পাইব যে প্রিয়ার মনরঞ্জনের জন্য পুরুষ কতই না ভীষণতম কার্য্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে; এক এক স্থানে তাহার পরীক্ষা এমন কি মারাত্মকভাবেও দেখা দিয়া থাকে। পশুজীবনে প্রায়শই দেখা যায় যে স্ত্রীপশুর মনহরণ করিতে যাইয়া প্রতিপক্ষাদির সহিত যুদ্ধে পুরুষ পশুটীকে প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত, এবং অনেক স্থলে অন্ধ ও খঞ্জ হইয়া ফিরিতে হয়। এই সকল হইতে সেই একই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মের পরিচয় মেলে; এই সকল ঘটনার মধ্যেই Sadism ও Masochismয়ের অস্পষ্ট দেখা পাওয়া যায়। যন্ত্রণা দেওয়া ও ব্যথা অনুভব করা, যৌনজীবনে পূর্ব্বরাগের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পুরুষ যখন নারীর কৃপালাভের জন্য এইভাবে ভীষণ বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও আকুলি বিকুলি করিতে থাকে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে মারাত্মক যুদ্ধে যখন তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ও বেদনবিধুর হইয়া পড়ে, ভীষণতম পরীক্ষার মধ্যে যখন তাহার প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে, তখন তার মানসমন্দিরের মহারাণী, তার মনোরাজ্যের মহিমাময়ী সাম্রাজ্ঞী সেই ঘটনা দূর হইতে নিরীক্ষণ করে মনেপ্রাণে এক অসীম

সুখ লাভ করে। সেই ঐ পুরুষের এত দুরূহ ক্লেশের কারণ হয়েছে এই জ্ঞান হইবামাত্রই তাহার নারীহৃদয় নারীত্বের অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠে এবং ঐ পুরুষের অব্যক্ত যন্ত্রণাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই, সেই নারীর মনে প্রেমের পরিপূর্ণ শতদল, রূপে ও গন্ধে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়। অব্যক্ত যন্ত্রণাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নারীর প্রেমরাজ্যের দ্বার স্বতঃই উদ্ভাসিত হয় ও শ্রান্ত ক্লান্ত নর তার বুকে আসন পাতিয়া থাকে; নারীও তারপর হতে সেই বিজয়ী পুরুষের চরণতলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকাইয়া দেয়। স্ত্রীজাতিকেও অনেক সময় যৌন-মিলনের পূর্ব্বে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। অনেক পক্ষীর মধ্যে দেখা যায় যে পুরুষ পক্ষী স্ত্রীপক্ষীকে কামড়াইয়া থাকে; ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি যৌনকার্য্যের পূর্ব্বে স্ত্রী প্রাণীকে, অনেক সময় ভীষণভাবে কামড়াইয়া জ্বালাতন করে; অনেক অস্বাভাবিক স্বভাবের পুরুষ আছে, যে যৌনসহবাসের সময় তাহার স্ত্রীসাথীকে নখরাঙ্কিত ক'রে বা দন্তের দ্বারা, দংশনের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। যৌনমিলনের পর অনেক রমণীর স্তনযুগলে বা জঙ্ঘাদেশে ভীষণ নখচিহ্ন দেখা যায় এমন কি অনেকস্থলে স্তনযুগল হইতে নখাঘাত হেতু রক্তপাত হইয়া থাকে; অনেক রমণী যৌনসহবাসকালে পুরুষের দ্বারা গণ্ডদেশে বা অন্যান্যস্থানে এমনভাবে দন্তের, নখের বা আঘাতের ব্যথা পায় যে তাহাকে সুস্থ হইতে সময় লাগে। অনেক পুরুষ আছেন যাঁরা ঠিক এইরূপ নৃশংসতা না হইলে যৌনকার্য্য সমাপন করিয়া সুখ পায় না; তাঁহারা স্বীকার করিয়া বলেন যে নারীকে নখরাঙ্কিত, ক্লান্ত ও নানাপ্রকারে আহত না করিলে তাঁদের সহবাসসুখ পুরোপুরি অনুভব হয় না; ইহারাই

Sadism শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। আমি এইধরণের একজন রোগীর কথা জানি যিনি তাহাব স্ত্রীকে যৌনসহবাসকালে এমনভাবে আহতা করিতেন যে পবিশেষে সেই স্ত্রীর দারুণ 'নাভিটলা' রোগ দেখা গিয়াছিল, আবার অনেক স্ত্রী আছেন যাহাবা এইরূপে আহতা ও নখরাঙ্কিতা হয়ে পরম পরিতোষ পান। তাহাবা সুস্থ ও শান্তভাবে নরের সহিত মিলনে কোনও সুখ পান না। পুরুষের সহিত সহবাসকালে যদি সেই পুরুষ এইধরণেব নাবীকে স্বীয় অমিতবিক্রমের দ্বাবা দারুণ আঘাত, নখাঘাত ও দন্তাঘাত করিয়া এবং মুহুর্মুহু ধস্তাধস্তি ও আছাডেব দ্বারা তাকে দারুণভাবে আহত করিতে না পারেন, এবং ঐ রমণী যদি ঐ পুরুষেব দ্বারা এইভাবে বিপর্য্যস্ত আহত ও রক্তাক্ত না হন, তাহা হইলে সেই যৌনক্রিয়ায় তিনি আদৌ সুখ পান না; এবং সেই মৈথুনকারী পুরুষকে তিনি ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বিবাহিত জীবনে অনেক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অতি অসাধারণভাবের মনোমালিন্য দেখা যায় এবং তদ্বারা অনেক গৃহে দারুণ অশান্তির বন্যা বহিয়া থাকে। বিশেষভাবে অনুসন্ধানে জানা যায় যে সেই দম্পতিব মধ্যে এইপ্রকারেব বিবিধ কারণ বর্ত্তমান আছে। মৎপ্রণীত **দাম্পত্যজীবনে যৌন-সমস্যা** পুস্তকে আমি সেইসকল সমস্যার সমাধান বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। ঐ ভাবের বিরুদ্ধ দম্পতিব মধ্যে স্বামী যদি একটু প্রণিধান দ্বারা স্ত্রীয়ের যৌনইচ্ছার বিশেষত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করেন ও সেইভাবে যৌনক্রিয়া সমাপন করেন তাহা হইলে দেখা যাইবে, অতি অল্পদিন মধ্যে তাহারা উভয়ে কতই না শান্তির জীবনযাপন করিতেছেন; কিন্তু অজ্ঞতা ও অক্ষমতা এই দুইটাই প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

ব্যথা-দেওয়ার মধ্যেই যে প্রেমের পতাকা উড্ডীন হয় তাহা প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্বকালেই সমান ভাবে জানা আছে। যৌন-কার্য্যের তাণ্ডবলীলায় নরনারীর মন যে আত্মহারা হ'য়ে অসীম আনন্দ পায় সেকথা প্রিয়প্রিয়ার কাছে অজানা নয়; অতি প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের যৌনলীলার বর্ণনা, কুমারসম্ভবে কালিদাসের লেখনীতে মহাদেবের হাতে পার্ব্বতীর যৌননিগৃহীতা হইবার ছবি, এই সকলই ব্যথা দেওয়া-পাওয়ার মধ্যে সুখের স্মৃতি দেখাইয়া থাকে। লুসিয়ান কোনও রমণীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন "He who has not rained blows on his mistress and torn her hair and garments is not yet in love" অর্থাৎ যে পুরুষ তার প্রিয়াকে পুনঃপুনঃ আঘাত করে না, তাহার চুল ছিঁড়ে দেয় না এবং তাহার পোষাক ছিন্ন করে না সে তাহার নিশ্চয়ই ভালবাসার পাত্র নহে। 'Rinconete and Cortadillo' উপন্যাসেও এই একই কথা বলা আছে যে, প্রিয়াকে প্রহার করাই ভালবাসার অভিব্যক্তি অর্থাৎ "for a man to beat his sweet heart is an appreciated sign of love," ডাঃ জ্যানেটের অনেক রোগিণী তাঁকে বলেছিলেন যে "আমার স্বামী আদৌ জানে না যে কেমন করলে আমি একটু ব্যথা পাব; কেউ কাউকে কষ্ট না দিলে কি ভালবাসা জন্মে?"

কিন্তু ব্যথা দিয়ে যাঁরা যৌনসুখ পান, তারা যে নিষ্ঠুরতা দেখাবার জন্যই ব্যথা দেন তা নয়। তাহাদের ঐ কার্য্যের মধ্যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায় এই মাত্র, নইলে মনে প্রাণে তারা অর্থাৎ sadistরা নিষ্ঠুর মোটেই নহে। তাদের অক্ষমতাপূর্ণ

ও দুর্ব্বলতাযুক্ত যৌনইচ্ছা ও যৌনশক্তিকে তাহারা ঐ কার্য্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। অতি সাধারণ ভালবাসাবাসির মধ্যেও অনেকসময় দেখা যায় যে পুরুষ তাহার প্রিয়ার উপর সামান্য সামান্য কঠোরতা দেখায় বা তাকে সামান্য সামান্য যন্ত্রণা প্রদান করে, এবং এইকার্য্যের মধ্যেও সে সদাই উদ্বিগ্নচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখে যে তার প্রিয়া ঐ কাজগুলি দ্বারা কেমন সুখ পায়। Sadist ব্যক্তি আর এক ধাপ উপরে যায়; একজন sadist রোগী তাহার বালিকার দেহে আলপিন বিদ্ধ করিত এবং ঐ কার্য্যের সময়েও ঐ বালিকাকে হাসিমুখে থাকিতে বাধ্য করিত। Sadist যখন চরম অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রিয়াকে হত্যা করিতে চায়, তখনও সেই কার্য্যের মধ্যে নিষ্ঠুরতা দেখাইবার কোনও ইচ্ছা থাকে না; সে রক্তপাত দেখিতে চায়; রক্তপাতদৃশ্যে তাহার অক্ষম যৌনইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করিতে চায়। এই কারণেই দেখা যায় যে Sadist ব্যক্তিগণ যতগুলি হত্যা বা জখম করিয়াছে—সেই সকল ঘটনাতেই তাহারা আঘাত দিয়াছে ঘাড়ে বা পেটে যেহেতু ঐ দুইস্থান হইতেই রক্তপাতের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

Masochist অর্থাৎ ব্যথা পাইয়া যে সুখ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে আত্মাহুতি বা আত্মোৎসর্গ, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সে চায় প্রিয়ার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া, নিজের নিজত্বকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে। যৌনমিলনে একজন আর একজনের কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিসর্জ্জন করে এবং অন্যজন তাহাকে যেরূপে পারে উপভোগ করে; নিজেকে আহতা করে এবং নিজেকে ব্যথিতা ও ক্লান্তা করে সে যে তার প্রিয়কে যৌনসুখ দিল ইহাই তাহার মনে সুখের বন্যা বহাইয়া দেয়; ধূপ যেমন নিজেকে দগ্ধ

করিয়া অন্যের সুখবিধান করে, Masochist-প্রেমিক তেমি নিজেকে নানাভাবে আহতা ও ব্যথিতা করে অন্যকে সুখ দিতে থাকে। এমিভাবে বিভিন্ন প্রকারের কুব্যবহারের দ্বারা সে অদ্ভুত আনন্দলাভ করে, এবং শুধু আনন্দলাভ নহে ইহার মধ্যেই সে সহবাসসুখ মিটাইয়া লয়; এই ধরণের কুব্যবহারের মধ্যে সে নিষ্ঠুরতার বা যন্ত্রণার নামগন্ধও পায় না। এই Masochism ব্যাপারটীর অদ্ভুত তথ্যাদির সংবাদ পণ্ডিতপ্রবর ক্রাফট্-এবিং সর্ব্বপ্রথমে লোকচক্ষুর গোচরে আনয়ন করেন (See Psychopathia Sexualis)। Masochism অর্থাৎ ব্যথা-পাওয়ার মধ্যে সুখানুভূতির সহিত সামাজিক সংঘর্ষের কোনও কারণ নাই কিন্তু Sadism বা ব্যথা দেওয়ার মধ্যে সুখানুভূতির সহিত সামাজিক ও Medico-legal ব্যাপারের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে; এই ধরণের অস্বাভাবিকতার মধ্যে সামান্য নখরাঘাত হইতে হত্যা পর্য্যন্ত কার্য্য দেখা যায়। এই ধরণের Sadistic ব্যাপারাদি সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা পণ্ডিত ল্যাকাসেনি (Lacassagne) বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্ম বলেই অনেকসময় স্কুলমাষ্টারেরা ও শিক্ষয়িত্রীরা শিশুদের উপর ও ঝি চাকরাণিদের উপর অযথা যন্ত্রণা প্রদান করে।

নর ও নারী উভয়েই ব্যথা দিয়া সুখ অনুভব করে, কিন্তু ব্যথা পাইয়া সুখানুভবতা বেশীরভাগ পুরুষের ভাগ্যেই ঘটে; ব্যথা পাইয়া ও নিজেকে অসুখী করিয়া অপরকে সুখ দেওয়া নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে।

এই সূত্রে আর একটী অস্বাভাবিকতার কথা জানান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংরাজীতে ইহার নাম *Necrophily* বা Vampyrism;

বাংলাভাষায় ইহাকে বলা চলে 'শবদেহে যৌনআকর্ষণ'। এই সকল ব্যাপার সাধারণ জ্ঞানে অতি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য মনে হইলেও মনোবিজ্ঞানের কাছে ইহার সত্যতা শুধু অনুমানে নয়, স্পষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞানেও প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাকে যদিও sadism মধ্যে ধরা হয় কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যথা দেওয়া-পাওয়ার সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই এবং সেইজন্য ইহা sadism ও masochism উভয়ের মধ্যেই পড়ে না। এই সকল অস্বাভাবিকতার চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ইহাদিগের মনোরাজ্যের ভাবধারার বিশ্লেষণে অনেক সত্য তথ্য আবিষ্কার হইয়া পড়ে; তাহারা বলে যে মৃতদেহ স্পর্শে ও এমন কি তাহাদের দৃশ্যেও ভীষণ চাঞ্চল্যশিহরণ তাহাদের মনের মধ্যে দেখা দেয়। ইহারা ভীষণ স্নায়ুদৌর্ব্বল্য এবং মন-দৌর্ব্বল্যের, Phycho-pathic রোগী; তাহারা প্রায়ই অতি বিবেকবিহীন ও বোকাধাতের জীব; তাহারা প্রায়ই নারীদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া, হস্ত-মৈথুনের আশ্রয় গ্রহণের মত অনেকে শবদেহের আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগকে পশু-ধর্ম্মের অধীন বলা যায়। *Necro-Sadism* বলিয়া আর একপ্রকার অস্বাভাবিকতা আছে যাহাতে শুধু মৃতদেহকে মৈথুন করা নয়, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হয় এবং তাহাতেও যৌনসুখের দর্শন মিলে।

নরের প্রতি নরের ও নারীর প্রতি নারীর যৌনাকর্ষণ।

ইংরাজীতে একটা শব্দ আছে Homosexuality. অতি অদ্ভুত এই যৌন অস্বাভাবিকতা। নর চায় নারীর সঙ্গ, সে চায় প্রিয়াকে বুকে তুলে নিতে ও তাহার সহিত যৌনমিলনে একত্র

হইতে। এদিকে নারীও চায় তার কুসুম-কোমল মৃনালভুজদুটি দিয়ে কোনও পুরুষরতনকে জড়িয়ে ধরে তার সহিত বিহার করে যৌনক্ষুধা মিটাইয়া লইতে। ইহাই সংসারের স্বাভাবিকতা। স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, সর্ব্বত্রই এই একই স্বাভাবিক যৌনবিধি প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহারই বিভিন্নতার নাম Homosexuality. এই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মাবলম্বী নর চায় যৌনসহবাসের জন্য অপর পুরুষের সঙ্গ, এবং নারী চায় অপর রমণীর দেহ। নরনারীর যৌনক্রিয়া ও যৌনসুখ জন্য পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে আকর্ষণ তাহার নাম 'Heterosexuality' উহাই স্বাভাবিক যৌনধর্ম্ম; কিন্তু ইহার বিপরীত ব্যাপারটার নামই, অর্থাৎ নরনারীর সমলিঙ্গের উপর যে যৌনআকর্ষণ এবং কামলীলা, তার নামই Homosexuality. যৌনধর্ম্মসম্বন্ধীয় যতপ্রকার অস্বাভাবিকতা আছে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহাতে পুরুষ রমণহেতু স্ত্রীকে চায় না, বা স্ত্রী সহবাস জন্য পুরুষের প্রত্যাশী হয় না বটে কিন্তু তাহা ছাড়া যৌনধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্তই হাবভাব, লীলা-চাতুরি, কামোন্মাদনা, সহবাসপ্রক্রিয়া এবং এমন কি শুক্রস্রাব পর্য্যন্ত কামকার্য্যের সমস্ত উপকরণগুলিই বর্ত্তমান থাকে। অন্যান্য অস্বাভাবিক যৌনপ্রক্রিয়া অপেক্ষা, ইহা দ্বারা যৌনউন্মাদনা ও যৌনতৃপ্তি অতি বেশী পাওয়া যায়। অন্যান্য অস্বাভাবিকতা অপেক্ষা ইহা আরো কয়েকটি কারণে যৌনবিজ্ঞানের মধ্যে একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে; যেহেতু ইহা সমস্ত পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান এবং কৃষ্টির সহিত ইহারও ভাবধারা সমানভাবে জড়িত আছে; আধুনিক সভ্যতার মধ্যেও ইহার প্রচুর বর্ত্তমানতা সর্ব্বত্রই দেখা যায়; এবং অতি বিখ্যাত ব্যক্তিরাও নিজেরা এই যৌনধর্ম্মে

এবং এইজন্যই প্রাচীন কার্থাজিনিয়ানসগণ (Carthaginians) এই অস্বাভাবিকতাটীকে নিজেদের জীবনে বিশেষ গৌরবের সহিত অভ্যাস করিত। Dorians ও Scythiansগণও এই একইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল এবং এমন কি তাহারও পরে বিখ্যাত নরমান্ (Normans) জাতিও ইহাকে আয়ত্ত করিয়া লইল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীকগণ আরো একধাপ উপরে উঠিয়াছিল; তাহারা এই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মটীকে যে কেবল বীরত্বের প্রতীক বলিয়াই ধরিয়াছিল তাহা নহে, ইহাকে তাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, সৌন্দর্য্য ও নৈতিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিল এবং এমন কি, নারীর প্রতি নরের ও নরের প্রতি নারীর যে সহজাত স্বভাবসিদ্ধ যৌনআকর্ষণ তাহাকে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটীর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও জঘন্যতর বলিয়া প্রচার করিল। এই অস্বাভাবাবিক যৌনধর্ম্মটীই হইল তাহাদের কাছে উন্নততর, ও শোভনতর এক অতি স্বাভাবিক যৌনধর্ম্ম। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিসদৃশ মনোভাবটী ক্রমে ক্রমে দূর হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু ইহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যাই হোক জাষ্টিনিয়ানেরও পরে (after Justinian's time) এই সব ব্যাপারকে পুংমৈথুন Sodomy প্রভৃতি ঘৃণ্য নামে অভিহিত হইয়া বে-আইনী ও পাপ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং রাজদ্বারে তাহার নানাবিধ কঠোর সাজা দিবার ব্যবস্থা দেখা গেল, এমন কি ঐ কার্য্যের জন্য পোড়াইয়া মারিবারও ব্যবস্থা ছিল।

মধ্যযুগেও দেখা যায় যে ইহা শুধু যে শিবিরের সৈনিকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে, ইহা তৎকালে পাদ্রিদের মধ্যেও বিশেষ বর্ত্তমান ছিল। দান্তে'র শিক্ষক ল্যাটিনি (Latini Dante's

teacher) এই অস্বাভাবিকতায় অনুরক্ত ছিল। কবি দান্তে, তৎকালীন যশস্বী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ভিতরে এই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাবের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসী humanist মিউরেট, বিখ্যাত ভাস্কর মাইকেল্ এঞ্জিলো বিখ্যাত ইংরাজ কবি মার্লো, এবং পণ্ডিতপ্রবর বেকন্ ইঁহারা সকলেই এই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মের ভক্ত ছিলেন।

এইভাবের অস্বাভাবিকতায় যাহাদের মন মাতোয়ারা হইয়া থাকে, তাহারা প্রায়ই ইহার চিকিৎসা চায় না, কারণ ইহার হাত হইতে মুক্ত হইয়া 'স্বাভাবিক' হইবার ইচ্ছা তাহাদের মোটেই নাই। এই বিসদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত পুরুষ, পুরুষেরই দেহকে যৌনকার্য্যে সমধিক আকর্ষণীয় ও মোহনীয় মনে করে; পুরুষের দেহই তাহার নিকট পরম আদরের ও লোভের সামগ্রী; রমণীর দেহ তাহাদের নিকট আদৌ মনোমুগ্ধকর বা যৌনকার্য্যে উন্মাদন আনয়নকারী নহে; সুতরাং এরূপ পরম সুন্দর, মনোহর, মনোমুগ্ধকর এবং যৌনকার্য্যে আনন্দদায়ক পুরুষদেহকে ছাড়িয়া কেন তাহারা নারীর প্রতি ছুটিবে? তাই তাহারা চিকিৎসা চাহে না—যেহেতু ইহাকে তাহারা আদৌ 'অস্বাভাবিকতা' বলিয়া ভাবে না; পুরুষের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ ও প্রেম, এবং নারীর প্রতি নারীর যৌন-মিলনাকাঙ্খা, ইহাই তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ শোভন, সুন্দর ও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালেই এই কাজটী শেষ করতে চায় এবং লোকের নিকট ধরা দিতে আদৌ ইচ্ছা করে না। তাই এই অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা আজও ঠিক জানা যায় নাই। এই বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্ম্মাণ পণ্ডিত হির্সফিল্ড বলেন যে শতকরা ৫ জন ব্যক্তি এই

অস্বাভাবিকতার অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতপ্রবর **হেবলক-এলিস** বলেন যে ইংলণ্ডেও পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিয়াছেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও ঠিক ঐ মত সংখ্যাই পাওয়া যায়; নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই অস্বাভাবিকতার প্রতি ঘৃণা বা নিন্দার কথা শোনা যায় না।

এই 'অস্বাভাবিকতা' পুরুষদের মধ্যে যত বেশী দেখা যায় স্ত্রীলোকদের মধ্যে তত বেশী নহে। এই কার্য্যে পুরুষরা যত বেশী গভীরভাবে নিযুক্ত ও অভ্যস্ত হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকরা তত বেশী হয় না, এবং পুরোপূরি ঐ ধর্ম্মে অনুরক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের চাইতে অনেক কম। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ অস্বাভাবিকতায় অল্পভাবে অনুরক্ত স্ত্রীভক্তের সংখ্যা পুরুষের চাইতে অনেক বেশী। অধিকসংখ্যক স্ত্রীয়ের মধ্যেই কমবেশী একটু আধটু এইরূপ অস্বাভাবিকতার দোষ দেখা যায়। ব্যবসা অনুসারে, ব্যবহারিক জীবনভেদে, এবং কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে এইরূপ অস্বাভাবিকতার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ইহা ততবেশী প্রচলিত নহে; কিন্তু সাহিত্যিক, কলাবিদ ও নাট্যজগতে নটনটীদের মধ্যে ইহা প্রায়শই খুব বেশী দেখা যায়। তাহা ছাড়া দাস, দাসী, ও প্রসাধনকারীদের মধ্যে ইহার সংখ্যা আরো অনেক বাড়িয়া থাকে। আমেরিকায় শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ইহার সংখ্যা অনেক বেশী। *M. W. Peck* বোষ্টন নগরীর ৬০ জন কলেজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জীবনী পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে তাহাদের মধ্যে ৭ জন পরিষ্কারভাবে এই অস্বাভাবিকতার ভক্ত। তাঁহার মতে কলেজের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত নরনারীর শতকরা ১০ জন এইকর্ম্মের কর্ম্মী, **হ্যামিলটন্** ১০০ শত বিবাহিত নরনারীর জীবনী পরীক্ষা

করিয়া দেখেন যে তাহাদের মধ্যে ৪৬ জন পুরুষ এবং ২৩ জনা স্ত্রীলোক স্ব স্ব জাতির সঙ্গে এইভাবের অস্বাভাবিক যৌনকার্য্যে বিভিন্নরূপে রত হইয়াছিল এবং এমন কি তদ্বারা তাহারা স্বীয় জননেন্দ্রিয়ের অসীম উত্তেজনা ও যৌনতৃপ্তিও অনুভব করিয়াছিল। **ক্যাথারিন ডেভিস্** পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে শতকরা ৩১.৭ জনা স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকদের সহিত সুস্পষ্টভাবে যৌনকার্য্যে রত হওয়ার কথা স্বীকার করে; শতকরা ২৭.৫ জনা অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ছেলেবেলায় ঐ কার্য্যে রত হওয়ার কথা বলে; তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪৮.২ জনা ভবিষ্যৎজীবনে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল।

বেশ্যাবৃত্তি যে রমণীদেরই একচেটিয়া ব্যবসা তাহা নহে, পুরুষরাও বেশ্যা হইয়া এই অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মটীর প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে। বার্লিনে এই ধরণের পুরুষ বেশ্যার সংখ্যা **হির্স্চফিল্ডের** গণনায় ২০০০০ ছিল; বর্ত্তমানে **ওয়ার্ণার পিক্টনের** গণনায় ইহা ৬০০০ দাঁড়াইয়াছে। বেকারসমস্যা যেমন স্ত্রীবেশ্যা বৃদ্ধির কারণ, ইহার পক্ষেও তাহাই হইলেও আরও অন্যান্য অনেক কারণের দ্বারা ইহার সংখ্যা নিয়ত পরিপুষ্ট হইতেছে। পুলিশ যে যে কারণাবলির দ্বারা স্ত্রীবেশ্যার উপকারিতা ও সমীচীনতা স্বীকার করে এই ধরণের বেশ্যাবৃত্তিটীকেও সেই একই কারণে উপেক্ষার নজরে দেখিয়া থাকে; সমাজে এই পাপ কার্য্য বৃদ্ধি পাওয়ার চাইতে এইরূপে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক ইহাই তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সুস্পষ্ট মনোবৃত্তি।

এই অস্বাভাবিকতার সম্বন্ধে ইদানীং নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণীতেই ইহা প্রথম আরম্ভ হয়;

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুইটী সুস্পষ্ট পুরুষের এই ধরণের অস্বাভাবিক অভ্যাসের কথা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত হইল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়েষ্টফল** (Westphal), একটী যুবতীর এই ভাবের অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মানুরক্তির কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দেখাইলেন যে এই 'অস্বাভাবিকতা' মানুষের নিজের কৃত অভ্যাস নহে এবং ইহা তাহার স্বভাবজাত প্রবৃত্তির সঙ্গেই জড়িত; এইহেতু ইহাকে পাপ বা কুকাজ বলিয়া বর্ণনা করা উচিত নহে। তিনি আরও দেখাইলেন যে ইহার মধ্যে যথেষ্ট স্নায়বিকতার ও Neurotic লক্ষণাবলীর সমন্বয় থাকিলেও ইহাকে উন্মাদশ্রেণীর মধ্যেও ধরা ঠিক হইবে না, এই সময় হইতেই ইহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। **ক্রাফট্-এবিং** এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করিলেন ও সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পুস্তক Psychopathia Sexualis প্রকাশ করিলেন; ইহার মধ্যে অসংখ্য অস্বাভাবিক রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা অপেক্ষাও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিলেন **মোল**। তারপর ১৯১৪ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত **ম্যাগনাস হির্স্চফিল্ড** এই বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইটালীতে **রিটে, ট্যামাসিয়া, লেমব্রসো** প্রভৃতি পণ্ডিতগণও ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলেন। ফরাসীদেশে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার গবেষণা সুরু হইল এবং **চারকোট** ও **ম্যাগনান** প্রথমে আসরে নামিলেন; ক্রমে ক্রমে সেই দেশেও বিবিধপ্রকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলিতে লাগিল। রুশদেশে, ইংল্যাণ্ডে কোথাও আর বাকি রহিল না। রুশদেশে **টার্ণোস্কি** প্রথম ইহার বিষয়ে আলোচনা তুলিলেন। ইংলণ্ডেও নানাভাবে আলোচনা চলিতে

লাগিল এবং **হেবলক ইলিস** প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অদ্ভুত পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। ইংরাজী ভাষায় এই বিষয়ের সর্ব্বশেষ ও আধুনিক পুস্তক ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। (See G. Marañón, The Evolution of Sex and Inter-sexual conditions).

• কিন্তু পণ্ডিতগণ এই বিষয়টীর গবেষণাতে একমত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে ইহাকে পাপ (Vice) বলে ধরা হোত এবং মানুষ নিজের অভ্যাস দ্বারা ও হস্তমৈথুন বা অতিরিক্ত যৌনকার্য্যাদির দ্বারা স্বাভাবিক রমণকার্য্যে অক্ষম হইবার পর ইহাকে আরম্ভ করে, এইটাই বদ্ধমূল ধারণা ছিল। পণ্ডিত **ক্রাফট্-এবিং** সর্ব্ব প্রথমে এই ধারণার বিপরীত সুর শোনাইলেন। ক্রমে ক্রমে **মোল, হির্স্চ-ফিল্ড, ম্যারানন** প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এইমতেই মত দিলেন। পণ্ডিত **নাকি ও ব্লচ্** (Näcke and Bloch) সর্ব্বপ্রথম ইহাদের বিপক্ষে মত দিলেও ক্রমে ক্রমে ইহাদের মতেরই সমর্থন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন যে এই সকল অস্বাভাবিকতা মানবের সহজাত ধর্ম্মের সহিত জড়িত (that it is congenital and not acquired)।

আর এক বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতের মিল হয় নাই। এই ভাবের অস্বাভাবিকতাকে সহজাত বা congeintal বলিয়া ধরা গেলেও ইহাকে 'ব্যাধি' বিশেষ বলিয়া ধরা হইবে কিনা এই বিষয়ে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রাফট্-এবিং পূর্ব্বে ইহাকে 'রোগ' বলিয়া (neuropathic or psychopathic state) ধরিলেও ইদানীং ইহাকে আর 'রোগ' বলিতে রাজী ছিলেন না (an anomally and not a disease). আধুনিক

বৈজ্ঞানিকগণেরও এই মত এবং পণ্ডিত প্রবর **হেবলক ইলিস**ও এই মতেরই পক্ষপাতী; তিনি বলেন "This has always been my own standpoint, though I regard inversion as frequently in close relation to minor neurotic conditions." এই ভাবের অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মাবলম্বীরা অন্যান্য বিষয়ে খুবই সুস্থ, সহজ ও সাধারণ মানবের মতই থাকেন।

বিভিন্নরূপ কার্য্যাবলীর দ্বারা এই সকল অস্বাভাবিক যৌন-ধর্ম্মাবলম্বীগণ যৌনসুখ অনুভব করে। **হেবলক** বলেন যে তাঁহার পরীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ২০ জন আদৌ যৌনক্রিয়া না করিয়াই যৌনতৃপ্তি পাইত; শতকরা ৩০।৩৫ জন কেবলমাত্র পরস্পর স্পর্শ ও আলিঙ্গনাদির দ্বারাই ঐ সুখ লাভ করিত অথবা সময়ে সময়ে হস্তমৈথুনের আশ্রয় গ্রহণ করিত। অন্যত্র কেহ কেহ বা একটী অদ্ভুত উপায়ে যৌনসুখ লাভ করিবার চেষ্টা করে; পুংজননেন্দ্রিয়টী বদনবিবরে রাখিয়া এই কাজ করা হয়; ইংরাজীতে ইহার নাম *Fellatio.* অবশ্য অনেকক্ষেত্রে নরনারীর সহবাস-মিলনের কালেও অনেক নারী পুরুষের পেনিস্‌টী মুখে নিয়া থাকে। প্যারিস্ পিকচার ইত্যাদি যৌনক্রিয়াসম্বলিত ছবি ইত্যাদির মধ্যেও এই *Fellatio*র মূর্ত্তি দেখা যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে একজন পুরুষই অন্য পুরুষের জননেন্দ্রিয়টী মুখে লইয়া যে যৌনতৃপ্তি পায় ও অন্যকে দেয় তাহাই *Fellatio* নামে প্রচলিত আছে। **হেবলক**ও এই কথাই বলিয়াছেন যে 'In the others, inter-crural connections or occasionally *Fellatio* is the method practiced.'

এই ভাবের অস্বাভাবিক যৌনধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীরাও অন্য স্ত্রীলোকের সহিত চুম্বনে, আলিঙ্গনে বা পরস্পর হস্তমৈথুনের দ্বারা যৌনসুখ পাইয়া থাকে। দুইটী নারীর পরস্পর হস্তমৈথুন দ্বারা যৌনক্রিয়া সমাপন করার কথা প্রায়ই শোনা যায়; এই ক্ষেত্রে একজন স্বীয় হস্ত বা অঙ্গুলের দ্বারা অন্যকে মৈথুন করে এবং সেও সেই সময় নিজ হস্ত বা অঙ্গুলি দ্বারা প্রথমা নারীকে সুখ দিতে থাকে; এই ভাবে উভয়েই একত্রে যৌনসুখ অনুভব করে। ইহা ছাড়া, পুরুষদের পক্ষে যেমন *Fellatio*র উল্লেখ করিয়াছি, মেয়েদের পক্ষেও তেমি *cunnilinctus* নামক অভিনব উপায়ে যৌনতৃপ্তি অনুভব করা হয়; ইহাতে একজন রমণী অন্যের যোনিদ্বারে স্বীয় বদন বা জিহ্বা স্থাপন করে ও তদ্বারাই যৌনউন্মাদনার শান্তি আনিয়া থাকে। এই কার্য্যটাও অনেক সময় অনেক পুরুষের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা Homesexuality র অন্তর্ভুক্ত নহে বরং স্বাভাবিক Heterosexualityর মধ্যেই ধর্ত্তব্য। অর্থাৎ কোনও পুরুষ যদি তাহার মুখ ও জিহ্বা কোনও নারীর যোনীদেশে রাখিয়া যৌনসুখ অনুভব করে, তাহা হইলে ইহা Heterosexual শ্রেণীর মধ্যে হইলেও এক অতি ভীষণ অস্বাভাবিকতার কাহিনী বলিয়া ধরিতে হইবে। এই সকল ব্যাপার শুনিতে অতি অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য এবং অবিশ্বাস্য মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে নরনারীর মধ্যে ইহা সত্যই দেখা দেয়। অতি দুর্ব্বল ও ধ্বজভঙ্গ রোগী অনেক সময় স্বীয় স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ কার্য্যে অসমর্থ হইয়া এইভাবে *Cunnilinctus* প্রক্রিয়া দ্বারা মনের আশ মিটাইতে চেষ্টা করে; আবার অনেক অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ব্যক্তি ভাগ্যবিপর্য্যয় হেতু উন্মাদের ন্যায় এই হাস্যকর ও ঘৃণ্য

প্রক্রিয়াব সাহায্যে নিজের আশা মিটাইতে চায় ও অন্যদিকে তাহার উদ্ভিন্নযৌবনা পত্নীর বুকে তীব্র লালসা ও হাহাকার জাগাইয়া তুলে।

আব এক উপায়ে Homosxual পুরুষ যৌনকার্য্য সমাধা করে তাহার নাম *paedicatio.* ইহাব অপর নাম *Sodomy.* বাংলায় ইহাকে পুংমৈথুন বলা যায়। ইহাতে একজন পুরুষ অপর পুরুষেব গুহ্যদেশ দ্বাবাই সহগমন কবিয়া থাকে। ঠিক যেমন নরনারী সঙ্গমক্রিয়া সমাপন কবে ইহারাও ঠিক তেমি ঐ কাজ শেষ করে ও একই রূপ যৌনতৃপ্তি লাভ করে। Homosexual পুরুষদের মধ্যে **হির্সচ-ফিল্ডের** মতে শতকরা ৮ জন এই ভাবে পুংমৈথুন দ্বারা যৌনসুখ লাভ করে; **হেবলক** বলেন যে শতকরা ১৫ জন পুরুষকেই পুংমৈথুনে আসক্ত বলা যায়।

ঐ ধরণের পুংমৈথুন ইত্যাদিকে আইনে দণ্ডনীয় করা উচিত কিনা এই লইয়া মতদ্বৈধ আছে। ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, হলাণ্ড ইত্যাদি দেশে যতক্ষণ না এই কার্য্যটী কোনও নাবলকের উপর করা হয়, বা প্রভূত নিষ্ঠুরতার সহিত সম্পাদন করা হয় বা সাধারণের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত করা হয় ততক্ষণ ইহাকে দোষণীয় বলা হয় না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় কিন্তু এই কাজকে দণ্ডনীয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু দণ্ডনীয় করা হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ ঐ দেশে ইহার সংখ্যা কিছু কম তাহা নহে বরং তাহার বিপরীত দেখা যায়। ফ্রান্সে পুরাকালে যখন এই ব্যাপারটাকে ঘোরতর বেআইনী বলিয়া ধরা হইত এবং ঐ কার্য্যে লিপ্ত হইলে আসামীকে পোড়াইয়া মারিবার বিধান দেওয়া হইত, তখনকার ইতিহাসে কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার সংখ্যা বেশীই ছিল এবং

এই কার্য্যটা একটা ফ্যাসানের ব্যাপার বলিয়াই গণ্য ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে এই কাজটা ঐ দেশে দণ্ডনীয় না হওয়া সত্ত্বেও উহার সংখ্যা ও প্রাধান্য কমিয়া গিয়াছে। এই সব কারণেই বর্ত্তমান যুগে চিকিৎসক ও আইন কর্ত্তারা উভয়েই ইহাকে আইনের গণ্ডী হইতে তুলিয়া দিবার জন্ত পক্ষপাতী।

এই অস্বাভাবিকতা নরনারীর বাল্যকালের মধ্যেই প্রথম বেশী দেখা দেয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে ইহার বর্ত্তমানতার অপ্রাচুর্য্য দেখা যায়। **ম্যাক্স ডেসাইর** বলেন যে বালক বালিকাদের ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের যৌনধর্ম্ম সম্পর্কিত কোনও পার্থক্যই থাকে না। বিখ্যাত পণ্ডিত **ফ্রয়েডও** পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে 'In all young subjects there is normally a homosexual streak' অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুজীবনের মধ্যেই homosexual ভাব দেখা যায়। ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রত্যেকের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ধর্ম্মই বর্ত্তমান। পণ্ডিত **হিপ** (*Heape*) বলিয়াছেন যে খাঁটী পুরুষ বা খাঁটী স্ত্রী ধর্ম্মবিশিষ্ট কোনও মানবকে পাওয়া যায় না—"Thre is no such thing as a pure male or female animal, all animals contain the elements of both sexes in some degree." **ফ্রয়েডও** ঠিক এই কথাই ১৯০৫ সালে লিখিয়াছিলেন—"I have never yet come through a single psycho-analysis of a man or a woman without having to take into account a very considerable current of homosexuality." অনেক সময় তরলমতি বালকবালিকারা ভাবপ্রবণতা হেতু homosexual

হইয়া থাকে, অনেক বালিকা তাহাপেক্ষা বর্ষীয়সী অপর বালিকার বা শিক্ষয়িত্রীর প্রতি আসক্তা হইয়া পড়ে ও ক্রমে ক্রমে তাহারা পরস্পর homosexual যৌনকার্য্যে ব্রতী হয়; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ কার্য্যটীকে শুধু যৌবনের চপলতা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা আমাদের উচিত হইবে না। যেহেতু তাহাদিগকে পাপী বা রোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ফল আরো খারাপ হইয়া পড়ে।

এই homosexual ভাবে অনুপ্রাণিত নহে এমন ব্যক্তি খুবই কম আছে; ইহাদের মধ্যেই চরিত্রে ও বুদ্ধিতে অসাধারণ ব্যক্তিরাই বেশী দেখা যায়। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত সম্রাট, রাজনীতিজ্ঞ, কবি, ভাস্কর, কলাবিদ, পণ্ডিত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণকেই ইহার মধ্যে ধরা যাইতে পারে। অনেক পণ্ডিত চিকিৎসক বলেন যে তাহারা এই ধরণের 'invert' দেখেন নাই। এই বিষয়ের জনৈক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক **নাকির** (Nacke) বেলায় এক অতি অদ্ভুত মজা হইয়াছিল; তিনি এই ভাবের 'invert'গণের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে ঐ বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার **হির্শ্চফিল্ডকে** তিনি লিখিয়া অনুরোধ করিলেন যে তিনি যেন কোনও 'invert'কে তাহার নিকট দয়া করিয়া প্রেরণ করেন। **নাকি** খুবই অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে হাসিতেই এই কথা লিখিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না, যখন সত্যই **হির্শ্চফিল্ড** জনৈক 'invert'কে তাহার গৃহে পাঠাইলেন এবং পরিচয়ে জানা গেল যে সেই রোগী আবার তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত আত্মীয়। সুতরাং ঘটনাচক্রে ধরা না গেলে আমরা ইহাদের অস্তিত্ব আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিব না। জগতের কত ঘটনার মধ্যে, কত আত্মহত্যার রহস্যের মূলে,

যে এই 'inversion' আছে তার আর ইয়ত্তা নাই। আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা ইহা এক্ষণে বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১ জন ব্যক্তি এইরূপ অস্বাভাবিকতার দোষে দুষ্ট আছে। স্থানবিশেষে কোথাও কোথাও ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কম হইয়া থাকে। অনেকে তাহাদের নিজেদের দেশের চাইতে অন্য দেশে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু তাহা সত্য নহে। বাহ্যিক দৃশ্যে আচার ব্যবহারের ও রীতি নীতির পার্থক্য হেতু ইহার কমবেশী প্রত্যক্ষ হইলেও মূলত অদৃশ্যভাবেও ইহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যেই সমানভাবে প্রচলিত আছে। পুরুষ পুরুষের সঙ্গে যে মৈথুন করে (Sodomy) বা নারী অন্য নারীর সঙ্গে জননেন্দ্রিয় দ্বারাই যে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় (tribadism) তাহাকে পূর্ব্বে পাপ কাজ ও বেআইনি কাজ বলিয়া গণ্য করা হইত এবং অগ্নিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হইত। ক্রমশঃ ঐ ভাব তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে উন্মাদ শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইল কিন্তু তাহাও এক্ষণে আর প্রচলিত নহে এবং বর্ত্তমানে ইহাকে মানবের স্বাভাবিক পশুজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হইয়া থাকে।

এই ভাবের অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ Homosexualityর মধ্যেই আর একটী নূতন ধরণের মজার ব্যাপার দেখা যায়। কখনও কখনও কোনও পুরুষ, স্ত্রীলোকের হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ধারণ করিয়া মনেপ্রাণে নারী জনোচিত আচার ব্যবহারে নিজেকে নারীরূপে পরিচিত করিতে চায়; আবার কখনও কখনও কোনও নারী, নিজেকে পুরুষের বেশে বা পুরুষের হাবভাব ও

আচার ব্যবহারে সুশোভিত করিয়া নিজেকে পুরুষের মতই গড়িয়া তুলে। ইহার ইংরাজী নাম Eonism. ইহাকে কিন্তু পূরোপুরি Homosexual বলিতে পারা যায় না, কেননা ইহাদের মধ্যে Heterosexual ভাব বা প্রেরণা প্রায় সর্ব্বস্থলেই বর্ত্তমান থাকে।

Eonism ব্যাপারটীকে বুঝা বড়ই শক্ত এবং ইহার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করাও ততোধিক কঠিন কাজ। জার্ম্মাণীর বিখ্যাত পণ্ডিত হির্চ্চফিল্ড প্রথমে ইহার সম্বন্ধে কৌতুহলী হন ও তিনি ইহাকে 'Inversion' হইতে পৃথক করিয়া 'Transvestism' নাম প্রদান করেন। এই ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি বিবিধ পুস্তকাদিও প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে হেবলক ইহার নামকরণ করেন 'Sexo-aesthetic inversion' বা অস্বাভাবিক যৌনরুচি। কিন্তু এই দুই প্রকার নামই ঠিক না হওয়ায় সর্ব্বশেষ তিনি ১৯২০ সালে ইহার নূতন নাম দেন 'Eonism.' আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে 'Sadism' 'Masochism' প্রভৃতি অস্বাভাবিক যৌন ব্যাপারাদির নামগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। Eonism নামটীও তেম্নি অনৈক ব্যক্তির নাম হইতে লওয়া হয়। তাঁর নাম Chevalier d'E.on de Beanmont; তিনি চতুর্দ্দশ লুইসের অধীনে ফ্রেঞ্চ ডিপ্লোমেটিক এজেন্ট স্বরূপে কার্য্য করিয়া সর্ব্বশেষ লণ্ডন নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন; তাহাকে লণ্ডনে সকলেই রমণী বলিয়া জানিতেন কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তিনি প্রকৃত পুরুষ ছিলেন। এইরূপে ক্রমে অনেক নরনারীর জীবনী জানা গেল।

Homosexualityর চিকিৎসা বা প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু বলাও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিন্তু উহাদের চিকিৎসার

উপদেশ দেওয়া খুবই শক্ত কাজ; যেহেতু তাহারা এই একটী বিষয় ভিন্ন অপর সমস্ত বিষয়ে খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন। আমি অবশ্য চিকিৎসা বলিতে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিকিৎসার কথাই বলিতেছি (Psycho-therapeutic). অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা ইহার অনেকটা পরিবর্ত্তন করা যায়। **লিপজিজ** (Lipschiitz) একটী• Homosexuel ব্যক্তির কথা জানিয়েছেন; একজন সুস্থব্যক্তির টেষ্টিকেল লইয়া তাহার সহিত যোগ করিয়া দেওয়ায় ক্রমে ক্রমে সে নারীজাতির প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিল এবং একবৎসরের মধ্যেই বিবাহ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু যথায় এই অস্বাভাবিকতা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন প্রায়ই চিকিৎসায় বিশেষ ফল হয় না। অনেকে বলেন **হিপ্নোটিজম্** দ্বারা চিকিৎসায় এইসবক্ষেত্রে খুবই কাজ হয় কিন্তু তাহার দ্বারাও বদ্ধমূল রোগীদের (well developed congenital deviations) কোনও কাজ হয় না। **শ্রেঙ্ক-নোজিং** (Schrenck-Notzing) বহু বৎসর পূর্ব্বে হিপ্নোটিজম্ দ্বারা এই প্রকার ব্যক্তিদের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বেশ্যাদের নিকট লইয়া গিয়া ঐভাবে হিপ্নোটিজম্ দ্বারা বেশ্যাদের সঙ্গে সহবাস করা অভ্যাস করাইতেন এবং এই ভাবে ক্রমে ক্রমে তাহারা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাহাদের সহিত যৌনমিলন করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইত। কিন্তু বাহ্যতঃ নারীর সহিত সহগমন করিতে দৈহিক সক্ষমতা লাভ করিলেও মনেপ্রাণে তাহাদের কোনও উন্নতি হইত না এবং নারীর সহিত সহগমন করাটাকেও তাহারা একপ্রকার হস্তমৈথুনের রূপান্তর মাত্র বলিত (Masturbation *per vaginam*)।

কিন্তু বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক মহামতি **ফ্রয়েড** উদ্ভাবিত Psycho-analytic প্রণালীর দ্বারা বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। আমি নিজে ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেকস্থলে অতি অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছি। অবশ্য এইখানেও জানাইয়া দি যে যাহাদের মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে (when the state of innversion is fixed) তথায় Psycho-analysis প্রণালী নিস্ফল। **ডাঃ মোল** অন্য আর এক প্রণালীতে ইহাদের চিকিৎসা করিতে চান। তাঁহার প্রণালীর নাম 'associational therapy.' ইহাতে যে পুরুষ যে ধরণের ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় ঠিক সেইরূপ আকার প্রকার-ধারিণী কোনও মহিলার সহিত তাহার সঙ্গ, মিলন ও সাহচর্য্য ঘটান এবং তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত অস্বাভাবিক ধর্ম্মযুক্ত Homo-sexual ব্যক্তিকে Heterosexual ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করা হয়। ইহা অনেকস্থলে বড়ই কার্য্যকরী। **হেবলক, ফ্রয়েডের** Psycho-analytic methodয়ের উপকারিতা স্বীকার করেন না কিন্তু, তিনি **মোলের** এই প্রণালীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখেন। **হেবলক** বলেন "It is, however sound in theory and practicable, and consists in finding a bridge by which the subjects abnormal desires may be brought into association with normal ends." এই জন্য যদি চিকিৎসিত ব্যক্তি বালকদের উপর আকৃষ্ট ও অনুরাগী হয় তাহা হইলে তাহার সহিত বালকোচিত হাবভাব ও মুখাবয়বযুক্তা নারীদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য ঘটাইতে হইবে। ইহাতে বেশ ফল হয়। **হেবলকের** দ্বারা চিকিৎসিত

জনৈক Homosexual বালকপ্রিয় ব্যক্তি দেখিতে খুব শক্ত, সমর্থ এবং পুরুষজনোচিত ছিল। তাহার বিবাহ করিবার ও পুত্রোৎপাদন করিবার একান্ত ইচ্ছা হওয়ায় কয়েকবার স্ত্রীসঙ্গ করে কিন্তু স্ত্রীসহগমনকার্য্যে আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিছুদিন পরে মাণ্টাতে সে একটী ইটালিয়ান বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়: উক্ত বালিকার আকার অবয়ব ও মুখমণ্ডল দেখিতে ঠিক বালকের মত; তাহার স্তন ছিল না বলিলেই হয়। বালিকার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া যখন সে তাহার ঘরে যাইল তখন পুরুষের পাজামা পরিহিতা বালিকাকে দেখিয়া সে একেবারেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সেইদিনেই অবশ্য সে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতি বীতরাগ জন্মে নাই। পরদিন রাত্রে যাইয়া সে তাহার সহিত সুন্দরভাবে যৌনক্রীয়ায় রত হয় এবং মাণ্টা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে তাহার সহিত প্রত্যহ উপর্য্যুপরি সহবাস করে। কিন্তু তাহা হইলেও এইবার তার নিজের কথায় বলি তার মনের ভাবটী—"But although attracted by this girl, I never really enjoyed the act, and as soon as it was over, had a desire to turn my back. Since then I have had intercourse with about a dozen girls, but it is always an effort, and leaves a feeling of repulsion. I have come to the conclusion that for me normal sexual intercourse is only an expensive and dangerous form of masturbation." হেবলক বলেন যে 'Psycho-therapeutics' দ্বারা এই পর্য্যন্ত

করা যায়। ইহা দ্বারা হয়ত যৌনসঙ্গম, স্ত্রীসহবাস, এবং এমন কি সন্তানোৎপাদন পর্য্যন্ত সম্ভব হইল কিন্তু তাহাও যে সব সময় ভাল কথা তাহা নহে। অনেক সময় Homosexual ব্যক্তির উৎপাদিত সন্তানও পিতার স্বভাব পাইয়া থাকে এবং এইভাবে পুত্রকন্সার উৎপাদনের দ্বারা জাতিকে দুর্ব্বল করা হয় মাত্র।

অনেকসময় এই ভাবের অস্বাভাবিকস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়; কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশের কথা। ঐ ভাবের নরনারীদের কখনও বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। এইপ্রকার বিবাহের দ্বারা অসংখ্য দুর্ঘটনা, অশান্তি, মনোমালিন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ, উন্মত্ততা এবং এমন কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত নিয়ত সংঘটিত হইতেছে। যদিই একান্ত ইহাদের বিবাহ করিবার ইচ্ছা ও আবশ্যকতা আসে তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষে সকল ব্যাপার বিবাহের পূর্ব্বেই সঠিকভাবে জানা কর্ত্তব্য। কেহই যেন অপরকে অন্ধকারে না রাখে। এইরূপে আগে হইতে উভয়ে উভয়ের বৃত্তান্ত সম্যক পরিজ্ঞাত থাকিলে অনেকক্ষেত্রে বিবাহ সুখদায়কই হইয়া থাকে এবং দাম্পত্যজীবনে কোনও সমস্যার উদ্ভব ঘটে না। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীকে বা স্ত্রী, স্বামীকে ইহাই ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে যে তাহাদের পক্ষে যৌনসহবাসদ্বারা প্রকৃত সুখলাভ কদাচ সম্ভব হইবে না। সহবাসকার্য্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে তাহাদের ক্ষমতার ন্যূনতা না ঘটিতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক নরনারীর সহবাসক্রিয়ার মত তেমন সুন্দর ও প্রাণমাতোয়ারা উন্মাদনা নিশ্চয়ই তাহাদের যৌন-ক্রিয়ায় দেখা যাইবে না। আর, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে এই সব কথা খুলিয়া না বলিলেও বিবাহের পর যৌনক্রিয়ার অন্তে দেখা যাইবে যে Homosexual স্বামীর মনে আদৌ স্ফূর্ত্তি আসিল না

এবং স্ত্রীও তাহার নারীত্বের সহজাত সংস্কারবশে উহা আপনাতেই বুঝিতে পারিবে এবং তাহার মনে ও দেহে যৌনউন্মাদনা ও শিহরণ না জাগানোর জন্য সঙ্গমকারী স্বামীর প্রতি তাহার ঘৃণার অন্ত থাকিবে না। ঐভাবের দম্পতীযুগল সহবাস না করিলে বরং অধিকতর সুখের জীবনযাপন করিতে পারিবে।

হস্তমৈথুন বা *Masturbation*,

যে কোনও অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনউত্তেজনা আনয়ন করা বা নিজেরই মধ্যে ঐ উত্তেজনার উদ্রেক করিয়া রেতঃপাত দ্বারা তাহার শান্তিবিধান করার নাম অস্বাভাবিক মৈথুন; হস্তমৈথুনও ঐসকল অস্বাভাবিক মৈথুনের মধ্যে একটী। হস্তের সাহায্যে নিজের দেহের মধ্যেই যে মৈথুনবৎ কার্য্য করা হয় এবং ঐ কার্য্যের দ্বারা যে শুক্রপাত করা হয় তাহাকেই হস্তমৈথুন বলে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে কেবল যে হস্তের দ্বারা লিঙ্গঘর্ষণে রেতঃপাত করিলেই হস্তমৈথুন করা হয় তাহা নহে, স্বাভাবিক মৈথুনের পরিবর্ত্তে যে যে কার্য্যের দ্বারাই যৌনক্রিয়া সম্পাদন করা হয় ও যৌনতৃপ্তিবিধান হয় তাহাই হস্তমৈথুন বা Masturbation বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ সকল স্বাভাবিক নরনারীর মৈথুনক্রিয়ার পরিবর্ত্তে অসংখ্যরকম অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া আছে এবং অনেক নরনারী সেইসকল অস্বাভাবিকতার আশ্রয় লইয়া যৌনউত্তেজনার সময় যৌন-তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এইসকল অস্বাভাবিকতার অনেক কাহিনী বলা হইয়াছে, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে হস্তমৈথুনের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রকৃত হস্তমৈথুনে পুরুষ তাহার হাত দ্বারা স্বীয় পুংলিঙ্গটীকে সঞ্চালন করিতে থাকে এবং নারী তাহার অঙ্গুলি দ্বারা স্বীয় যৌনদেশ আলোড়ন করে। এইরূপে ঘর্ষণ করিতে করিতে অতি শীঘ্রই রেতঃপাত হইয়া তাহাদের যৌনক্ষুধার শান্তি আসে। অতি ক্ষুদ্র শিশুরাও অজানিতভাবে নিজেদের জননেন্দ্রিয়ে হস্তর্পণ ও ঘর্ষণ দ্বারা এক সুতীব্র আনন্দশিহরণ অনুভব করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু তৎকালে তাহাদের যৌনজ্ঞানাদির সম্যক বিকাশ না হওয়ায় এবং শুক্র গঠিত না হওয়ায় উহা দ্বারা শিশুজীবনে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না। ঐ বয়সের অন্যান্য শিশুকার্য্যাদির ন্যায় ইহাও একপ্রকার বালকের আমোদবিধায়ক ব্যাপার। তাহারা যেমন বুড়ো আঙ্গুল নিয়া ও পায়ের গোড়ালী নিয়া খেলা করে সেইরূপ জননযন্ত্রটীও তাহাদের খেলিবার বস্তু হইয়া থাকে।

কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত দ্বারা যৌনযন্ত্র আলোড়ন করা তাহাদের অভ্যাসের মত হইয়া পড়ে। তাহারা ঐ কার্য্যে একটা নূতন সুখের আস্বাদ পায়; ঐ কার্য্যকালে তাহাদের দেহে একটা সুতীব্র শিহরণ জাগিয়া থাকে। এই সুতীব্র শিহরণ অনুভব করিবার জন্য তাহারা একএকসময় অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া পড়ে। অনেক বালক যে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুষিতে থাকে তাহাও একপ্রকার সুখশিহরণের জন্য; এবং ভবিষ্যৎজীবনে এই বৃদ্ধাঙ্গুলিটীকে চুষিবার দুর্ণিবার আকাঙ্খা হস্তমৈথুনে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। আমরা তাহাদের ঐ কাজ বন্ধ করিবার জন্য যদি তাহাদের হাতদুটীকে বাঁধিয়া দি তাহা হইলেও দেখা যায় যে তাহারা তাহাদের যৌনযন্ত্রটীকে চেয়ারের হাতায়, বা বালিসের উপর বা অন্য কোনও বস্তুর সহায়তায় ঘর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়

যে জোরজুলুম করিয়া তাহাদের এই স্বভাবকে দুর করা আদৌ সম্ভব নয়। অনেক সময় এই বয়সে এই কার্য্যের দ্বারা যদি খুব বেশী সুখসঞ্চার হয় তাহা হইলে সেই সময়ে শিশুটীর আক্ষেপ দেখা দিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও এই সময়ে তাহাদের মধ্যে যৌনসম্পর্কিত কোনও ভাবের উদয় হয় না; কেবলমাত্র একটা স্থানীয় সুড়সুড়ানি বা কণ্ডুয়ণ বুঝিতে পারা যায়। আর একটু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, বালকেরা পরস্পরের লিঙ্গাদিতে হস্তর্পণের দ্বারা একটা আমোদ পাইবার চেষ্টা করে।

কিন্তু তাহার পর তাহাদের তরুণ বয়সের সঙ্গে তাহারা যখন হস্তদ্বারা নিজ নিজ জননেন্দ্রিয়কে চালিত করিতে থাকে তখনই তাহাদের রেতঃপাত ঘটে। ইহাই প্রকৃত 'হস্তমৈথুন' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তরুণ-তরুণীরা প্রথম প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত এবং অতীব কৌতুহলবশে এই কাজে রত হয়; প্রথম প্রথম খুবই মজা লাগে। চরম উত্তেজনার সহিত রেতঃপাত হইবার কালে তাহাদের মনেপ্রাণে, সর্ব্বদেহে একটা অব্যক্ত আনন্দ, একটা সুতীব্র শিহরণ অনুভূত হয়। ক্রমে ক্রমে ইহা তাহাদের অভ্যাসের মত স্বভাবের সহিত দুরীভুত হইয়া যায়। এই সময় হইতে যদি বিবিধ বিধানদ্বারা উহা বন্ধ না করা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যৎজীবনে অসংখ্য রকমের যৌন-অস্বাভাবিকতা, যৌনদুর্ব্বলতা ও যৌনব্যাধি নিশ্চয়ই জুটিয়া থাকে। ইহা হইতেই ভবিষ্যৎজীবনে ধাতুদৌর্ব্বল্যের উৎপত্তি এবং ইহার দ্বারাই নরনারীর ধ্বজভঙ্গের সূচনা। বিষবৃক্ষের মূল এইখানেই সর্ব্বপ্রথম প্রোথিত হয় এবং ক্রমে তাহা সহস্র শাখাপল্লবে সুশোভিত ও বর্দ্ধিত হইয়া অসংখ্য নরনারীর এবং অসংখ্য গৃহের শান্তি দুর করিয়া থাকে।

এই বয়সে হস্তমৈথুন শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয় স্কুল ও বোর্ডিং। অভিভাবকগণ ভাবেন বালকবালিকারা ঐসব ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক থাকায়, অর্থাৎ বালকবালিকাদের পরস্পর অবাধ মেলামেশা না হওয়ায় তাহারা যৌনকার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা; যেহেতু তাহারা এইসকল স্থানে অবস্থান-কালেই শুধু যে হস্তমৈথুনে রত হয় তাহা নহে উপরন্তু এইখানেই তাহারা পুংমৈথুনরূপ অস্বাভাবিক Homosexual অভ্যাসটী আয়ত্ত করে। ইহা ছাড়া, ভৃত্যদের মধ্যেও মিলিতভাবে 'হস্তমৈথুন' করার অভ্যাস আছে।

'হস্তমৈথুন'রূপ কুঅভ্যাসটী দূর করিবার জন্য অনেকে বিবাহের উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু বিবাহিত জীবনেও যে এই অস্বাভাবিক দৃশ্যটী বিরল তাহা নহে। দম্পতির মধ্যে স্ত্রী যদি রুগ্না হন অথবা তাঁহার আসন্ন প্রসবাবস্থাহেতু তিনি যদি স্বামীসংসর্গে অক্ষমা হন তাহা হইলে অনেক স্বামী নিজের যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এই কৌশলের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। অনেকসময় শোনা যায় যে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একত্রে হস্তমৈথুনে রত হন। যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক মৈথুন কোনও কারণে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে সেই সব ক্ষেত্রেই এই কৌশল অবলম্বিত হয়।

আর একপ্রকারের হস্তমৈথুন আছে যাহাকে Melancholic masturbation বলে। সামাজিক, নৈতিক বা অর্থ-সমস্যামূলক কারণে যাহারা নারীর স্পর্শ বা পুরুষের স্পর্শ পাইতে পারে না তাহারা এই অভ্যাসটীর সহায়তায় যৌনসুখ অনুভব করিয়া লয়। বাংলা-দেশের যুবতী বিধবারা, বা কর্ম্মব্যপদেশে বহুদূরদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে এমন বিবাহিত স্বামীরা, অথবা আর্থিক দুরবস্থাহেতু বিবাহ

করিতেই পারে না এমন যুবকরা এই কুপ্রথাটীর দাস হইয়া পড়ে। তাহাদের নিঃসঙ্গ জীবনে ইহাই কতকটা যৌনআনন্দ ও যৌনউন্মাদনা জাগাইয়া দেয় এবং ইহার সাহায্যেই তাহারা নরনারীর যৌনমিলনরূপ অভাবনীয় স্বর্গীয় আনন্দের কতকটা আস্বাদ লাভ করে। অল্পবয়স্কা বালবিধবারা তাহাদের নিঃসঙ্গ নীরবরজনীতে শূন্যশয্যায় ইহাকেই আয়ত্ত করিবার চেষ্টা পায়; অবিবাহিত বা বিপত্নীক স্বামী ইহারই সাহায্যে প্রিয়ার পরশসুখ ও প্রিয়ামৈথুনের অপরূপ উন্মাদনা আস্বাদ করে; বিরহীপ্রেমিক বহুদূরে থাকিয়া ইহারই সহায়তায় স্ত্রীসঙ্গ করিবার কল্পনা দেখে। নির্বান্ধব ও নির্বান্ধবী হতভাগা হতভাগিণীরা ইহাকেই তাহাদের যৌনসুখলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া জানে।

কিন্তু ইহা ছাড়াও, আর একশ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে 'হস্তমৈথুন' দেখা যায়; ইহাকে Senile Masturbation বলে। যাহারা যৌনক্রিয়াতে অপারক ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, বার্দ্ধক্যহেতু অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাহেতু যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করিতে একেবারেই অসমর্থ, তাহারাও ইহার সাহায্যে যৌনমিলনসুখ উপভোগ করিবার চেষ্টা করে। ধ্বজভঙ্গ রোগীরা অনেকসময় নির্জ্জনে বসিয়া হস্ত মৈথুন দ্বারা রেতঃপাত করিবার বৃথা চেষ্টা দ্বারা শরীরও মন ক্লান্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলে। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা যখন স্বাভাবিক ভাবে স্ত্রীসঙ্গ করিতে সক্ষম হয় না, তখন তাহাদের মনের বাসনা তাহাদের স্ত্রীয়ের পাশে বসে এই হস্তমৈথুনের দ্বারাই মিটাইয়া লয়। আবার বৃদ্ধবয়সে যে স্বামীরা তরুণীভার্য্যা গ্রহণ করে অথচ উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রীয়ের সহিত যৌনক্রিড়ায় যাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত, লজ্জিত ও অপদার্থস্বরূপ গণ্য হয় তাহারা নিজদিগকে যৌনকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া লইবার জন্য তরুণী-স্ত্রীয়ের নগ্নসৌন্দর্য্য দর্শন ও তাহাকে

দিয়াই নিজের জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সাধন করিয়া লয়, এবং তাহাতেও বিফল হইলে অবশেষে নিজে নিজেই হস্তমৈথুন করিতে আরম্ভ করে। আমার নিকট অনেক এই ধরণের অক্ষম বৃদ্ধ স্ত্রীসঙ্গ করিতে সক্ষম হইবার জন্য চিকিৎসিত হইবার আশায় পত্রের দ্বারা আনুপূর্ব্বিক সংবাদ দিয়া ঔষধ ও উপদেশ চাহিয়া থাকেন; অনেক নরনারী, যুবক-যুবতী আমাকে এইভাবে পত্রের মধ্যে অনেক কথা স্বীকার করিয়া বলেন ও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন। অবশ্য প্রত্যেক পত্রই অতি গোপনীয় থাকে।

কত লোক যে 'হস্তমৈথুন' অভ্যাস করে তাহা ঠিকভাবে বলা শক্ত; কারণ ইহা অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং লোকচক্ষুর অন্তরালেই ইহা করা হইয়া থাকে; ক্বচিত কখনও ২।১টা ঘটনা জানা যাইলেও অধিকাংশ ব্যাপারগুলিই অজানা থাকিয়া যায়। কিন্তু যতদূর জানিতে পারা যায় তাহা হইতেই ইহা বুঝা যায় যে অধিকাংশ যুবক-যুবতী তাঁহাদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ে হস্তমৈথুন করিয়াছে। নানাদেশে নানাভাবে এই বিষয়ের পরীক্ষা চলিতেছে; আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিবাহিত অবিবাহিত নরনারীর জীবনের ইতিহাস গ্রহণ করিয়া দেখা যাইতেছে, এবং ফলও যা হইতেছে তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। **ডাঃ বার্জার** একজন বিখ্যাত স্নায়ুরোগের চিকিৎসক; তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যুবক-যুবতীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন মাঝে মাঝে হস্তমৈথুন করে; শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মতে বাকী ১জনা মিথ্যা কথা বলিয়াছে নচেৎ তাহাকেও বাদ দিবার কারণ নাই।

আমেরিকায় **ব্রেকম্যান**ও এম্নি ধারা পরীক্ষা করিয়াছেন; তিনি ২৩২ জন ছাত্র (Theological student)কে পরীক্ষা করেন। তাহাদের বয়েস সাধারণতঃ ২৩½ বৎসর ছিল এবং তাহারা বিভিন্ন স্থান হইতেই আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ১৩২ জন অবলীলাক্রমে তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়া বলে যে 'হস্তমৈথুন' তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় কর্ম্ম ছিল এবং উহাদের মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই তাহাতে রত হইত। উহাদের মধ্যে যাহারা স্বীকার করিল না, তাহারা যে কতটা সত্য বলিল সে সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকিয়া যায়। যাহা হউক তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া ধরিলে ও বাদ দিলেও যে সংখ্যা পাওয়া গেল তাহাও বড় কম নহে। সর্ব্বদেশে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত একত্র করিলে ইহাই পাওয়া যায় যে যুবকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন হইতে ৯০ জন এই পাপ কার্য্যে রত হইয়া থাকে; কেহ কেহ অতি অল্পদিন মাত্র উহা উপভোগ করে, কেহ কেহ বা বহুদিন ধরিয়া এমন কি আজীবন এই কার্য্য লইয়াই থাকে। কলেজে পড়িবার সময় একজন যুবককে জানিতাম হস্তমৈথুন কার্য্য যাহার নিকট নেশা হইয়া পড়িয়াছিল; প্রতিদিন প্রতিরাত্রি সে অন্তত ২।৩ বার করিয়া এই পাপ কাজ করিত; বহুদিন পরে সে বিবাহ করে; এখন সে ২।৩টী শিশুর পিতা; তথাপি এখনও প্রত্যহ স্ত্রীসহবাস করিবার তাহার সময় অসময় নাই এবং দৈবাৎ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্ত্রীকে সম্মুখে না পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ হস্তমৈথুন করিয়া থাকে। সে আমার নিকট স্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে একটী দিনও তাহার স্ত্রীসহবাস বা হস্তমৈথুনের বন্ধ হইবার উপায় নাই। হঠাৎ কোনও দিন সে দৈবাৎ যদি

ঐ কাজ না করিতে পায় তাহা হইলে তাহার শরীরের গ্লানির সীমা পরিসীমা থাকে না, তাহার মাথা ধরিয়া থাকে, তাহার ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং কোনও মতেই ঘুম আসে না তাহার শরীর যে খুবই খারাপ তাহা নহে তবে ইদানীং ডিস্পেপসিয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত, কবি প্রতিভান্বিত, সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা। সম্প্রতি আমি তার চিকিৎসার ভার পাইয়াছি এবং মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় চিকিৎসা করিয়া অল্পদিনেই একটু ফল পাওয়া গিয়াছে।

পুরুষ বেশী হস্তমৈথুন করে, কি নারী বেশী হস্তমৈথুন করে ইহা লইয়া দারুণ মতভেদ আছে। কেহ কেহ এই কার্য্যে পুরুষের সংখ্যা বেশী বলেন; অপর কেহ কেহ, নারীর সংখ্যাই বেশী বলিয়া জানাইয়া থাকেন। উহার কোনও মতই সত্য নহে। কিন্তু তাহা না হইলেও, নারীর সংখ্যা যে খুব কম তাহাও কোনও মতেই বলা চলে না; যুবতীগণ puberty সময়ে এই কাজটায় তত রত হন না। কিন্তু তাহাদের Adolescence সময়ে স্বাভাবিকতা থাকিলে কেহই প্রায় ইহার আকর্ষণ হইতে হইতে রক্ষা পায় না।

হস্তমৈথুনের কুফল নারীর উপর বেশী কি পুরুষের উপর বেশী তাহা লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন যে হস্তমৈথুন বালকদের পক্ষেই বেশী ক্ষতিকারক এবং বালিকাদের পক্ষে তত নহে কারণ এই কার্য্য দ্বারা বালকদের রেতঃপাত হওয়ায় তাহারা শীঘ্রই স্নায়বিক ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কথাটাকেও বৈজ্ঞানিক হিসাবে সত্য বলিয়া ধরা যায় না যেহেতু বালিকাদের স্নায়ু যন্ত্রাদি বালকদের চাইতেও দুর্ব্বল ও কোমল

হওয়ায় ইহারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। বালকদের স্বাস্থ্য ও দেহ অনেক সময় বালিকাদের চাইতে ভালই থাকে এবং সেই জন্যই এই কার্য্যে তাহারা অতি শীঘ্র ও অতি বেশী বিপন্ন বা স্নায়বিক হইয়া যায় না।

হস্তমৈথুনের কুফল নানাবিধ। অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ করার অপেক্ষাও ইহা দ্বারা মানবশরীর অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার যতটা কুফলের কথা ডাক্তার বৈদ্য বা হাকিমী কবিরাজী বহি প্রভৃতিতে ভীষণভাবে প্রচার করা হয় ও যুবক যুবতীদের মনে অযথা ভয় ভাবনার সৃষ্টি করা হয়, ইহা মোটেই ততদূর ক্ষতিকারক নহে; প্রকৃত কার্য্যটীর কুফল অপেক্ষা এই সকল ভয় দেখানোর কুফল স্নায়ু রোগাদিতে প্রায়ই দেখা যায়।

হস্তমৈথুন অনেক বিষয়ে স্বাভাবিক মৈথুনেরই কাজ সম্পূর্ণ করিয়া দেয় এবং হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ ঐ কাজ হইতে নিবৃত্ত করা হইলেই দেখা যায় যে তাহার স্বপ্নদোষের অতি প্রাদুর্ভাব হয়; কথনও বা সেই ব্যক্তি অন্যান্য আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটী রোগের অধীন হইয়া পড়ে। অনেক ব্যক্তি পত্রের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার কালে আমাকে জানান যে এই ভাবের হস্তমৈথুন বন্ধ করিলেই তাহাদের শিরঃপীড়া, অনিদ্রা প্রভৃতি ভীষণ কষ্টকর রোগ জন্মে। আমার আর একটী রোগী ছিলেন যিনি প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একবার হস্তমৈথুন না করিলে সেই রাত্রে কদাচ ঘুমাইতে পারিতেন না। আর একটী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম যিনি একায়িক স্ত্রীসহবাস করিবার চেষ্টা করিলে মোটেই সেই কার্য্যে সক্ষম হইতেন না এবং তাহার

জননেন্দ্রিয় কোনও মতেই শক্ত, দৃঢ় ও সহবাসের উপযুক্ততা ও সামর্থ লাভ করিত না; এই কারণে স্ত্রীসহবাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাকে হস্তমৈথুনের দ্বারা জননেন্দ্রিয়টীকে উত্তেজিত ও শক্ত করিয়া পরে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হইতে হইত। অপর একটী যৌনকার্য্যে অক্ষম ব্যক্তির চিকিৎসার ভার পাইয়াছিলাম; তিনি নিজে 'হস্তমৈথুন'কে আদৌ পছন্দ করিতেন না, অথচ পার্শ্বে শায়িত রূপসী যুবতীর সহিত সহগমন করিবার দারুণ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার জননেন্দ্রিয় মোটেই শক্ত ও দৃঢ় হইত না, নরম ও শিথিল হইয়াই পড়িয়া থাকিত। তিনি এক অদ্ভুত উপায়ে উহাকে উদ্দীপিত করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন। রাত্রে সস্ত্রীক শুইয়া থাকিবার কালে, তরুণ ভৃত্য দ্বারা গা-হাত-পা এবং জননযন্ত্রটীকেও তৈলাদি মালিশ করাইত। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ মালিশ করিতে করিতেই তাহার জননযন্ত্রটী শক্ত, ও দৃঢ় হইলেই তাহার স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা আসিত।

হস্তমৈথুন হইতে অসংখ্য প্রকারের রোগ যে জন্মগ্রহণ করে তাহার ভুল নাই তবে ইহার দ্বারা যে সকল অতি ভীষণ রোগাদির কল্পনা করা হয় তাহা সত্য নয়। অসংখ্য প্রকারের চক্ষুরোগ, মাথাব্যথা ও স্নায়ুরোগ, বধিরতা, গলার ব্যাধি, নাসিকার নানাবিধ কুৎসিত ব্যায়ারাম, চর্ম্মের বিবর্ণতা, বয়োব্রণ ও অন্যান্য প্রকারের বিবিধ উদ্ভেদ, হাঁপানি, হৃৎস্পন্দন, আক্ষেপিক কাশি, যক্ষ্মা, সংন্যাস, উন্মাদ ইত্যাদি বিবিধ রোগ যে হস্তমৈথুন হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই ডাক্তার কবিরাজগণ উচ্চৈস্বরে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হস্তমৈথুন হইতে কোন্ রোগ যে জন্মে না তাহা বুঝা

যায় না; যেন, মানবের রোগের একমাত্র কারণ এই 'হস্তমৈথুন' রূপ অভ্যাস!

যাহাহৌক এই কুৎসিত অভ্যাসটী হইতে যে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে দুর্ব্বল বা অস্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা হস্তমৈথুন করিলেই অতি শীঘ্র ব্যাধি জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। সুস্থ ও স্বাভাবিক শক্তি-সম্পন্ন সক্ষম ব্যক্তিরা অভ্যাসমত সামান্তরকম হস্তমৈথুনের দ্বারা যে আদৌ অসুস্থ হয় না তাহা অনেকক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছে। বিদেশে স্ত্রীর নিকট হইতে যাহারা পৃথক বাস করে, এবং সহবাস আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া যাহারা বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে Insomniaর রোগী হইয়া পড়ে, তাহারা মধ্যে মধ্যে হস্তমৈথুনের দ্বারা যে অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে তাহা তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক-ক্ষেত্রে জানা গিয়াছে। হস্তমৈথুনের দ্বারা বিশেষ ক্ষতি না হৌক, এই কুকার্য্যের জন্য, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও বিবেকের দংশনহেতুই যতসব ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

তিনটী বিভিন্ন অবস্থার জন্তই হস্তমৈথুনের দ্বারা বিবিধ কুফল দেখা দেয়। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে তাহাদের 'বয়ক্রম'; দ্বিতীয়তঃ দেখিবার জিনিষ তাহাদের শারীরিক গঠন ও জীবনীশক্তির অবস্থা; তৃতীয়তঃ ভাবিবার বিষয় যে তাহারা এই কাজটী 'কতবার' করে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক বাল্যজীবনে হস্তমৈথুনের অপকারিতা কি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বয়স হইতেই হস্তমৈথুন কার্য্যটী আরম্ভ করা হয়। এই বয়সে হস্তমৈথুনের দ্বারা শরীর অতি জঘন্তভাবে

প্রথম হইয়া থাকে। অন্যান্য বৈদ্য কবিরাজরা ইহার কুফল দেখাইবার জন্য যতপ্রকার ভীষণ বর্ণনা দিয়াছেন সবই অতি সত্যভাবে মিলিয়া যায় যদি বাল্যকালেই কোনও ব্যক্তি এই দুষ্কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। এই কার্য্যের দ্বারা একটা আনন্দ-শিহরণ অনুভূতির জন্য ইহার একবার রসাস্বাদন হইলে আর রক্ষা নাই; পুনঃপুনঃ ঐ আনন্দ অনুভবের জন্য প্রাণমন দিবারাত্র চঞ্চল হইয়া পড়ে; এই কার্য্যের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে অর্থব্যয় করিতে হয় না। নারী-সহবাসহেতু অনেক সময় অর্থব্যয় করিয়া নারী-আহরণ করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে সে সকলের কোনও আবশ্যকতা নাই; কেবলমাত্র একটু নিভৃতস্থান ইহার জন্য আবশ্যক; সুতরাং ঐ বয়সের হস্তমৈথুনকারীবালক কেবল নিভৃত ও নির্জ্জনস্থান অনুসন্ধানে রত হয় এবং পুনঃপুনঃ এই কাজটী করিয়া থাকে। ইহার ফল নিঃসন্দেহেই সর্ব্বনাশজনক, অকালবার্দ্ধক্যের, হৃৎদৌর্ব্বল্যের হৃৎস্পন্দনের, শিরোরোগের, চক্ষুরোগের, বয়োব্রণের প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাধির ইহা হতেই সূত্রপাত হয়। এইভাবে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হইলে তাহার জননেন্দ্রিয়টী অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু (hyperesthetic) হইয়া যায় এবং তাহাতে সামান্য স্পর্শে ও সঞ্চালনে এবং এমন কি হাঁটিবার সময়ও জননেন্দ্রিয়েবস্ত্রের ঘর্ষণ লাগিয়া শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে চায়; লোকসমাজে যাইতে তাহার দারুণ লজ্জা ও ভয় হয়; কাহারও মুখপানে তাকাইয়া সে কথা কহিতে পারে না; মুখ বয়োব্রণে পূর্ণ হইয়া যায় এবং অন্যান্য ব্যাধিগুলি দেখা দেয়। যৌবন অবস্থাতেও বা তাহারও পরে যদি এই কুকার্য্যে রত হওয়া যায় তাহা হইলে বাল্যাবস্থার মত এত ভীষণ ফল হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে দেখিবার বিষয় এই যে সে ব্যক্তি যদি পাৎলা ছিপছিপে চেহারার স্নায়বিক ব্যক্তি হয় তাহা হইলে তাহার উপর এই কুকার্য্যের ভীষণ কুফল আছে। সুপুষ্ট দেহধারী ও সুস্থদেহীদের উপর ইহা তত ভীষণ ফল দেখাইতে পারে না। এইখানে, এই ব্যাপারটীও প্রায়ই পরীক্ষা করা হইয়াছে যে পাৎলা ছিপছিপে চেহারার ব্যক্তিরাই এই কার্য্যে অধিকতর প্রলুব্ধ হইয়া থাকে। খাদ্য ও সাধারণ জীবনযাত্রার প্রণালী দ্বারাও ইহার কুফল অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

তৃতীয় বিষয়টী এই যে, তরুণমতি যুবকরা এই কুকার্য্যের বিষময় ফল উপলব্ধি করিতে না পারিয়া একই দিনে পুনঃ পুনঃ হস্তমৈথুন করিয়া থাকে। এমন ঘটনাও জানা গিয়াছে যে কোনও কোনও বালক বা তরুণ যুবক একই দিনের মধ্যে ৬।৭ বার হস্তমৈথুন করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যদি ঠিক নিয়মিতভাবে সময় অনুসারে মাঝে মাঝে এই কার্য্যের আশ্রয় লইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হইতে দেখা যায় না।

হস্তমৈথুনের দ্বারা যক্ষা, হাঁপানি, এপিলেপ্সি বা উন্মাদ রোগ জন্মিবার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ইহা অতি সত্য যে ইহা দ্বারা ঐ রোগগুলি জন্মিবার প্রবণতা আসে। ইহা দ্বারা স্নায়ুরোগ, অকালবার্দ্ধক্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা ও শিরঃপীড়া নিশ্চিতই জন্মায়। ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পুংজননেন্দ্রিয়টী ক্ষুদ্র, বক্র ও শিথিল হইয়া থাকে এবং ইহা একপাশে হেলিয়া যায়।

হস্তমৈথুনঅভ্যাস জন্মিবার অসংখ্য কারণ আছে। প্রথমতঃ

অতি বাল্যকালে কোনওরূপ যৌনউত্তেজনা ব্যতীতই শিশুরা জননেন্দ্রিয়ে হস্তার্পণ দ্বারা হস্তমৈথুন করিতে আরম্ভ করে; ইহা সাধারণতঃ স্থানীয় সুড়সুড়ানি হইতেই জন্মিয়া থাকে। অনেক সময় হস্তমৈথুনকারী পিতামাতা হইতে উদ্ভূত সন্তানও ঐ কার্য্যের নায়ক হইয়া পড়ে। স্থানীয় উত্তেজনা বা সুড়সুড়ানি জন্মিবার কয়েকটা হেতু আছে।

(১) ক্রিমিজনিত।

(২) অপরিচ্ছন্নতা হেতু জননেন্দ্রিয়ে ময়লা থাকা জনিত।

(৩) পোষাক পরিচ্ছদের দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে চাপ ও সংঘর্ষজনিত।

(৪) জননেন্দ্রিয়ের স্বল্প প্রদাহজনিত।

উপরোক্ত ঐ সকল কারণগুলি দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে এক প্রকার চুলকানি বা সুড়সুড়ানি জন্মে এবং তাহার জন্যই তাহারা হাত দিয়া জননেন্দ্রিয়টাকে ঘর্ষণ করিতে চায়।

ইহার পর শিশু যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে তেমি আরো কয়েকটী কারণ আসিয়া জুটে ও তাহাকে হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত করিবার উপলক্ষ্য হইয়া থাকে। নিম্নে আমি এই নূতন কারণগুলির নির্দ্দেশ করিতেছি :—

(১) গুহ্যদেশাদির প্রদাহ ও উত্তেজনা।

(২) বেশী বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগকে উলঙ্গ রাখা; উহাতে তাহারা নিজ নিজ জননেন্দ্রিয়াদির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) বালক বালিকাদিগকে একত্রে খেলাধূলা করিতে দেওয়া। ইহাতে তাহারা ক্রমশঃ পরস্পরের যৌনযন্ত্রের বিভিন্নতা বুঝিতে পারে এবং ক্রমে তাহাদের ব্যবহার করিবার জন্যও উন্মুখ হইয়া উঠে।

(৪) শিশুর ক্রন্দনের সময় মা বা ধাত্রীর দ্বারা তাহার পুংজননেন্দ্রিয় স্পৃষ্ট হওয়া। যে সকল ধনী ব্যক্তিদের ছেলেরা চাকর ঝিয়ের হাতে মানুষ হয় তাহারা প্রায়ই অতি সত্বর হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে শিশুদিকে চুপ করাইবার জন্য বা শান্ত করিবার জন্য তাহারা সেই শিশুদের পুংজননেন্দ্রিয়টীকে মাঝে মাঝে নাড়া দিয়া থাকে; ইহা দ্বারা শিশুরা, অতি অল্প বয়স হইতেই একটা অব্যক্ত সুখের আস্বাদ পায় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেরাই সেই অভিজ্ঞতাটীকে কাজে লাগাইয়া থাকে।

ইহার পর ক্রমশঃ তরুণরা যুবক হইয়া উঠে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহাদের কাছে অপর কয়েকটী নূতন কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। স্কুলে বোর্ডিংয়ে থাকাকালীন তাহারা এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে। অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা বয়সে ও জ্ঞানে বড় ছাত্রেরা ছোট ছেলেদিকে এই কাজটীতে বিশেষভাবে পরিপক্ক করিয়া দেয়। তাহারা, তাহাদের ছোটদের কাছে এই কার্য্যের চরম আনন্দের কথা অতি লোভনীয় ভাষায় বক্তৃতা করে ও তাহাদিগকে এই কাজে উৎসাহিত করে। অনেক সময় তাহারা তাহাদের সামে নিজেদের হস্তমৈথুন দ্বারা ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ দেয় এবং এই কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলে। এমন ঘটনাও শোনা গেছে যে বয়স্থ ছাত্র, অল্পবয়স্ক ছাত্রকে জোর করিয়া উলঙ্গ করিয়া এই কার্য্যে প্রলুব্ধ ও নিয়োজিত করিয়াছে; অনেক সময় উভয়েই সামাসামি বসিয়া হস্তমৈথুন করিয়াছে। হাজার হাজার বালক

অতি পবিত্র চিত্তে ও নির্ম্মলভাবে স্কুলে ভর্ত্তি হয় কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহারা এই কার্য্যে পরিপক্কতা লাভ করে। এই সকল ব্যাপারে এক এক স্কুলের কাহিনী জানিলে স্তম্ভিত হইতে হইবে।

যৌবন অবস্থায় ও প্রৌঢ় অবস্থাতেও এই কার্য্যের অপর কয়েকটী নূতন কারণ জুটিয়া থাকে, যেগুলি বাল্যাবস্থার কারণ হইতে পৃথক। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(১) অপরিমিত ও নিষিদ্ধ আহার পানে অভ্যাস।

(২) স্ত্রী-বিযুক্ত অবস্থায় জীবনযাপন।

(৩) মানসিক মৈথুন চিন্তা।

(৪) হঠাৎ জননেন্দ্রিয়ে চাপ পাওয়া।

অপরিমিত ও নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি আহার হেতু যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভীষণ উত্তেজনা আসে তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। বিখ্যাত ডাঃ কোবান (Cowan) বলেন—"Let any man or woman who doubts these things, live for a season on plain, nutritious, unstimulating food, and during the time lead a strictly continent life, and after getting their new mode of existence well established, let them take a cup of strong coffee and tea, and the desire for sexual congress appears atonce; or a couple of glasses of wine or ale, and amativeness promptly proclaims. "I am excited and must be exercised ere I am appeased," or

let them go to a hotel or boarding-house, and partake heartily of such conglomerate dinner as served to the patrons of such establishments, and my life on it they cannot pass the night without licentious desires. I here lay it down as an undeniable law, that a man or a woman, living as men and women usually live—eating what they eat, drinking what they drink, cannot live a pure life, cannot *possibly* live other than a life of debauchery and licentiousness." এইভাবে অনেক বিশেষজ্ঞের মত তুলিয়া দিতে পারা যায় কিন্তু তাহার আবশ্যকতা নাই; যেহেতু খাদ্যের তারতম্যানুসারে যে এই দোষটার হ্রাসবৃদ্ধি হয় ইহার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই—সকলেই একমত হইয়াছেন। যাহারা অলস ও মোটেই বাহিরে যান না এবং কোনও পরিশ্রমের কাজ করে না, যাহারা কেবল ঘরেই বসিয়া থাকে, তাহারা অধিকাংশ সময়েই হস্তমৈথুনে রত হইয়া পড়ে। এবং এই কারণেই পল্লীগ্রামের বালকের চাইতে সহরের বালকগণ বেশী হস্তমৈথুনের ভক্ত হইয়া থাকে।

মানসিক অপবিত্রতা অনেক সময় শুধু নৈতিক চরিত্রের অবনতির কারণ নহে, পরন্তু হস্তমৈথুনের দুষ্প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। উলঙ্গ ছবি, গান বাজনা থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদিতে রুচিবিগর্হিত কামলালসাময় ছবি দেখিয়া এবং সস্তা বাজে অশ্লীল উপন্যাসাদিতে এই ধরণের শ্লীলতাবিহীন গল্পগুজবগুলি পাঠ করিয়া অনেক যুবক

যৌনকার্য্যে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় ও তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ হস্তমৈথুনে নিযুক্ত হইয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়ে হঠাৎ আঘাত বা চাপ বা ঘর্ষণ পাওয়া হেতু যে এই কুঅভ্যাসটী ক্রমশঃ জন্মিতে থাকে, ইহার সম্বন্ধে ডাঃ **আলবার্ট মোল** (Dr. Albert Moll) যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের জানা উচিত। **মোল** বলেন—"Horseback riding, working the treadle of a sewing machine, cycling, the vibration of a carriage or railway train in motion—all lead to masturbation by causing erection and producing voluplums sensations."

হস্তমৈথুনের কতকগুলি সহজসাধ্য প্রতিকার আছে এবং তাহা বিশেষরূপে পালিত হইলে অনেকাংশে উহা কম হইবার সম্ভাবনা।

(১) বিবাহিত জীবনে কোনও যুবকযুবতীর হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যেহেতু তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণও এই পাপে রত হইবার সম্ভাবনা।

(২) শিশুদিগের জননেন্দ্রিয় সর্ব্বদা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ধৌত করিবার সময় ভিন্ন কদাচ তাহা স্পর্শ করিতে দিবে না।

(৩) শিশুদিগের পোষাকপরিচ্ছদ অতি অবশ্যই ঢিলা রাখিবে।

(৪) শিশু যদি ক্রমাগত জননেন্দ্রিয়ে হাত দিতে থাকে তাহা হইলে কোনও বিচক্ষণ ডাক্তারকে পরীক্ষা করাইবে এবং ক্রিমি বা অন্য কোনও দোষ আছে কিনা দেখিতে বলিবে।

(৫) শিশুদিগকে কদাচ ঝি, চাকরাণি বা বালকের হাতে দিবে না।

(৬) শিশু তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে পৃথক শয্যায় শুইতে বলিবে—কদাচ এক বিছানায় শুইবে না।

(৭) শয্যা যেন অতি কোমল না হয়।

(৮) এই সময় হইতেই তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; কদাচ অপরিমিত আহার ও উগ্রদ্রব্যাদি সেবন করিতে দিবে না। সে শাকশব্জী ও প্রচুর জল যেন পান করে।

(৯) কোষ্ঠবদ্ধতা কোনক্রমেই না জন্মে। কোষ্ঠবদ্ধতা হেতুই হস্তমৈথুন, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যৌনব্যাধিগুলির সৃষ্টি হয়।

(১০) বালককে কদাচ বিনাকাজে বা আলস্যে কালহরণ করিতে দিবে না।

(১১) তাহার কোমরের কাছে বা তলপেটে কদাচ খুব বেশী কাপড়-চোপড় জড়াইতে দিবে না।

(১২) সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই বালক যেন লম্ফদিয়া বিছানা হইতে একলাফে নামিয়া আসে।

(১৩) পুংজননেন্দ্রিয়টীর মুখটী খুলিলেই দেখা যায় যে প্রত্যহ তথায় প্রচুর ময়লা ও ক্লেদ জমিয়া থাকে। ঐ মুখটীকে খুলিয়া প্রত্যহ শীতল জল দ্বারা ঐ ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিবে।

(১৪) পূর্ব্ব হইতেই এই কার্য্যে রত হইলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে 'আর এই কাজ করিব না।' পুনঃপুনঃ আত্ম-বিশ্বাসের সহিত এই ভাব মনের মধ্যে উদয় হইলেই অনেক সময় ঐ কাজের নেশা দূর হয়।

(১৫) অতীত অভ্যাসের কথা কদাচ স্মরণ করিবে না।

'হস্তমৈথুন' অভ্যাসটী ঔষধ দ্বারা দূর করিতে হইলে কয়েকটী বিখ্যাত হোমিওপাথি ঔষধের সাহায্য লইলেই চলে। আমি নিম্নে সেইগুলি জানাইতেছি :—

চায়না ৩০। প্রতি রাত্রেই স্বপ্নদোষ বা হস্তমৈথুন করিয়া রোগীর যখন চরম দুর্ব্বলতা আসে তখন ইহা দিবে। পেটফাঁপ ও নির্জ্জনপ্রিয়তা বর্ত্তমান থাকে।

এসিড-ফস ৩। পুনঃপুনঃ হস্তমৈথুন করিবার ইচ্ছা; অধিক প্রস্রাব ও অধিক তৃষ্ণা, লিঙ্গ উত্থান ভাল হয় না; একটুক্ষণের জন্য লিঙ্গোত্থান হইয়া তৎক্ষণাৎ শিথিল হইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয় সহজেই উত্তেজিত হয়।

অরিগেনাম্-মেজরাণা ৩x। আহারের পূর্ব্বে এই ঔষধটী সেবন করিলে হস্তমৈথুনের অভ্যাস চলিয়া যায়। ইহা ব্যবহারে আমি ২টী আশাহীন রোগী আরাম করিয়াছি।

নক্স-ভমিকা ৩০। হস্তমৈথুনের জন্য দারুণ ইচ্ছা; হস্তমৈথুনের কুফল হেতু অজীর্ণ, শিরঃপীড়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে ইহা ব্যবহার করিবে।

আষ্টিলেগো ৩। এই ঔষধটী ব্যবহারেও হস্তমৈথুনের দুর্জ্জয় বাসনা দূর হয়। আমি এই ঔষধটী ব্যবহারে কয়েকটী রোগীর মতিগতির পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিউফো-রাণা ৬। হস্তমৈথুন করিবার জন্য যাহারা সর্ব্বদাই নির্জ্জন স্থান খুঁজে বেড়ায় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটী অতি সুন্দর। হস্তমৈথুন হেতু মৃগী রোগ হইলে ইহা অব্যর্থ। এই ঔষধটী কটকটে ব্যাঙ্ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে; (মৎপ্রণীত ঔষধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ ১ম খণ্ড দেখ)।

বেলিস-পারেণাম ৬। হস্তমৈথুন ইত্যাদি হেতু মুখে ব্রণ দেখা গেলে ও সাধারণ শারীরিক অসুস্থতা থাকিলে ব্যবহার্য্য।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস ৬x বিচূর্ণ। হস্তমৈথুন করিয়া যথেষ্ট ধাতুক্ষয় হইলে ও তদ্ধেতু শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলে বাইওকেমিক মতে এই ঔষধটী অতি সুন্দর কাজ করে।

ধ্বজভঙ্গ, তাহার কারণ ও প্রতিকার।

স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা যখন আংশিক বা সম্পূর্ণ লোপ পায় তখনই ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মে। এই সময় জননেন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয়ে যায়, স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইতে চায় না এবং সঙ্গমেচ্ছার সময়ে জননেন্দ্রিয় মোটেই শক্ত, মোটা ও দৃঢ় হয় না। এ এক অতি অদ্ভুত মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। পুরুষের মনে হয়ত কামবাসনা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, পার্শ্বে হয়ত রূপসী ও ষোড়শী নারী সহবাস ইচ্ছায় উত্তেজিতা হয়ে তাকে বুকে তুলে নিতে উম্মুখ অথচ এদিকে সেই পুরুষের জননেন্দ্রিয় ক্ষুদ্র, শীতল ও শিথিল। এযে কি অব্যক্ত মনোবেদনার কারণ তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝে না। আমাকে আমার অনেক ধ্বজভঙ্গ রোগী আত্মহত্যা করে তাদের প্রাণের জ্বালা মিটুতে চায় বলে পত্রে জানিয়েছে।

অনেক নারী যে ক্রমে অসতী হয়ে পড়ে বা পতিতার দলে নাম লেখায় তারও অধিকাংশের মূলে আছে তাহাদের হতভাগ্য স্বামীর সঙ্গমশক্তিহীনতা। পরপুরুষরতা অনেক রমণী নিজ মুখে স্বীকার করেছেন যে স্বামী তাহাদের কামপিপাসা মিটাতে অক্ষম হওয়া হেতুই প্রথমে তারা পরপুরুষকে দেহ দান ক'রে নিজেদের সঙ্গমতৃপ্তি ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক

ধ্বজভঙ্গ স্বামীর চক্ষের সামে তাহাদের স্ত্রীগণ অন্যকে এবং এমন কি চাকর-বাকর, বাটীর সরকার, ড্রাইভার প্রভৃতিকে লইয়া মদনক্রীড়ায় রত হয়। স্বামী সব বুঝেন, সব জানেন, অথচ বলিবার কিছুই তাহার থাকে না; যে ভীষণ ক্ষুধা মিটাইতে সে অপারক, তাহা সক্ষমব্যক্তি ভিন্ন কে মিটাইবে? তাহা ছাড়া, সেই সব বুভুক্ষু নারী পরপুরুষ আসক্তিতে এতই উন্মাদিনী হয় যে তাহাদের সামে বাধা দিলে তাহারা আরো ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক কার্য্য করিয়া ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রিয় নাগরকে লইয়া এবং সেই সঙ্গে স্বামীর দেওয়া গহনা বা টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া হয় সে পলাইয়া যায়, নচেৎ বিষপ্রয়োগে বা অন্য কোনও উপায়ে তাহার অক্ষম স্বামীর জীবন গ্রহণ করিতেও চেষ্টা করে। এ সব ঘটনাও বিরল নয়। অধুনা যে অসংখ্য প্রকার নারীহরণ ও স্বামীহত্যা প্রভৃতি ঘটনা বিচারালয়ে দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯টীর মধ্যেই দেখা যাবে যে স্বামীর যৌনকার্য্যে অক্ষমতা। সুতরাং মানবের জীবনে এত বড় দুর্ঘটনা বোধ হয় আর নাই। সহবাসাকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রীয়ের শান্তি প্রদানে যে স্বামী অক্ষম সত্যই তার জীবন বৃথা।

সঙ্গমশক্তি হ্রাস হওয়ার নামই ধ্বজভঙ্গ। কোনও রমণীর সহিত মৈথুনক্রিয়ায় রত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেওয়ার নাম হচ্ছে পৌরুষ বা Virility. 'Virility simply means the power of giving complete sexual gratification to a woman at a single Coition.' কিন্তু স্ত্রীলোককে যৌনক্ষুধার তৃপ্তি দিতে হইলে দুইটী জিনিষের আবশ্যক; প্রথমটী হচ্ছে শক্ত ও দৃঢ় জননেন্দ্রিয় এবং দ্বিতীয়টী হচ্ছে ধারণাশক্তি।

প্রথমটীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আমি ইতিপূর্ব্বে কুমারীচ্ছদ অর্থাৎ হাইমেনের (Hymen) কথা উল্লেখ করেছি। প্রত্যেক রমণীর যোনীদেশ এই কোমল ঝিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে; তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটী আঙ্গুল প্রবেশ করিতে পারে। সাধারণতঃ ঐ কুমারীচ্ছদটী প্রথম সহবাসের দ্বারাই ছিন্ন হয়ে যায় ও পুংজননেন্দ্রিয় যোনীমধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায়। তাহা হইলে ইহা স্পষ্টতই দেখা যায় যে শক্তিমান পুরুষের দৃঢ় ও শক্ত জননেন্দ্রিয়ের ধাক্কায় ঐ হাইমেনটী ছিন্ন হইবার রীতি রোধ হয় প্রকৃতিদেবী নরনারীর যৌনকার্য্যের মধ্যে স্থির করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং নারীর সহিত সহবাস করিতে হইলেই চাই পুরুষের দৃঢ় লিঙ্গ; তাহা না হইলে প্রথম সম্ভোগ কদাচ তাহার ভাগ্যে হইবে না। অক্ষম ও দুর্ব্বল পুরুষ স্ত্রীসহবাস করুক ইহা যেন মোটেই প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়, তাই সঙ্গমপথে যোনীদ্বারে ঐ বাধা। 'The hymen is an obstacle to the inpregnation of the young female by *immature, aged, or feeble males.*' নারী যে পুরুষের মধ্যে শক্তির স্ফুরণ দেখিতে চায়, ইহা যেন তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং শিথিল লিঙ্গ দ্বারা হাইমেন ছিন্ন হইবে না, এবং সেই হেতু রতিক্রিয়ায় সে বাতিল ও নামঞ্জুর হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় কথা অর্থাৎ ধারণাশক্তি সম্বন্ধে কোনও বাধাধরা নিয়ম নাই; কাহারও অতি শীঘ্র নিমেষ মধ্যে রেতঃক্ষরণ হইয়া থাকে কাহারও বা রেতঃক্ষরণ হইতে বিলম্ব ঘটে। এমন রোগী আমার হাতে চিকিৎসিত হইয়াছে যাহার রিপোর্টে দেখা যায় যে সে সহবাস জন্য নারীকে স্পর্শ করিলেই তৎক্ষণাৎ শুক্রস্রাব

হইয়া পড়ে ও সহবাস ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়; আবার এমন স্ত্রীরোগীও পাইয়াছি যাহার রোগের একমাত্র কারণ তাহার স্বামীর অত্যধিক ধারণাশক্তি। জনৈকা স্ত্রীরোগী চিকিৎসা করাইবার সময় তাঁহার পত্রের মধ্যে আমায় জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী সহবাস করিতে আরম্ভ করিলে পূরা ১ ঘণ্টার কমে তাঁহাকে মুক্তি দেন না; আধ ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত সেই স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিয়া একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে কিন্তু তখনও তাহার স্বামীর শুক্রস্রাব না হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহার কামানলে নিজেকে আহুতি দিতে হয়। কিন্তু সহবাস শেষ হবার পর সে জীবিত কি মৃত তাহা বুঝা যায় না। স্বামীসহবাস সেই স্ত্রীর নিকট যেন একটা ফাঁসি যাবার মত মারাত্মক ব্যাপার। ঐরূপ অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার ফলে ঐ রমণী শীঘ্রই জরাগ্রস্থা ও জরায়ুর রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। বড়ই আনন্দের কথা যে আমি তাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধের দ্বারা আরোগ্য করি এবং তাহার স্বামীকে যৌনবিজ্ঞান মতে উপদেশাদির দ্বারা তাহার স্ত্রীয়ের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হই। এক্ষণে সেই স্ত্রীয়ের আর কোনও কষ্ট হয় না। ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিবার অনেক প্রক্রিয়া আছে। ঐটীর অভাবেই অনেক বিবাহিতজীবনে ভয়ানক ঘটনা ও সমস্যার উদয় হয় তাই **দাম্পত্যজীবনে যৌনসমস্যাতে** আমি ধারণাশক্তি বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে নানাবিধ প্রক্রিয়া ও কৌশলের কথা বলিব।

পৌরুষ বা সঙ্গমশক্তিই মানবের সর্ব্বস্ব। ইহা না থাকিলে তাহার জীবনে-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 'Better death than lost manhood.' সঙ্গমশক্তির অভাবে পুরুষের মধ্যে যে কত

ভীষণ পরিবর্ত্তন হয় তা হিজ্‌ড়েদিগকে বা খোজাদিগকে একটু দেখলেই বুঝা যায়। হিজ্‌ড়েদিগকে ইংরাজীতে বলে hermaphrodite এবং খোজাদিগকে ইংরাজীতে বলে eunuch. প্রথমজীবের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ-জননযন্ত্রটী সম্যক স্ফূরিত হয় না এবং শেষোক্তগুলির বাল্যজীবনেই জোর করিয়া বা অস্ত্র প্রয়োগে জননযন্ত্রটীর অপসারণ করা হইয়া থাকে। মুসলমান রাজত্বে তাহাদের হারেমের মধ্যে বেগমদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য এই সকল খোজার সৃষ্টি করা হইত। দাসপ্রথার প্রচলনকালে অনেক দাসকেও এইভাবে অপৌরুষ করা হইয়াছিল। ঐ দুই প্রকার মানবের মধ্যেই স্ত্রী বা পুরুষের কোনও ভেদাভেদ নাই। তাহাদের দাড়ী গোঁফ গজায় না, গলার স্বর পরিবর্ত্তন হয় না, মাংসপেশী শক্ত ও দৃঢ় হয় না এবং স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল থাকিয়াই যায়। তাহাদের দেহের এই অবস্থা অপেক্ষা মনের অবস্থা আরো ভয়ানক হইয়া থাকে; তাহারা মনে-প্রাণে সাহসে ও বুদ্ধিমত্তায় একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মতই থাকিয়া যায়। তাদের সাহস থাকে না, উচ্চ আশা দেখা দেয় না।

পুরুষের সঙ্গমশক্তি কমিবার অনেকগুলি কারণ আছে। স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় সঙ্গমশক্তি রক্ষারও কয়েকটী স্বাভাবিক বিধি আছে এবং তাহা মানিয়া চলিলে নিবীর্য্য হইবার ভয় থাকে না। অমিতাচার এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা হেতুই বীর্য্যক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম যৌবনউন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের মনেপ্রাণে একটা অব্যক্ত কামশিহরণ দেখা দেয়; অনেকে সেই শিহরণের স্রোতে দিকবিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং সময়ে অসময়ে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক উপায়ে, বীর্য্যক্ষয় করিতে

আরম্ভ করে। প্রথমেই দেখা দেয় 'হস্তমৈথুন'। তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আমি পূর্ব্বেই যথেষ্ট করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই এইখানে জানাই যে এই হস্তমৈথুন হইতেই ক্রমশঃ বীর্য্যক্ষয় হইয়া ধ্বজভঙ্গে পরিণত হয়। বাল্যকালে, যখন দেহের যাবতীয় রস রক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য, তখন হইতেই এই অস্বাভাবিক উপায়ে তখনকার অপরিপুষ্ট বীর্য্য নিঃশেষ হইতে আরম্ভ করে ও ফলে অতি শীঘ্র যৌবনে বার্দ্ধক্য দেখা দেয়। আমাদের মানবজীবন হইতে যদি এই হস্তমৈথুনরূপ পাপকাজ কখনও দূর করিতে পারা যায় তাহা হইলে জগতের লক্ষকোটী নরনারী রোগ ও দুঃখের, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে নিশ্চয় ত্রাণ পাইবে।

ইহা ছাড়া 'স্ত্রীসম্ভোগ' আছে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বা পরনারীর সঙ্গে সময়ে অসময়ে যৌনক্রিয়া করিয়া পুরুষ তাহার বীর্য্য শেষ করিয়া ফেলে। কামার্ত্ত পুরুষ রমণী দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইতে চায়। আমার অসংখ্য ধ্বজভঙ্গ রোগীর প্রত্যেকেরই জীবনে এইভাবে অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবার ইতিহাস দেখি। একজন রোগী এতদূর লিখিয়াছিলেন যে তিনি (বয়স ২৫) এক বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে প্রতি রাত্রে ৪ বার হিসাবে স্ত্রীসহবাস করিয়াছেন, একদিনও বাদ দিতে পারেন নাই। ঐ সময় মধ্যে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী কিছুদিনের জন্ত পিত্রালয়ে যাওয়ায় তিনি তাহার বাড়ীর ২ জন ঝিকে লইয়াই প্রতি রাত্রেই যৌনমিলনে রত হইতেন। উক্ত ঝি দ্বয়ের মধ্যে একজনের বয়স ১৫ ছিল এবং তাহার সহিত দুইবার সহবাসের পর সে আর পারিয়া উঠিত না,

সেইজন্য অপরা ঝির (বয়েস প্রায় ৪০) সহিত তাহাকে বাধ্য হইয়া আর ২ বার সহবাস করিতে হইত। ফলে এইভাবে ৫।৬ মাস স্ত্রীগমনের জন্য সে সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গের রোগী হইয়া পড়ে। আমি তাহার অতীব শোচনীয় অবস্থার মধ্যে হাতে পাই। তখন তাহার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে। দুঃখের সহিত জানাই যে তাহার ঐ যৌনব্যাধির চিকিৎসা করিবার মধ্যেই হঠাৎ তাহার কলেরা হয় ও ঐরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় সে ঐ করাল ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হওয়ায় অকালে মহাপ্রয়াণ করে। তাহার কথা স্মরণ হলে এখনও আমার চক্ষে জল আসে। হতভাগ্য তাহার ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে সে ত মরিয়া বাঁচিল কিন্তু জীবন্ত মারিয়া গেল তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ও পঞ্চদশবর্ষীয়া সরলা বালিকা স্ত্রীকে। আমি আমার এই রোগিটীর সংবাদ জানাইয়া সাধারণকে অপরিমিত শুক্রক্ষয়ের মোহ হইতে সাবধান করিতে চাই।

হস্তমৈথুন উৎপত্তি হইয়াছে 'ওনান' (onan) দ্বারা, তাই ইহার ইংরাজী নাম onanism. গ্রীক ও রোমানগণ এই দোষটী তাহাদের দেবতা 'মার্কারির' (Mercury) উপর ন্যস্ত করিয়া বলে যে, পরমাসুন্দরী স্ত্রী 'একো' (Echo) যখন মারা যান তখন ঐ দেবতাটী মহারাজা 'প্যানের' জন্য এই লজ্জার ব্যাপারটী আবিষ্কার করিয়াছিল। তারপর হইতে যতই দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য লোপ পাইতেছে ততই এই পাপের স্রোতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ভাসিয়া যাইতেছে; ফলে চারিদিকে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু; চারিদিকেই ক্লীবত্ব ও পশুত্ব। আপাতমধুর সুখের আশায় মুগ্ধ

আরম্ভ করে। প্রথমেই দেখা দেয় 'হস্তমৈথুন'। তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আমি পূর্ব্বেই যথেষ্ট করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই এইখানে জানাই যে এই হস্তমৈথুন হইতেই ক্রমশঃ বীর্য্যক্ষয় হইয়া ধ্বজভঙ্গে পরিণত হয়। বাল্যকালে, যখন দেহের যাবতীয় রস রক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য, তখন হইতেই এই অস্বাভাবিক উপায়ে তখনকার অপরিপুষ্ট বীর্য্য নিঃশেষ হইতে আরম্ভ করে ও ফলে অতি শীঘ্র যৌবনে বার্দ্ধক্য দেখা দেয়। আমাদের মানবজীবন হইতে যদি এই হস্তমৈথুনরূপ পাপকাজ কখনও দূর করিতে পারা যায় তাহা হইলে জগতের লক্ষকোটী নরনারী রোগ ও দুঃখের, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে নিশ্চয় ত্রাণ পাইবে।

ইহা ছাড়া 'স্ত্রীসম্ভোগ' আছে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বা পরনারীর সঙ্গে সময়ে অসময়ে যৌনক্রিয়া করিয়া পুরুষ তাহার বীর্য্য শেষ করিয়া ফেলে। কামার্ত্ত পুরুষ রমণী দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইতে চায়। আমার অসংখ্য ধ্বজভঙ্গ রোগীর প্রত্যেকেরই জীবনে এইভাবে অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবার ইতিহাস দেখি। একজন রোগী এতদূর লিখিয়াছিলেন যে তিনি (বয়স ২৫) এক বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে প্রতি রাত্রে ৪ বার হিসাবে স্ত্রীসহবাস করিয়াছেন একদিনও বাদ দিতে পারেন নাই। ঐ সময় মধ্যে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে যাওয়ায় তিনি তাহার বাড়ীর ২ জন ঝিকে লইয়াই প্রতি রাত্রেই যৌনমিলনে রত হইতেন। উক্ত ঝি দ্বয়ের মধ্যে একজনের বয়স ১৫ ছিল এবং তাহার সহিত দুইবার সহবাসের পর সে আর পারিয়া উঠিত না,

সেইজন্য অপরা ঝির (বয়েস প্রায় ৪০) সহিত তাহাকে বাধ্য হইয়া আর ২ বার সহবাস করিতে হইত। ফলে এইভাবে ৫।৬ মাস স্ত্রীগমনের জন্য সে সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গের রোগী হইয়া পড়ে। আমি তাহার অতীব শোচনীয় অবস্থায় মধ্যে হাতে পাই। তখন তাহার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে। দুঃখের সহিত জানাই যে তাহার ঐ যৌনব্যাধির চিকিৎসা করিবার মধ্যেই হঠাৎ তাহার কলেরা হয় ও ঐরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় সে ঐ করাল ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম হওয়ায় অকালে মহাপ্রয়াণ করে। তাহার কথা স্মরণ হলে এখনও আমার চক্ষে জল আসে। হতভাগ্য তাহার ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে সে ত মরিয়া বাঁচিল কিন্তু জীবন্ত মারিয়া গেল তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ও পঞ্চদশবর্ষীয়া সরলা বালিকা স্ত্রীকে। আমি আমার এই রোগিটীর সংবাদ জানাইয়া সাধারণকে অপরিমিত শুক্রক্ষয়ের মোহ হইতে সাবধান করিতে চাই।

হস্তমৈথুন উৎপত্তি হইয়াছে 'ওনান' (onan) দ্বারা, তাই ইহার ইংরাজী নাম onanism. গ্রীক ও রোমানগণ এই দোষটী তাহাদের দেবতা 'মার্কারির' (Mercury) উপর ন্যস্ত করিয়া বলে যে, পরমাসুন্দরী স্ত্রী 'একো' (Echo) যখন মারা যান তখন ঐ দেবতাটী মহারাজা 'প্যানের' জন্য এই মজার ব্যাপারটী আবিষ্কার করিয়াছিল। তারপর হইতে যতই দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য লোপ পাইতেছে ততই এই পাপের স্রোতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ভাসিয়া যাইতেছে; ফলে চারিদিকে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু; চারদিকেই ক্লীবত্ব ও পশুত্ব। আপাতমধুর সুখের আশায় মুগ্ধ

মানব ঝাঁপিয়ে পড়ে এই নরক আবর্ত্তে, যেমন করে পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়ে মরে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে। এই পাপটী হইতেই ধাতুদৌর্ব্বল্য, পরে স্বপ্নদোষ, পরে অতিরিক্ত সহবাস ইত্যাদি জুটিয়া পরে ধ্বজভঙ্গ রূপ স্বয়ং শমন আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা কুপথে চালিত মনকে বশীভূত করা যায়; শ্রীভগবান গীতায় তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে বলেছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥'

তাই তিনি পুনরায় বলেছেন—

'বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়ত॥'

এই সংসারকে আবার সেই সত্যযুগের স্বর্গ করিতে হইলে দিকে দিকে প্রচার কর 'বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যং।' আপামর সাধারণ, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের কাছেই পাঞ্চজন্যনিনাদে চিৎকার করে বল—

'ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
উর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যাস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥'

এইখানে বিখ্যাত ডাক্তার নিকল্‌স্ যা বলেন তাও সকলকেই মনে রাখতে আমি অনুরোধ করি; তিনি বলেছেন—It is a medical—a Physiological fact that the best blood in the body goes to form the elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is re-aborbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve muscular tissue. This life of man, carried and back and diffused

through his system, makes him manly, strong, brane, heroic. If wasted, it leaves him effiminate, weak and irresolute intellectually and physically debililated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation ete. etc." অর্থাৎ ইহা চিরসত্য যে শোণিতের সারভাগ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জননশক্তির মূল।

হস্তমৈথুন, অতিরিক্তমৈথুন ইত্যাদি ছাড়াও পুংমৈথুন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত হইতেও ধ্বজভঙ্গ দেখা দেয়। আবার গর্ভনিরোধ জন্ম সহবাসকালে বীর্য্যরোধ করা অর্থাৎ Coitus interruptus ও Coitus reservatus প্রভৃতি প্রক্রিয়া হইতেও এই করাল ব্যাধি দেখা দিতে পারে। তারপর সিফিলিস, গণোরিয়া ইত্যাদি রোগ যে ধ্বজভঙ্গের জনক তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সূত্রে কিন্তু একটী নূতন কথা বলিব। কামপিপাসা মনের মধ্যে জাগরিত হইলে বরাবর তাহাকে অতৃপ্ত রাখা বড়ই অহিতকর এবং পরিণামে তাহা হইতেও ধ্বজভঙ্গ দেখা দেয়। যাহারা মনেপ্রাণে ও কায়মনোবাক্যে রতিচিন্তা পরিহার করিয়াছেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাহাদের মনে দিবানিশি কামপিপাসা জাগরূক আছে অথচ কোনও কারণে বাধ্য হয়ে মৈথুনকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয় তাহাদের অবস্থা অতি শীঘ্রই শোচনীয় হইয়া পড়ে। অনেক সময় এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে ধ্বজভঙ্গ রোগগ্রস্ত দেখা যায়। 'ungratified passion has undoubtedly a weakening effect on the sexual

functions. When the nerves are excited they require a relief; otherwise there follows a congestion of the prostate and other sexual glands and irritability of the nerves'. উহাদের ক্রমশঃ স্বপ্নদোষ বেশীভাবে দেখা দেয় ও পরে তাহাদের শুক্র-তারল্য ঘটিয়া ধ্বজভঙ্গ জন্মিয়া থাকে। আমি এই ভাবের অবিবাহিত রোগী পাইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার বিবাহ দিয়া তাহার স্ত্রীসহবাস ঘটাইয়া থাকি ও ক্রমশঃ তাহার আরোগ্য লাভে সাহায্য করি। এই প্রকার অবিবাহিত রোগীদের স্ত্রীসহবাসই একমাত্র ঔষধ স্মরণ রাখিবে।

শুক্রতারল্য ঘটাইয়া ধ্বজভঙ্গ আনিবার আরো কয়েকটী কারণ আছে; ধূমপান, বা মন্ত ও কফিপান, উত্তেজক ঔষধাদি সেবন, উগ্র ও গুরুপাক দ্রব্যাদির আহার, রাত্রি জাগরণ, অশ্লীল চিন্তা ও কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি এই সকল কারণের অন্তর্ভুক্ত।

ধ্বজভঙ্গ দুইপ্রকারের আছে; (১) আংশিক ও (২) সম্পূর্ণ। আংশিক ধ্বজভঙ্গে জননেন্দ্রিয়ে সাময়িক উত্তেজনা আসিলেও কার্য্যকালে তাহা বিফল হইয়া যায়। আর সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গে কোনও উত্তেজনা আদৌ দেখা যায় না উপরন্তু নারীজাতির প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া থাকে।

ধ্বজভঙ্গ চিকিৎসাকালে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার যাবতীয় উপদেশাদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে; তাহাকে কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। তাহাকে জানিতে হইবে—

'স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাবিনম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥'

সর্ব্বশেষ তাহাকে সর্ব্বদা এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে—

'ন জাতুঃ কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥

নিম্নলিখিত হোমিওপাথি ঔষধাবলি লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধগুলি আমার হাতের ব্রহ্মাস্ত্র; উহাদের দ্বারা ধ্বজভঙ্গ রোগীর চিকিৎসায় আমায় প্রায় বিফল হইতে হয় না। ঔষধগুলির নাম নিচে জানাইতেছি :— এগ্নাস্ ১—৩, ক্যালেডিয়াম ৩০, চায়না ৩০, ক্যাল্কে-কার্ব্ব ৩০, জেলস ৩০, লাইকো সি-এম, নক্স ৩০, ফস ৩০, এসিড-ফস ১x, কোনায়াম ৩০, ডামিয়ানা θ, সেলেনিয়াম ৩, সালফার ৩০, এনাকাডিয়াম ৩০, স্যাবল θ, বিউফো ২০০।

সংক্ষেপে এইখানে জানিয়ে দি যে পুনঃপুনঃ প্রমেহহেতু ধ্বজভঙ্গ হইলে **এগ্নাস-ক্যাষ্টাস** ৩ প্রথম অবস্থায় ৪ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করতে হবে। আঘাত বা পতন ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইলে **আর্ণিকা ৩—২০০** মহৌষধ। কিন্তু শিরদাড়ায় আঘাত লাগিয়া ধ্বজভঙ্গ হইলে **হাইপেরিকাম** ১x, ৪ ঘণ্টান্তর দিতে হয়; অনেকের মতে ইহার উচ্চশক্তি যথা ২০০—১০০০ শক্তি অধিকতর কার্য্যকরী। ধ্বজভঙ্গ সহ যথায় অণ্ডকোষ দুটীও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তথায় **কেলি-ব্রোম** ৩x দিলে রোগ সত্বর আরোগ্য হয়; আমি এই ঔষধে একটি কঠিন রোগী সারিয়েছি। অধিকদিন ধরিয়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা করার পর এই রোগ হইলে **এসিড-ফস** ১ দেওয়া উচিত। বৃদ্ধবয়সে তরুণী রমণীর সহিত সহবাসে অক্ষমতা আসিলে **লাইকোপোডিয়াম লক্ষশক্তি** বহুদিন পরপর ১ মাত্রা দিলে তাহাদের মধ্যে যৌনসমস্যা অচিরাৎ

দূর হইবে। হস্তমৈথুন করার দুর্নিবার প্রবৃত্তি সহ ধ্বজভঙ্গরোগে **বিউফো ৩০** বড়ই কাজ করে। যদি ঘুমাতে ঘুমাতে ফোঁটা ফোঁটা শুক্র পড়ে এবং সহবাস চেষ্টা করলেই জননেন্দ্রিয়টী শিথিল হয়ে যায় তাহা হইলে **সেলিনিয়াম ৬—২০০** যে কতই কার্য্যকরী তা আর বলে শেষ করতে পারব না; এই ঔষধটীর দ্বারা আমি কয়েকটী অতি কঠিন ধ্বজভঙ্গ রোগীকে আরোগ্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

বন্ধ্যাত্ব তাহার কারণ ও প্রতিকার:—

নারীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ না করিলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলে ধরা হয়। রমণী মায়ের জাতি, মাতৃত্বেই তাহার পূর্ণপরিণতি। সন্তানহীনা নারীর দুর্ভাগ্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। নারীত্ব মাতৃত্বের অভাবে হাহাকার করে; নারীর মাতৃহৃদয়ে যে স্নেহের নির্ঝর সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়, শিশুকে স্তন্যদানের জন্য তাহা সদা সর্ব্বদাই ব্যাকুল ও চঞ্চল থাকে।

বন্ধ্যাত্ব মুখ্যতঃ দুইপ্রকার। রমণীর ঋতুসন্দর্শনের পূর্ব্বে অর্থাৎ তাহার যৌবনাগমণের পূর্ব্বে তাহার গর্ভধারণ অসম্ভব; ইহাকে বালিকার বন্ধ্যাত্ব বলা যেতে পারে। দৈবাৎ ইহার কদাচিৎ ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এমন ঘটনাও শোনা যায় যে রমণীর ঋতু দেখা দিবার পূর্ব্বেই গর্ভাধান হইয়াছে।

আর একপ্রকার বন্ধ্যাত্ব আছে তাহা রমণীর প্রৌঢ়ত্বের বন্ধ্যাত্ব বলা হয়। রমণীর ঋতুলোপকালে অর্থাৎ সাধারণতঃ তাহার ৪৫ বৎসর বয়ক্রমসময়ে তাহার মাতৃত্বের অবসান ঘটে এবং তাহার পক্ষে আর গর্ভধারণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে

ইহারও যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে এবং প্রৌঢ়া রমণীরও গর্ভধানের কথা খুব বিরল নয়।

কিন্তু প্রকৃত বন্ধ্যাত্ব ঐ দুইটীর মধ্যে একটীও নহে। রমণীর যৌবন সমাগম ও ঋতুসন্দর্শন হইলেও সহবাস দ্বারা যদি তাহার গর্ভোৎপত্তি না হয় তখন তাহাকে প্রকৃত বন্ধ্যা বলা যেতে পারে। বন্ধ্যা নারীর হৃদয়ের যে কি অবক্তব্য বেদনা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার নহে। "The love of children is woman's instinct" অর্থাৎ শিশুপ্রীতি রমণীর সহজাত প্রবৃত্তি। জগতে মাতৃত্বের বিনিময়ে কত নারী তাহার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত আছে; ডাঃ **সভাস্** (Dr. Chawasse's Advice to a Wife) তাহার পুস্তকে এই সম্বন্ধে বড় সুন্দর বর্ণনা করেছেন; তিনি লিখেছেন—Many a merried lady would gladly give up half her worldly possessions to be a mother and well she might—Children are far more valuable. I have heard a wife exclaim with Rachel "Give me children, or else I die". Truly the love of children is planted deeply in woman's heart".

বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত *Naphys* তাঁহার *Physical life of woman* নামক গ্রন্থে অনেক কথা জানিয়েছেন; তাঁহার মতে রমণীর নিম্নোক্ত কারণে গর্ভোৎপত্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

(১) **স্তন্যদাত্রীর বন্ধ্যাত্ব।** যতদিন শিশু মাতৃস্তন্য পান করে ততদিন প্রায়ই সেই মাতার গর্ভোৎপত্তি হয় না।

(২) **জলবায়ুর প্রভাব।** বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর বিভিন্নতাহেতু গর্ভোৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্নতা দেখা যায়। তাই বেলজিয়াম প্রদেশে শিশুর জন্মও যত বেশী তাহার মৃত্যুর সংখ্যাও তত ভয়ানক। "In Belgium, the higher the price of the bread the greater the number of children and the greater the number of infant death.

(৩) **ঋতুর প্রভাব।** বিভিন্ন ঋতুতে জন্মসংখ্যা কম বেশী হইয়া থাকে। বসন্তকালেই জন্মদান বেশী হইয়া থাকে।

(৪) **সাংসারিক অবস্থা।** অবস্থার তারতম্যানুসারে জন্মদানের তারতম্য দেখা যায়। পথের ভিখারিনীর কোলে ৩।৪টী শীর্ণদীর্ণ কঙ্কালসার শিশু প্রায়ই দেখা দেয় অথচ অনেক লক্ষপতির স্ত্রী একটী শিশুর জন্য হাহাকার করিয়া মরে। অভাব অনুযোগ, দুঃখদৈন্য, দরিদ্র ও অনাহারের মধ্যেই মা ষষ্ঠীর কৃপা যেন পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

(৫) **সহবাস-আসক্তিহীনতা** বা Frigidity বন্ধ্যাত্বর অপর কারণ।

(৬) **অতিরিক্ত সঙ্গমপ্রিয়তা।** সহবাসপ্রবৃত্তি কমিয়া যাইলে যেমন বন্ধ্যাত্ব আসিয়া হাজির হয় আবার তেমি অতিরিক্ত কামুকতা হেতুও ঐ রোগ জন্মিয়া থাকে।

(৭) **দুর্ব্বলতা।**

(৮) **রক্তে বিশেষ কোনও বিষের বর্ত্তমানতা।**

(৯) **স্বামীস্ত্রীর সহবাসে নূতনত্ব** বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইবার অপর উপায়। হ্যাভিলক বলেন "The stimulus of novelty

to matrimonial intercourse imported by a short separation of husband and wife is often salutory in its influence upon fertility".

(১০) **দম্পতীর একই** *Temperament* থাকা বন্ধ্যাত্বর হেতু হয়। **ম্যাকিজ** বলেন যে "Sterility was more common with couples of same temperament and condition", এই কারণেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ **হিপোক্রিট** ঐ কারণ দূর করিতে উপদেশ দিতেন। এই কারণেই বোধহয় বিলাতী সমাজে দেখা যায় যে বহুদিন একত্র বাস করিয়া কোনও স্ত্রীয়ের একস্বামী সহবাসে গর্ভোৎপত্তি হয় নাই কিন্তু দৈবাৎ মনোমালিন্য বশতঃ তাহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইবার পর সেই স্ত্রী পুনরায় পরিণীতা হইয়া নূতন স্বামী সহবাসে অত্যল্পকাল মধ্যেই গর্ভবতী হইয়াছে।

(১১) **বহুকালপরে গর্ভোৎপত্তি।** অনেক রমণী বহুদিন বন্ধ্যা থাকিয়া হঠাৎ গর্ভধারণ করিয়া থাকে। ফ্রান্সের রাণী, Anne of Austria, ২২ বৎসর বন্ধ্যা থাকিয়া হঠাৎ গর্ভবতী হন এবং চতুর্দ্দশ লুইয়ের জন্ম হয়। দ্বিতীয় হেন্‌রীর স্ত্রী ক্যাথারিন্‌ ১০ বৎসর বন্ধ্যা থাকিবার পর গর্ভবতী হইতে আরম্ভ করেন এবং পর পর ১০টী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। বিলাতের ডাঃ **টিল্ট** (Tilt) পরীক্ষার দ্বারা দেখেছেন যে অনেকস্থলে অষ্টাদশ বৎসরে বিবাহিতা হইয়া অনেক নারী বন্ধ্যা থাকিয়া পরে ৪৫ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ করেন।

যে রমণীরা বন্ধ্যা নাম ঘুচাইয়া সন্তানের জননী হইতে চান তাহাদিগকে ডাঃ **ম্যাকিজ** এই কয়েকটী উপদেশ দিয়াছেন, (see physical life of woman by Napheys).

(১) **নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহগমন।** 'নির্দ্দিষ্ট সময়' বলিতে তিনি ঋতুর দিন কয়েক পূর্ব্বে ও ঋতুর দিন কয়েক পরে, উদ্দেশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়টাই গর্ভধারণের উপযুক্ত কাল। ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেন্‌রী, সুবিখ্যাত ফার্ণাল (Farnal) দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে ঐমত ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে রমণ দ্বারা সন্তানেব জন্ম দিয়েছিলেন।

(২) **জরায়ু ও স্তন উভয়ের সম উত্তেজনা।** স্তন ও জরায়ু ইত্যাদির স্নায়ুতে পরস্পর এতই নৈকট্য আছে যে একটীর উত্তেজনা হইলে অপরটীর উত্তেজনা আসে ও তৎকালে সহগমনে গর্ভোৎপত্তি হয়। "The womb and the breasts are bound together by very strong sympathies : that which excites the one, will stimulate the other." ডাঃ **চার্লস লোডেন** (Dr. Charles Lowden) বলেন যে এইভাবে চললে ৭ জনের মধ্যে ৪ জন নারী গর্ভিণী হইবে।

(৩) **বলবান শিশু দ্বারা স্তন পান করান।** বন্ধ্যানারীর স্তন যদি কোনও বলবান শিশুর দ্বারা টানান হয় তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনা আসে। সুবিখ্যাত **মার্শাল হল** (Marshall Hall) এইভাবে চলিতে উপদেশ দিতেন। আমি এইভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া অনেকা-বন্ধ্যা নারীর গর্ভধারণে সহায়তা করিয়াছি। এই প্রণালীর দ্বারা অতি সুন্দর ফললাভ হয়।

(৪) **উষ্ণ দুগ্ধের সেক।** স্তনের উপর ও শিরদাঁড়ার উপর উষ্ণ দুগ্ধের সেক দেওয়া ও প্রত্যহ ২।৩ বার breast pump বাবহার করান উভয়ই গর্ভোৎপত্তির পক্ষে পরম সাহায্যকর;

"Fomentation of warm milk to the breast and the corresponding portion of the spinal column and the use of the breast pump two or three times a day, just before the menstrual period, have also been recommended by good medical authorities".

ইহা ছাড়া অশ্বারোহন বা প্রভৃত পরিশ্রমের দ্বারা ক্লান্ত হওয়া প্রভৃতি গর্ভধারণের সহায় হইয়া থাকে। অলস নারীরা কিছুদিন ভীষণ পরিশ্রম করিবার পর হঠাৎ গর্ভধারণ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে অধুনা ডাঃ **ম্যারিয়ন** (Dr. Marion) প্রভৃত গবেষণা করিয়াছেন।

বিখ্যাত হোমিওপাথ ডাক্তার **রাডক্** (Ruddock) বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী মূল্যবান কথা বলিয়াছেন; তাহার মতে বন্ধ্যাত্বর দুইপ্রকার কারণ আছে; প্রথম প্রকারের নাম Local বা **স্থানীয়** এবং দ্বিতীয় প্রকারের নাম Constitutional বা **ধাতুগত**। স্থানীয় কারণের শ্রেণীতে তিনি নিম্নোক্ত কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

(১) **অবরুদ্ধ হাইমেন**; অনেক নারীর সতীছিদ্র থাকে না—তাহাকে imperforate hymen বলে। কাহারও বা আদৌ হাইমেনে ছিদ্র থাকে না, কাহারও বা এত অল্প ছিদ্র থাকে যে তদ্বারা সহবাস ক্রিয়া আদৌ সম্ভব নহে।

(২) **যোনির ক্ষুদ্রত্ব বা আংশিক অবরুদ্ধতা**; ইংরাজীতে ইহাকে বলে narrowness or partial closure of the Vagina, এরূপ হইলে স্বামীসহবাসের সম্ভাবনা থাকে না এবং যোনিদেশে পুংজননেন্দ্রিয়টীর প্রবেশ লাভ ঘটে না।

(৩) **যোনিদেশে অর্ব্বুদ।** (Tumours or polypi).

(৪) **জরায়ুর অর্ব্বুদ।**

(৫) **গর্ভাশয়ের মুখের অবরুদ্ধতা;** অনেকসময় অত্যন্ত কষ্টকর প্রসব বেদনার পর গর্ভাশয়ের মুখ ও গ্রীবা ছিন্ন হয়ে যায় এবং তৎপরে তাহা একেবারেই বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ঐমত ঘটিলে গর্ভাধান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(৬) **কষ্টিক ইত্যাদির অযথা অপব্যবহার।**

(৭) **তীব্র ঔষধাদির যথেচ্ছা ব্যবহার।**

(৮) **ডিম্বাশয়ের প্রদাহ।**

(৯) **কালল নলের কার্য্যের ব্যতিক্রম;** ইংরাজীতে বলে Adhesion or occlusion of the Fallopian tubes.

(১০) **গর্ভাশয়ের স্থানচ্যুতি;** ইহাকে ইংরাজীতে বলে subinvolution, displacement or flexion of the womb.

(১১) **শ্বেতপ্রদর।**

(১২) **বাধক।**

(১৩) **বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাস।**

উপরে ঐ ১৩ প্রকার কারণে গর্ভধারণ করা অসম্ভব হইয়া থাকে। ঐগুলি সবই স্থানীয় বা Local কারণ মধ্যে গণ্য। ধাতুগত বা Constitutional কারণ খুব বেশী নহে; উহাদের মধ্যে নিম্নোক্তগুলিই প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

বন্ধ্যাত্বের ধাতুগত কারণঃ—

(১) **মেদপ্রবণতা** বা obesity.

(২) **অতিরিক্ত ও অসহ্য শ্রমশীলতা।**

(৩) **ব্যবসায়ে বা অন্য বিষয়ে দারুণ মনঃসংযোগ।**

(৪) **অতি দ্রুত বা অতি বিলম্বিত ঋতু।**

(৫) **বিলাসের ক্রোড়ে জীবনযাপন।**

(৬) **মেজাজের উগ্রতা।**

(৭) **অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা।**

তাহা হইলে দেখা গেল যে বন্ধ্যাত্ব দোষ নানাকারণে ঘটিলেও **যান্ত্রিক দোষই** ইহার প্রধান কারণ। অপরিমিত সহবাস, গর্ভাশয়ের ও জরায়ুর পীড়া, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, শারীরিক ক্ষীণতা, বিলাসিতা, রুক্ষতা, অতি শ্রমশীলতা ইত্যাদি কারণে শরীরে যান্ত্রিক দোষ জন্মে ও তদ্ধেতু তাহারা গর্ভধারণের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়েন। যান্ত্রিক দোষ বা ঋতুসংক্রান্ত কোনও দোষ না থাকিলে স্ত্রীলোক সহজে বন্ধ্যা হয়েন না। ঋতুদোষ দেখা দিলেই বুঝিতে হইবে যে সেই নারীর জরায়ুর দোষ হইয়াছে, এবং জরায়ুর দোষ হইলেই গর্ভ হওয়া সুকঠিন। পুনরায় জরায়ুর দোষ দূর হইলে সেই নারী আবার গর্ভবতী হইতে পারেন। এই কারণেই দেখা যায় যে কোনও নারী বিবাহের পর বহুদিন বন্ধ্যা থাকিয়া পরে হঠাৎ গর্ভবতী হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ বা ২।৩টী সন্তান প্রসবের পর হঠাৎ বন্ধ্যা হইয়া পড়েন ও আর গর্ভধারণ করিতে পারেন না। তখন তাহার জরায়ুর দোষ ঘটিয়া থাকে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ঋতুসংক্রান্ত দোষের পরই রমণীর স্থূলত্ব প্রাপ্তি বন্ধ্যাত্বের অপর শ্রেষ্ঠ কারণ গণ্য হয়। অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাদি ভক্ষণ করিয়া রমণী যখন অতিরিক্ত মেদপ্রবণা ও স্থূলদেহা হইয়া পড়েন তখন তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনাও কমিয়া যায়। মেয়েরাও জানেন যে, যখনি কোনও রমণী অতিরিক্ত মোটা হইতে আরম্ভ করেন তখন আর তাহার গর্ভ হইবে না। বিবাহের পর কোনও কোনও যুবতী অতিরিক্ত মোটা হইতে আরম্ভ করে এবং তখনি বুঝিতে হইবে যে তাহার কপালে বন্ধ্যাত্ব লাভ ঘটিবে। 'স্থূলত্ব' ও 'বিলাস মধ্যে জীবন যাপন' এই দুইটীই রমণীর বন্ধ্যাত্বের নিশ্চিত কারণ। এই কারণেই দেখা যায় যে বড় ঘরের ও ধনী বিলাসিনী রমণীরা প্রায়ই সন্তানের মুখ দেখিতে পান না। একটী সন্তানের জন্য কত লক্ষপতি, কোটীপতির ঘর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্বা নাই। এত যে পোষ্যপুত্র নেবার সংখ্যা দেখা যায় তাহারও মূলে ঐ একই সত্য ব্যাপার আছে; রাজা, মহারাজা, জমিদার বা অতি ধনী ব্যক্তিদের গৃহিণীরা দিন রজনী বিলাসে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে এমন ভাবে জীবনযাপন করেন যে তাঁহাদের জরায়ু কোনও মতেই ঠিক থাকিতে পারে না—ফলে তাহারা প্রায়ই বন্ধ্যা হন। ধনীর গৃহে, যত বন্ধ্যা নারীর সংখ্যা দেখা যায় অন্যত্র কোথাও তত দেখা যায় না।

যে স্ত্রীলোকেরা গরীব, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাদিকে দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান করিতে হয়, যারা কদাচ দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না—তাহাদের মধ্যে লক্ষীর কৃপা নাই থাক মা ষষ্ঠীর কৃপার অন্ত নাই। প্রায়শঃই দেখা যায়, পথচারিণী ভিখারিণীর ক্রোড়ে শীর্ণ দীর্ণ ৩।৪টী শিশু। ঐ স্ত্রীগণ কখনও

কথনও এককালে ২।৩।৪টী পর্য্যন্ত সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে।

অতিরিক্ত আহার, বিহার ও বিলাস হেতু মেদাধিক্য হওয়ায় যে নারী বন্ধ্যা হন পুনরায় তাহারা যদি দুর্ভাগ্য জন্য অনাহারে ক্ষীণকায়া হইয়া পড়েন তখন তাহার গর্ভধারণের সম্ভাবনা খুবই বেশী হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ে ইংরাজ ডাক্তার ডাঃ লুডন যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। "Dr. Loudon, an English physioian, had a theory that under-feeding encouraged procreation, and cites in defence of this idea, how that a lady, who had possessed ample means had remained sterile, became fertile as soon as she had lost her fortune; and theorists of this school say that in Selogue, France it is found that the carps, which are abundantly fed in certain ponds, do not breed until they are put into other ponds where they are half-starved." (See—'Population question' by Dr. G. R. Drysdale, Page 7 of 1892 Edition). আমি নিজে কয়েকটী বন্ধ্যা অথচ স্থূলদেহা গাভীকে কিছুদিন অর্দ্ধাহারে রাখিয়া ক্ষীণকায়া করিয়া তাহাদিগকে গর্ভবতী হইবার সুযোগ দিয়াছি।

স্থূলতাবশতঃ বন্ধ্যা হইলে, যথানিয়মে পরিশ্রম করিয়া, ব্যায়াম করিয়া এবং আহার কমাইয়া দিয়া যদি দেহটাকে শীর্ণ করিতে পারা যায় তাহা হইলে অতি সত্বর গর্ভাধান হইয়া থাকে। ইহা

আমার পরীক্ষিত সত্য। আমি কয়েকটী ধনীগৃহিণীর বন্ধ্যাত্বরোগের চিকিৎসা করিয়াছি। তাহারা প্রায় সকলেই স্থূলা ও মেদপ্রবণা ছিলেন এবং অলসেবিলাসে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইত। পরিশ্রম করা কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিতেন না। দিনরাত সেজেগুজে, গদিআঁটা সোফায় প'ড়ে, নভেল নিয়ে বসে ঘুমিয়ে দিন কাটত। তাদের দেহ হয়েছিল মোটা ও ঋতু হয়েছিল অনিয়মিত। আমি তাঁদিকে প্রথমেই একবেলা আহারের হুকুম দি এবং রাত্রে উপবাসে রাখি। একবেলা যে আহার করিবেন তাহাও আমি বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া দি; মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বলি। আমার প্রবর্ত্তিত নিজস্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাদিকে সকালে ও সন্ধ্যায় ব্যায়াম করিতে হইত। ঐ ব্যায়ামের মধ্যে তাদের বাটীর বাটনাবাটা কার্য্যটা তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাহাদিগকে সেই কার্য্যটী অন্ততঃ ১ ঘণ্টা ধরিয়া করিতে হইত। তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যে শীর্ণকায়া হইয়া পড়িলেও এবং তজ্জ্ন্য তাহারা মনে মনে চঞ্চল হইয়া পড়িলেও একদিকে ফল হইতেছিল অতি চমৎকার; যেহেতু অতি শীঘ্র তাহাদের অনিয়মিত ঋতু ক্রমশঃ নিয়মিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ৬ মাসের মধ্যেই গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; অবশ্য ঐ সঙ্গে আমি হোমিওপাথি ঔষধও ব্যবহার করিয়াছিলাম।

মাসকয়েক পূর্ব্বেও একটী বন্ধ্যা রমণীর পত্রের দ্বারা চিকিৎসা করিবার ভার পাই। রোগিণী বোম্বাই নগরীর কোনও ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী; বয়েস ৩৮ কিন্তু গর্ভধারণ করেন নাই; অত্যন্ত বিলাসিনী এবং অতিরিক্ত আহারযত্নে অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছেন; ঋতু অনিয়মিত ও অতি স্বল্প; অতি কষ্টদায়ক

বাধক; মেজাজ অতি রুক্ষ; সহবাসে দারুণ কষ্ট ও তদ্ধেতু অপ্রবৃত্তি; এত মোটা দেহ যে স্বামীসহবাসকালে ½ মিনিটের মধ্যেই ভীষণভাবে হাঁপাতে থাকেন এবং তজ্জন্য তাহার স্বামীকে তৎক্ষণাৎ অপূর্ণ অবস্থায় উঠে পড়তে হয়; আজ ৮ বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ সহবাস একদিনের জন্যও হয় নাই।

ঐ রোগিণী অবশ্য আমার নিকট বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করিবার কোনও আশা বা ইচ্ছা করেন নাই; তিনি তাহার কষ্টপ্রদ ও ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বাধকবেদনার চিকিৎসার জন্যই তাহার আনুপূর্ব্বিক লক্ষণসহ Case Taking Formটী পাঠিয়েছিলেন এবং তাহাতে আমাকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আমি যেন সত্বর তাহার বাধকবেদনার শান্তি দিতে যত্নবান হই। আমি প্রথমেই তাঁহাকে অর্দ্ধাহারে থাকিবার হুকুম দি এবং দিনরাত্রির মধ্যে কেবলমাত্র ১ বার আহার করিতে বলি ও আহারের জন্যও একটী তালিকা পাঠাইয়া দি। ইহা ছাড়া, প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় আমার নিজস্ব প্রণালীমত ব্যায়াম করিবার উপদেশ ছিল। ঐ সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ঔষধও ব্যবস্থা করিয়াছিলেম। তিনি ২ মাসের মধ্যে ওজনে প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যান, তাহার ঋতুও নিয়মিত হইতে থাকে এবং বাধকের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূর হয়। বর্ত্তমান সংবাদ পাইয়াছি তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। এই ঘটনাটা তাঁহাদের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বাধককষ্ঠ ভাল হইতে হইতে তিনি যে সন্তান ধারণ করিবার অভাবনীয় ভাগ্য লাভ করিবেন ইহা তাঁহারা কল্পনাতেও কখনও ভাবেন নাই।

এই সকল রমণীদের সহবাস সম্বন্ধে আমি কিছু নূতন নূতন বিধি ব্যবস্থা দিয়া থাকি ও ফল অতি অদ্ভুত পাই। স্বামীসহবাসের

পর রমণীগণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শীতলজলে যোনিদেশ ধুইয়া ফেলেন। ইহা আমার অনুমোদিত নহে। পুংবীর্য্য স্ত্রীযোনিদেশের স্নায়ুসকলের ও তথা রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন স্নায়ু ও মস্তিষ্কের এক অভাবনীয় 'টনিক'। ঐ শুক্র যোনিদেশে থাকিয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হইলে, রমণীর রূপস্বাস্থ্য ও কান্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। বিবাহের পরই যে তরুণী ও যুবতীগণ হঠাৎ পরমা রূপস্বাস্থ্যবতী হইতে আরম্ভ করেন যাহাকে বিবাহের জল-লাগা বলে, তাহাও এই শুক্রের assimilation জন্যই হইয়া থাকে। বন্ধ্যা রমণীগণ সহবাস খুব কম করিবেন এবং অত্যন্ত কামাতুরা হইলে রাত্রির শেষের দিকে স্বামীসহবাস করিয়া, জানুদ্বয় একত্রিত করিয়া পুংবীর্য্যটীকে ধারণ করিয়া রাখিবেন। একবারের বেশী সহবাস করা আদৌ চলিবে না।

মাতা হইতে ইচ্ছুকা হইলে ও রূপস্বাস্থ্য বজায় করিতে হইলে রমণীগণকে যথাকালে শয়ন করিতে হইবে এবং অতি প্রভাতে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিতে হইবে। বন্ধ্যাত্বদোষ নাশ করিবার উহা একটী শ্রেষ্ঠ উপায়। এই প্রসঙ্গে আমি বিখ্যাত ডাক্তার **চাভাসের**, 'স্ত্রীয়ের প্রতি উপদেশ' নামক ইংরাজী বহিটী পাঠ করিতে বলি। তিনি বলেছেন—

"Let a young wife, if she be anxious to have a family, and healthy progeny, be in bed betimes. It is impossible that she can rise early in the morning unless she retires early at night. If you are desirous of having family, if you wish to be strong, if you desire to retain

your good looks and your youthful appearance, rise betimes in the morning ; if you are anxious to lay the foundation of a long life, jump out of bed the moment you are awake" (See—Dr. Chavasse's Advice to a Wife).

বিলাসিনী ও ধনী রমণীগণের বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে উক্ত ডাঃ **চভাস** বড়ই সুন্দর একটী কথা বলেছেন ; তিনি বলেন—"Rich and luxurious ladies are less likely to be blessed with a family than poor and hard-worked women. But if the hard-worked be poor in this worlds goods, they are often rich in children, and "children are a poor man's riches." (See—Dr. Chavasse's Advice to a Wife).

অনিয়মিত সঙ্গম যে বন্ধ্যাত্বর অপর হেতু তাহা আগেই জানাইয়াছি। অতিরিক্ত সহবাস করা, স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা বেশীক্ষণ ধরিয়া সহবাস করা, দুই-ই বন্ধ্যাত্ব জন্মায়। আমি জনৈকা বন্ধ্যা রমণীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম ; তাঁহার স্বামীসহবাসের কাহিনী অতি আশ্চর্য্যজনক ; তিনি প্রতিবারে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা ধরিয়া স্বামীর সহিত রতিক্রিয়াতে মগ্ন থাকিতেন ও তবেই তাহার কামপিপাসার শান্তি হইত, নচেৎ নহে। ঐ দম্পতির মধ্যে প্রথমে তাঁহার স্বামী, স্ত্রীর সহিত সহবাসে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে আমার উপদেশ প্রার্থনা করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়া জানান যে "আমার স্ত্রী (বয়স ৩০) দুইঘণ্টার কমে আমাকে সহবাসকালে

ছাড়িয়া দেন না অথচ ৫মিনিটের মধ্যেই আমার শুক্রস্রাব হইয়া থাকে ও তাহার পর স্ত্রীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকা আমার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণার সমান হইতেছে। স্ত্রীর সহিত সহবাসে ঐ কারণ জন্য আমি এতই ভীত থাকি যে সহজে আমি স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে চাই না। ফলে আমাদের মধ্যে দারুণ মনোমালিন্যর সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্ত্রী আমাকে চরিত্রহীন বলিয়া গালি দিতেছেন ও অবিশ্বাস করিতেছেন। এক্ষেত্রে আমি কি করিতে পারি? কেমন করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবনে এই সমস্যার সমাধান হয় তাহা দয়া করিয়া জানাইবেন।”

যাহাহৌক আমি প্রথমে উক্ত স্ত্রীয়ের বন্ধ্যাত্বর দিকে আদৌ মনোনিবেশ করি নাই এবং যৌনবিজ্ঞানানুমোদিত নানাপ্রক্রিয়া দ্বারা তাহাকে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে উপদেশ দি। ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যে Coitus Reservatus অন্যতম। ঐ ভাবে স্ত্রীসঙ্গ করিয়া তিনি তাহার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ শান্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইরূপে আমার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস জন্মিবার পর তাহার স্ত্রী আমাকে তাহার নিজের অবস্থা জানিয়ে চিকিৎসার উপদেশ চান। তিনি লিখেছিলেন—“আপনি আমার দুর্নিবার সহবাস ইচ্ছার কথা পূর্ব্বেই জানেন। প্রত্যেক সহবাসে অন্ততঃ দুইঘণ্টা সময় না হইলে আমার তৃপ্তি আসে না। আমার স্বামী, আমার সহিত পারিয়া উঠিতেন না; কিন্তু ধন্য আপনার বিধিব্যবস্থা, ধন্য আপনার উপদেশ ও ধন্য আপনার ঔষধ! এক্ষণে তিনি অক্লেশে দুই ঘণ্টাকাল আমার সহিত সহবাস করিয়া আমাকে গভীর তৃপ্তি দিতে পারেন। কিন্তু আমার প্রদরের মত হাজাজনক স্রাব সহবাসকালে যোনিদেশ হতে এত বেশী নির্গত হতে থাকে যে

তাহা বলিবার নহে; আমার স্বামীকে তজ্জন্য সঙ্গমক্রিয়ায় বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং আমিও অতীব লজ্জায় পড়ি। ইহা ছাড়া রজঃশূলের ভীষণ যন্ত্রণায় আমি শয্যা নিয়া থাকি।... ইত্যাদি ইত্যাদি।" আমি ঐ রমণীকেও নানাবিধ বিধিব্যবস্থা, উপদেশ ও ঔষধের দ্বারা প্রায় বৎসরাধিককাল চিকিৎসার পরে তিনি আমায় জানিয়েছিলেন যে তাহার অস্বাভাবিক সহবাসপ্রিয়তা লোপ পাইয়াছে ও তাহার ঋতু স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। আমি এখনও তাহার চিকিৎসা করিতেছি এবং আশাকরি যে শীঘ্রই শুনিব যে তিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন।

নরনারীর বিবাহিত জীবনে বন্ধ্যাত্ব একটী অতি গুরুতর সমস্যার কারণ বলিয়া **দাম্পত্যজীবনে যৌনসমস্যা** নামক পুস্তকে আমি এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিব।

বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি মতে নিম্নোক্ত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে:—**এগ্নাস**, এমোন-কার্ব্ব, অরাম-মি, **ব্যরাইটা-মিউর**, **বোরাক্স**, ক্যাল্কে-কার্ব্ব, ক্যানা-ইণ্ডি, কলোফাইলাম, **কোনিয়াম**, ইউপেটো-পার্পি, গসিপাম, **গ্রাফাইটিস**, হেলোনিয়াস, **আইওডিয়াম**, লেসিথিন, **মেডোরিনাম**, নেট্রাম-কার্ব্ব, **নেট্রাম-মিউর**, নেট্রাম-ফস, ফসফরাস, **প্লাটিনা**, সাবল, ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে 'ঝিল্লীযুক্ত বাধকসংযুক্ত বন্ধ্যাত্ব' রোগে আমি **বোরাক্স** দিয়া কয়েকটী রোগিণীতে অদ্ভুত ফল পাইয়াছি। ঐ লক্ষণে ঐ ঔষধটী ব্যবহারে আমাকে প্রায় বিফল হইতে হয় নাই। ইহাতে ডিম্বের শ্বেতাংশের মত প্রদরস্রাব হয় ও মনে হয় যেন গরম জল প্রবাহিত হচ্চে। ইহার রোগিণীর ঋতু খুব শীঘ্র শীঘ্র

হয় এবং প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়; তা ছাড়া মোচড়ান ব্যথা ও বিবমিষা থাকে। ইহা ব্যবহারে গর্ভধারণের সাহায্য হয়।

'এগ্নাস-ক্যাষ্টাস' ঔষধেও বন্ধ্যাত্ব আরোগ্য হয় কিন্তু তাহার রোগিণীর ঋতু খুব স্বল্প থাকে এবং সেই রমণী সহবাস করিতে মোটেই ইচ্ছুক থাকে না বরং ঘৃণা বোধ করে; সেই রোগিণীর প্রদর থাকিলে তাহাতে হল্‌দে ছোপ লাগে।

'কোনিয়াম' ঔষধটার ব্যবহার খুব কম হলেও ইহা তাহার নিজক্ষেত্রে অদ্ভুত ফল দেয়। যে রমণীরা সামাজিক, নৈতিক, বা আর্থিক কারণে, অথবা অধিকবয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকা, স্বামীর বিদেশে অবস্থান বা বৈধব্য ইত্যাদি হেতুতে যৌনবাসনা মনের মধ্যেই অপূর্ণ অবস্থায় দমন করিতে বাধ্য হয়, যাদের স্তনের বোঁটায় ছুচফোঁটা ব্যথা থাকে, যাদের স্তন অতি স্পর্শ-অসহিষ্ণু, শক্ত ও যন্ত্রণাপ্রদ, অথবা যাদের স্তন থলথলে বা কুঞ্চিত, যাহারা স্তন দুটীকে খুব জোরে হাত দিয়ে মোচড়াতে ইচ্ছা করে, যাদের স্তনদুটী ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে খুব বড় হয় ও যন্ত্রণা দেয়, যাদের ডিম্বাশয় প্রদাহযুক্ত থাকে, যাদের ঋতু বিলম্বিত ও স্বল্প হয় এই ঔষধটী তাদের পক্ষে বড়ই উপকারী হয়ে থাকে।

মানব ও পশুর যৌনভাবের পার্থক্য ঃ—

নরনারীর ও পশু জীবনের যৌনউত্তেজনা (Sex impulse) সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে Jacques Fischer প্রণীত ও Catherine Alison Phillips কর্ত্তৃক ফরাসী হইতে ভাষান্তরিত *Love and Morality* নামক সুবিখ্যাত পুস্তকটী পাঠ করা

উচিত। প্রাণীরাজ্যের যৌন Impulse নির্ভর করে বাহ্যিক ব্যাপারাদির উপর 'dependent upon external forces, acting eiiher directly or by the agency of the internal organic environment.' কিন্তু নরনারীর Sex impluse শুধু ঐ একই ব্যাপারের উপর সীমাবদ্ধ নহে; বাহ্যিক ব্যাপার বা external forces ত' আছেই, তাহা ছাড়াও শুদ্ধমাত্র মানবপ্রকৃতির স্বভাবানুযায়ী আরো অনেক কিছু নূতন ব্যাপার ঐ সঙ্গে জড়িত আছে। ইহা গণিত শাস্ত্রের মত এইভাবে বলা যায় যে 'The sexual impulse, or cerebral reaction accompanying love=the sexual impulse of the animal+superadded phenomena'. প্রাণীরাজ্যের মধ্যে বৎসরে একবার বা দুই বার, কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে যৌনউত্তেজনার সঞ্চার হইয়া থাকে; ঐ সময় যৌনক্ষুধার প্রাবল্য এত বেশী যে তদ্ধেতু তাহারা প্রাণ দিতেও ইতস্ততঃ করে না; শরৎকালে কুকুর জাতির যৌনউত্তেজনার ছবি আমাদের জানা আছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রাণীজাতির বিভিন্ন সময়ানুসারে যৌনকামনার স্ফূরণ হওয়ার বিধি আছে; কিন্তু মানবের পক্ষে যে কোনও মুহূর্ত্তে যৌনকামনার উদয় হওয়া সম্ভব। অবশ্য ঋতুভেদে যৌনউত্তেজনার তারতম্য যে মানবজীবনে একেবারেই নাই, তা নয়। যেহেতু বসন্ত ঋতুতে ও শরৎ ঋতুতে উহার প্রাধান্য পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে। নারীর প্রতি ২৮দিন অন্তর যে ঋতু দেখা দেয় তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে নরনারীর যৌনমিলন প্রতি মাসেই হইবার বিধি আছে।

কিন্তু কেন নরনারীর যৌনউত্তেজনার সময়-অসময় নাই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে আমাদিকে অতি অতীতকালের মানব

সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যে কালে একজন পুরুষ বহুজনা স্ত্রীলোকের অধীশ্বর হইয়া বাস করিত। সে কালে প্রথমে একজন পুরুষ একজনা স্ত্রীলোক বাছিয়া লইয়া তাহার সহিত বাস করিতে থাকিত। ক্রমে তাহার সহিত ঐ রমণীর সহবাসে পুত্র কন্যারা জন্মগ্রহণ করিল; পিতা পুত্রগুলিকে দল হইতে দূর করিয়া কন্যাগুলিকে নিজ অন্তপুরে রাখিয়া দিত ও সেই নিজে তাহাদের অধীশ্বর বা স্বামী হইত; ক্রমে তাহার সহবাসে ঐ কন্যাদের গর্ভেও আবার যেমন পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল, অমি সেই পুত্রদিগকেও দূর করিয়া দিয়া সে কন্যাদিগকে ও কন্যার কন্যাদিগকে লইয়া সহবাস করিতে থাকিত। এইরূপে সে একা অগণিত কন্যা ও রমণী সহ দিন-রজনী যাপন করিত। সেই দলে তাহার অপর কোনও পুরুষ প্রতিদ্বন্ধী থাকিত না; সে একাই সেই অগণিত কন্যা, বালিকা, তরুণী, যুবতী ও বয়স্থা ভার্য্যার সহিত আবশ্যকানুসারে মদনক্রীড়ায় রত হইত। "The father made a selection from among the children born of every union : he killed or drove out the sons, in order to avoid all subsequent sexual competition, and kept the girls, who constituted his harem. The aperation continued with the new-born sons of the second generation, until the head of the tribe was abandoned both by virility and life." ইহার সত্যতা একটু প্রনিধান করিয়া দেখিলে আমরা প্রত্যহই তার পরিচয় পাইব। বানর দলের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় একটা প্রকাণ্ড দলের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীবানরের স্বামীরূপে একটী মাত্র

'বীর বানর' বিরাজমান। পুরুষ শাবক হইলে তাহার আর নিস্তার নাই—দলপতি যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবে। ঐ সকল পুরুষ-শাবক প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া নিজেরা একটা পৃথক দল করিয়া বাস করে; তাহাকে 'সন্ন্যাসীর দল' বলে। সেখানে ঐরূপ বিতাড়িত পুত্রগণ একত্রে বাস করে; পরস্পর পুংমৈথুনের দ্বারা তাহারা যৌনপিপাসায় শান্তি আনে; অথবা দৈবাৎ যদি কোনও স্ত্রীবানরকে তাহারা দলে পায়, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া তাহার সহিত ভাগাভাগি করিয়া সহবাস করে। পরে তাহাদের পিতা ক্রমশঃ যখন বৃদ্ধ অশক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন তাহাদের মধ্যে কোনও প্রবল ও বলবান একজন হঠাৎ একদিন গিয়া পিতার সহিত লড়াই করে ও পিতাকে বধ করিয়া তাহার দলের নায়ক হইয়া বসে। তাহার পিতার অবর্ত্তমানে সে শুধু সেই দলটীর অধিকারী বলিয়াই পরিচিত হইবে না তখন সেই হইবে সেই দলস্থ সমুদয় স্ত্রীজাতির স্বামী ও ভর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও রমনকর্ত্তা; এবং সেইকার্য্যে তাহার দলস্থ মা ও বোন সমান অংশীদার।

মানব সমাজের আদিযুগে পিতৃত্যক্ত ও বিতাড়িত সন্তানগণের ভাগ্যেও এইরূপ হইত। পিতার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া একটী পুরুষদল গঠন করিত। যৌবন আগমনের সঙ্গে তাহাদের যৌনপিপাসা দেখা দিলে তাহারা পরস্পর পুংমৈথুন করিয়া সেই ক্ষুধার অপনোদন করিত; দৈবাৎ যদি কোনও নারী তাহাদের হাতে পড়িত তাহা হইলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাহার যৌবন উপভোগ করিত; এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের পিতা যখন বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত তখন তাহাদের মধ্যে জনৈক বলবান যুবক একদিন হঠাৎ

যাইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতার জীবন সংহার করিয়া তাহার মা, বোন, বোনঝি ইত্যাদির স্বামী হইয়া বসিত এবং তাহাদের সঙ্গে নবীন যৌবনের অমিতবিক্রমে মদনক্রীড়া করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে তরুণী ও যুবতীদের অতৃপ্ত কামলালসা মিটাইয়া, পুনঃ পুনঃ সহবাসের দ্বারা নূতন জন্মদান করিত। Jacques Fischer এই বিষয়টার বর্ণনায় বলেছেন—"During this time the, sons who had been driven out banded together in hordes, satisfying their sex impulses by homosexnalism or the common possession of some female who had fallen into their power by chance. This lasted until the sons could surprise and kill the father, share the females, who were their mothers and sisters, and found a new social order, which has lasted down to our time".

সুতরাং এইভাবে অগণিত নারী লইয়া, তাহাদের তারুণ্য, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সহিত সেই একজন পুরুষকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত। রমণীর ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বা ঋতুর পরে তাহার অসহ্য কামোন্মাদনা আসে এবং সেই সময়টাই নারীসহবাসের প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট সময়। কিন্তু এক্ষেত্রে দলের মধ্যে সকল নারীর একই সময়ে ঋতু দেখা দিত না বা ২৮ দিন অন্তর ঋতু দেখা দিত না। ২৮ দিন অন্তর ঋতু দেখা দিলেও তাহা যে কাহার ঠিক কখন দেখা দিবে তাহার স্থিরতা থাকিত না। কিন্তু দেখা দিলেই তাহার সহিত সহবাস করিয়া তাহার প্রবল যৌনক্ষুধার শান্তি আনিতে হইত। তাহা ছাড়া সেই দলে তাহার বর্ষিয়সী বা

প্রৌঢ়া মাতা, যুবতী ভগ্নী ও তরুণী ভগ্নীকন্যারা থাকিত। তাহাদের সকলের কামপিপাসা একরূপ নহে; প্রৌঢ়াদিগকে বা অতি তরুণীদিকে সে অতি সহজে তৃপ্তি দিতে পারিলেও দলস্থ যুবতীদিকে তৃপ্তি দেওয়া তাহার একার পক্ষে সহজ ছিল না। ফলে যে কোনও মুহূর্ত্তে নারীসহবাস করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইত এবং অতিকামার্ত্তা যুবতী পুনঃপুনঃ সহবাস করিতে চাহিলেও তাহার পশ্চাৎপদ হওয়া চলিত না। এইরূপে পুরুষ তাহার জীবধর্ম্ম অর্থাৎ কেবল 'নির্দ্দিষ্টকালে যৌনকার্য্য করিবার স্বভাব' হারাইয়া ফেলিল। সেই চিরন্তন প্রশ্নের "Why is man not content with the law of instinct, the cyclic periods of sexual excitement, outside of which he would remain like the other animals, absolutely indifferent to all ideas of love?" এইখানেই উত্তর পাওয়া গেল। নরনারীর যৌনজীবনেও পশুর মত যৌনউত্তেজনার নির্দ্দিষ্ট সময় আদিকালে স্থির থাকিলেও ক্রমে ক্রমে এইরূপে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং যৌনজীবনে মানব, পশুদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

রমণীদের জীবনেও ঐ একই কারণে যৌনবিষয়ের নানা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। বহুনারী একত্রে একটী মাত্র অসমবয়স্ক পুরুষের দ্বারা সহবাসে মোটেই যৌন পিপাসার শান্তি পাইত না। একটী পুরুষ কয়জন নারীর যৌনক্ষুধা মিটাইবে? সে নিয়মরক্ষা হিসাবে কর্ম্ম করিয়া যাইত; একদিকে যেমন পুনঃ পুনঃ মৈথুন দ্বারা তাহার জননেন্দ্রিয় অক্ষম, শুক্র তরল ও যৌনশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল অন্যদিকে তেমন আবার দলের মধ্যে তাহার ভগ্নীরা, কন্যারা

বা দৌহিত্রীরা যৌবনের ও তারুণ্যের সমাগমে অতিরিক্ত কামার্ত্তা হইয়া দিনরাত সহবাসের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাহাদিগকে শান্ত করা সেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের একা সাধ্য ছিল না; দলের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষ না থাকায় তাহারা নিজেদের মধ্যেই অস্বাভাবিক মৈথুন করিতে আরম্ভ করিল। আদিযুগে যেমন ঋতুসমাগমে নারী কামার্ত্তা হইয়া পুরুষ সহবাস প্রার্থনা করিত এবং তৎকালে কোনও শক্তিশালী পুরুষ তাহার সহিত প্রচণ্ডবিক্রমে সহবাস করিলেই যেন সেই মাসের জন্য তাহার কামপিপাসার শান্তি আসিত ও ঋতুরক্ষা হইত, এক্ষণে কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। দলস্থ যুবতী কন্যা বা ভগ্নী, ঋতুসমাগমে দলপতিকে সহবাসে নিমন্ত্রণ করিল। সেই স্বামী হয়ত তৎপূর্ব্বে পূর্ব্বদিনে দলস্থ অপর ঋতুস্নাতা নারীর সহিত নিয়মানুসারে সহবাস করিয়া ক্লান্ত আছে; তথাপি এই ক্ষেত্রেও তাহাকে বাধ্য হইয়া যথাসাধ্য যুবতীর সহিত সঙ্গম করিতে হইল। কিন্তু ইহা নিয়মরক্ষা হইল মাত্র, তাহার যৌনতৃপ্তি আসিল না; ফলে যৌনউত্তেজনা সমান ভাবে তাহার মধ্যে থাকিয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল এবং সে কখনও বা কামার্ত্তা হইয়া অন্য সমকারণেকামার্ত্তা নারীর সহিত বিপরীত মৈথুন করিতে আরম্ভ করিল, কখনও বা হস্ত বা অঙ্গুলির সাহায্যে যৌনতৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করিল। এদিকে কিন্তু তাহার যৌনউত্তেজনার তৃপ্তি না হওয়ায় দিনের দিন তাহা নিবৃত্তি না হইয়া বাড়িয়া যাইতেই লাগিল এবং এইরূপে নারীও তাহার পশুধর্ম্ম বা 'নির্দ্দিষ্ট সময়ে যৌনউত্তেজনা বোধ' রহিত হইয়া পড়িল।

প্রাণীদের মধ্যে কিন্তু 'সুনির্দ্দিষ্ট সময়ে যৌনকার্য্য করা ও জন্মদান করা' এক অপরিত্যাজ্য ও অপরিহার্য্য আইন বা ধর্ম্ম। "In animals, the fixing of the cycle of reproduc-

tion in an immutable from is a law which nobody can or will disobey; reproduction is the final act towards which all the activities of the species converge; it seems to be the sole reason of the life of individuals. অনেকপ্রাণী আছে যাদের জীবনের মধ্যে একবার মাত্র যৌনকার্য্য হয় এবং তাহাতেই হয়ত তাহাব মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে; ঐ সহবাসের দ্বারা অবসন্নতা হেতু সে মরে, নচেৎ হয়ত প্রভূত জন্মদান জন্য তাহার মরার আবশ্যকতা হয়, "or because coition is itself obligatory accompanied by an enormous mutilation, and brings about death". ঐ জন্য দেখা যায় যে পুংমক্ষিকাটী (Drone) সহবাস করিলেই তাহার পুংলিঙ্গটীকে, ও genital গ্রন্থিগুলিকে, স্ত্রী মক্ষিকার যোনিদেশে রক্ষা করিয়া প্রাণত্যাগ করে। আবার হয়ত অনেক প্রাণীর মৃত্যু বরণ করা ভিন্ন স্ত্রীসহবাস করাই হয় না। 'মাকড়সা' জাতির যৌনজীবনী পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ইহার সত্যতা দেখা যাইবে। Praying mantis প্রভৃতি জীবগণও এই একই ভাগ্য লাভ করে। কিন্তু মৃত্যু হইলেও 'Sex instinct is an absolute law which is never disobeyed' যৌনইচ্ছার বাহিরে যাইবার উপায় নাই। প্রত্যেক জীব-জগতের মধ্যেই Sex impulse is cyclic and only occupies part of the animal's life অর্থাৎ তাহাদের Sex impulse নির্দ্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থাযুক্ত; কিন্তু মানুষের যৌনজীবনে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; 'In man, on the contrary, the sex impulse

is continual, obeyes no fixed law, and has no character of inevitable necessity'. নরনারীর যৌনক্ষুধা অবিরাম লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছে, তাহার কোনও বাঁধাধরা আইন-কানুন নাই; সময় অসময় নাই, রাতদিন ভেদ নাই যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহার যৌনক্ষুধা জাগিয়া উঠিতে পারে; তখন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব। লালসার বিশ্বগ্রাসী কামনায় যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহার বুভুক্ষু অন্তরাত্মা চতুর্দ্দিক কঁাপিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে 'মই ভুঁখা হুঁ'—আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি কামার্ত্ত।

পশু-যৌনজীবনের সহিত মানব-যৌনজীবনের অপর এক পার্থক্য আছে; পশুদের যৌনজীবনে ষোলআনাই হচ্চে তাদের দৈহিক মিলন ও দৈহিকক্ষুধার তৃপ্তি সাধন; সেখানে মনের বাসনা বা কামনার স্থান নাই; তাই পণ্ডিত Jacques Fischer বলেছেন—"The animal only satisfies his sex impulse physically when he has arrived at the climax of excitement, and finds in it an unquestionable necessity for glandular discharge. How many times do we fail to attain to good sense of animals during our existence!"

আর এক বিষয়ে উভয় জাতির যৌনপার্থক্য অতি পরিষ্কার-ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পশুজীবনের মধ্যে যৌনকার্য্যের জন্য স্ত্রীপুরুষ বাছাবাছির কোনও আবশ্যকতা থাকে না; সেসময় সকল পুংপশুই সকল স্ত্রীপশুর নিকট সমান মনোহর এবং সকল স্ত্রীপশুই সকল পুংপশুর নিকট সমান মনোহারিনী। ইহার কারণ ভাবিবার জন্য আমাদিকে বেশী কষ্ট করতে হবে না। পশুজাতির যৌনকার্য্যের

জন্য একটা বিধিবদ্ধ সময় বা ঋতুর স্থিরতা আছে; সেই জাতির সকল স্ত্রী ও পুরুষপশুই সেই সময়ে সমান কামার্ত্ত ও মৈথুন জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে—'if, in mating, the animal appears not to attach great importance to the choice of its partners, this is no doubt due to the fact that since the season at sexual excitement is the same for the whole race all individuals are about at the same stage of sexual maturity, and there is no urgent reason for choice'! কিন্তু মানবজীবনে এইখানেই বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যেহেতু তাহাদের যৌনজীবনে পরস্পরের Selection ও আকর্ষণ একটী অতি মধুর অথচ শ্রেষ্ঠ আবশ্যকীয় ব্যাপার। নরের প্রতি নারী ও নারীর প্রতি নরের যৌনআকর্ষণ না হলে যৌনক্রিয়া মোটেই সম্ভবপর নহে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যৌনআকর্ষণ সম্ভব বলিয়াই নরনারীর যৌনজীবন এত বেশী মধুময় হয়ে আছে। এই আকর্ষণের মধ্যেই আমরা প্রেমের সেই মহামহিম রূপ দেখে নয়ন সার্থক করি; এই প্রেমের অধিকারী হয়েই ভিখারি সে সম্রাটের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠে এবং কাঙালিনী নারী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে দিকবিদিক আলো করে রাখেন। সেই বাঞ্ছিত ও আকাঙ্খিতসাথির মিলন-কল্পনা করেই নরনারী আশান্বিত হয়ে বলে—

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে'।

সমাপ্ত